বরাক উপত্যকার ভাষা সংগ্রামের ইতিহাস

সুবীর কর

২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

কথাসূত্র

বাঙালীর আত্মপরিচয়ের যে গৌরব তার আশ্রয় রবীন্দ্রনাথ। তার জাতীয় সত্তা যে এক অখণ্ড অবিভাজ্য সত্তা এই ধারণাটি কবিরই নির্মাণ। রাজনৈতিক বিভাজন জাতিসত্তার মৌল ভিতটির অঙ্গচ্ছেদ ঘটিয়ে লাভের ফসল ঘরে ওঠালে ও বাঙালীর জাতীয় চেতনা পুনঃনির্মাণের প্রক্রিয়াকে জাগিয়ে রেখেছে। বিভাজন প্রক্রিয়ার শুরু উপনিবেশিকতার সূচনা পর্বেই ;--১৮৭৪-এ বণিকী স্বার্থে অখণ্ডবঙ্গের ভূগোল থেকে বিচ্ছিন্ন করে যেদিন শ্রীহট্টকে আসামের মানচিত্রে অনুপ্রবিষ্ট করা হল সেদিন থেকেই। 'নির্বাসিতা সুন্দরী শ্রীভূমির' অধিবাসীরা হয়ে গেল যেনো ব্রাত্যজন। শ্রীচৈতন্য, শ্রীঅদ্বৈত, হজরত শাহজলালের ভাষা ও সংস্কৃতির উত্তর সাধকেরা শিকার হল আধিপত্যবাদী আগ্রাসনের। দেশভাগ তাকে করল উদ্বাস্তু--'ভগনীয়া'! স্বদেশের মাটিতেই দেশবাসী হল ছিন্নমূল। আশ্রয়ের ঠাঁই খুঁজে নিল আসামে,--প্রকৃতপক্ষে একই রাজ্যের এক অঞ্চল থেকে অপর অঞ্চলে। পাকিস্তানী পাশবিকতার রক্ত না শুকোতেই উগ্রজাতীয়তাবাদ হামলে পড়ল তার উপর--একবার নয়, বারবার। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আক্রমণে সন্ত্রস্ত দিশেহারা হতভাগ্যদের অপরাধ--তারা বাঙালী। সময়ের উথালপাথাল সংকটে সামান্য পরিসর খুঁজে পেতে লক্ষ লক্ষ আর্তমানুষেরা যখন দিশেহারা তখন সেই ১৯৫৯-৬০ সালে অসমীয়া ভাষার আধিপত্য কায়েম রাখতে সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা জুড়ে শুরু হল 'বঙাল খেদা আন্দোলন'। হিংসা আর বিদ্বেষে যখন সংখ্যালঘু ভাষিক গোষ্ঠীর ঘর পুড়ছে, মা-বোন ধর্ষিত হচ্ছে, তখন ক্রোধে ও উত্তেজনায় বাঙালী তরুণের রক্তে নিষ্ফল আক্রোশে ফুঁসছে। আমরা তখন করিমগঞ্জ কলেজে ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসের ছাত্র। প্রতিদিন ক'জন বন্ধু মিলে রেলস্টেশনে যেতাম সব খোয়ানো মা-বোন ভায়েদের খোঁজ নিতে--খবর জানতে। করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি শিলচর সর্বত্র উদ্বেগ ও উত্তেজনা ছড়িয়ে গেছে। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, চা-বাগান, তেলখনি, কয়লাখনি, গ্রাম-গ্রামান্তর সর্বত্র বাঙালীরা হত্যা ও সন্ত্রাসের শিকার। এর প্রতিবাদে সংগঠিত হল ছাত্র আন্দোলন, দলমত নির্বিশেষে জন আন্দোলন। এ সংগ্রাম নিছক বাংলা ভাষার অধিকার আদায়ের সংগ্রাম ছিল না--আসামের সংখ্যালঘু সকল জাতিগোষ্ঠির ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার সংগ্রামই ছিল তার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। জাতি উপজাতি--ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে হিন্দী, মণিপুরী, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষিক গোষ্ঠীর সম্মিলিত ঐক্যবদ্ধ এক মহাজাগরণ হয়ে দেখা দিয়েছিল এই সংগ্রাম।

মাতৃভাষার অধিকার ছিনিয়ে আনতে ১৯শে মে '৬১ সালে একাদশটি তরুণ প্রাণ উৎসর্গীকৃত হল। রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে সমগ্র বাংলা ও বিশ্বভুবন যখন কবি প্রণামে শ্রদ্ধাবনত তখন সেই কবিপক্ষে বরাক উপত্যকার বাঙালী রক্তের অর্ঘ্য সাজিয়ে বীরসাজে অঞ্জলি নিবেদন করল। এই অজেয় সংগ্রামে বাঙালীর হৃদয়তীর্থ কলকাতা তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ উজাড় করে দিয়েছিল তার সহৃদয় উদারতা। কেন্দ্রের সংগে দূর প্রান্তের ঘটেছিল এক মহা মেলবন্ধন। আমরা সবাই মিলেছিলাম মায়ের ডাকে। সংগ্রামে প্রেরণা জুগিয়েছে বাহান্নের ঢাকার ভাষা সংগ্রাম। রফিক সালাম বরকতেরা ছিলেন আদর্শ। পদ্মা-মেঘনা-যমুনার মধ্যে কুশিয়ারা-ধলেশ্বরী-সুরমা খুঁজে নিয়েছিল তার ঠিকানা। বুড়িগঙ্গা আর

ববাক হয়ে উঠেছিল চেতনার সংগম।

ভাষা সমস্যাব আপাতঃ নিষ্পত্তি হল কিন্তু হারাতে হল অনেক। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালীর অধিকারের দাবী স্তব্ধ হয়ে গেল চিরতরের জন্য। বরাক উপত্যকার অধিকাব স্বীকৃত হলে ও আধিপত্যবাদের শোষণ, লুণ্ঠন ও সম্প্রসারণের কৌশল রূপে ভাষিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এক নিরন্তর প্রবহমান ধারা রূপে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে আজো বর্তমান। এরই প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে ১৯৭২ ও ১৯৮৬ সালে আত্মবলিদান করতে হয়েছে আরো তিন তরুণ প্রাণকে।

ভাষা সংগ্রামের এই মহান ঐতিহ্যকে আজ আমরা ভুলতে বসেছি। জীবন-জীবিকার দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে দাসত্ববোধের শৃঙ্খলে বরাকের বাঙালী ক্রমেই প্রভুপদলেহী হয়ে ওঠার প্রতিযোগিতায় নিজেকে ক্ষয় করে চলেছে। ভাষা আন্দোলন যে চেতনার জন্ম দিয়েছিল তার কাছে তা আজ অর্থহীন, তার উত্তর দায়িত্ব বহন করতে সে অপারগ। আত্মবিস্মৃতি তাকে আত্মহননের পথে ঠেলে দিচ্ছে। আত্মদানের আত্মগৌরবকে সে স্মরণে রাখেনা। বাংলাভাষার জন্যে বলিপ্রদত্ত একমাত্র মহিলা শহীদ কুমারী কমলা ভট্টাচার্যেব নাম ও আমরা ভুলে বসেছি। 'উনিশে মে' এখন নিছক তিথি উদযাপনে পর্যবসিত হয়েছে। এই অবক্ষয়ের দায় শুধু তার নয়, প্রকৃতপক্ষে যে সর্বনাশা রাজনীতি সংগ্রামের কালেই তার বীজ বপন করেছিল এ দায় তারই।

বরাকের ভাষা কি বাংলা, মানুষেরা কি বাঙালী?—এ প্রশ্নের উত্তর আজো দিতে হয় পশ্চিমবঙ্গে, বাংলাদেশে। বাংলাভাষার জন্যে আত্মবলিদানের গৌরব ইতিহাসের এ স্মৃতি পশ্চিমবঙ্গ ও বিস্মৃত হয়েছে। ২১শে ফেব্রুয়ারী যথার্থ মর্যাদায় নিশ্চিতই শ্রদ্ধা পাবে বাঙালীর হৃদয়ে। বরাকে ও প্রতিবছর শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা হয়। কিন্তু স্বাধীন ভারতে বাংলাভাষার জন্যে আত্মাহুতি দানের এই গৌরব আজ পশ্চিমবঙ্গে যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করে না—এ কি শুধু বিস্মৃতি, উপেক্ষা, অজ্ঞতা, উন্নাসিকতা না অন্য কিছু—এ প্রশ্নের উত্তর জানা নেই; অথচ বরাকের ভাষা সংগ্রামে পশ্চিমবঙ্গ বাসীরাই ছিলেন অতন্দ্র প্রহরী ও সংগ্রামী সহচর। একটা অপরাধ আমাদের রয়ে গেছে যে, ভাষা সংগ্রামের কোন যথার্থ ইতিহাস আমরা তুলে ধরতে পারিনি। ছাত্রাবস্থায় দিনলিপিতে টুকে রাখা কিছু ঘটনা, স্মৃতি আর ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত কিছু তথ্য নিয়ে অগ্রজদের উৎসাহে একটি খসড়া তৈরী করি প্রায় দশবছর আগে। বিভিন্ন পত্রিকাদপ্তর, ভাষা আন্দোলনের নেতা ও অন্যান্য অনেকের কাছে অনুরোধ করেছি তথ্য দিয়ে সাহায্য করার। একমাত্র 'যুগশক্তি' পত্রিকা দপ্তরই সযত্নে সে সময়ের পত্রিকাগুলি সংরক্ষিত রেখেছে, কিন্তু আন্দোলন সংশ্লিষ্ট দলিল নথিপত্র অনেকের কাছে অনুসন্ধান করে ও বিশেষ কিছু উদ্ধার করা যায় নি। যাদের কাছে ছিল হয় তা হারিয়ে গেছে, নয়ত বন্যায় ভেসে গেছে। আবার কেউ কেউ নিজেকে জাহির করে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন, কেউ বা গল্প শোনান—ইতিহাস লেখা আর হয় না। আন্দোলনের এক যুবনেতা তো প্রশ্ন করেই বসলেন এই বলে যে, 'কার জন্যে লিখবেন, কাকে নেতা বানাবেন?' সবিনয়ে বললাম, "কাউকে আলোকিত মঞ্চে তোলার অভ্যেস আমার নেই, আমি কোন ব্যক্তির হয়ে লিখতে অপারগ, লিখব বাংলা ভাষার হয়ে।' এর মধ্যে বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন 'বঙ্গীয় চতুর্দশ শতকের তথ্যপঞ্জী প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে 'ভাষা আন্দোলনের একটি রূপরেখা' রচনার

দায়িত্ব অর্পণ করে। শ্রদ্ধেয় হুরমত আলী বড় লস্করের বুড়িবাইলের গ্রামবাড়ীতে তাঁর ছেলে শ্রীমতীন আহমেদ বড়লস্কর আমাদের হাতে সযত্নে রক্ষিত বিবিধ নথিপত্র তুলে দেন। করিমগঞ্জের সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা শ্রী রণেন্দ্রমোহন দাস আসাম রাজ্য বিধান পরিষদে রাজ্যভাষাবিল বিতর্কে উপস্থাপিত তাঁর ভাষণ ও কিছু ব্যক্তিগত চিঠির টাইপ কপি সমঝে দেন। শ্রদ্ধেয় শ্রী নলিনীকান্ত দাসের সংগ্রহে রক্ষিত কাগজপত্র দেখার সুযোগ করে দেন তাঁর ছেলেরা। ভাষা সংগ্রামের অবিসংবাদিত জনপ্রিয় নেতা শ্রী রথীন্দ্রনাথ সেন শুধু স্মৃতিকথা আওড়ে যান,--অসংখ্য অকথিত কথা--রোমাঞ্চকর সত্য কাহিনী। লেখার উৎসাহ উদ্দীপনা জাগিয়ে রাখেন শ্রী সুজিৎ চৌধুরী, শ্রী তপোধীর ভট্টাচার্য শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী সহ অগণিত বিদগ্ধজনেরা। পরম স্নেহভাজন শ্রীমতী জয়িতা দাস প্রায় দুবছর নিষ্ঠাসহ তথ্যাবলীকে শৃঙ্খলা বদ্ধ করা ও লেখার কাজে সহযোগিতা করে অনেক শ্রম লাঘব করেছেন। দুঃসহ শারীরিক যন্ত্রণা নিয়েও শ্রীমতী রীতা কর আমার লেখার অবকাশ রচনা করে চলেছেন--এদের কাউকে কৃতজ্ঞতা জানাবার স্পর্ধা করিনা কারণ সবাই মাতৃভাষার জন্যে আপন দায়িত্ব পালন করেছেন মাত্র। ভাষাসংগ্রাম কালে পশ্চিমবঙ্গ ও বরাকউপত্যকার পত্র-পত্রিকাগুলি এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিল। সেগুলি থেকে অনেক তথ্য, চিত্র ও কাফীখাঁর বিখ্যাত ব্যঙ্গচিত্র এই পুস্তকে আহৃত হয়েছে। এসব পত্রিকাসম্পাদক সাংবাদিক ও শিল্পীদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। প্রচ্ছদ এঁকেছেন শুভানুধ্যায়ী শ্রীতপন কর তাঁকেও ধন্যবাদ জানাই। অনুজপ্রতিম শ্রী অনুপকুমার মাহিন্দার উদ্যোগী না হলে এ বই যথা সময়ে প্রকাশের আলো দেখতে অসমর্থ হত, তাঁর প্রতি আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

প্রণাম জানাই অমর বীর ভাষা শহীদদের যাঁদের রক্তের বিনিময়ে বরাকবাসী বাংলাভাষার অধিকার ছিনিয়ে এনে নব ইতিহাস রচনা করেছে। ইতিহাস রচনা এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া মাত্র। এই রচনা কোন চূড়ান্ত ইতিহাস নয়, শুধু যত্নবান থাকার চেষ্টা করেছি প্রকৃত তথ্যের প্রতি। বরাক উপত্যকার ভাষা সংগ্রাম একটি প্রবাহমান ধারা। এই পুস্তকে উনিশে মে-র ঐতিহাসিকতাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত ঘটনাবলীর পূর্বাপর ধারাবাহিকতা পূর্বাপর বিবৃত করে সময় ও তার পরিচয়কে তুলে ধরার প্রয়াস করেছি মাত্র।

এই প্রয়াস যদি ভাষা সংগ্রামের চেতনার স্বরূপটি উপলব্ধি করতে পাঠককে প্রবুদ্ধ করে তা হলেই কৃতার্থ বোধ করব।

সুধীর কর

১৯শে মে '৯৯
করিমগঞ্জ
আসাম

বিভাগীয় প্রধান
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

বিষয়সূচী

নিরস্ত্র বনাম সশস্ত্রের রণক্ষেত্রে আর একটি দৃশ্য, রণক্ষেত্র করিম স্টেশন

১৯ শে মে তারিখে শিলচরে রেল স্টেশনে লাইনের উপর সত্যাগ্রহীদের উপর কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশের বে-পরোয়া লাঠি ও লাথি চার্জের দৃশ্য।

বিশ্ব মহাযুদ্ধের শস্ত্রে শস্ত্রে সংঘর্ষ নয়, শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের উপর সশস্ত্র পুলিশের দাপট।
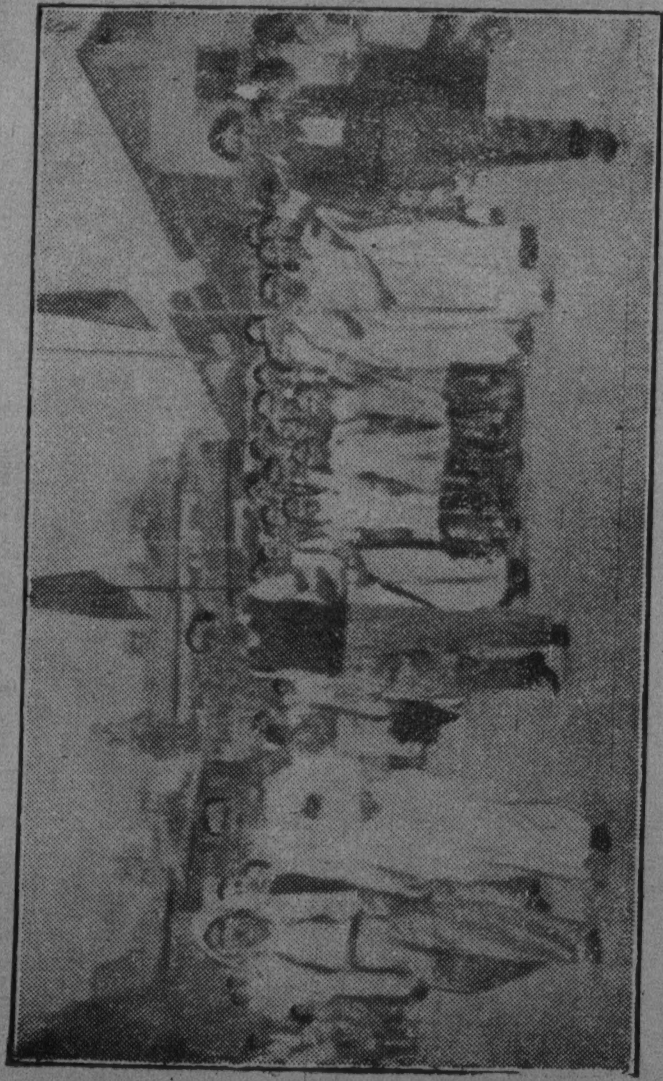
শিলচরের শহীদদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য ২৭ মে কৃষ্ণ পতাকা হস্তে শিলং বাসিগণের শোকযাত্রা।
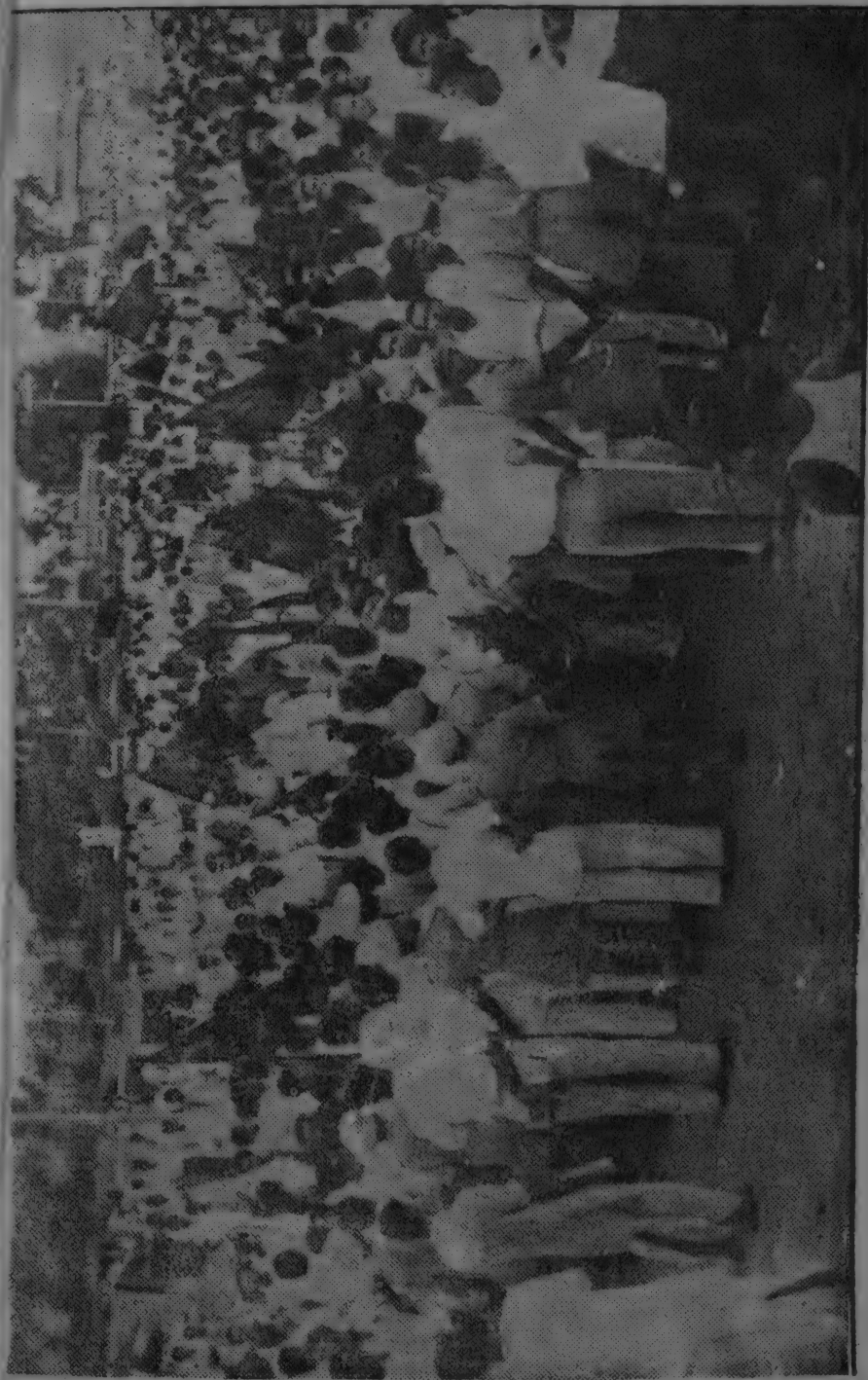
শিলচরে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গে বিক্ষোভ।
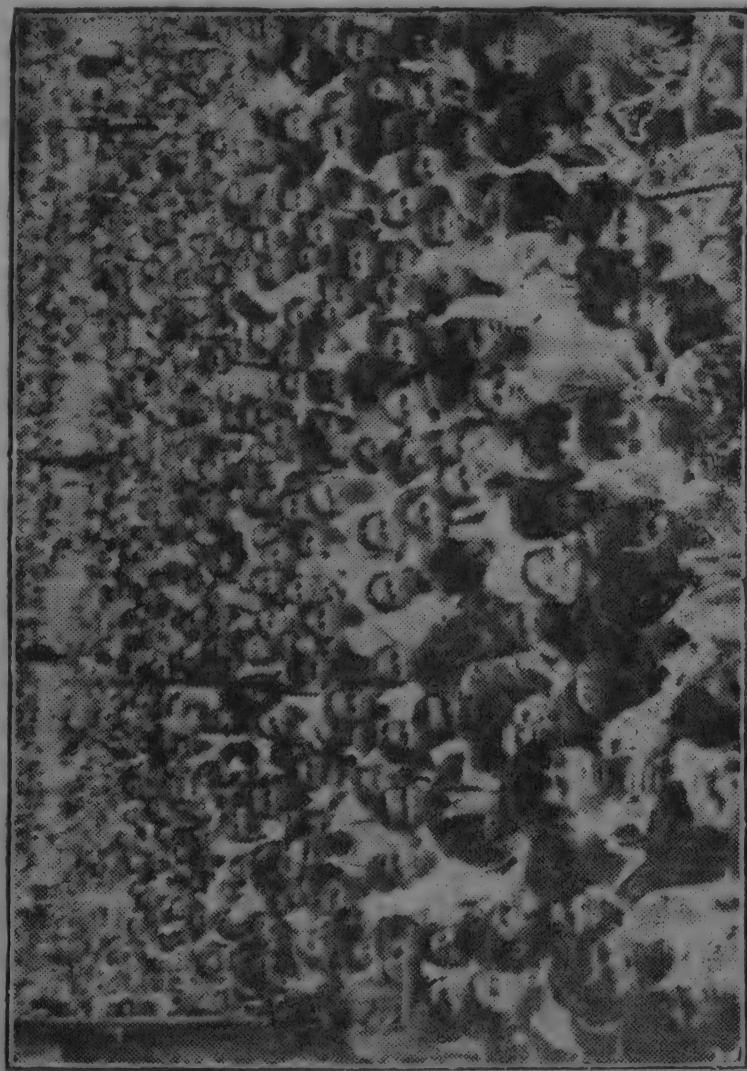
শিলচরের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে গত ২৭শে মে শিলংয়ের নোংথুতাই ময়দানে বিরাট জন সমাবেশের দৃশ্য।

২৯ মে ইউনিভার্সিটি ইনসটিটিউট লাইব্রেরি হলে কলিকাতা প্রবাসী কাছাড়বাসীদের সভায় কাছাড়ের ১১জন শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

শিলচরের শহীদ স্মরণে—

দুর্গাপুর কংগ্রেস এ আই সি সি সভায় সভ্যগণ শিলচরের মৃত শহীদদের সম্মানে এক মিনিটকাল দণ্ডায়মান ও মৌন অবলম্বন করিয়াছিলেন।

কাফী খাঁর কার্টুন। যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত ৩০ মে ১৯৬১

প্রেক্ষাপট

- *প্রাক স্বাধীনতা পর্বে আসামে বাঙালীর অবস্থান*
- *আধিপত্যবাদ ও বাঙালীর আত্মপরিচয়ের সংকট*

"মমতা বিহীন কালস্রোতে
বাঙলার রাষ্ট্রসীমা হোতে
নির্বাসিত তুমি
সুন্দরী শ্রীভূমি।
ভারতী আপন পুণ্য হাতে
বাঙালীর হৃদযেব সাথে
বাণীমাল্য দিয়া
বাঁধে তব হিয়া
সে বাঁধনে চিরদিন তরে তব কাছে
বাঙলার আশীর্বাদ গাঁথা হয়ে আছে।" [রবীন্দ্রনাথ]

শতাব্দীর বহমান কালস্রোতে খণ্ডিত শ্রীভূমির নির্বাসিত সন্তানেরা বাঙলার আশীর্বাদ নিয়ে আজো চলমান।

এই বিদায়ী শতকেই বাংলা ভাষা-সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও অধিকারকে রক্ষা করতে প্রাণ বলিদান করতে হল বাঙালীকে। একবার নয়, বারবার। প্রথমে পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায়—১৩৫৮ সালের ফাল্গুন মাসে। এরপর বরাক উপত্যকায়—১৩৬৮ ও ১৩৯৩ সালে। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান, আজকের বাংলাদেশের, বাংলা ভাষা আন্দোলন ছিল উর্দু ভাষার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, আর আসামের বরাক উপত্যকার আন্দোলন ছিল অসমীয়া ভাষার সম্প্রসারণবাদের প্রতিরোধে। পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল জাতীয় মুক্তি, বরাকের ভাষা সংগ্রাম ছিল স্বাধীন গণতান্ত্রিক স্বদেশে অর্জিত সাংবিধানিক অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। 'বীরের রক্ত স্রোতে' বাংলা ভাষা জননীর 'অশ্রুধারা' মুছিয়ে দিয়ে বরাকের বাঙালী নিজেই ইতিহাস হয়ে উঠেছে।

শ্রীহট্টের অংগচ্ছেদ ঘটিয়ে লক্ষ লক্ষ বাঙালীর জীবনের স্বপ্নসাধকে সমাধি দিয়ে স্বদেশ আমার স্বাধীন হল। ছিন্নমূল বাঙালীর নতুন এক পরিচিতি জুটল—ভগনীয়া,—উদ্বাস্তু। ১৯৪৭ এর ৭ জুলাই গভর্নর জেনারেলের পরিচালনায় ও আসাম প্রাদেশিক সরকারের সহযোগিতায় শ্রীহট্টে গণভোটের নামে এক প্রহসন অনুষ্ঠিত হল।

১৯২৮ সালেই আসাম প্রাদেশিক কাউন্সিলে শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তির বিষয়টি সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিচারাধীন হয়ে উঠে। দেখা যায় যে, ১৯৩৭ সালেই অসমীয়া জাতীয়তাবাদী নেতা অম্বিকাগিরি রায় চৌধুরী ও নীলমণি ফুকন কংগ্রেসের প্রতি অসমীয়া জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন ও আনুগত্যের প্রশ্নে প্রথম ও প্রধান শর্ত রূপে শ্রীহট্ট ও সমতল কাছাড়কে আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার দাবি উত্থাপন করেন। পরের বছরই Assam

Legislative Council এ আসামে হাইকোর্ট স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপিত হলে সভায় শ্রীহট্টের ভাগ্য নিয়েও জোর বিতর্ক চলে। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মৌলবী সৈয়দ স্যার মোহাম্মদ সাদউল্লা ১৯ ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রস্তাবটি সভায় পেশ করলে পর বাবু সুরেশ চন্দ্র দাস, শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং মৌলবী মোহাম্মদ আসাদুদ্দীন চৌধুরী প্রমুখ সদস্যবৃন্দ এর বিরোধিতা করেন। প্রস্তাবটির পক্ষে যাঁরা জোরালো বক্তব্য রাখেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রায়বাহাদুর হেড়ম্ব প্রসাদ বরুয়া, মৌলবী আব্দুর রহিম চৌধুরী, রায়সাহেব সোনাধর দাস সেনাপতি ও বাবু সত্যেন্দ্র মোহন লাহিড়ী। শ্রী সুরেশ চন্দ্র দাস প্রস্তাবটির বিরোধিতা করে এই বলে আশংকা প্রকাশ করেন যে, এর ফলে শ্রীহট্ট ও কাছাড় এর অধিবাসীদের স্বার্থ বিঘ্নিত হবে। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন যে, জনমত যাচাই না করেই ১৮৭৪ সালে শ্রীহট্ট জেলাকে প্রশাসনিক স্বার্থে আসামের সংগে জুড়ে দেওয়া হল। এই জেলার পুনরায় বঙ্গ-ভুক্তির দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল নর্থব্রুক এর দেওয়া আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি সুরমা উপত্যকা বাসীর আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের দাবিটি বিবেচনা করার আহ্বান জানান। যেহেতু হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রধানত বাঙালী, ভাষা, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, ভূমিআইন, উত্তরাধিকার বিধি এমনকি বঙ্গদেশের মত এই জেলা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন সুতরাং কলকাতা হাইকোর্টে যেভাবে শ্রীহট্টের অধিবাসীদের স্বার্থ বর্তমানে সুরক্ষিত রয়েছে আসামে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হলে তা বিঘ্নিত হবে। তাছাড়া যেহেতু সুরমা উপত্যকা ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা উভয় অঞ্চলের পক্ষ থেকেই শ্রীহট্টকে পুনরায় বঙ্গ-প্রদেশের সংগে যুক্ত করে দেবার জোরালো দাবি উত্থাপিত হয়েছে সেহেতু এই জেলাকে সম্পূর্ণতই কলকাতা হাইকোর্টের অধীন ভুক্ত করে রাখাটাই হবে যুক্তিযুক্ত। কৌতূহল মেটাতে বিতর্কের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হল :

"Babu Suresh Chandra Das : Madam in connection with the address meant for being presented to His Majesty for the establishment of a High Court in Assam my remarks would be very brief. I speak as a member from Sylhet, which forms, so far as legislative business is concerned, the main part of the Surma Valley, and I can say outright that we are opposed to the establishment of a High Court as seperate from the Calcutta High Court.

So far as the district of Cachar is concerned, my information is that the people of that district hold the same view as those of Sylhet. But, Madam, I do not like to arragate to myself any authority to speak on behalf of that district. My hon. friend from Cachar will do it better.

It is well known that Sylhet was seperated from Bengal in 1874 and joined to the newly formed province of Assam by an order of the Government of India without consulting the opinion of the people of Sylhet, or affording them an opportunity to give expression to their views. Sylhet felt it as a piece of high-handedness and resented it and

when the then Viceroy and Governor-General of India, Lord North brook, came over to Sylhet. the leading people of the district, headed by Haji Hamid Bukt Majumdar, a scion of the distinguished Majumdar family of Sylhet, waited on a deputation to Lord North brook and gave expression to their resentment ; and they were not pacified, though public opinion was not so articulate as it is now. till Lord North brook gave them a distinct assurance that in all judicial matters the Court in Sylhet would always in future be under the Calcutta High Court and that they would be manned by judicial officers from the Bengal cadre and that they would administer Bengal laws, and in revenue matters the laws that were then in force would continue to be in force all over (except the small portion of land outside the permanently settled area which gradually came to be governed by the Assam Land Revenue Regulation, 1886).

The assurance has been adhered to up till this day, but in spite of all that Sylhet continued to smart under a sense of injustice and carried on agitation and appeal to the authorities for the transfer of the district to Bengal. Once the question was taken up in the Legislature of Assam and the transfer was decided, but some how or other it was shelved.

Sylhet as is well known is pre-eminently a Bengal district, the inhabitants, both Hindus and Muhammadans are all ethnologically Bengalis. In manners, customs, Language, traditions, land laws and law of inheritance they are purely Bengalis, and the district is, like Bengal, permanently settled. It wants always to remain under the jurisdiction of the Bengal High Court and would never like to be governed by a High Court which will take centuries to gather the eminence and the just reputation of the High Court in Bengal, and be able to deal it the kind of justice administered there."

"Mr. Sarat Chandra Bhattacharya :

I understand that some where it was stated that the bulk of the cases from Assam that go to the Calcutta High Court go from Sylhet. It is about three-fourth or two-third of the total. Some one has said some where that if that is the case the natural course is that the seat of the High Court should be at Sylhut. Against that it has been said that probably the district of Sylhet may not remain long in Assam but it may be transfered to Bengal. In that case, if the High Court building is now constructed at Sylhet it was be a mere waste or at best free gift to Bengal. It is apparently from this consideration that Sylhet

has been left out....

I think the proper course is to decide the question of Sylhet first and then decide where the High Court should be reasonably located. There were proposals made from time to time that Sylhet should be transfered to Bengal. My information is that even in the present session of the Legislative Assembly there is a resolution to be moved by some friend of the Assam Valley (I am subject to correction) that Sylhet should be transfered to Bengal. If there is any doubt on that point why not take steps to clear that point now and once for all. I would request the Honourable chief Minister to see that the resolution is given a chance for discussion in the present session so that the representatives of both the valleys will be able to discuss the matter and decide it once for all-whether Sylhet should go to Bengal or not. If it is decided that Sylhet should go to Bengal and if our Government and leaders earnestly try, I think, it will be possible to persuade the Bengal Legislature to accept the proposal. If that can be achieved the question of the seat of the High Court will solve itself."[১]

প্রস্তাবিত হাইকোর্ট সম্পর্কিত বিতর্কের জবাবী ভাষণে স্যার মোহাম্মদ সাদুল্লা মুখ্যত বাবু সুরেশচন্দ্র দাস ও শ্রী শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্যের বক্তব্যকেই খণ্ডন করেন। তবে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ও গোষ্ঠীগত বিদ্বেষ ভাব জাগিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট উপাদান বর্তমান ছিল। লর্ড নর্থব্রুকের নিকট শ্রীহট্টবাসীর পক্ষে যে দাবি উত্থাপন করা হয়েছিল তার ভাষা সম্বন্ধে স্যার সাদুল্লার যে বিবৃতি এ বিষয়ের সত্যাসত্য নিরূপণ করা আজ আর সহজসাধ্য নয়। তাঁর ভাষণে তিনি বলেন, "Madam I appreciate the grounds which made my honourable friend Mr. Das to oppose this proposal. I am fully aware of the promise that was given as early as 1874 by no less a person than the then Governor-General Lord North brook but at that time the idea of the then inhabitants of the districts of Bengal who were cut off from Bengal and had to come over to Assam which was created a new province a few month ago was that Assam was a mass of jungles and its inhabitants were no better than the 'Tarzans' that we see in the Cinema Screens now-a-days. With such ideas the then inhabitants of Sylhet memorialised the Governor-General that as they had been tagged into a wild country and a savage people. They should not be denied the amenities of administration and justice that they enjoyed while they were in Bengal. I think the honourable gentleman from Sylhet and his friends of the some opinion have since seen that Assam is not merely a land of forests and that the people inhabiting the two Valleys are not 'Tarzans'...My friend stated by saying that he is speaking for the

district of Sylhet. I have carefully gone into this matter. My Muslim friends from that district have approved of this proposal and therefore he has not the authority of the whole of Sylhet to speak in that way that he has done and it is known to everyone that in the district of Sylhet the Muslims form the majority of the people. ....

Then I would refer to the speech of my honourable friend Mr. Bhattacharya. The trend of his argument seems to be that, so long as we do not know about the location of the district of Sylhet, either in Assam or in Bengal, the question of a High Court should not be dicided. For good or for evil it appears that Sylhet is going to remain a part of the province of Assam. My honourable friend said that once this subject was discussed in the previous council. I distinctly remember that in that year, 1925, the then Council passed a resolution favouring the transfer of Sylhet to Bengal. But two years later, in 1928, on a resolution moved by the late khan Bahadur Alauddin Choudhury the same House rescinded its former verdict. And so far the matter stands where it did originally."[২]

ব্রিটিশ শাসনাধীন আসাম রাজ্যে ১৮৩৮ এর নভেম্বর মাস থেকে ১৮৭৩ সালের ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম ছিল বাংলা। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তটা নিশ্চিত ভাবেই ছিল শাসক ও আমলাগোষ্ঠীর। যেহেতু আধুনিক শিক্ষায় ও দীক্ষায় বাঙালীরই ছিল প্রাধান্য তাই আসামের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাদের আধিপত্যই ছিল বেশি। আধুনিক শিক্ষায় অসমীয়াদের হাতেখড়ি ঘটে কলকাতায়। সেকালে ইউরোপীয় সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অসমীয়াদের বিস্ময়-বিমুগ্ধ কৌতূহল ও অনুরাগ ছিল। আবার রাজ্যে বাঙালী ও বাংলা ভাষার আধিপত্যের জন্যে অন্তরে ক্ষোভ ও ক্রোধ জমে উঠেছিল। এই দ্বৈতমানসিকতা থেকেই জন্ম নিল আধুনিক অসমীয়া জাতীয়তাবাদ। হলিরাম ঢেকিয়াল যুকন, মণিরাম বড়বন্দর বরুয়া, যাদুরাম বরুয়া প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় অসমীয়া মনীষীবৃন্দ বাংলাভাষা, সাহিত্য ও বাঙালীর প্রতি অনুরাগী হয়ে বাংলাভাষায় তাঁদের মনন ক্ষেত্রকে কর্ষিত করেছিলেন।[৩] ১৮৩৮ সনে বীর বিদ্রোহী মণিরাম দেওয়ান যে 'বুরঞ্জী' রচনা করেন তার ভাষাও ছিল বাংলা। এই 'বুরঞ্জী' বা ইতিহাস কামরূপ—আসামের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক রত্নভাণ্ডার। প্রাচীন কামরূপের ধর্ম, সমাজ, জাতি, বর্ণ, শংকরদেব ও মাধবদেবের মত, গোস্বামী মহন্তদের ধর্মপ্রচার, সংহতি বিভাগ, বঙ্গদেশ থেকে আগত শাক্ত গোস্বামীদের 'আগমোক্ত মার্গ' প্রচার, তান্ত্রিক বিধি আচার ইত্যাদি বহু বিচিত্র বিষয় এই গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হয়েছে।[৪] দেখা যায় যে, অসমীয়া ও বাংলার মধ্যে পারস্পরিক ভাব-বিনিময় ও সম্প্রীতি-সৌহার্দের এক ঐতিহ্য দীর্ঘকাল থেকে বর্তমান ছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ ও কূট শাসননীতি এই ঐতিহ্যের মূলে কুঠারাঘাত করল। অপরদিকে আমেরিকান ব্যাপটিষ্ট মিশনারীরা খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের স্বার্থে অসমীয়া ভাষায় ব্যাকরণ, অভিধান লিখে, সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করে ও

বিদ্যালয় স্থাপন করে আধুনিক অসমীয়া জাতির গোড়াপত্তন করলেন। ১৮৫৩-৫৪ সালে এ. জে. মোয়াটে মিলস 'Report on the Province of Assam'—এই প্রতিবেদন লিখে আসামে অসমীয়া ভাষা প্রচলনের স্বপক্ষে মত ব্যক্ত করেন। নেথাম ব্রাউন, ব্রাউন্‌সন ও আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন প্রমুখদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে ১৮৭৩ সালে কামরূপ, দরং, নওগাঁ, শিবসাগর ও লক্ষীমপুর জিলার বিদ্যালয় সমূহে ও আদালতে অসমীয়া ভাষা সরকারী ভাষা রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৫] দেখা যায় যে, ১৮৩৮ থেকে ১৮৭৩ এই সময়কালে আসামে বাংলাভাষার প্রচলন ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে পরবর্তী সময়ে বাঙালী জাতিকেই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হল। এর জন্যে বাঙালীকে বার বার মাশুল গুণতে হয়েছে অথচ এর দায় এই জাতির নয়। অসমীয়া ভাষার বিকাশ ও প্রসারের ক্ষেত্রে জাতি হিসাবে বাঙালী কখনো কোন বিরোধিতা করেনি, শুধুমাত্র নিজেদের ন্যায়সংগত সাংবিধানিক অধিকার আদায়ের জন্যে দাবি উত্থাপন করেছে। এই দাবির বিনিময়ে তার অধিকারকে শুধু অস্বীকারই করা হয়নি বরঞ্চ হিংস্র আক্রমণ, দাঙ্গা, নিপীড়ন, ধর্ষণ ও বঞ্চনার শিকারই হতে হয়েছে বার বার। শ্রীহট্ট ও কাছাড়কে প্রশাসনিক প্রয়োজনে আসামের সংগে জুড়ে দিয়ে এই অঞ্চলের বাঙালীর স্বার্থকেই শুধু বিঘ্নিত করা হয়নি, তার ভাষিক, সাংস্কৃতিক ও জাতিগত অস্তিত্বের পরিচয়কেও বিপন্ন করে তোলা হয়েছে। দেখা যায় যে, আসাম ভুক্তির পরপরই সুরমা উপত্যকাবাসীর ভাষিক পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। এই উপত্যকার সাহিত্য নিয়ে কটাক্ষপাত শুরু হয়ে গেছে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এডওয়ার্ড গেইট্ সম্পাদিত আদমসুমারীর রিপোর্ট, ১৯০৯ এর ইম্পিরিয়াল গেজেট এর মধ্যে এই অঞ্চলের বাঙালীর ভাষা ও জাতিগত পরিচয় প্রসঙ্গে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। স্বনামধন্য অসমীয়া সাহিত্যিক বেণুধর রাজখোয়া ১৯০৩ সালে 'Notes on the sylheti dialect' নামে একখানি বই প্রকাশ করে এই সত্য প্রতিপাদনে প্রয়াসী হন যে, শ্রীহট্ট-কাছাড়ে প্রচলিত বাংলা ভাষা আসলে অসমীয়া ভাষারই উপভাষা মাত্র। উদ্দেশ্য প্রণোদিত এই প্রয়াস ও প্রচারের বিরুদ্ধে সত্য ও তথ্যকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে সে সময়েই গঠিত হল 'সুরমোপত্যকা সাহিত্য সম্মিলনী'। সুরু হল সুরমা উপত্যকার বাঙালীর আত্মপরিচয়কে তুলে ধরার, প্রমাণ করার দুর্বার প্রয়াস। ১৮৭৪ এর পর থেকেই উঠেছে এই প্রশ্ন 'শ্রীহট্ট-কাছাড়বাসী কি বাঙালী?' উদ্দেশ্যমূলক, নীচ ও অবান্তর হলেও এই প্রশ্নের উত্তর আজো দিতে হয় বরাক উপত্যকার বাঙালীকে। রক্তের বিনিময়ে, প্রাণের মূল্যে প্রতিষ্ঠা করতে হয় বাংলাভাষার মর্যাদা।

'সুরমোপত্যকা সাহিত্য সম্মিলনী'র প্রথম অধিবেশন বসে ১৩২১ সনে করিমগঞ্জ শহরে। এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন 'দেবীযুদ্ধ' কাব্য প্রণেতা শরচ্চন্দ্র চৌধুরী। দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ। সম্মিলনীর তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় মৌলবীবাজারে, ১৩২৩ সনে। এই অধিবেশনে মুখ্যত ভাষা ও সাহিত্যের উপর আক্রমণ ও আগ্রাসনের বিষয়টিই গুরুত্ব লাভ করে। অধিবেশনের সভাপতি ভুবনমোহন দেবশর্মা যে লিখিত অভিভাষণটি পাঠ করেন তার মধ্যে বিরুদ্ধবাদীদের কূট প্রশ্নের সকল উত্তরই দেওয়া হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে আলোচনায় উক্ত অভিভাষণটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে কেননা পরবর্তীকালে দেখা যায় যে ঠিক একই

ধরনেব যুক্তি তুলে ধবে বরাক উপত্যকার বাঙালীকে সম্মেলন করে তার আত্মপরিচয়কে সপ্রমাণ করতে হয়।[৬] ১৯৪৬ সালে আস্যম প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা গঠন নিয়ে সুরমা ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মধ্যে বিরোধ তুঙ্গে উঠল। নির্বাচনেব পর উভয় উপত্যকার সদস্যদের মধ্যে স্পষ্টতই দুভাগ হয়ে গেল। সুরমা উপত্যকার সদস্যরা হলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্য আর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সকলেই আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির। দরবার সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল পর্যন্ত গড়ালে মীমাংসার জন্য মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে পাঠানো হল শিলংয়ে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের উপস্থিতিতে দুই উপত্যকার মধ্যে গ্রহণযোগ্য একটি মন্ত্রীসভা গঠিত হল এবং এক যৌথ পার্লিয়ামেন্টাবী কমিটি গঠন করে এর দ্বাবা সভা পরিচালনাবও সিদ্ধান্ত হল। কিন্তু পরিস্থিতি এমন জটিল ছিল যে, এই সিদ্ধান্ত আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্যদের খুব একটা যে খুশি করতে পেরেছিল তা নয়। সর্দার প্যাটেলের নিকট লেখা ১৮ ফেব্রুযারি, ১৯৪৬ তারিখের এক পত্রে গোপীনাথ ববদলৈ জানান যে, "এই প্রস্তাবে বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক সম্মতি দিয়ে স্বাক্ষর করেছেন, কিন্তু আসাম প্রদেশ কংগ্রেস এ ব্যাপারে ওয়ার্কিং কমিটির মতামতের অপেক্ষা করছেন। এই প্রস্তাব সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে পরামর্শদাতা বা এমনকি নিযন্ত্রক কোন কমিটি গঠন ব্যাপারে আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু এই প্রস্তাব কতটা মসৃণতায় কার্যকর থাকবে সে সম্পর্কে আমার সংশয় রয়েছে। সাধারণ আসনে কংগ্রেসের সাফল্য সুরমা উপত্যকার মানসিকতাকে প্রাধান্যের জায়গায় নিয়ে এসেছে এবং সেই প্রাধান্য এমনভাবে প্রকাশ পাচ্ছে যে, কিছু সদস্য তাতে খুবই ক্ষুব্ধ বোধ করছেন। সুরমা উপত্যকার বন্ধুরা সরকারের সমালোচনা করছেন এমনকি আগেকার ১৩ মাসের কংগ্রেস মন্ত্রীসভার কাজকর্মেরও সমালোচনা করছেন অথচ জনসংখ্যা রাজস্বের পরিমাণ ইত্যাদির বিবেচনায় ঐ সমালোচনা সম্পূর্ণ অন্যায্য। মৌলানা সাহেব নিজেই এসব দেখে গেছেন এবং আমার সংশয় যৌথ কমিটি গঠন এই ঈর্ষাকে জিইয়ে রাখতে সাহায্য করবে। আমি আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই যে, আমার প্রতিটি কাজ অর্থাৎ মন্ত্রীসভা গঠন থেকে সুরু করে অন্য উপত্যকাকে তিনটি মন্ত্রীপদ প্রদান (যেখানে আসাম উপত্যকা ও সুরমা উপত্যকার জনসংখ্যার অনুপাত মোটামুটি ৬ : ৪) গুরুত্বপূর্ণ পদ প্রদান ইত্যাদি প্রতিটি ব্যাপারেই অসমীয়া জনসাধারণের বড় একটি অংশ কর্তৃক প্রত্যহ সমালোচিত হচ্ছে। সব জেনে মৌলানা সাহেব মোটমুটি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, বঙ্গভাষী সিলেট এবং কাছাড় জেলার একাংশকে আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে বাংলার সংগে জুড়ে দেওয়াই এই সমস্যার একমাত্র বিকল্প সমাধান। অসমীয়া জনসাধারণ ও বিগত সত্তর বছর যাবৎ এই ধরনের সমাধানের জন্য প্রতীক্ষা করে রয়েছেন—সেই যেদিন থেকে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য এই জেলাকে আসামের সংগে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি (মৌলানা সাহেব) বলেছেন যত শীঘ্র সম্ভব এ ব্যাপারটা তিনি দেখবেন। আপনার কাছে আমার অনুরোধ কংগ্রেস কেন্দ্রীয় শাসনভার গ্রহণ করার সংগে সংগেই যাতে এটা সম্ভব হয় সেদিকে আপনিও মনোযোগী হবেন।"

লক্ষণীয় যে, ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে রাজাজী, মোহাম্মদ আলী জিন্নার নিকট সরাসরি যে প্রস্তাবটি পেশ করেন তার বয়ান ছিল এরকম :

"The Muslim League should endorse the demand for independence and co-operate with Congress in the formation of a provisional interim government for the transitional period ; after the termination of the war, a commission should be appointed to demarcate those contiguous districts in north-west and north-east India where in the Muslims were in an absolute majority, and in these areas there should be a plebicite of all inhabitants to decide the issue of seperation from Hindusthan; if the majority decided in favour of forming a seperate sovereign state such decision should be given effect to. "

মুসলীম লিগের দাবি ছিল সমগ্র বাংলা ও আসামের পাকিস্তান ভুক্তি। আসামের ক্ষেত্রে মৌলানা আজাদ সাহেবের সহমতে গোপীনাথ বরদলৈর দাবি ছিল সমগ্র সিলেট ও কাছাড় জেলার একাংশের মুসলিম-বাংলা ভুক্তি। কাছাড় জেলার একাংশ বলতে হাইলাকান্দি মহকুমার কথাই বলা হয়েছিল। ১৯৪৬ এর এপ্রিল মাসে গোপীনাথ বরদলৈ পূর্ববঙ্গের হাতে শ্রীহট্ট জেলাকে তুলে দেবার আগ্রহ প্রকাশ করে কেবিনেট মিশনের নিকট অভিমত ব্যক্ত করলেন। ১৯৪৭ এর ৩ জুন তারিখে মাউন্ট ব্যাটেনের এক ঘোষণায় বলা হল :

"যদিও আসাম মূলত অমুসলিম প্রদেশ, বাংলার সংলগ্ন শ্রীহট্ট জেলায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। দাবি উঠেছে যে, বঙ্গবিভাগ যদি হয়ই, তবে শ্রীহট্টকে যেন মুসলিম বাংলার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। সেই অনুসারে স্থির করা হয়েছে যে, যদি বঙ্গ বিভাগ হয়ই, তবে শ্রীহট্ট আসামের সংগে থাকবে না নবগঠিত পূর্ববঙ্গের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে তা স্থির করার জন্য গণভোট নেওয়া হবে। আসামের প্রাদেশিক সরকারের সহযোগিতায় গভর্নর জেনারেলের পরিচালনায় ঐ গণভোট নেওয়া হবে। শ্রীহট্ট এবং তার সংলগ্ন জিলাগুলির মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিশিষ্ট অঞ্চলগুলি নির্দেশ করার জন্য পাঞ্জাব ও বাংলার মত এখানেও একটি সীমানা কমিশন গঠিত হবে। চিহ্নিত করণের পর ঐ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলিকে পূর্ববঙ্গের সংগে জুড়ে দেওয়া হবে। আসাম প্রদেশের অবশিষ্টাংশ অবশ্য গণপরিষদের কার্যকলাপে যথারীতি অংশ গ্রহণ করে যাবে।"[৭]

মাউন্ট ব্যাটেনের এই ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সুরমা উপত্যকায় সভা ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে লাগল। অপরদিকে মুসলিম লীগ সমর্থকরা পাকিস্তান ভুক্তির দাবি নিয়ে জোর প্রচার চালালেন। Assam Tribune পত্রিকায় শ্রীহট্ট ও কাছাড়কে আসামে রাখার সকল প্রয়াসের তীব্র বিরোধিতা করে দাবি রাখলো যে ধুবড়ী মহকুমার বঙ্গ ভাষাভাষী চারটি থানাকেও আসাম থেকে বিদায় দিতে হবে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার নেতারা এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে এমনও বলতে লাগলেন যে, একটি ঘাটতি জিলা থেকে আসাম রেহাই পাবে এবং দুই স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীর কৃত্রিম সম্মেলনের অবসান ঘটবে। প্রখ্যাত চিন্তাবিদ বানীকান্ত কাকতির ভাষণ এর উদ্ধৃতি দিয়ে পত্রিকা লিখল,— Historically Assam is the Home land of tribes and races. The otherday, Dr. B. K. Kakoti in course of his lecture in the Narayani Hindique Historical Institution elaborately dwelt upon the fact that

the civilisation of Assam is Mongolian.–Eternal vigilance is the price of Liberty. Culturally, recially and linguistically every non Assamese is a foreigner in Assam. In this connection we must bear in mind that Assam from very ancient times never formed a part of India. Mythology and legendary allutions apart, viewed in this perspective every foreigner who came and resided in Assam for trade and other purposes after the occupation of the province by the British in 1826 A.D. might be treated as alien, and alien cannot be expected to take a dispassionate view of public affairs of our future free state."[৮]

উল্লেখ্য যে, ১৯৪৭ এর জুলাই শ্রীহট্টে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় এবং ১২ জুলাই তার ফলাফল ঘোষিত হয়। মাত্র ৫৫,৫৭৮ ভোটের ব্যবধানে শ্রীহট্ট জেলার পাকিস্তানভুক্তি নির্ধারিত হয়ে গেল। কিন্তু প্রায় তিন লক্ষ চা-বাগান শ্রমিকদের যারা প্রায় সকলেই হিন্দু, বংশানুক্রমিক ধরে যারা এই জেলার অধিবাসী তাদের, স্থানীয় অধিবাসী নয় এই দুরভিসন্ধিমূলক অভিযোগ উত্থাপন করে গণভোটে অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি। তাছাড়া ভোটদানের ব্যাপারটি সর্বত্র অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ছিলনা। বিস্ময়কর ব্যাপার হল যে, দক্ষিণ শ্রীহট্ট (মৌলবীবাজার) মহকুমার সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটাররা পাকিস্তানভুক্তির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া সত্ত্বেও এই অঞ্চলকে আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হল। সে সময় আসাম সাহিত্যসভার অগ্রণী নেতা অম্বিকাগিরি রায় চৌধুরী বাঙালীর ভাগ্য নির্ণয়ে র‍্যাডক্লিফ কমিশনকে এই বলে পরামর্শ দান করলেন যে,

"It is our definite opinion that whatever sense there has been in retaining Sylhet as a whole in Assam, there is no justification what so ever in these Cachar and Sylhet leaders trying to retain a few Hindu majority Thanas of the district within Assam. Nor can the Boundary Commission in our opinion, grant this demand. There is a little sense in trying to retain the junior partner of Sylhet—the Cachar plains, at any rate, Hailakandi Sub-division in Assam."[৯]

দেশ স্বাধীন হল। স্বাধীন ভারতের অঙ্গ রাজ্য আসামে স্বাধীনতার উৎসব বাঙালী, বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির তথাকথিত আধিপত্যবাদ থেকে মুক্তি লাভের বিজয়োৎসবে পরিণত হল। আসামের মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলৈ ভারত সরকারের অধীনে কাজ করতে ইচ্ছুক সিলেটের সরকারী কর্মচারীদের এক প্রতিনিধি দলকে সে সময় বললেন যে, তার সরকারের গৃহীত নতুন নীতিই হল "Assam is for Assamese" [Shillong Times, 29th Aug. 1947]. স্বাধীন আসামের প্রথম বিধানসভা অধিবেশনে তদানীন্তন রাজ্যপাল আকবর হায়দরি উদ্বোধনী ভাষণে বললেন, "The Natives of Assam are now the Masters of their own House, They have a Government which is both responsible and responsive to them. They can take what steps are necessary for their encouragement and propogation of Assamese language and culture and the languages and customs of the Tribal peoples, who are their fellow citizens and who also must have a share

in the formation of such policies. The Bengalee has no longer the power, even he had the will to impose anything on the peoples of these hills and valleys which constitute Assam. The basis of such feelings against him as exist in fear but there is now no cause of fear. I would therefore appeal to you to exert all the influence you possess to give the stranger in our midst a fair deal, provided of course he in his turn deals loyally with us."[১০]

আসাম কংগ্রেসের সংসদ সদস্য নীলমণি ফুকন ভাষা সমস্যা সম্পর্কিত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে সংসদে বলেন, "Regarding our language Assamese must be the state language of the Province. All the languages of different communities and their culture will be absorbed in Assamese culture...I speak with rather authority in this matter regarding the mind of our people that...this state can not nourish any other language in this province."[১১]

স্বাধীনতার সুরু থেকেই আসাম রাজ্যে বাঙালীকে বিদেশী, বহিরাগত রূপে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে আসামের প্রতি তার আনুগত্য নিয়ে শুধু সংশয় ও সন্দেহই প্রকাশ করা হল না তাকে অসমীয়া ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশের প্রতিপক্ষ ও অন্তরায় বলেও চিহ্নিত করা হল। প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই সুপরিকল্পিত ভাবে আসামের বাঙালীদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের কুৎসা, প্রচারাভিযান, উচ্ছেদ ও দাঙ্গা সংঘটিত হতে শুরু করে। স্বাধীনতার পরপরই ছিন্নমূল, দিশেহারা, অসহায় বাঙালী যখন আপন জন্মভূমিতে অবাঞ্ছিত হয়ে, সর্বস্ব হারিয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে আসাম রাজ্যে নতুন করে ঘর বাঁধতে আরম্ভ করল ঠিক তখনই শুধুমাত্র বাঙালী এই পরিচয়ের অপরাধে সে হিংস্র আক্রমণের সম্মুখীন হল। ১৯৪৮ এর মে মাসে গৌহাটি শহরের দাঙ্গায় ১ জনের মৃত্যু, ৪০ জন আহত, ২২টি ঘরবাড়ীতে লুটপাট, ১১টি বাড়ীকে মাটিতে লুটিয়ে ফেলা, ৩টি ঘরে অগ্নিসংযোগ ও ২টি ওষুধের দোকান ধ্বংস করা হয়। এই হিসেবটি সরকারী তথ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সেদিন দাঙ্গাবাজদের ঠেকাতে পুলিশকে গুলি বর্ষণ করতে হয়েছিল।[১২]

১৯৫০ সালে গোয়ালপাড়া জিলায় সুরু হল 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলন। নির্বিচারে হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট চলতে থাকলে নির্যাতীত ও আতঙ্কগ্রস্ত প্রায় দুই লক্ষ বাঙালী উত্তরবঙ্গ ও অন্যান্য স্থানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। অসমীয়া ভাষাকে মাতৃভাষা রূপে গ্রহণ করতে হবে এই শর্তে হতভাগ্যদের আসামে পুনর্বাসন দেওয়া হল।

১৯৫১ সালে জনগণনায় যাতে আসাম রাজ্যে অসমীয়া ভাষাভাষীর সংখ্যা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে সক্ষম হয়, সেই উদ্দেশ্যে হুমকি, দাঙ্গা ইত্যাদির পাশাপাশি পরিকল্পিত ভাবে কূট কৌশলের আশ্রয় নেওয়া হয়। জনগণনার পর দেখা গেল যে, অসমীয়া ভাষীর সংখ্যা বৃদ্ধির হার বেড়ে গিয়ে শতকরা প্রায় ১২০% এ দাঁড়ায়। অথচ এর আগে বৃদ্ধির স্বাভাবিক হার ছিল শতকরা ২১ থেকে ২২। সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে বাঙালীর সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়াল শতকরা ১৭ আর অসমীয়াদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে

হল শতকরা 55%। লোকগণনার এই রিপোর্ট প্রকাশিত হলে সমগ্র রাজ্য জুড়ে সংখ্যালঘু ভাষিক গোষ্ঠীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হল। 'Biological Miracle' বলে কথিত এই রিপোর্টে লোকগণনা অধীক্ষক আর, বি, ভাগাইওয়ালার অভিমতটি বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য :

"A comparison with the percentage of population speaking these different languages in 1931 for which alone figures are available, reveals an interesting tale. There was no tabulation in 1941 as a measure of war economy. Hence we have no figures regarding the distribution of Assam's population according to language for 1941. There is a striking increase in the percentage of people who speak Assamese in 1951 (56.7) over these of 1931 which was only 31.4% ; There is an equally striking decrease in the percentage of the people speaking Bengali in 1951 which is only 16.5 against 26.8 percent in 1931. With the solitary exception of Assamese every single language or language group in Assam shows or decline in the percentage of people speaking the same. All this decline has done to swell the percentage of people speaking Assamese in 1951. The figures do not fail to reflect the aggressive linguistic nationalism now prevailing in Assam, coupled with the desire of many persons among the Muslims as well as tea garden labours, immigrants to adopt Assamese as their tongue in the state of their adoption. It is not unlikely that some amongst the persons who have returned their mother tongue in Assamese have done so from devious motives, even though their knowledge of Assamese may not amount to much. The phenomenon is also coupled with the genuine increase in the number of people speaking Assamese with the introduction of more schools in tea garden areas in the Assam Valley where the medium of instruction is naturally Assamese. These factors partially account for the decline in the percentage of people speaking Hindi which has fallen from 7.6 in 1931 to 3.8 percent in 1951. The accuracy of language statistics in Assam has suffered to a certain extent on account of the census of indegenous persons of Assam and their land holdings being taken along with the main population census. An indegenous person in Assam was defined as a person belonging to the state of Assam and speaking the Assamese language or any tribal dialect of Assam, or in the case of Cachar, the language of the region. The defination gave rise to some apprehension among some sections of the people of Goalpara and Cachar where it was Vehemently resented by certain other sections of the people in the Assam Valley. This was due to the

clarification given by the state Govt. that indegenous persons will not merely include persons who speak Assamese at home. The word 'at home' were deliberately omitted by the state Govt. to expand the scope of the defination. All assurances to the effect that the collection of these statistics will not be a bar to any rights of any citizen or national of India fail to assurage this apprehension or resentment. On top of it all, same people on Goalpara insisted on retaining their mother tongue as Goalparia. I pointed out that on this analogy some people in Kamrup may insist on returning their language as Kamrupi and those in Nowgoug as Nowongian and that the census cannot take cognisance of such idiosyncracies. When some of them insisted on recording their mother tongue as Goalparia in spite of the explanation, the census staff has no option except to record the answer exactly as given by the citizens. As a result 4,088 persons (2,562 males and 1,526 female) returned their mother tongue as Goalparia. There being no such language in existence , these persons were included under Assamese as directed by the Registrar General after cousulting the State Govt."[১৩]

১৯৫৩ সনের জুলাই মাসে কাছাড় জেলার হাইলাকান্দিতে অনুষ্ঠিত হল উদ্বাস্তু সম্মেলন। বিমলা প্রসাদ চালিহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে উদ্বাস্তু ছাত্রদের বিভিন্ন সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্ত্তির সমস্যা নিয়ে অভিযোগ উত্থাপিত হয়। দেখা যায় যে, কটন কলেজে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীরা যদি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার স্থায়ী অধিবাসী হয় তা হলে কোন সমস্যা থাকেনা, কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে, বিশেষত কাছাড় জেলার অধিবাসী হলে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের স্থানীয় ডেপুটি কমিশনার থেকে এই মর্মে সার্টিফিকেট নিতে হত যে, সে প্রার্থী আসামে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে সাব্যস্ত করেছে। প্রকৃতপক্ষে সে সময় বাঙালী ছাত্র-ছাত্রী মাত্রকেই উদ্বাস্তু রূপে বিচার করা হত এবং তাদের নায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অপচেষ্টা চালানো হত। অপরদিকে ধুবড়ী, বরপেটা, মঙ্গলদৈ, নগাঁও ইত্যাদি বাঙালী অধ্যুষিত অঞ্চলে অসমীয়া-করণের প্রয়াস ব্যাপকভাবে চালানো হতে লাগল। বাংলা মাধ্যমের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে লোকাল বোর্ড থেকে অনুদান প্রদানে এই বলে অসম্মতি জানানো হল যে, যদি অসমীয়া ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম রূপে গ্রহণ করা না হয় তা হলে অনুদান বন্ধ করে দেওয়া হবে। এর অনিবার্য ফল স্বরূপ তিন বৎসরের মধ্যে একমাত্র গোয়ালপাড়া জেলায়ই ২৫০টি বাংলা মাধ্যম স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়ে দাঁড়ালো মাত্র ৩-এ। এই জেলায় নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তথ্যচিত্রটি এরকম দাঁড়ায়—

অসমীয়া মাধ্যম স্কুল :

১৯৪৭-৪৮ = ৩৪৮

১৯৪৮-৪৯ = ৫৮২

১৯৪৯-৫০ = ৭৭৩

১৯৫০-৫১ = ৮৩৩

বাংলা মাধ্যম স্কুল :
১৯৪৭-৪৮ = ২৫০
১৯৪৮-৪৯ = ১৩০
১৯৪৯-৫০ = ৪৫
১৯৫০-৫১ = ৩ [১৪]

বহুজাতি ও ভাষাগোষ্ঠীর আবাসভূমি বৈচিত্র্যময় আসামে প্রশাসনিক সুবিধা ও ন্যূনতম সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে 'আসাম শুধু অসমীয়াদের জন্য'—এই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠা দান করতে যাবার ফলে সমগ্র রাজ্যের অনসমীয়া সকল জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে ক্রমে ক্ষোভ ও অসন্তোষ দানা বাঁধতে লাগল। শুধু অসমীয়াদের জন্য যে আসাম, প্রকৃতপক্ষে এটা কাদের আসাম এই প্রশ্নটি স্বভাবতই প্রাসংগিক হয়ে উঠে। ব্রিটিশ অধিকার ভুক্ত হবার পর পর আসামের ভৌগোলিক ও বসবাসকারী সম্প্রদায় ও জাতিগোষ্ঠীর অবস্থান কি ছিল তার একটি সম্যক পরিচয় জ্ঞাত হলেই এ প্রশ্নের একটা বাস্তবসম্মত পরিচয় জানা যায়। ১৮৩৫ সনে Capt. R. Boileau Pemberton যে রিপোর্ট লিখেছেন, তা থেকে দেখা যায় সমগ্র আসামকে Upper, Central ও Lower এ তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল প্রশাসনিক প্রয়োজনে। এই বিভাগগুলির পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি লিখছেন, "The whole of Upper Assam, or a tract of country extending from the mountains on the east, as far as the Dhunseeree river, which seperates it from Northern Cachar : On the South, it is bounded by the foot of the inferior heights stretching from the great water bent, which has been dividing Muneepoor from Assam ; and on the north, by the hills inhabited by the independent tribes of Meeree, Abor and Duphla ; the western limit on that side being formed by the Borroce or Gallowah river, east of Bishnath. The level country, included within these limits is about 200 miles in length, and 50 in mean breadth, giving an area of 10,000 square miles, of which the upper or most eastern portion is occupied by the singpho, Khumpti and Mooamareea tribes. The lower portion which extends from the Booree Dihing to the Dhunseeree on the south bank of the Burhampootra river and from the Dibong to the Gallowah on the north, comprises the country which was ceded to Rajah Poorindur sing, about two years ago, by the British Government, subject to the payment of an annual tribute of 50,000 Rupees.

Of the three chieftains, who with their tribes occupy all the eastern borders of the Assam plain, the one known to us by the name of Burra Sunaputtee, the head of the Mooamareea tribe, is the most considerable and important, the tract of country he occupies is almost entirely inhabited by the Mooamareea, Moram, Muttuck or Morah

tribe. The Burra Sunaputtee succeeded in preserving its independence when the Burmese had effected the entire subjugation of every other portion of the Assam Valley.

The remaining political division of the Assam Valley are those known as central and lower. The former or central division comprises the provinces of Chardooar, Durrung, Nowgong, and Raha Chokee, with their several dependences and extends on the north bank of the Burhampooter, from the Bhooroolee river on the east to the Bur Nuddee on the west. On the southern bank of the Burhampooter, it extends east to the left bank of the Dhunseeree, and west to the Jagee Chokee on the Kullung ; it is seperated on the south from northern Cachar by a line drawn from Raha Chokee on the Kullung, to the Jummoona river, and following the course of the latter to its sources stretches east to the Dhunseeree. From Raha Chokee, the line of boundary between central Assam and Jynteeah, runs west along the Kullung river to Demroo in lower Assam.

The most western division, or that which, under the existing arrangements is designated lower Assam, comprises 20 pergunnahs of the province of Kamroop between the Burnuddee on the east, and Pohoomareea river on the west ; there are on the northern bank of the Burhampooter and on the south, these are nine Dooars extending from Demroo to Kumarpotah.

On the southern bank of the Burhampooter, the tribes occupying the hills between the Singphos on the east, and the Kacharees on the west."[১৫]

উল্লেখযোগ্য যে শ্রীহট্ট-কাছাড় তখনো আসামের অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

উপরোক্ত তথ্যাবলী থেকে দেখা গেল যে, বিভিন্ন জাতি-উপজাতি অধ্যুষিত আসাম রাজ্যে অসমীয়ারাই একমাত্র অধিবাসী নন। "But even so, the people inhabiting the Assam Valley always regarded themselves as the favoured section of the population entitled to special privileges, and looked upon the inhabitants of the other Valley as interlopers in the province. Apparently, the name given to the province led to the belief that the area in which the language of the people was Assamese was the area that really mattered, all the other areas being mere surplusage. That area, it may be mentioned, is comprised only of the five district of Kamrup, Darrang, Sibsagar, Nowgong and Lakhimpur. The district of Goalpara was taken originally from Bengal, and its inhabitants speak the Bengali language."[১৬]

"উমা বাংহা গারিয়া গারকাদে
মসমা ইয়া ও জাংদি হালানাং
ডিমা বাংদি গারিয়া গারকাদে
নাফিমা কুডার দি ডিলানাং।।' [ডিমাছা লোককথা]

--সুন্দর ডিমাপুর অল্পদিনের মধ্যে গভীর জঙ্গলে পরিণত হবে যেখানে জন্তু-জানোয়ারের রাজত্ব চালু হবে। 'নাফিমা' [এক ধরনের বড় মাছ] ছোটমাছকে নদীতে থাকতে দেবেনা।

আহোমদের নিকট পরাজিত রাজ্যহারা ডিমাছাদের রাজধানী ডিমাপুর ছেড়ে আসার গভীর বেদনা এই লোককথাটির মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য উপজাতি গোষ্ঠীকে গ্রাস করে 'নাফিমা'র মত অসমীয়া উগ্রজাতীয়তাবাদ একক আধিপত্যে সমগ্র রাজ্যে প্রভাব বিস্তার করতে আগ্রাসী হয়ে উঠল। কাছাড় জেলার কিয়দংশ ও করিমগঞ্জ মহকুমার অধিকাংশকে পাকিস্তানে ঠেলে পাঠানো সম্ভব হলনা বলে একশ্রেণীর অসমীয়া সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ সমস্বরে হা-হুতাশ করতে থাকলেও ঘটনা প্রবাহ তার স্বাভাবিক নিয়মেই বইতে লাগল। পাকিস্তান সৃষ্টি হল, হাজার হাজার মুসলমান আসাম ছেড়ে পাকভূমিতে আশ্রয় নিলেন, কিন্তু মোহভঙ্গ হতে দেরি হলনা। অধিকাংশই আবার স্বভূমিতে ফিরে এলেন। শ্রীহট্ট জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু আসামেই চলে এলেন। এই জেলার হিন্দু কি মুসলমান যারাই ভারত-ভুক্তির পক্ষে ছিলেন তাদের সবারই অধিকার রয়েছে ভারতে চলে আসার। শ্রীহট্ট জেলা তো আসামেরই অংগ ছিল সুতরাং এই জেলার অধিবাসী উদ্বাস্তুদের আসাম রাজ্যে বাস করার পূর্ণদাবি ও অধিকার রয়েছে—এ সত্য অসমীয়া জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব অস্বীকার করতে চাইলেও ইতিহাস তা মানতে চাইবে কেন? দুঃখজনক হলেও সত্য ঘটনা হল এই যে, দেশভাগের পর যখন প্রতিদিন হাজার হাজার অসহায় বিপন্ন মানুষ বাস্তুভিটা ছেড়ে, স্বজন-প্রিয়জন হারিয়ে এপারে আশ্রয় নিতে শুরু করল তখন সে সময়কার জাতি-বিদ্বেষী আসাম সরকারের ভূমিকা যে কোন সভ্য জাতির সাধারণ মানবতাবোধকেও লজ্জা দিতে সমর্থ হয়েছিল। একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যাক। করিমগঞ্জ শহরে প্রতিদিন হাজার হাজার বাস্তুহীন লোকেরা আশ্রয় নিচ্ছেন, খাদ্যের যোগান নেই, পানীয় জল নেই, থাকার জায়গা অকুলান, স্থানীয় অধিবাসীরা পরম সহানুভূতিতে নিজেদের ভাগ্য ভাগ করেও কূল পাচ্ছেন না, এরই মধ্যে কলেরা ও আমাশয় রোগ মহামারী হয়ে দেখা দিল। সেদিন আসাম সরকারের নিকট বারবার আবেদন নিবেদন করেও কোন সাহায্য এমনকি সাধারণ চিকিৎসারও বন্দোবস্ত করা যায়নি। হতভাগ্যদের জন্যে যদি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সাহায্য এসে না পৌঁছাতো তা হলে পরিস্থিতি কি দাঁড়াতো তা ভাবলেও আতঙ্ক লাগে। স্বভাবতই ক্ষুব্ধ বরাকবাসীর কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়, 'It is idle to expect any friendship to grow between two peoples who are unable to think alike even on matters relating to the relief of sufferers from disease and pestilence.'[১৭]

স্বাধীনতার পর থেকে ভাষা, শিক্ষা, নিয়োগ, ভূমিবণ্টন ও বিলিব্যবস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রভৃতি সকল বিষয়ে আসাম সরকারের নীতিই হয়ে দাঁড়ালো অনসমীয়া, বিশেষত

বাঙালী জাতিগোষ্ঠীর প্রতি বঞ্চনা ও বৈষম্যের নীতি। এরই পাশাপাশি চলল সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা জুড়ে ভাষিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, উৎপীড়ন ও দাঙ্গা প্রভৃতি।

দেখা যায় যে, দেশ ভাগের আগে Assam Legislative Council এ বাংলা ভাষায় বক্তব্য রাখার সুযোগ ছিল। ১৯৫০ এর বিধানসভা বিধিতেও বলা হয়েছে যে, যদি কোন সদস্য অসমীয়া ভাষা না জানেন কিংবা এই ভাষা সম্বন্ধে কোন পরিচিতি না থাকে তা হলে তিনি অধ্যক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে সভায় বাংলা, ইংরাজী কিংবা হিন্দি ভাষায় বক্তব্য পেশ করতে পারেন। এমন কি উপরোক্ত ভাষাগুলির মধ্যে একটিতেও যদি কোন সদস্যের জ্ঞান না থাকে তাহলে তিনি অধ্যক্ষের অনুমতি নিয়ে নিজ নিজ মাতৃভাষায়ও বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারবেন। ১৯৫৩ সনে এই বিধি বাতিল করে নতুন আইন করে বলা হল যে, "The business of the House shall be transacted in Assamese or in English."[১১] একমাত্র অসমীয়া অথবা ইংরাজী ভাষায় সভার কার্যাদি পরিচালিত হবার নির্দেশের সংগে অবশ্য একথাও থাকল যে, কাছাড় জেলার বাংলা ভাষী কোন সদস্য অধ্যক্ষের অনুমতি নিয়ে বাংলায় বক্তব্য পেশ করতে পারবেন, এবং সভার যেকোন সদস্য যিনি অসমীয়া অথবা ইংরাজী দুটির একটিও জানেন না তিনি সভার অধ্যক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে মাতৃভাষায় বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারবেন। এরপর ১৯৫৪ সনের বাজেট অধিবেশনে বিধানসভায় অসমীয়াকে রাজ্যিক ভাষা রূপে গ্রহণ করার দাবি উত্থাপিত হল। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন কংগ্রেস বিধায়ক ধরণীধর বসুমাতারি। বেসরকারী ভাবে উপস্থাপিত এই প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস সংসদীয় দলের সভায় স্থগিত রাখা হয়।

বাজেট অধিবেশনে বেসরকারী ভাবে উত্থাপিত এই প্রস্তাব আসাম রাজ্যের সর্বত্র বিতর্কের ও প্রতিবাদের ঝড় তোলে। পার্বত্য লুসাই এর United Mizo Freedom Organisation এর সভাপতি অসমীয়া সম্প্রসারণবাদ ও আগ্রাসী মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আসামের স্বয়ং শাসিত জেলাগুলি, ত্রিপুরা, মণিপুর ও কাছাড় জেলাকে নিয়ে স্বতন্ত্র এক রাজ্যের দাবি উত্থাপন করেন। এক প্রেসবার্তায় Mr. Lalmawia ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন যে, "The Hill people had no future in Assam under a Government which refused to treat all regions of the State equally whether in matters economic or cultural, and seemed to impose Assamese, the language of one-third of the population on the rest of the people of this multi-lingual state. This policy of advancing the Assamese interest (meaning there by the interests of the Assamese speaking people only) in all matters of the state had created a ruling aristocracy."[১৮]

ভাষিক আগ্রাসন, দাঙ্গা--প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়া

উগ্র অসমীয়া ভাষানীতি, অনসমীয়াদেব উপর অত্যাচাব ও নিগ্রহ, আর্থ-সামাজিক, ভাষিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের নিবাপত্তাহীনতা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলিকে নিযে ১৯৫৪ সনের ১৯ জুন কবিমগঞ্জ শহবে আসাম-ত্রিপুরা-মণিপুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনেব অভ্যর্থনা সমিতিব সাধারণ সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক কুশীমোহন দাস, নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এবং প্রধান অতিথিরূপে আমন্ত্রিত হযেছিলেন অরুণচন্দ্র গুহ। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীধর্মদাস দত্ত তাঁর লিখিত অভিভাষণে বলেন, "আসাম-ত্রিপুরা-মণিপুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে সর্বাগ্রেই আমি স্বাগত জানাই বাংলাদেশের দুইজন কীর্তিমান মনীষীকে যাঁহারা আমাদের আহ্বানে তাঁহাদের কর্মব্যস্ত জীবন হইতে অবসর খুঁজিয়া নিয়া এই সম্মেলনের উদ্বোধন এবং ইহাতে সভাপতিত্ব করিবার জন্য আমাদের মধ্যে ছুটিয়া আসিয়াছেন। আমাদের নির্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। তাঁহার বিশ্বকোষ সদৃশ পাণ্ডিত্য এবং সাহিত্য অনুশীলনে ও সংবাদপত্রের সেবায় জীবনব্যাপী নিষ্ঠা ও সততাই তাঁহাকে সম্মানের এই উচ্চ শিখরে আরোহণ করাইয়াছে. শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র গুহ মহাশয়ের পরিচয় আমাদের কাছে শুধু স্বাধীন ভারতের একজন কৃতী উপমন্ত্রী হিসাবেই নয়, পরাধীনতার যুগে তাঁহার ঐকান্তিক দেশপ্রেম ও বৈপ্লবিক সাহিত্য সাধনার কথা আমরা কোনো রূপেই বিস্মৃত হইতে পারিনা। সর্বান্তঃকরণে এই আশাই পোষণ করিব যে তাঁহাদের নির্দেশ ও নেতৃত্ব আমাদের হতাশ জীবনে কল্যাণের সূচনা করিবে। আমি অতঃপর স্বাগত জানাই সেই সব প্রতিনিধিবৃন্দকে যাঁহারা আসাম, মণিপুর ও ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া কর্তব্যের তাগিদে এখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। বিশ্বাস করি এই সম্মেলনে তাঁহারা এমন কর্মপন্থা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন, যাহা দ্বারা শুধু বঙ্গভাষা ও সাহিত্যেরই নয়, আসাম-মণিপুর-ত্রিপুরা--এই তিন বিস্তৃত অঞ্চলের সমস্ত সংস্কৃতিরই বিকাশের পথ সুগম হইবে। স্বাগত জানাই নিকট ও দূর প্রদেশের সেইসব অভ্যাগতদের যাহারা নিছক প্রীতির আকর্ষণে এই সম্মেলনে আসিয়া আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছেন। কামনা করি, তাহাদের এই অকুণ্ঠ প্রীতি ও সহানুভূতি গভীর অন্ধকারের মধ্যেও আমাদের হৃদয়ে আশার আলো সঞ্চারিত করিতে সমর্থ হইবে।

বন্ধুগণ, আপনারা আজ সীমান্তবর্তী যে ক্ষুদ্র শহরটিতে আসিয়া সকলে মিলিত হইয়াছেন, সেই শহরটিকে দুর্ভাগ্যত কিছুকাল আগে পর্যন্তও ছিন্নমূল অগণিত উদ্বাস্তু নর-নারীর অসংখ্য অপমানের কাহিনী প্রতিদিন নীরবে শুনিতে হইয়াছে। এখানে আসার পর ও যে সরকারী নিশ্চেষ্টতা এবং বিমাতৃসুলভ ব্যবহারের জন্য এইসব দুর্ভাগাদের অবর্ণনীয় ক্লেশ ও দুঃখ সহ্য করিতে হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে সেই লজ্জার কথা এই শহরের নাগরিকবৃন্দ এখনও বিস্মৃত হইতে পারেন না। কেননা, এই দুর্ভাগারা এমন একটি নির্বাসিত ভূ-খণ্ড হইতে বিতাড়িত হইয়া আসিয়াছেন যাহার সঙ্গে দেশবিভাগ সত্ত্বেও আমাদের আত্মিক সম্পর্ক কোনোকালেই ঘুচিয়া যাইবার নয়। একথা আজিকার এই

সম্মেলনে শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করিব যে, এই ভূখণ্ডই শ্রীচৈতন্যের মত মহাপুরুষ, রঘুনাথ শিরোমণির মত সুপণ্ডিত এবং বিপিনচন্দ্র পালের মতো বাগ্মী ও দেশ প্রেমিকের মাতৃভূমি। বস্তুত বাংলার প্রান্তসীমা হইতে নির্বাসিত হইবার কয়েক শতাব্দী পূর্বে প্রায় মধ্যযুগ হইতেই এই অঞ্চলে একটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতির ধারাবাহিক ইতিহাসকে লক্ষ্য করি। ইসলামের সংস্পর্শে আসিয়া সেই কি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল আমার পক্ষে এখানে তাহার বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। তবে হিন্দু ও মুসলমান কবি রচিত বিভিন্ন সময়ের যে অসংখ্য পুঁথি ও গান এ যাবৎ সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং এখনও নিকট ও দূর গ্রামে উভয় ধর্মাবলম্বী পল্লী গায়কেরা একতারা কিংবা এ জাতীয় কোন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে নতুবা কোনরকম বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই যে সব গান সচরাচর গাহিয়া থাকেন, তাহাতে একটা কথা পরিষ্কার যে একসময়ে দুইটি সংস্কৃতিই পরস্পরকে প্রভাবিত করিয়াছিল এবং পরস্পর মিলিত হইয়া অথচ এই অঞ্চলের ঐতিহ্যের মূল ধারার সঙ্গে সংগতি রাখিয়া একটা সমৃদ্ধতর সংস্কৃতির জন্ম দিয়াছিল।

উনিশ শতকে ইংরেজের মাধ্যমে ইউরোপীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া বাংলাদেশে যে প্রচণ্ড ভাববিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল তাহার কথা সকলেই অবগত আছেন। শ্রদ্ধেয় যদুনাথ সরকার মহাশয় বাংলার সেই গৌরবময় কালকে 'The seed time of modern India' আখ্যা দিয়াছিলেন। বাংলার সেই ভাব বিপ্লবের বিপুল তরঙ্গ যে সুরমা-কুশিয়ারা-বরাককেও প্রবলভাবে আলোড়িত করিয়া গিয়াছে তাহার সাক্ষ্য মিলিবে উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের গোড়ার দিককার এ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক নব জাগরণে। অচ্যুত চরণ তত্ত্বনিধির মতো সাহিত্যিক, বিপিন বিহারী মেধাবীর মতো পণ্ডিত পুরুষ এবং ভুবনমোহন বিদ্যার্নবের মতো নির্ভীক সাংবাদিক এই যুগেরই সন্তান। পণ্ডিত রমাবাঈ যদিও ভিন্ন প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তবু এ অঞ্চলের ঘরের বধূ হিসাবে তাঁহার নামও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি। জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার কথা বাদ দিলেও শুধু বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কেই এই অঞ্চলে যে অসংখ্য পুস্তক রচিত হইয়াছে তাহার কথা স্মরণ করিয়া যে কোনো বাঙ্গালী গর্ব অনুভব করিতে পারেন।

আসাম-মণিপুর-ত্রিপুরা—ভারতের এই পূর্ব সীমান্তে বিপুল সংখ্যক বাঙালীর ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক পটভূমিকা যাহাদের সম্যক জানা আছে, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন এখানকার বাঙালীরা এখানকার রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে কি প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। আসাম প্রদেশবাসী এমন বহু উদার হৃদয় অবাঙালীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে যাহারা স্থানীয় জীবনে বাঙালীর অবদানের কথা শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করেন। কিন্তু সেই সংগে আমাদের দুর্ভাগ্য এই আসামেই এমন সব তথাকথিত নেতার সংস্পর্শে আমাদের আসিতে হইয়াছে এবং এখনও অনবরতই হইতেছে, যাহাদের রাজনৈতিক চেতনা প্রাদেশিক সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করিতে বার বার ব্যর্থ হইয়াছে। এই শ্রেণীর নেতাদের কেহ কেহ যখন রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন তখন তাহাদের প্রাদেশিকতা কি ভয়াবহ রূপ গ্রহণ করে তাহার পরিচয় স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি তথ্য পরিবেশন করিতেছি :

(ক) ভারতীয় সংবিধানের সুস্পষ্ট নির্দেশ অগ্রাহ্য এবং মূলনীতিকে অবমাননা করিয়া আসাম রাজ্যের বঙ্গভাষাভাষী কোনো কোনো অঞ্চলে বাঙ্গালা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দান

প্রথা রহিত হইতেছে। বাঙ্গালা ভাষাভাষীর সংখ্যা হ্রাস এবং এই ভাষার উৎখাত সাধনই যে এই প্রচেষ্টার একমাত্র উদ্দেশ্য তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। বঙ্গভাষী গোয়ালপাড়া জেলায় ১৯৪৭-৪৮ সালে ২৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হইত। ১৯৫০-৫১ সালে ঐরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র তিন। উক্ত জেলায়ই ১৯৩১ সালের লোকগণনার হিসাব মত দেখা যায় বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা ছিল ৪.৭৬ লক্ষ। তাহাই কমিয়া আসিয়া ১৯৫১ সালে দাঁড়ায় ১.৯৩ লক্ষ। এই জেলায় ১৯৩১ সালে অসমীয়া অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ১.৬১ লক্ষ, ১৯৫১ সালে তাহা বৃদ্ধি পাইযা দাঁড়ায় ৬.৮৭ লক্ষ। তাহা ছাড়া আসামের অন্যান্য অঞ্চলেও বিদ্যালয় সমূহে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার মাধ্যম রূপে ব্যবহৃত হওয়ার পথে বিবিধ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হইতেছে। আসামের একমাত্র আর্টস ও সায়েন্স কলেজে বাঙ্গালী ছাত্রের সংখ্যা যদিও প্রচুর এবং এই ছাত্রদের অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া যদিও প্রতি বৎসর উক্ত কলেজের সুনাম বৃদ্ধি করিতেছে তবু সেই কলেজের ছাত্রদের মুখপত্রে তাহাদের জন্য বাংলা ভাষার কোন পৃথক বিভাগ নাই। ইহা ছাড়াও সরকারী সাহায্য পুষ্ট এমন এমন একাধিক কলেজের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে, যে-সব কলেজে বাঙ্গালী ছাত্রের সংখ্যা শতকরা ৩৫% হইতে ৪০% হইলেও তাহাদের জন্য কলেজ মুখপত্রে কোনো পৃথক বাংলা বিভাগ খোলা হয় নাই। পৃথক বিভাগের জন্য দাবি উত্থাপিত হইলেও তাহাদের অসমীয়া অথবা ইংরাজীতে লেখার অভ্যাস করিতে উপদেশ দেওয়া হয়। এদিকে ম্যাগাজিন ফি তাহাদের নিকট হইতে পুরোপুরিই আদায় করা হইয়া থাকে।

(খ) নানারূপ অযৌক্তিক ও অহেতুক শর্ত আরোপ ক্রমে বাঙ্গালী ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা লাভের পথ প্রায় রুদ্ধ করিয়া আনা হইয়াছে। সরকারী বৃত্তি সমূহ হইতে কৃতী বাঙ্গালী ছাত্রছাত্রীদিগকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করা হইতেছে।

(গ) ভিন্ন ভাষাভাষী ছাত্রদের অবশ্য শিক্ষনীয় বিষয় রূপে শুধু অসমীয়া ভাষাই এই রাজ্যে সরকারী অর্থানুকুল্যে বিদ্যালয় সমূহে প্রচলিত হইয়াছে। বাঙ্গালা বা অন্য কোনো বিশিষ্ট ভাষাকে ঐরূপ মর্যাদা দান করা হইতেছে না।

(ঘ) অসমীয়া ভাষা এই রাজ্যের সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃত না হইলেও সমস্ত রাজ্য-বাসীর উপর এই একটি ভাষাকে জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়ার প্রচেষ্টায় রাজ্য সরকার বাঙ্গালা এবং অন্যান্য পার্বত্য ও আঞ্চলিক ভাষাভাষীর উপর জবরদস্তি চালাইয়াছেন। সরকারী প্রচারপত্র ও বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতিতে ভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলসমূহেও একমাত্র অসমীয়া ভাষাই ব্যবহৃত হইতেছে। আসাম পরিষদেও সভ্যদের শুধু অসমীয়া ও ইংরাজী ভাষাতেই বক্তৃতা দিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে ; বাংলা কিংবা অন্য কোনো ভাষায় বক্তৃতা দিতে হইলে স্পীকার মহোদয়ের অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়।

(ঙ) আসাম রাজ্যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা বা পার্বত্য অঞ্চল সমূহে কোনও স্থানে পুরুষানুক্রমে বাস করিয়াও কোন বাঙ্গালী তাহার বাঙ্গালীত্ব (ভাষা ও সংস্কৃতি) বিসর্জন না দিলে সাধারণত আসামের ডমিসাইল এর সংবিধান সম্মত অধিকারও লাভ করিতে পারে না।

(চ) দেশ বিভাগের সন্ধিক্ষণে ভারত তথা আসামে চাকরি করিতে ইচ্ছা জ্ঞাপনকারী

বহু সংখ্যক বাঙ্গালী কর্মচারীকে নিতান্ত অবৈধভাবে কর্মচ্যুত করিয়া অদ্যাবধি অনেককে চাকুরীতে নিয়োগ করা হয় নাই। এই রকম দুইজন অধ্যাপকের আবেদন ক্রমে সম্প্রতি আসাম হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চ রায় দান প্রসঙ্গে বলেন যে, উক্ত অধ্যাপকদের বরখাস্তের আদেশ বে-আইনী ও অসিদ্ধ। আসাম সরকারকে এই নির্দেশও দেওয়া হয় যে, আবেদনকারীদ্বয় সমস্ত সুবিধা সহ আসাম শিক্ষা বিভাগের চাকরিতে বহাল রহিয়াছেন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এই রায় প্রদান করিয়া হাইকোর্ট যে আইন ও ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন তাহার জন্য আমরা সন্তোষ প্রকাশ করিতেছি।

(ছ) এই রাজ্যস্থিত তৈল কোম্পানী, চা-বাগান প্রভৃতি শিল্প বাণিজ্য সংস্থা এবং রেল, পোষ্ট টেলিগ্রাফ বিভাগ প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থাগুলিতে বাঙ্গালী নিয়োগের ক্ষেত্র ক্রমশ সঙ্কুচিত করিয়া আনা হইতেছে।

(জ) পুনর্বাসন সাহায্য প্রদান প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার আসামে আগত বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের প্রতি প্রায়শ যে বিরূপ মনোভাবের পরিচয় প্রদান করিয়া আসিতেছেন তাহার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। শিক্ষা, চাকরি এমন কি সংবিধান সম্মত রাষ্ট্রীয় অধিকারের ক্ষেত্রেও তাহারা অদ্যাবধি ন্যায়সঙ্গত অধিকার হইতে বঞ্চিত।

জীবনের নানাক্ষেত্রে এইভাবে সরকারী সুপরিকল্পিত প্রতিকুলতার ফলে পর্য্যুদস্ত হইয়া এতদঞ্চলের বঙ্গভাষাভাষীদের মধ্যে সংঘবদ্ধতা অনেকাংশে ঘুচিয়া গিয়াছে। ইহারই সুযোগ নিয়া আমাদের মধ্যে এক ধরনের মেরুদণ্ডহীনতা ক্রমশ প্রবেশ লাভ করিতে পারিতেছে এবং এই মেরুদণ্ডহীনদের উপর নির্ভর করিয়াই আমাদের সংহতি বিনষ্ট করিবার সবরকম প্রচেষ্টাই চালানো হইতেছে।

আমাদের জীবনে এই সংহতির অভাব এবং আমাদের মাতৃভাষার সুযোগ ও ক্ষেত্র সঙ্কোচনের ফলে সাহিত্যক্ষেত্রে ইদানিং কালে এতদঞ্চলের বাঙ্গালীদের উল্লেখযোগ্য অবদান একরকম নাই বলিলেই চলে। এই প্রসঙ্গে আমি আমাদের বাংলা সাহিত্যের শক্তিমান শিল্পীদের নিকট একটি আবেদন পেশ করিতে চাই। তাঁহারা তাঁহাদের রচনায় আমাদের এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের বিচিত্র জীবনকে রূপদান করিতে যদি আগাইয়া আসেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে শুধু আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজনই হইবেন তাহা নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যকেই তাঁহারা সমৃদ্ধতর করিতে সমর্থ হইবেন।

আসাম, ত্রিপুরা ও মণিপুর বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকের বাসভূমি। এই অপরূপ ভূখণ্ডে বহু বিচিত্র সভ্যতা ও সংস্কৃতি বহুযুগব্যাপী ভাববিনিময়ের মধ্য দিয়া একীভূত হইয়া কিছুকাল আগেও একটি ঐকতানের সৃষ্টি করিয়াছিল। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের শ্রেষ্ঠবস্তু অপরকে প্রদান করিব এবং অপরের নিকট হইতে তাহার শ্রেষ্ঠবস্তু আমরা প্রত্যেকেই গ্রহণ করিব—ইহার উপর ভিত্তি করিয়া আমাদের ঐকতান দীর্ঘ শতাব্দী ধরিয়া উচ্চারিত হইয়াছে। ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই এখানে, আমরা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি। ইতিমধ্যে বিদেশী শাসকের সেই কুখ্যাত নীতির প্রয়োগের ফলে আমাদের সেই ঐকতান স্তব্ধ হইয়াছে। আমরা পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষভাব জাগাইয়া তুলিয়াছি এবং সামান্যতম সহনশীলতা বোধও হারাইয়া আমরা সভ্য মানুষের চরিত্রচ্যুত হইয়াছি। বোধকরি এইজন্যই এবারকার লোকগণনার রিপোর্টে দেখা যায় যে, মাত্র ২০ বৎসরের মধ্যে একটি জেলার লক্ষ লক্ষ অধিবাসী তাঁহাদের পুরুষানুক্রমিক ভাষা-

সংস্কৃতিকে হারাইয়া বসিয়াছে।

মণিপুর ও ত্রিপুরা আসাম প্রদেশবাসী আমাদের প্রতিবেশী। তাঁহাদের সঙ্গে বহুকাল আমাদের ভাববিনিময়ের সুযোগ ঘটে নাই। এই সম্মেলনের মধ্য দিয়া আশা করি, বন্ধুগণ, আপনারা পরস্পরের সঙ্গে পুনরায় সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপন করিতে সমর্থ হইবেন। আসাম, মণিপুর ও ত্রিপুরা এই বিস্তৃত ভূখণ্ডে সচেতন সংঘবদ্ধতা ও সক্রিয়তার মধ্য দিয়া আশা করি আপনারা আপনাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হইবেন এবং এই অঞ্চলের বিচিত্র সংস্কৃতির সমমর্যাদার উপর ভিত্তি করিয়া আসাম-মণিপুর-ত্রিপুরার উদার ক্ষেত্রে আবার আপনারা ঐকতান সৃষ্টি করিতে পারিবেন।

বন্ধুগণ, আপনাদের আমি পুনরায় স্বাগত জানাইয়া এবং অভিনন্দিত করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি।"

এই সম্মেলন সংখ্যালঘু অনসমীয়া বিশেষত বাঙালী, মণিপুরী, ডিমাছা, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী মিজো, খাসি, গারো প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ভাববিনিময়ের একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সমর্থ হয়েছিল। তাছাড়া অসমীয়া আধিপত্যবাদের হুমকি ও আগ্রাসন থেকে মুক্তি লাভের স্থায়ী সমাধান কল্পে 'পূর্বাচল রাজ্যের' যে দাবি ১৯৪৮ সনে উত্থাপিত হয়েছিল তাকে ফলপ্রসু করে তোলার জন্যেও এই সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল। কাছাড়, মণিপুর, ত্রিপুরা ও লুসাই পাহাড় অঞ্চল নিয়ে এই স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের দাবি ছিল। কাছাড়া জেলা কংগ্রেস কমিটি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এমনকি ত্রিপুরা ও মণিপুরের কংগ্রেস কমিটিগুলিও এর প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন জ্ঞাপন করেন। লুসাই পাহাড়ের (বর্তমান মিজোরাম) জনপ্রতিনিধিরাও এই দাবির প্রতি পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করে প্রস্তাবটিকে অনুমোদন করেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিও এই দাবির যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে পেরে একটি সাবকমিটি গঠন করে সরেজমিনে বিষয়টির তদন্ত করান এবং এই তদন্তের রিপোর্ট এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৮ এর ৮ সেপ্টেম্বর তারিখে গৃহীত এক প্রস্তাবে কাছাড়, ত্রিপুরা, মণিপুর ও লুসাই পাহাড় নিয়ে 'পূর্বাচল' রাজ্য গঠনের অনুকূলে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এমন কি ঐ মাসেরই ২৬ ও ২৭ তারিখে শিলচর শহরে কাছাড়, মণিপুর, ত্রিপুরা ও লুসাই পাহাড়ের প্রতিনিধিবৃন্দ এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এই প্রস্তাবকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

দেখা যায় যে, এই অঞ্চলের যথার্থ অবস্থান সম্পর্কে জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। ১৯৩৭ এর নভেম্বরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু আসাম পরিভ্রমণ শেষে এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, "The future of Surma Valley is a living question in Assam, and the Assamese are keenly desirous that sylhet should be transferred to the administrative Province of Bengal, so as to leave them an area which is linguistically more homogeneous. The people of Sylhet, I found were equally in favour of this change, and, on the face of it the desire is reasonable."[১৯]

সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, দেশভাগ ও স্বাধীনতা শ্রীহট্ট-কাছাড়বাসীর সার্বিক পরিস্থিতি ও

অবস্থানকে উলোট পালোট করে দিয়ে এক চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে ঠেলে দিল। প্রস্তাবিত পূর্বাচল রাজ্যের দাবিকে নীতিগত ভাবে মেনে নিয়ে তার বাস্তবসম্মত রূপ দান বাধা প্রাপ্ত হল। সরকারী তরফে বলা হল যে, যেহেতু সামনেই ভারতীয় সংবিধান রচনা ও ইংরাজ শাসিত রাজ্যসমূহের পুনর্গঠনের একটি পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন তাই এ ব্যাপারে আপাতত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৫৪ সনে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন এর নিকট 'পূর্বাচল' রাজ্য গঠনের যৌক্তিকতার বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরে পুনরায় দাবি উত্থাপিত হল।[২০]

কিন্তু রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন 'পূর্বাচল' রাজ্যের দাবির মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোন বিবেচনাই করেনি। ফলে Native ও domiciled এই দুটি প্রশ্ন তুলে বাঙালীকে বঞ্চিত করা ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে তোলা এবং রাজ্য ভাষার দাবি তুলে উৎপীড়ন, হত্যা ও লুণ্ঠনের অবাধ ছাড়পত্রকে উগ্র অসমীয়া জাতীয়তাবাদীদের হাতে তুলে দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হল। বস্তুতপক্ষে শ্রী রণেন্দ্রমোহন দাসের লেখা পূর্বাচল রাজ্য গঠনের দাবি সম্পর্কিত পত্রের উত্তরে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর তরফে প্রধান ব্যক্তিগত সচিবের চিঠিতেই স্বতন্ত্র রাজ্য যে গঠিত হচ্ছে না সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল।

১৯৫৪ সনে অসমীয়াবাদের আগ্রাসন ও সম্প্রসারণ নীতির বিরুদ্ধে গোয়ালপাড়া জেলার বঙ্গভাষাভাষী গোষ্ঠীও রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের নিকট এই জেলার পশ্চিমবঙ্গ ভূক্তি দাবি করে স্মারকপত্র প্রদান করেন। প্রদত্ত প্রতিবেদনে বলা হয় যে, ভাষিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অন্যান্য বিচারে গোয়ালপাড়া জেলার উপর আসামের চেয়ে বাংলার অধিকার অনেক বেশি। ভূমি রাজস্ব বিধির প্রসঙ্গ তুলে দেখানো হয় যে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উপরিভাগের পাঁচটি জেলাকে নিয়ে আহোম রাজ্য গঠিত হয়েছিল এবং এই রাজ্যই ক্রমে আসাম নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৮৭৪ সনে Chief Commissioner এর শাসনাধীন হবার আগে পর্যন্ত গোয়ালপাড়া সহ আসাম এবং তিনটি পার্বত্য জেলা বঙ্গীয় সরকারের অধীনে একই কমিশনারের শাসনভুক্ত ছিল। মধ্যযুগে এই জেলা ছিল কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত। কোচ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতারা গোয়ালপাড়ারই অধিবাসী। কোচ ও হাজো রাজ্য পরবর্তী সময়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে এই অঞ্চল মোগলের অধীনে চলে যায়। ১৭৬৫ সনে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে সুবে বাংলার দেওয়ানী হস্তান্তরিত হয় তখন গোয়ালপাড়াও বৃটিশের অধীনে চলে আসে। ১৮২২ সনের আগে গোয়ালপাড়া, ধুবড়ী ও কড়াইবাড়ী থানা বাংলার রংপুর জেলার অন্তর্গত ছিল। এরপরই এই অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করে উত্তর-পূর্ব রংপুর নামে এক নতুন জেলা গঠিত হয়। ১৮২৬ সনে ইয়ান্দাবু চুক্তির শর্তে আসামে বৃটিশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই জেলা বঙ্গীয় সরকারেরই অধীনে আসাম কমিশনারের শাসনভুক্ত হয়। ১৮৬৭ সনে কোচবিহারে কমিশনার এর শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে পূর্ব ডুয়ার্স ও গোয়ালপাড়া জেলাকে পুরোপুরি কোচবিহার কমিশনারের শাসনাধীনে নিয়ে আসা হয়। পুনরায় ১৮৭৫ সনে এই অঞ্চলকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ১৯০৫ থেকে গোয়ালপাড়াকে আবার বাংলার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। বঙ্গভঙ্গ রদ হবার পর এই জেলার পুনরায় আসামভুক্তি ঘটল।

স্মারকপত্রে গোয়ালপাড়া জেলার অধিবাসীদের ভাষাবৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে বাংলার

সঙ্গে তার নিবিড় সাযুজ্যের বিষয়টিও সপ্রমাণ করা হয়। গ্রীয়ার্সনের 'Linguistic Survey of India' থেকে তথ্য তুলে ধরে দেখানো হয় যে, রাজবংশীয়দের কথ্যভাষার সঙ্গে পূর্ববাংলার কথ্য ভাষার সাদৃশ্য অনেক বেশি। এই ভাষাই বাংলার অঞ্চল মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে গোয়ালপাড়া জেলায় ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্রমে অসমীয়া ভাষায় বিলীন হয়েছে। ১৮৭২ এর লোকগণনার রিপোর্ট থেকে তথ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানো হয় যে, কামরূপ ও দরং এর ভাষা ছিল অসমীয়া ও ইন্দো চীনীয় ভাষা, শ্রীহট্ট ও কাছাড়ে বাংলা এবং গোয়ালপাড়ায় বাংলা ও ইন্দোচীনীয় ভাষাই ছিল মুখ্য ভাষা। ১৮৭৪-৭৫ ও ১৮৭৫-৭৬ সনের 'আসাম শাসন বিবরণী'তে আসাম অঞ্চলের ভাষাকে তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

১. বঙ্গভাষী শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া জেলা
২. অসমীয়া ভাষী প্রকৃত আসাম
৩. পার্বত্য অঞ্চল।

গোয়ালপাড়া প্রসঙ্গে District Gazetteer এ Sir B. C. Allen এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, "বাংলাই এই জেলার সাধারণ ভাষা, এবং ১৯০১ সালে ইহাদের শতকরা হার ৬৯%, অসমীয়া ভাষাভাষীর সংখ্যা শতকরা ৩% এরও কম।" দেখা যায় যে, ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে গোয়ালপাড়া জেলার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে বড়লাট বাহাদুরের নিকট এক স্মারকলিপিতে এই জেলাকে বঙ্গভূমির সঙ্গে যুক্ত রাখার প্রার্থনা জানান হয়। এই বছরই নভেম্বর মাসে জমিদারদের এক প্রতিনিধি দল আমিনগাঁও এ লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অনুরূপ দাবি পেশ করেন। ১৯২৪-২৭ সন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সম্মেলনেও এই দাবি বারবার উত্থাপিত হয়। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের নিকট একই দাবি পুনরায় করা হলেও কমিশন এ বিষয়ে কোন মতামত কিংবা আগ্রহ প্রকাশ করেননি।

১৯৫৫ সনে রাজ্যিক পুনর্গঠন কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে আসাম পুনরায় অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল। ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের প্রেক্ষিতে রাজ্য ভাষা প্রশ্নে কমিশন এই বলে অভিমত ব্যক্ত করলেন যে, "We do not derive to make any recommendation about the details of the policy to be followed in prescribing the use of the minority languages for official purposes. However, we are inclined to the view that a state should be treated as Unilingual only where one language group constitues about 70% percent or more of its entire population, when there is a substantial minority constituting 30% percent or so of the population, the state should be recognised as bilingual for administrative purposes."[২১]

আসামের জনগণনা, ভাষা বিতর্ক এসব জটিল পরিস্থিতি সম্বন্ধে সতর্ক ও অবহিত ছিলেন বলে জনবিন্যাসের চরিত্র ও রাজ্যিক ভাষা নির্ধারণ প্রসঙ্গে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন এই মত পোষণ করেন যে, "The linguistic complextion of the existing state establishes very clearly its composite character inspite of the very interesting past 1931-spread of Assamese according to the census

figures. It is not surprising that the rapid increase in the past two decades in the number of persons speaking Asamese has been disputed and the veracity of 1951 census figures has been questioned in certain quarters. We have not deemed it necessary to enter into this controversy but we would like to draw attention to the fact that inspite of this rapid increase, the Assamese speaking peopulation still constitutes only about 55% percent of the population of the state."[২২]

প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল ধরে বাঙালীদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে চললেও আসাম সরকার, অসমীয়া জাতীয়তাবাদের অবাধ স্বৈরাচার, অসম সাহিত্য সভার ভাষিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসী ভূমিকা শেষ পর্যন্ত একমাত্র অসমীয়া ভাষাকে রাজ্যভাষা রূপে প্রতিষ্ঠা দানের বিধিসম্মত অধিকার অর্জন করতে সক্ষম হতে পারল না বলে রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি আবার জটিল হতে সুরু করল। 'খিলঞ্জীয়া' অর্থাৎ স্থানীয় অধিবাসী নয় এই অজুহাত তুলে বার বার বাঙালী কৃষকের মাঠের ফসল পুড়িয়ে দেয়া, হাতির দল দিয়ে বাড়ীঘর ধ্বংস করা, 'লাইন প্রথা' চালু করে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালীর উপর অত্যাচার, ভয় ভীতি জাগিয়ে তাকে অসমীয়া বলে পরিচয় দানে বাধ্য করা,— এতসব দুষ্কার্য করে ও আসামকে একভাষিক রাজ্য রূপে স্বীকৃতি আদায়ে অসমর্থ হলে সরকার ও প্রশাসন যন্ত্রের সহযোগিতায় অসমীয়া করণের প্রয়াস অব্যাহত ভাবে চলতে লাগল। প্রচারপত্র, বিজ্ঞপ্তি, নির্দেশপত্র ইত্যাদি অসমীয়া ভাষায় ছাপা হয়ে সমগ্র রাজ্যে বিলি করা হল। নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, উচ্চশিক্ষার সুযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনসমীয়াদের উপর অলিখিত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হল। দেখা যায় যে, নওগাঁ, বরপেটা, হোজাই, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি বিভিন্নস্থানে পনেরো বৎসরেরও অধিককাল ধরে বসবাসকারী পাট্টাদার ও নিয়মিত রাজস্ব প্রদানকারী বাঙালী পরিবারদের বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদের নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হল। বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়গুলিকে নিরুৎসাহিত ও নিয়ন্ত্রিত করা হতে লাগল। কাছাড় জেলায় নিয়োজিত গেজেটেড কর্মকর্তাদের শতকরা ৯০ জনই হলেন অসমীয়া। এমনকি ২০-২৫ টাকা মাইনের পাটোয়ারী, চাপরাশী, অফিস পিয়ন ইত্যাদি পদেও কাছাড় জেলার প্রার্থীদের বঞ্চনা করে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে নিয়মিত ভাবে অসমীয়াদের নিয়োগদান চলতে লাগল। এর ফলে বাঙালী, মিজো, খাসিয়া গারো, নাগা, মণিপুরী ইত্যাদি বিভিন্ন অনসমীয়া জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। বঞ্চনা ও ক্ষোভ এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়ালো যে, পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা আত্মনিয়ন্ত্রণের তাগিদে ও অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে স্বায়ত্ব শাসনের জন্য আন্দোলনের পথে যাবার সংকল্প নিলেন। এ বছরই অর্থাৎ ১৯৫৫ সালে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় উগ্র অসমীয়া জাতীয়তাবাদ আবার দাঙ্গা হাঙ্গামা সুরু করে দিল। অবশ্য এবার প্রধানত গোয়ালপাড়া জেলায় তা সংঘটিত হয় এবং গোটা উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ার আগেই পরিস্থিতি সামলে নেওয়া হয়।

এরপর প্রায় চারবছর কাল দৃশ্যত সমগ্র রাজ্যে কোন বড় ধরনের অঘটন না ঘটলেও জাতিবিদ্বেষের প্রচার ও আগামী দিনের তাণ্ডবের প্রস্তুতি পর্ব জোর কদমে চলছিল। এরই মধ্যে এলো সেই কলঙ্কিত ১৯৬০ সাল। এ বছরই ২১ ও ২২ এপ্রিল তারিখে আসাম

প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির এক সভায় অসমীয়াকে আসামের একমাত্র রাজ্য ভাষা রূপে স্বীকৃতি প্রদানের জন্যে প্রস্তাব উত্থাপিত হল। কাছাড়ের সদস্যবৃন্দ সর্বশ্রী মঈনুল হক চৌধুরী, নিবারণ চন্দ্র লস্কর, জ্যোৎস্না চন্দ, নন্দকুমার সিংহ, বৈদ্যনাথ মুখার্জি, মুনীন্দ্র কুমার দাস, হেমচন্দ্র চক্রবর্তী, রামপ্রসাদ চৌবে, অরুণলাল রায় ও আলতাফ হোসেন মজুমদার প্রস্তাবটির তীব্র বিরোধিতা করেন। সদস্য শ্রী নন্দকিশোর সিংহ একটি সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন তা ৫০-১০ ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে যায়। এরপরই সভায় প্রস্তাবটি সংখ্যা গরিষ্ঠতার বলে গৃহীত হয় এবং তা কার্যকরী করার জন্য মন্ত্রীসভাকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিমলাপ্রসাদ চালিহা প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে অভিমত ব্যক্ত করে একবার বলেন যে, 'রাজ্যে অনসমীয়া ভাষাভাষীদের মধ্য থেকে এই প্রস্তাব এলে তা সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত রূপে গণ্য করা যেত।' প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিতে গৃহীত এই সিদ্ধান্ত দলের ভিতরে ও বাইরে যেমন উত্তেজনা জাগিয়ে তুলল তেমনি সমগ্র রাজ্য জুড়ে এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি দেখা দিল। কদিনের মধ্যেই সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা জুড়ে বাংলা ভাষীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়ে গেল। ভাষার প্রশ্নে একমাত্র বাঙালী ও বাংলা ভাষাকে অসমীয়া জাতি ও ভাষার শত্রু রূপে চিহ্নিত করে তাঁদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার, নৃশংস বর্বরতার অতীতের সকল ঘটনাকে অতিক্রম করে গেল এবারের 'বঙ্গাল খেদা' অভিযান। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংস্থার সাধারণ সম্পাদক দুলাল বরুয়ার নেতৃত্বে তৈল শোধনাগারের জেনারেল ম্যানেজার এম, কে, মল্লিক হলেন আক্রান্ত। রেল ও বাস পথে বিভিন্ন জায়গায় বাঙালী দেখলেই শুরু হল অত্যাচার, লুটপাট। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্রুগড় মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজ সর্বত্র বাঙালী ছাত্ররা সন্ত্রাসের শিকার হল।

আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সিদ্ধান্ত অসমীয়া উগ্র ভাষা প্রেমের পরিচয়কেই অনসমীয়া জাতি গোষ্ঠীর সামনে আবার সপ্রমাণ করল। ঐক্য, মিলন, সংহতি সংখ্যালঘুর প্রতি সংখ্যাগুরুর উদার মানবিক মহত্ব এই রাজ্যে এই ব্যাপারগুলো যে কত অর্থহীন ও অবাস্তব সে সত্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হল। রাজ্য সরকারের ভাষানীতি স্বভারতই অনসমীয়া জাতিগুলোর মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা জাগিয়ে তুললো এবং বাধ্য হয়েই ভাষিক সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের লক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দিল। ৭ মে তারিখে শিলচর মিউনিসিপ্যাল হলে বিধান পরিষদ সদস্য শ্রী আব্দুল মতলিব মজুমদারের সভাপতিত্বে শিলচর, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি এই তিন জেলা কমিটির এক সভা আহ্বান করা হল। এই সভায় আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে শিলচর শহরে 'নিখিল আসাম বাঙ্গালা ভাষা সম্মেলন' অনুষ্ঠানের জন্য সর্ববাদী সম্মতভাবে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সভায়ই সুদীর্ঘকাল ধরে চলে আসা অবিচার ও বৈষম্যের কথা পর্যালোচনা করে কাছাড়, মণিপুর, ত্রিপুরা, মিজো পাহাড় ও উত্তর কাছাড় পার্বত্য অঞ্চলকে নিয়ে 'South East Regional Economy convention' করারও এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১২ জুন তারিখে শিলচরে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিভিন্ন দাবি ও প্রস্তাব সমূহ গৃহীত হয়।[২৩]

২১ জুন তারিখে শিলচর নরসিং টোলায়, লোকসভা সদস্য শ্রী দ্বারিকানাথ

তেওয়ারীর সভাপতিত্বে 'নিখিল আসাম বাঙ্গালা ভাষা সম্মেলন' এর প্রস্তুতি কমিটির আহ্বানে এক বিশাল সভা হয়। সভায় শ্রী আলতাফ হোসেন মজুমদার, শ্রী নন্দকিশোর সিংহ, শ্রী নিবাবণচন্দ্র লস্কর, শ্রী রথীন্দ্রনাথ সেন, গোলাম ছবির খান, প্রস্তুতি কর্মিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রী শরৎচন্দ্র নাথ প্রমুখ বিশিষ্ট জনপ্রতিনিধি ও নেতৃবৃন্দ গভীর ক্ষোভ, উদ্বেগ ও ক্রোধ প্রকাশ করেন। শ্রী নন্দকিশোর সিংহ বেদনার সংগে বলেন, "প্রদেশ কংগ্রেসের বিগত গৌহাটি অধিবেশনে কাছাড়ের দশজন প্রতিনিধিই একমাত্র অসমীয়া ভাষাকে রাজ্য ভাষা রূপে গণ্য করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। কিন্তু দল ও সরকার এই ন্যায় সংগত মতামতের প্রতি কোন সহানুভূতিই প্রদর্শন করেন নি।" ঐ সভায় অসমীয়াকে রাজ্যভাষা করার আন্দোলনের নামে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অনসমীয়া বিশেষত বাঙালীদের উপর যে পরিকল্পিত উৎপীড়ন ও নির্যাতন সংঘটিত হয়ে চলেছে সে সম্বন্ধে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং এ ধরনের অবাঞ্ছিত জাতীয় স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি জানিয়ে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। অপর এক প্রস্তাবে প্রাক্তন মন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা শ্রী বৈদ্যনাথ মুখার্জিকে সভাপতি এবং অধ্যাপক শরৎচন্দ্র নাথকে সাধারণ সম্পাদক করে সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করা হয়। তৃতীয় এক প্রস্তাবে বাঙ্গালী ও অন্যান্য অনসমীয়া ভাষিক গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কর্তব্যকর্ম নির্ধারণের জন্যও অভ্যর্থনা সমিতিকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনকে সফল করে তুলতে জনগণের সহযোগিতা প্রার্থনা করে প্রচারিত আবেদন পত্রে বলা হয় :

"বহুভাষাভাষী ও বহুজাতি অধ্যুষিত আসাম রাজ্যে একমাত্র অসমীয়া ভাষাকেই বাজ্য ভাষা করার দাবিতে এক শ্রেণীর অসমীয়া ভাষী যে আন্দোলন ও অবাঞ্ছিত প্রচেষ্টা আরম্ভ করিয়া বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা আসাম রাজ্যের ঐক্য ও সামগ্রিক কল্যাণের পরিপন্থী। উহার ফলে আজ আসাম রাজ্যে বাঙ্গালী ও অন্যান্য খণ্ড জাতীর ভাষা ও সংস্কৃতি সংকটের সম্মুখীন। যদিও অসমীয়া ভাষা আন্দোলনের কোন কোন উদ্যোক্তা ও নেতৃবৃন্দ অন্য ভাষাভাষীর ভাষা ও সংস্কৃতির নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দান করিতেছেন, তথাপি স্বাধীনতা লাভের পর সুদীর্ঘ ১৩ বৎসরের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও বর্তমান আন্দোলনের পদ্ধতি সংগত কারণেই আসামের অন্যান্য ভাষাভাষীদের শংকিত করিয়া তুলিয়াছে। ইহা সুপরিকল্পিত যে, সমদৃষ্টির অভাবে বঙ্গভাষী অধ্যুষিত কাছাড় জেলা ও অনসমীয়া ভাষাভাষী পার্বত্য জেলাসমূহ স্বাধীনতার পরবর্তীকালে উন্নতিমূলক পরিকল্পনাসমূহে সর্বদিকে অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত হইয়া আছে। ন্যায় নীতির মর্যাদা ও ভারতের সংবিধানের বিধি লঙ্ঘন ক্রমে রাজ্যের সমগ্র লোক সংখ্যার মাত্র এক তৃতীয়াংশের ভাষা, অন্যান্য ভাষাভাষীদের ন্যায় সংগত অধিকার ও স্বার্থ দাবাইয়া রাখিয়া স্বীয় প্রাধান্য দাবি করিতে পারে না—এই অপচেষ্টা স্বার্থবুদ্ধি ও সংকীর্ণতার পরিচায়ক। আসামের ভৌগোলিক অবস্থান ও সাম্প্রতিক সীমান্ত সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে এবং বিশ্বরাজনৈতিক পটভূমিকায় এই অপরিণামদর্শী আন্দোলন, কোন চিন্তাশীল ও ভারতের কল্যাণকামীর পক্ষে সমর্থনযোগ্য নহে কিন্তু প্রকাশ যে আসাম সরকার রাজ্যভাষা সম্পর্কিত প্রস্তাব আগামী শরৎকালীন রাজ্য বিধান সভার অধিবেশনে উপস্থিত করার জন্য বিল প্রস্তুত করিতেছেন।

উপরোক্ত সমস্যাজডিত ও সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে শিলচরে আয়োজিত নিখিল আসাম বাঙ্গালা ভাষা সম্মেলনের এই অধিবেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্মেলনের সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের উপরই রাজ্যের ও আসামের বঙ্গভাষী ও অন্যান্য খণ্ডজাতীয় ভারতীয় নাগরিকগণের কল্যাণ ও ন্যায়সংগত স্বার্থ নির্ভর করিতেছে।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গভাষী ও অন্যান্য ভাষাভাষী নাগরিকগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সকলে যেন দলমত ও জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সম্মেলনে যোগদান করিয়া অসমীয়াকে একমাত্র রাজ্যভাষা করার প্রচেষ্টার তীব্র প্রতিবাদক্রমে আসাম রাজ্যে সকল নাগরিকের নিজ নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার সুব্যবস্থা সম্পর্কে সুচিন্তিত ও কল্যাণকর সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। সম্মেলনকে সাফল্য মণ্ডিত করিতে সকলের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করি।"

এই আবেদন পত্রে সাক্ষর কারীরা ছিলেন :

করিমগঞ্জ মহকুমা থেকে সর্বশ্রী বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, সভাপতি, অভ্যর্থনা সমিতি, জিতেন্দ্রমোহন দাস, সুরেন্দ্র নাথ চৌধুরী, এডভোকেট, আকাশচন্দ্র চৌধুরী, সুখময় দত্ত, উকিল, সত্যেন্দ্রনাথ দাস, উকিল, রমেশচন্দ্র দাস চৌধুরী, ডাঃ সুশীলচন্দ্র দত্ত, বিনোদ বিহারী দাস, উকিল, মাহমুদ আলী, গিরিশচন্দ্র দাসবিশ্বাস, উকিল, মঈনউদ্দীন চৌধুরী, উকিল, বারীন্দ্রনাথ দত্ত, উকিল, কালীসদয় বিদ্যাবিনোদ, দীনেশচন্দ্র দেব, মোক্তার, মইনুল ইসলাম চৌধুরী, মোক্তার, লীলাময় দাস, দেবেশ্বর চৌধুরী, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দেব, উকিল, চরিত্রমোহন চক্রবর্তী, মোক্তার, দিগিন্দ্রনাথ দেব, মোক্তার, হরদয়াল দাস, রবীন্দ্রনাথ আদিত্য, প্রাক্তন বিধায়ক, সুবঞ্জন নন্দী, কনভেনার, ভারত সেবক সমাজ, করিমগঞ্জ, রমনীমোহন রায়, মুনীন্দ্রকুমার দাস, উকিল, বিধুভূষণ চৌধুরী, সম্পাদক, যুগশক্তি, কুমুদরঞ্জন লুহ, রথীন্দ্রনাথ সেন, নলিনীকান্ত দাস, মোহিতমোহন দাস, সম্পাদক, করিমগঞ্জ মার্চেন্ট এসোসিয়েশন, ইন্দ্রকুমার দত্ত, বসন্তকুমার দেব লস্কর, খান বাহাদুর আবদুল মজিদ চৌধুরী, .বিনোদবিহারী সোম, ননীগোপাল বনিক, ব্যোমকেশ দাস, ননীগোপাল স্বামী, সত্যেন্দ্রনাথ দেব, রণেন্দ্রমোহন দাস, বিধায়ক, সুনীতিবালা দাস, হৃতেন্দ্র দাস, পীযূষানন গোস্বামী, অশ্বিনীকুমার দত্ত, মুরারীকৃষ্ণ দাস, নগেন্দ্রনাথ দাস, লক্ষীপ্রসাদ হরলালকার, পূর্ণচন্দ্র সাহা, নিত্যানন্দ বনিক, তুলারাম ভূরা, ডাঃ মনীন্দ্র দাস, রামভকত চুটিয়া, রামলাল গুলতা, মোহাম্মদ আব্দুল বারী, নলিনাক্ষ্য রায়, কুমুদ বিহারী রায়, প্রভাতচন্দ্র রায়, আশুতোষ সোম, মনোরঞ্জন শর্মা, শান্তিলাল সেনগুপ্ত।

শিলচর :— সর্বশ্রী দ্বারিকানাথ তেওয়ারী, এম, পি, নিবারণচন্দ্র লস্কর, এম, পি, নন্দকিশোর সিংহ, এম, এল, এ, জ্যোৎস্না চন্দ, এম, এল, এ, গোলাম জিলানী চৌধুরী, প্রবোধচন্দ্র নাগ, কৃষ্ণপ্রসাদ গোয়ালা, প্রণবকুমার চন্দ, যতীন্দ্ররঞ্জন দে, কালীপদ সেন, সুকেশরঞ্জন বিশ্বাস, নারায়ণ বাহাদুর, অনিলকুমার বর্মণ, সত্যদাস রায়, অমূল্যকুমার দাস, সুখময় সিংহ, বিনয়েন্দ্রকুমার চৌধুরী, নুরুল হুসেইন মজুমদার, হিমাংশুমোহন গুপ্ত, উপেন্দ্রশংকর দত্ত, ডাঃ বিবেকানন্দ ভাওয়াল, মনকুমার গুহ, সুরুজভান খাণ্ডেলওয়াল, গোবিন্দলাল পাল, গোপীকারঞ্জন পাল, গোলাম ছবির গান, হরিচরণ মোহান্ত, দুলালচন্দ্র নাথ, উকিল, অনিলকুমার বিশ্বাস, উকিল, রবীন্দ্রকান্ত সেন, মোক্তার, সুরেশচন্দ্র পাল,

মোক্তার, সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, মোক্তার, রামপ্রসাদ চৌবে, এম, এল, এ, নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম, এডভোকেট, অনাদিনাথ ভট্টাচার্য, পার্শ্বনাথ শুক্লবৈদ্য, সুরেশচন্দ্র পাল, সুনীল এন্দ, ক্বারী আব্দুল ছাত্তার মজুমদার, গোপেশচন্দ্র আদিত্য, যোগেশচন্দ্র দত্ত, ক্ষীরোদশশী দে, উকিল, মোহাম্মদ গোলাম ওয়াজিদ মজুমদার, ধীরেন্দ্রমোহন দেব, এডভোকেট, বীরেশরঞ্জন আচার্য, উকিল, পবেশচন্দ্র চৌধুরী, এডভোকেট, নিতাইচাঁদ পাটনী, উকিল, মুদাব্বির হোসেন, হরেশ ভট্টাচার্য, সুরেশচন্দ্র দত্ত, উকিল, রুক্মিনী কুমার দাস, উকিল, নীহাররঞ্জন লস্কর, উকিল, ভূদেব ভট্টাচার্য্য, অমিতকুমার নাগ, গৌরাঙ্গ চন্দ্র দেবনাথ, পরিতোষ পালচৌধুরী, মহেন্দ্রচন্দ্র শুক্লবৈদ্য, গোপেন্দ্রকুমার গুপ্ত, সনৎকুমার দাস কাছাড় কেশরী, কমরুল ইসলাম লস্কর, উকিল, দ্বীপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, বীরেন্দ্রমোহন দেব, নীরেশরঞ্জন আচার্য, আলতাফ হোসেন মজুমদার, শরৎচন্দ্র নাথ, সাধারণ সম্পাদক, অভ্যর্থনা সমিতি, বৈদ্যনাথ নাথ, সম্পাদক যুগশঙ্খ, আতাউর রহমান খান, সুভাষচন্দ্র নাথ, মকাব্বীর আলী মজুমদার, উকিল, নামওয়ার আলী বড় ভূঁইএঞা, এম, মুজিবর রহমান, ফরিদ মজুমদার, বিনয়কুমার গাঙ্গুলী, কৃষ্ণমোহন দাস, উকিল, নগেন্দ্রকুমার দাস, প্রমোদকুমার আদিত্য, উকিল, সুভাষচন্দ্র বসু, গোপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, উকিল, শিবশংকর সিং, উকিল, শশীভূষণ রায়, উকিল, জ্যোতিষচন্দ্র নন্দী, উকিল, এ, এম, শীহাবউদ্দীন লস্কর, হুরমত আলী বড়লস্কর, সনৎকুমার চক্রবর্তী, রণেশরঞ্জন ভট্টাচার্য, পয়োধিকুমার দাস, উকিল, পীযূষ কান্তি চৌধুরী, উকিল, বিজয়চন্দ্র দেবলস্কর।

হাইলাকান্দি :— সর্বশ্রী সন্তোষকুমার রায়, আব্দুর রহমান চৌধুরী, উকিল, শক্তিধর চৌধুরী, অধ্যাপক দেবপ্রসাদ পুরকায়স্থ, হরিশচন্দ্র চক্রবর্তী, উকিল, হরসুন্দর চক্রবর্তী, উকিল, মন্তাজ আলী লস্কর, উকিল, ক্ষীরোদবিহারী পুরকায়স্থ, পূর্ণচন্দ্র পুরকায়স্থ, নরেশচন্দ্র তরাত, রবীন্দ্রকুমার সেন, মহিমচন্দ্র দাস প্রমুখ।

সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সমগ্র কাছাড় জেলায় জন জাগরণের এক অভূতপূর্ব জোয়ার দেখা দিল। সর্বত্র সভা, সমিতি, আলোচনা চলতে লাগল। ছাত্র, যুব, তরুণ, তরুণী, সরকারী বেসরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী, শিক্ষক সমাজের সকল স্তরের মধ্যেই আলোড়ন জেগে উঠল। করিমগঞ্জ শহরে শ্রী রণেন্দ্রমোহন দাসের সভাপতিত্বে ২৪ জুন, এক সর্বদলীয় সভায়, আসন্ন সম্মেলনকে সফল করে তোলার জন্য বিভিন্ন কার্যসূচী গৃহীত হল। সিদ্ধান্ত হল যে, করিমগঞ্জ থেকে একদল পদযাত্রী সম্মেলনে যোগদান করবেন। এই পদযাত্রার নাম লেখাতে সে কি উদ্দীপনা! ঐতিহাসিক এই যাত্রায় যোগ দিতে সমগ্র শহর তথা মহকুমাবাসী সেদিন উত্তাল হয়ে উঠেছিল। এই পদযাত্রা ছিল, সেদিনের অন্যায়, অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে জনতার প্রতিবাদ মিছিল, আগামী দিনের আন্দোলনের ইঙ্গিতময় সংকেত ধ্বনি।

১লা জুলাই ভোর না হতেই হাজার জনতার যাত্রা সুরু হল। কণ্ঠে কত না গান,— 'মোদের গরব মোদের ভাষা', 'কতদূর আর কতদূর বল মা', সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি', ধন্য ধানে পুষ্পে ভরা', 'হও ধরমেতে ধীর' প্রভৃতি অসংখ্য গানে আকাশ বাতাস মুখরিত করে পথের দুধারে অগণিত মানুষের প্রাণে প্রাণ মিলিয়ে ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন বাংলা মায়ের ভাষা সেনাদল। ভাঙ্গা বাজার ও বদরপুরের

সংগ্রামী জনগণের অভ্যর্থনা ও আতিথ্য গ্রহণের জন্যে সাময়িক বিরতির পর যাত্রীদল বিকেলে পৌঁছালেন কাটাখালে। এখানেও সবাই জনতার অতিথি হয়ে রাত কাটালেন। পরদিন সকালবেলা যখন পদযাত্রীদল শিলচর পৌঁছালেন তখন চারদিক ঘিরে উদ্বেল জনসমুদ্র আবেগ মথিত হয়ে উঠেছে। অধিবেশনের সভাপতি শ্রী চপলাকান্ত ভট্টাচার্য ও শিলচরের নবীন প্রবীণ নেতৃবৃন্দ যাত্রীদলকে শ্রীকোণায় এগিয়ে এসে স্বাগত জানিয়েছিলেন। সেদিন পদযাত্রীদলের নেতৃত্ব দান যাঁরা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রভাগে ছিলেন সর্বশ্রী রথীন্দ্রনাথ সেন, বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, অরবিন্দ চৌধুরী, ননীগোপাল স্বামী, বিমানবিহারী দাস, নিশীথরঞ্জন দাস, নৃপতিরঞ্জন চৌধুরী, বিজিৎ চৌধুরী প্রমুখেরা। 'নিখিল আসাম বাঙ্গালা-ভাষা সম্মেলন' অনুষ্ঠানই ছিল ভাষা-সংগ্রামের উদ্যোগ পর্ব।

২ ও ৩ জুলাই তারিখে, শিলচর শহরে গান্ধীবাগ ময়দানে সংসদ সদস্য শ্রী চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে নিখিল আসাম বাঙ্গালা-ভাষা সম্মেলন অভূতপূর্ব উদ্দীপনা ও বিপুল উৎসাহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল। এই অধিবেশনে আসাম রাজ্যের বিভিন্ন পার্বত্য অঞ্চল, উত্তর আসামের বিভিন্ন এলাকা, ধুবড়ী, গোয়ালপাড়া, গৌহাটি, যোরহাট, শিলং, তেজপুর, নওগাঁ এবং কাছাড়ও এই অঞ্চল সংলগ্ন এলাকাগুলি থেকে প্রায় পঁচিশ হাজার নরনারী যোগদান করেছিলেন। বিভিন্ন জাতি, উপজাতি গোষ্ঠীর অংশগ্রহণে এই অধিবেশন এক মহান মিলন তীর্থে পরিণত হয়। 'নিখিল আসাম বাঙ্গালা-ভাষা সম্মেলন'—বাংলা ভাষা ও অন্যান্য অনসমীয়া ভাষাভাষীর সম্মেলনে পরিণত হয়।

'মোদের গরব মোদের আশা। আ' মরি বাংলা ভাষা', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে' সংগীত দিয়ে অধিবেশনের শুভ উদ্বোধন ঘটে।

আসাম রাজ্যের সাম্প্রতিক গুরুতর পরিস্থিতি, রাজ্য সরকারের বৈষম্যমূলক ভাষানীতি উগ্র জাতিয়াতাবাদী আগ্রাসন ইত্যাদি প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বর্তমান সংকট জনক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ও অনসমীয়া জাতি গোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষার জন্যে যথোপযুক্ত উপায় ও ইতিকর্তব্য নির্ধারণের আহ্বান জানিয়ে অধিবেশনের সভাপতি শ্রী চপলাকান্ত ভট্টাচার্য এক দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন।[২৪]

সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে কাছাড় জেলা কংগ্রেস সভাপতি, পরিষদ সদস্য, শ্রীনন্দকিশোর সিংহ করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি অঞ্চল থেকে আগত হাজার হাজার পদযাত্রীদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এরপর তিনি তাঁর ভাষণে এই অঞ্চলের একজন জনপ্রতিনিধি ও কংগ্রেস সেবকরূপে রাজ্যভাষার প্রশ্নে কি ভূমিকা পালন করেছেন তা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, ১৯৫৫ সালে যখন অসমীয়া ভাষাকে রাজ্যভাষা করার অপচেষ্টা চলে তখন পার্বত্য অঞ্চল ও কাছাড় জেলার অধিবাসীদের বলিষ্ঠ প্রতিবাদের জন্য সেই দুরভিসন্ধি পরিত্যক্ত হয়। বিগত মার্চ মাসে যখন পুনরায় আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিতে এই প্রস্তাব উত্থাপিত হয় তখন, শ্রী সিংহ বলেন, "আমরা একযোগে তার বিরোধিতা করি। যার ফলে মুখ্যমন্ত্রী চালিহা প্রথম ঘোষণায় অপেক্ষা করতে মত প্রকাশ করেন। এরপর আভ্যন্তরীণ ঘটনা প্রবাহে চালিহা পুনরায় এক আকস্মিক ঘোষণায় ভাষা-বিল উত্থাপনের বিষয়টি নির্দিষ্ট করে দিলেন। আমরা আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিতে এক বাক্যে সকলে বিরোধিতা করেছি। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারিনি, আমরা ব্যর্থ হয়েছি। তাই বলে আমরা এখানে দমিব না। আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভাষা-বিলের বিরোধিতা

কবতে বদ্ধপবিকর।" বিশাল জনসমুদ্রের উদ্দেশ্যে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে বলেন, "আমি আপনাদিগকে কংগ্রেসের পক্ষে প্রতিশ্রুতি দিতেছি, কাছাড়ের তথা আসামের বাঙালীদেব মতের মর্যাদা রক্ষায় একযোগে কাজ করে যাব। আজ আমাদের এক কঠোর অগ্নিপরীক্ষার দিন। আমরা এ ব্যাপারে এ মাসেই নযাদিল্লীতে গিযে সরকারী উচ্চতম অধিকারীবর্গ ও কংগ্রেসের হাইকমাণ্ডের নিকট এ বিষয়ে অভিযোগ তুলব ও ন্যায়ের প্রতিকার প্রার্থী হব। আমাদের ভাষাগত দাবি, একান্ত নায্যদাবি, এ থেকে কেউ আমাদের বঞ্চিত করতে পারবে না। আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি, শিক্ষা ও কৃষ্টিকে পূর্ণ মর্যাদায় রক্ষা করে চলতে হবে।"

এই সম্মেলনে অপর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ভাষণদান করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী দিলীপ চক্রবর্তী, সন্তোষ রায়, সুরেশচন্দ্র দেব, এম-পি, রণেন্দ্রমোহন দাস, রমনী বসু, নৃপতিরঞ্জন চৌধুরী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক শ্রী শরৎচন্দ্র নাথ তাঁর লিখিত ভাষণে গভীর ক্ষোভ ও বেদনার সঙ্গে উত্তর আসাম ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত নৃশংস অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন, "আসাম সাহিত্য সভা ও কোন কোন অসমীয়া দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা অসমীয়াকে রাজ্যভাষা রূপে গ্রহণ করার দাবি সমর্থন করতে গিয়ে যে ভাবে বিভেদের উগ্র বিষ ছড়িয়ে চলেছেন তা এই রাজ্যের বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে ঐক্য ও সংহতির পরিপন্থী।"

এই গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে সর্বমোট আটটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাব গুলি ছিল এরকম :

প্রথম প্রস্তাব :

আসামের সরকারী ভাষা রূপে অসমীয়ার প্রবর্তন স্থগিত রেখে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে হবে এবং রাজ্য বিধানসভায় উত্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত বিলটি প্রত্যাহার করতে হবে ।

এই দাবির প্রস্তাবক : শ্রী নিবারণচন্দ্র লস্কর
সমর্থক : শ্রী দ্বারিকানাথ তেওয়ারী ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব : আগামী শরৎকালীন অধিবেশনে, আসাম বিধানসভায়, এই ভাষাবিলের বিরুদ্ধে যুক্ত ভাবে কাছাড় জেলার সকল পরিষদ সদস্য প্রতিবাদ জ্ঞাপন করবেন। যদি এই বিরোধিতা ব্যর্থ হয়, তাহলে মুখ্যমন্ত্রী বিমলাপ্রসাদ চালিহা, যিনি কাছাড় জেলার বদরপুর নির্বাচনচক্র থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী মঈনুল হক চৌধুরীসহ জেলার সকল পরিষদ সদস্য পদত্যাগ করে পরিষদ ত্যাগ করবেন।

প্রস্তাবক : শ্রী সুরেশ চক্রবর্তী ।
সমর্থক : শ্রী মোহিতমোহন দাস।

তৃতীয় প্রস্তাব : ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অত্যাচারিত, নির্যাতীত মানুষের ক্ষয়-ক্ষতি নির্ধারনের জন্য হাইকোর্টের ধর্মাধিকরণকে নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা ও তদন্তের ফল তিনমাসের মধ্যে প্রকাশ করার জন্য বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আসাম সরকারকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সংগঠিত গুণ্ডা বাহিনীর দৌরাত্ম্য অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। অপমানিত, লাঞ্ছিত অসহায় নরনারীদের প্রতি এই সভা গভীর সমবেদনা

জ্ঞাপন করে এবং অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে একটি সংযোগ কমিটি গঠন করে সরেজমিনে তদন্ত করার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানায়।

প্রস্তাবক শ্রী গৌরীশংকর দাস
সমর্থক : শ্রী রথীন্দ্রনাথ সেন

চতুর্থ প্রস্তাবে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র সমূহেব প্রতি আক্রমণ ও বহ্নুৎসবের নিন্দা করা হয়।

প্রস্তাবক · শ্রী সুরঞ্জন নন্দী
সমর্থক : শ্রী বিধুভূষণ চৌধুরী।

পঞ্চম প্রস্তারে আগামী লোকগণনা অনুষ্ঠান যাতে নিরপেক্ষ ভাবে কবা হয় সেজন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়।

প্রস্তাবক : শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দ।
সমর্থক : শ্রী হুরমত আলী বড়লস্কর।

ষষ্ঠ প্রস্তাবে আসামের বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের নিয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারী পর্যায়ে একটি ভাষা নির্ধারণ কমিশন গঠনের দাবি জানানো হয়।

প্রস্তাবক : শ্রী বিশ্বনাথ উপাধ্যায়।
সমর্থক : শ্রী আলতাফ হোসেন মজুমদার।

সপ্তম প্রস্তাবে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বাংলা ভাষায় পঠন-পাঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়।

প্রস্তাবক : শ্রী সুকেশরঞ্জন বিশ্বাস।
সমর্থক : শ্রী সুজিৎ চৌধুরী।

অষ্টম প্রস্তাবে : এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির যথাযথ ও কার্যকরি রূপায়ণের জন্য জেলার সকল পরিষদ সদস্য ও লোকসভার সদস্যবর্গ সহ ও অনসমীয়া পরিষদ সদস্যদের নিয়ে একটি রূপায়ণ কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়।

প্রস্তাবক : শ্রী সতীন্দ্রমোহন দেব।
সমর্থক : শ্রী তজম্মুল আলী বড়লস্কর।

৩ জুলাই শিলচরে নিখিল আসাম বাঙ্গালা-ভাষা সম্মেলন শেষ হল আর তার পরদিনই সমগ্র ব্রহ্মউপত্যকা ব্যাপী শুরু হল ভয়াবহ দাঙ্গা। এদিন গৌহাটিতে ছাত্র মিছিলের উপর গুলি চললে রঞ্জিৎ বরপুজারী নামে একজন ছাত্র মারা গেলেন। ক্ষুব্ধ ছাত্র সমাজ বরপুজারীর মৃতদেহ নিয়ে গৌহাটি থেকে ডিব্রুগড় মিছিল করে গেল আর দুধারে নির্বিকারে বাঙালীর বাড়ী-ঘর জ্বলতে লাগল, বিদ্বেষের লেলিহান শিখা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র উপত্যকায়। লুঠতরাজ, অগ্নি সংযোগ, হত্যা, ধর্ষণ, অসমীয়া ভাষা আন্দোলনের নামে সেই একই বর্বর ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। নরপশুরা অবাধে বন্দুক, পেট্রোল ও স্টিরাপ পাম্প সহ বাস ও ট্রাক বোঝাই করে সংঘবদ্ধ ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল অসহায় নিরস্ত্র বাঙালীদের উপর। স্টিরাপ পাম্প দিয়ে পেট্রোল ছিটিয়ে হাজার হাজার বাড়ীতে আগুন জ্বালালো। এই নৃশংসতায় শুধু দাঙ্গাবাজরাই অংশ নেয়নি, কংগ্রেসের একশ্রেণীর গুণ্ডা নেতৃত্ব, প্রশাসনের উগ্রজাতিবাদী কর্তাব্যক্তি এমনকি একশ্রেণীর

উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা ও অধঃস্তন কর্মচারীরাও এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে জড়িত ছিল বলে অভিযোগ উত্থাপিত হয়। সরকারি হিসাব মতে এই মারণ যজ্ঞে চল্লিশেরও অধিক লোককে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়, দশ হাজারের উপর বাড়ীঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয় এবং প্রায় পঞ্চাশ হাজারের মত লোককে নিরাশ্রয় ও বাস্তহীন করা হয়। কলকাতার সংবাদপত্রগুলিতে এই নৃশংসতার ও জঙ্গলের রাজত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় শুধু পত্রিকাগুলির বহ্ন্যুৎসবই হয়নি, আসাম সরকার পর্যন্ত অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রকাশের অজুহাত তোলে সংবাদপত্র ও press telegram এর উপর সেন্সর ব্যবস্থা আরোপ করেন। সেসময় নিগৃহীত, অত্যাচারিত হাজার হাজার মানুষ পশ্চিমবঙ্গ ও কাছাড় জেলার বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ভয়াবহ দাঙ্গার সময় আসাম সরকার কিন্তু নির্লজ্জভাবে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। সরকারের এই ভূমিকা ও দাঙ্গাবাজদের পৈশাচিক তাণ্ডবের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরাসহ বিভিন্ন রাজ্যে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয় এবং অবিলম্বে এই হিংস্রতার প্রতিকারের দাবি জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করা হয়। ৭ জুলাই তারিখে কাছাড় জেলার সকল সাংসদ, বিধায়ক এবং কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি এই তিন জেলা কংগ্রেস কমিটি থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতির নিকট অবিলম্বে রাজ্যের দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানানো হয়। ১২ জুলাই তারিখে কাছাড় জেলার সাংসদ ও বিধায়কদের এক প্রতিনিধিদল নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহেরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রাজ্যের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা বিবৃত করে বহুভাষিক আসাম রাজ্যে ভাষা সম্পর্কিত বিষয়ে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা, বিধানসভায় প্রস্তাবিতভাষা বিল স্থগিত রাখা এবং অবিলম্বে কেন্দ্র সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করে প্রতিনিধিদল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এক স্মারকলিপি প্রদান করেন। দলটি রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী পন্থ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী কৃষ্ণ মেনন, কংগ্রেস সভাপতি শ্রী সঞ্জীব রেড্ডী, রেলমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম, আইনমন্ত্রী শ্রী অশোক সেন, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রী সাদিক আলী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডি, কে, মালব্য ও অন্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গেও আসামের সংকটজনক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তর আলোচনা করে এই অবস্থার প্রতিকার প্রার্থনা করেন। এই প্রতিনিধিদলে ছিলেন সর্বশ্রী দ্বারিকানাথ তেওয়ারী, নিবারণচন্দ্র লস্কর, সুরেশচন্দ্র দেব, নন্দকিশোর সিংহ, জ্যোৎস্না চন্দ ও বিশ্বনাথ উপাধ্যায়। ১৩ জুলাই সঞ্জীব রেড্ডী ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সিদ্ধিনাথ শর্মা শিলচর এলে সদরঘাটে প্রবল বিক্ষোভের সম্মুখীন হন। শেষ পর্যন্ত শ্রী শর্মাকে বরাক নদীর অপর পার থেকেই বিদায় নিতে হয়। ঐদিন বিকেলেই শিলচর শহরে কার্ফু জারী করা হয়। এই বিক্ষোভ ছাত্র নেতাদের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল।

আসামের পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং রাজধানী শিলংয়ে এসে পৌঁছালেন। ১৮ জুলাই শিলংয়ে এক জনসভায় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সংঘটিত ঘটনাবলীর নিন্দা করে তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁর ভাষণে তিনি বলেন যে, নিজের দেশেই মানুষ প্রাণভয়ে ঘরবাড়ী ত্যাগ করে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে—স্বাধীন ভারতে এ এক বিস্ময়কর ও বর্বরতম ঘটনা। এ ধরনের ঘটনা শুধু নিন্দনীয়ই নয়, যেকোন সম্প্রদায়ের

পক্ষে লজ্জাকরও বটে। এ জাতীয় গোষ্ঠীগত হিংসা, উন্মত্ততা ও ইতরামির নেতৃত্বে তরুণ সম্প্রদায়ও যুক্ত রয়েছে এই তথ্য জেনে তিনি উষ্মা প্রকাশ করেন। এই নৃশংসতায় যে সকল অঞ্চলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েব সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে সেসব স্থানে পিটুনী কর ধার্য করা সম্বন্ধে আসাম সবকারকে বিবেচনা করতে বলেন। পুলিশের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে তাঁব সুস্পষ্ট বক্তব্য ছিল এই যে, যদি পুলিশের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারের অভিযোগ থাকে তা হলে লোকে অপরাধী পুলিশেব শাস্তি নিশ্চয়ই দাবি করতে পারে। আসামে যে অমানবিক কাণ্ড সংঘটিত হয়েছে তার প্রমাণ তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন বলেও জানান। বেদনাতুর কণ্ঠে শ্রী নেহেরু বলেন, "আমি বর্ষাস্নাত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার নিপুণ সৌন্দর্যের মধ্যে গভীর ক্ষত দেখিয়াছি, সেই ক্ষত সৃষ্টি হইযাছে অগ্নিকাণ্ডের ফলে। সকলের আগে এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যে কোন সভ্য সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিরই কতকগুলি অধিকার আছে এবং সংশ্লিষ্ট দেশের আইন অনুযাযী স্বাধীন ভাবে প্রত্যেকের তাহা ভোগ করার সংবিধান রহিয়াছে।"

আসাম পরিভ্রমণ সমাপ্ত করে প্রধানমন্ত্রী দিল্লী পৌঁছে আসামের পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতে এক সংসদীয় প্রতিনিধিদল প্রেরণের কথা ঘোষণা করলেন। ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে কাছাড় জেলার সর্বত্র ও কলকাতায় আসাম-হাঙ্গামার প্রতিবাদে শোক দিবস উদযাপন করা হল।

আসামের দাঙ্গা হাঙ্গামার প্রতিবাদে কলকাতার প্রখ্যাত সাংবাদিক দেবজ্যোতি বর্মণ ক্ষোভ ও বেদনায় লিখলেন, "আসামে আবার বাঙ্গাল খেদা পুরাদমে সুরু হইয়াছে। আসামে অসমীয়াকে প্রাদেশিক ভাষা করিবার দাবিতে আন্দোলন সুরু হইয়াছে এবং উহার রূপ হইয়াছে বাঙ্গালী আক্রমণ। এই সমস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে আসামের মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য নেতারা লোক দেখানো মৌখিক প্রতিবাদ করিয়াই দায়িত্ব শেষ করিতেছেন, উহাদের পিছনে তাঁহাদের গোপন সমর্থন রহিয়াছে ইহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ রহিয়াছে। যে সকল স্থানে বাঙ্গালীদের উপব আক্রমণ চলিয়াছে এবং চলিতেছে তার কোন একটিতেও চালিহা বা দেবেশ্বর শর্মা যান নাই, কোন বড় সভা ডাকিয়া এই অসৎ কাজে স্থানীয় লোকদের নিবৃত্ত হইতে বলেন নাই, একটিও দুষ্কৃতিকারীকে গ্রেপ্তার করিয়া আদর্শ দণ্ডদানের আদেশ দেন নাই। অসমীয়া সংবাদপত্রেরা সমানে বিষোদগার করিয়া চলিয়াছে। সম্পাদকদের ডাকিয়া সংযত হইবার অনুরোধ তাঁহারা করেন নাই।

একটা গোটা জাতি কতদূর অকৃতজ্ঞ হইতে পারে অসমীয়ারা তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ক্যাবিনেট মিশন ফরমুলা সমগ্র ভারতের পক্ষে, বিশেষত বাঙ্গালীর পক্ষে কল্যাণকর ছিল, উহা মানিয়া নিলে ভারত বা বঙ্গবিভাগ হইত না, বাঙ্গালার শক্তি বৃদ্ধি হইত, বাঙ্গালাদেশ অখণ্ড থাকিত। ক্ষতি হইত আসামের। আসামের আপত্তি কেহ গ্রাহ্য করিত না যদি না বাঙ্গালীরা আসামকে সমর্থন করিত। আসামের ক্ষতি হইবে—একমাত্র এই কারণে বাঙ্গালার সংবাদপত্র এবং বাঙ্গালার জনসাধারণ ক্যাবিনেট মিশন স্কীমের বিরোধিতা করিয়াছে। বাঙ্গালার আন্দোলনের ফলে আসাম বাঁচিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর দয়ায় প্রাণে বাঁচিয়া অসমীয়াদের তাগদ বাড়িয়াছে। খাড়া হইয়া উঠিয়াই সর্বাগ্রে তাহারা হাত তুলিয়াছে বাঙ্গালীর অঙ্গে। পাণ্ডু এবং গৌহাটির অজস্র ঘটনা ইহার দৃষ্টান্ত।

সংবিধান প্রণয়নের সময় আসামের নাম বদলাইবার প্রস্তাব হইয়াছিল। আমরা

বলিয়াছিলাম আসামের প্রাদেশিকতা বাঁচাইবার একমাত্র উপায় ঐ প্রদেশের "আসাম" নাম ঘুচাইয়া "পূর্বোত্তর প্রদেশ" নামকরণ। ইহাতে অসমীয়া ভিন্ন আসামের প্রত্যেক জাতি প্রদেশটিকে নিজস্ব বলিয়া মনে করিতে পারিবে। আসামের নামের জোরে উহার এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী সমগ্র প্রদেশ কুক্ষিগত করিয়া অপর সকল জাতিকে খুশিমত লাঠি মারিবার অধিকার দাবি করিতেছে। ইহার প্রতিকারের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় আসামের নাম পরিবর্তন। অসমীয়ারা এই প্রস্তাবে শঙ্কিত হইবে ইহা স্বাভাবিক কিন্তু উহার প্রচণ্ড বিরোধিতায় নামিল বাঙ্গালী। এবারও বাঙ্গালীর দয়ায় অসমীয়ারা বাঁচিয়া গেল। ফল হইল এই যে, যে সমস্ত বাঙ্গলা সংবাদপত্র অসমীয়াদের শোকে আকুল হইয়া আসামবাসী বাঙ্গালীর সর্বনাশ করিয়াছে, আজ সেই সমস্ত পত্রিকায় ভুলেও হাত পড়িলে অসমীয়ারা সাবান দিয়া হাত ধোয়। বাঙ্গালী সংবাদপত্রেরা ভাবিয়াছে অসমীয়াদের তোয়াজ করিলে সার্কুলেশন বাড়িবে। ইহা ভুল প্রমাণিত হইতেছে। কাছাড়ের বাঙ্গালী কেন্দ্র হইতে চালিহার নির্বাচনের সময় আমরা বলিয়াছিলাম—বাঙ্গালীরা আবার ভুল করিতে চলিয়াছে। সেই কাজের কঠোর প্রায়শ্চিত্তের দিন ঘনাইয়া আসিতেছে ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বাঙ্গালীদের প্রতি চালিহার উক্তির আন্তরিকতায় বিশ্বাস করিবার কারণ এখনও আমরা পাই নাই, অসমীয়া ভাষা বিল আসিলে উহা ভালভাবে বোঝা যাইবে।

অসমীয়াভাষী সংবাদপত্রগুলিতে দেখিতেছি—অসমীয়াকে প্রাদেশিক সরকারী ভাষা করিবার স্বপক্ষে তাহাদের একটি মাত্র যুক্তি হইতেছে ভারতের মাইনরিটির ভাষা হিন্দী যদি সারা ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে তবে অসমীয়া আসাম প্রদেশের ভাষা হইতে পারিবে না কেন? সংবিধানে তো উহাকেও আঞ্চলিক ভাষা বলিয়া স্বীকৃতি দেওযা হইয়াছে। সারা ভারতের ঘাড়ে মাইনরিটির ভাষা হিন্দী চাপাইলে যদি সমগ্র দেশের ঐক্য আসিতে পারে, তবে অসমীয়া ভাষা প্রাদেশিক সরকারী ভাষা করিলে আসামের ঐক্য আসিবে না কেন? তাহাদের মতে অসমীয়া ভাষা নাকি ঐ প্রদেশের শতকরা ৬০ জনের ভাষা। সেন্সারের কারচুপি এবং শতকরা ৩০কে শতকরা ৬০ বলিয়া জাহির করিবার মিথ্যার জবাব না দিলাম, কিন্তু একথা ঠিক যে, কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের হিন্দী-যুক্তিকে ধূর্ত্তের মত কাজে লাগাইয়া অসমীয়া নেতারা এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন যে, দিল্লীর কর্তাদের পক্ষে উহার জবাব দেওয়া কঠিন। অসমীয়া চাপাইবার দাবি হইতে নাগা সমস্যার সৃষ্টি, উহারই পরিণামে আসামের পার্বত্য জাতিদের অসন্তোষ, ইহা বুঝিয়াও ভারত সরকার অসমীয়াদের বর্বর ব্যবহারের ও প্রতিকারে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। নিজেদের জালেই তাঁহারা জড়াইয়া পড়িয়াছেন।

বাঙ্গালী ইহা মানিবে কেন? সংবিধানে অসমীয়াকে আঞ্চলিক ভাষা বলা হইয়াছে ভাল কথা। কিন্তু অসমীয়াকে প্রাদেশিক ভাষা করিতে হইলে আসাম প্রদেশকে পুনর্গঠন করিতে হয়। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার লক্ষীমপুর, শিবসাগর, দরং, নওগাঁ এবং কামরূপ জেলার পূর্ব্বাংশ নিয়া আসাম প্রদেশ গঠিত হউক, তাহার প্রাদেশিক ভাষা অসমীয়া হউক আমরা আপত্তি করিব না। আসাম প্রদেশের এখন যে আকার আছে তাহাতে প্রদেশের একমাত্র ভাষা অসমীয়া হইতে পারে না।

কোন কোন সূত্রে সংবাদ আসিতেছে বাঙ্গালীরা অসমীয়া মানিয়া নিতে রাজি বলিয়া জানাইয়াছেন। ইহাতে বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতা আরও প্রমাণিত হইবে, অত্যাচারের মাত্রা আরও

বাড়িবে, লাভ কিছুই হইবে না। অসমীয়া ভাষা স্বীকৃতির পরেই আসিবে সমস্ত সরকারী বেসরকাবী চাকুরী হইতে বাঙ্গালী বিতাড়নের দাবি। ব্যবসার ক্ষেত্রে উহারা মাড়োয়ারী সহ্য করিবে, বাঙ্গালী বিতাড়িত করিবে। বাঙ্গালীব চাযের জমি কাড়িয়া নিবে। উদ্বাস্তুদের প্রতি আসাম সরকাব এবং অসমীযা জনসাধারণের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নাই, তাহাদের নাম দিয়াছে 'ভগনিয়া'—যাহারা ভাগিয়া আসিয়াছে। উদ্বাস্তুদের প্রতি একটু মৌখিক সহানুভূতি প্রদর্শনে, সামান্য ভদ্র আচরণেও ইহারা অনিচ্ছুক।

আসামের বাঙ্গালীকে বাঁচিতে হইলে রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে। অসমীয়াকে প্রাদেশিক ভাষা করিবার অন্যায় দাবিতেও প্রাণপণ শক্তিতে বাধা দিতে হইবে। আসামে বাঙালীর সংখ্যা কম নয়, সঙ্ঘবদ্ধ হইলে বাঙ্গালীর শক্তি অসমীয়াদের চেয়ে কোন অংশে কম হইবে না। বাঙ্গালীদের ইহা আত্মরক্ষার সংগ্রাম। অসমীয়া নেতারা প্রকাশ্য সভায় বলিতেছেন তাঁহারা বাঙ্গালীর রক্তে স্নান করিবেন। বাঙ্গালীদেরও বুঝাইয়া দেওয়া উচিত রক্তে বাঙ্গালী কোন দিনও ভয় পায় না। বাঙ্গালীর শক্তির পরিচয় পাইলে এই বাঙ্গাল খেদার দলই তখন করজোড়ে আপোষ করিতে বাঙ্গালীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইবে।"[২৫]

১৮ আগস্ট তারিখে শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈনের নেতৃত্বে সংসদীয় প্রতিনিধিদল শিলচর এসে পৌঁছালেন। রাজ্যের বিপন্ন পরিস্থিতি, লোকগণনায় কারচুপি, রাজ্য ভাষা-বিল জনিত উদ্ভূত সংকট, দাঙ্গা, বাঙ্গালী নির্যাতন ইত্যাদি বিবিধ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দাঙ্গার স্বরূপ, কারণ ও ক্ষয়ক্ষতি নির্ণয়, অপরাধীদের শাস্তি বিধান, সংখ্যালঘুর স্বার্থ সংরক্ষণ ও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি সম্বলিত এক স্মারক পত্র শিলচর করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলির পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদলকে প্রদান করা হয়।[২৬]

সংসদীয় প্রতিনিধিদলের প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে রাজ্য ভাষা সংক্রান্ত বিরোধ ও সমস্যার বিষয়টিকে অনুধাবন করে এই সমস্যার স্থায়ী মীমাংসার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দ বল্লভ পন্থ আসাম সফরে এলেন। রাজ্য সরকারের মুখপাত্র, আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের সঙ্গে তিনি দফায় দফায় বৈঠকে বসলেন। ৫ ও ৬ অক্টোবর আলোচনায় বসলেন কাছাড়ের কংগ্রেসদলীয় পরিষদ সদস্য, সাংসদ, শিলচর বার এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি ও ভাষা দাঙ্গায় পীড়িত ত্রাণ কমিটির প্রতিনিধি দলের সঙ্গে। অসমীয়া, বাঙালী, পার্বত্য উপজাতীয় দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিস্তর আলোচনার পর ও সহমত ভিত্তিতে কোন সমাধান সূত্র খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠল। ফলে পন্থজী এই মর্মে প্রস্তাব রাখলেন যে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অসমীয়া ভাষা, সচিবালয় পর্যায়ে ইংরাজীর পরিবর্তে হিন্দী, পার্বত্য অঞ্চল সমূহে ইংরাজী এবং কাছাড় জেলায় বাংলা ভাষা যেভাবে বজায় আছে তা মেনে চলাই সকল পক্ষের জন্য কল্যাণকর হবে। কিন্তু শ্রী পন্থের এই প্রস্তাব শোনামাত্রই অসমীয়া নেতৃবৃন্দ উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং তাঁদের অনমনীয় মনোভাবের জন্যেই তা শেষ পর্যন্ত অবিবেচিতই থেকে গেল। তাঁরা সমগ্র রাজ্য জুড়ে সরকারী ভাষা রূপে একমাত্র অসমীয়া ভাষাকে মেনে নেবার দাবিতেই অটল থাকলেন।

রাজ্যভাষা বিল ও বিতর্ক—দাবী ও গণসংগ্রামের আহ্বান

১০ অক্টোবর তারিখে আসাম বিধান পবিষদীয় সভায় রাজ্যভাষা বিল উত্থাপন করার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী পরিকল্পনামত সকল প্রস্তুতিই সম্পন্ন করে ফেলেছেন। কংগ্রেস বিধান পরিষদীয় সভায় কাছাড়ের সকল কংগ্রেসী সদস্য অসমীয়ার সঙ্গে বাংলাকেও রাজের অন্যতম ভাষা রূপে স্বীকৃতি দানের জন্য প্রস্তাব রাখলেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে অসমীয়া সদদ্যগণ এ দাবি নাকচ করে দিলেন। কাছাড়ের সদস্যগণ তখন নিরুপায় হয়ে ঘোষণা করেন যে, এই বিল পেশ করা হলে তাঁরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবেন। সদস্য শ্রী আব্দুল মতলিব মজুমদার ছাড়া কাছাড়ের অপর সদস্যবৃন্দ পরিষদীয় দলনেতার কাছে এই মর্মে লিখিতভাবে দাবি পেশ করেন যে, প্রস্তাবিত ভাষা-বিল এর উপর বিতর্কে অংশগ্রহণ ও ভোটদানের জন্য যেন অবাধ অধিকার দান করা হয়। উত্তরে দলনেতা শ্রী চালিহা তাঁদের এই দাবি শুধু অগ্রাহ্যই করেননি, এই বলে সতর্কও করে দেন যে, দলীয় শৃঙ্খলানীতি হিসাবে এই বিলকে সমর্থন করতে দলের সদস্যরা বাধ্য। দল নেতার এই অনমনীয় মনোভাবের ফলে কাছাড়ের তিন জেলা কমিটির সর্বসম্মত পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এদিনই বিকালে সর্বশ্রী নন্দকিশোর সিংহ, রণেন্দ্রমোহন দাস, হেমচন্দ্র চক্রবর্তী, গৌরীশঙ্কর রায়, তজম্মুল আলী বড়লস্কর, রামপ্রসাদ চৌবে ও শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দ মিলিতভাবে শ্রী চালিহার নিকট পরিষদীয় সদস্যরূপে তাঁদের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত জানিয়ে অনুমতি প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। শ্রী চালিহা নিজে সিদ্ধান্ত প্রদানের দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে তাঁদের পদত্যাগ পত্র দিল্লীতে কংগ্রেস পার্লিয়ামেন্টারী পার্টির কাছে প্রেরণ করেন। পরদিন কাছাড়ের সাংসদবৃন্দ সর্বশ্রী দ্বারিকানাথ তেওয়ারী, নিবারণ চন্দ্র লস্কর ও সুরেশ চন্দ্র দেব আসাম বিধান পরিষদীয় সদস্যদের এই পদত্যাগের বিষয়টি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে জ্ঞাপন কবেন। ১২ তারিখে পদত্যাগী সদস্যবৃন্দ ও কাছাড়ের সাংসদরা পুনরায় সামগ্রিক পরিস্থিতির গুরুত্ব ও পরিণামের কথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অবহিত করান। সে সময় শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনীও রাজধানী শিলংয়ে অবস্থান করছিলেন, তাঁকেও পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়।

১০ অক্টোবর তারিখে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিমলা প্রসাদ চালিহা আসাম বিধান পরিষদে আসাম সরকারী রাজ্য ভাষা-বিল উত্থাপন করে প্রস্তাবটির সমর্থনে এক দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন।[১৮] কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য বিভিন্ন রাজনৈতিক অরাজনৈতিক সংগঠন ও বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় ভাষা সমস্যার সমাধান সূত্র রূপে যেসব প্রস্তাবাদি এসেছিল শ্রী চালিহা তাঁর ভাষণে সেগুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে যে পাঁচটির উল্লেখ করেন সেগুলি হল :

১. রাজ্য ভাষা আইন বিষয়ক আলোচনা বাতিল করা।

২. হিন্দীকে রাজ্যের একমাত্র সরকারী ভাষা রূপে ঘোষণা করা।

৩. অসমীয়া, বাংলা ও হিন্দীকে রাজ্যের সরকারী ভাষা রূপে গ্রহণ করা।

৪. বিভিন্ন জেলার অনসমীয়া ভাষাগোষ্ঠীকে উপযুক্ত রক্ষাকবচ প্রদান সহ অসমীয়াকে একমাত্র রাজ্যভাষা রূপে ঘোষণা করা।

৫. পার্বত্য জেলাসমূহকে নিয়ে স্বতন্ত্র পার্বত্য রাজ্য গঠন কবা।

শ্রী চালিহা এই প্রস্তাবগুলিকে সর্তকভাবে বিচার বিশ্লেষণ করার পর এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতিতে সকলের পক্ষে কল্যাণকর ও গ্রহণযোগ্য একটি সমাধানে উপনীত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় এবং এই মর্মে তিনি সভায় যে প্রস্তাবটি পেশ করেন তার বয়ান ছিল এরকম :

"Assamese and English, to be replaced by Hindi, should be declared the Official Languages for the State, have Assamese for district administration in the Brahmaputra Valley, Bengali for Cachar and leave the option of selecting whatever language the respective District and Regional Councils choose for district administration in their respective districts, continue English in the Secretariate and Heads of Departments Offices."

অর্থাৎ রাজ্যের সরকারী ভাষা রূপে অসমীয়া ও ইংরাজী অবশ্যই গৃহীত হোক, যা কিনা পরবর্তী সময়ে হিন্দী রাজ্যভাষা রূপে গ্রহণ করে বদল করে নেওয়া যাবে। জেলার প্রশাসনিক কার্যসমূহ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অসমীয়া ও কাছাড় জেলায় বাংলা ভাষায় পরিচালিত হবে এবং আঞ্চলিক পরিষদের অন্তর্ভুক্ত জেলাসমূহের সরকারী কার্যাদি কোন ভাষায় পরিচালিত হবে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের উপরই ছেড়ে দেওয়া হোক। সচিবালয় ও বিভাগীয় প্রধান কার্যালয়গুলিতে ইংরাজীভাষাই বহাল থাকুক।

শ্রী চালিহা তাঁরই উত্থাপিত প্রস্তাবকে কোন 'আদর্শ প্রস্তাব' রূপে দাবি করেননি এবং সময়ের কঠোর বাস্তবতার কথা মনে রেখেই সদনের কাছে খোলা মনে তা বিবেচনা করার আহ্বান জানান। প্রসঙ্গক্রমে সংবিধানের অষ্টম তপশীলে অন্তর্ভুক্ত ভাষা আইন বিধির কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী আসামের রাজ্যভাষা রূপে অসমীয়াকে গ্রহণ করার যৌক্তিকতা তুলে ধরে এই বলে প্রশ্ন রাখেন যে, যদি অসমীয়াকে ভারতের কোন রাজ্যের সরকারী ভাষা রূপে স্বীকৃতি লাভ করতে হয় তা হলে তা আসামে না হলে আর কোথায় হবে?—"If, therefore, Assamese has to become the official Language in any part of India, where else can it so become if not in Assam?"[২৭]

১৪ অক্টোবর '৬০, বহুবিতর্কিত রাজ্য ভাষা বিল এর সঙ্গে শুধুমাত্র কাছাড়ের জন্য বাংলাভাষার ব্যবহারকে স্বীকার করে নিয়ে মহকুমা পরিষদের উপর ভবিষ্যতের ভাগ্য নির্ধারণের দায়িত্ব প্রদান করে এক বিধি সংযোজন করা হল। আকস্মিক এই বদান্যতার পিছনে একটি নীচ ষড়যন্ত্র ছিল তা হলো কাছাড় জেলায় অসমীয়া ভাষার ভবিষ্যৎ আগ্রাসনের পথকে সুগম করে রাখা। বলা হল যে, শুধু কাছাড়ের মহকুমা পরিষদগুলি নিজ নিজ অঞ্চলে জনমতের সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনে মহকুমার ভাষার পরিবর্তন সাধন করে অসমীয়া ভাষা গ্রহণ করতে পারবে। উল্লেখযোগ্য যে এই 'কালা বিধি' আর কোন অঞ্চলের মহকুমার জন্য কিন্তু প্রযোজ্য নয়। উদ্দেশ্য প্রণোদিত, কূট এই বিধি এবং ভাষা বিলের প্রতিবাদে কাছাড় জেলার সদস্যরা তীব্র প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানান এবং সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। এই পরিস্থিতিতে ১৪ ও ১৫ অক্টোবর আসাম প্রদেশ কংগ্রেস

কমিটির এক জরুরী সভা আহ্বান করা হল। সভায় প্রচণ্ড বাকবিতণ্ডার পর ভাষা সংক্রান্ত বিলটির উপর আবার ভোট হয় এবং কাছাড় জেলার সদস্যরা প্রকাশ্যে এর বিরুদ্ধে ভোট দিলেন। অসমীয়া সদস্যরা দৃশ্যত গণতান্ত্রিক রীতি পদ্ধতিকে মেনে চলেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন বলে মনে হলেও কার্যত সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরটা যে তাদের পক্ষেই থাকবে এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত ছিলেন ফলে প্রহসন সৃষ্টিতে কোন বাধা বিপত্তি ছিল না।

১৮ অক্টোবর শ্রী সঞ্জীব রেড্ডী মুখ্যমন্ত্রীর নিকট এক জরুরী তারবার্তা পাঠিয়ে কংগ্রেসের আসন্ন রায়পুর অধিবেশন পর্যন্ত ভাষা বিলটি স্থগিত রাখার অনুরোধ জানালেন। যদি বিলটি বিধানসভায় বিবেচনার পর্যায়ে থেকে থাকে তা হলে তা সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাবার প্রস্তাবও তিনি দেন। শ্রী রেড্ডী আরো জানান যে, বিল সংক্রান্ত বিতর্কে সদস্যগণ স্বাধীন ভাবে মতামত ব্যক্ত করতে এমনকি ভোটও প্রদান করতে পারবেন। তবে কোন মন্ত্রী ভোট দানে বিরত থাকতে পারেন।

এদিনই বিধান পরিষদে ভাষা-বিলের প্রতিবাদে শ্রীনন্দকিশোর সিংহ জোরালো প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে প্রকাশ্যে বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য যে শ্রী সিংহ জন্মসূত্রে বঙ্গভাষী নন, কিন্তু বাংলাভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল। বাঙালী তাঁর আত্মার আত্মীয়।[২৮] আসামের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার স্বার্থে পরিষদ সদস্য শ্রীগোলাপ বরবরা যে প্রস্তাব পেশ করেন শ্রীনন্দকিশোর সিংহ তা সমর্থন করেন। শ্রী বরবরার প্রস্তাব ছিল অসমীয়া, বাংলা ও হিন্দী এই তিনটি ভাষাকেই আসামের রাজ্যভাষা রূপে গ্রহণ করা হোক।

২১ অক্টোবর শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দ ও শ্রী তজম্মুল আলী বড়লস্কর ভাষাবিলের উপর আলোচনা প্রসঙ্গে এই মর্মে এক সংশোধনী প্রস্তাব আনেন যে, যেহেতু কেবলমাত্র কাছাড় জেলা ছাড়া আসামের আর কোন জেলার ব্যাপারে মহকুমা পরিষদ বিধি প্রযোজ্য নয় সুতরাং এই সংযোজন বিধি বাতিল করা হোক। বিতর্কে অংশগ্রহণ করে শ্রীনন্দ কিশোর সিংহ ও শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্তী হিন্দী, বাংলা ও অসমীয়াকে রাজ্যভাষা করার প্রস্তাব পেশ করেন। শ্রী রামপ্রসাদ চৌবে ও শ্রী গৌরীশঙ্কর রায় একই অভিমত পোষণ করে তাদের বক্তব্য রাখেন। ২২ অক্টোবর কাছাড়ের ৭ জন কংগ্রেস দলীয় সদস্য এই বিতর্কিত বিলটি আরো কদিনের জন্যে স্থগিত রাখার দাবি জানান। ২৩ অক্টোবর কংগ্রেসের দলীয় সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, কোন কংগ্রেস সদস্য সরকারী ভাষা-বিলে কোন সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারবেন না।

২৪ অক্টোবর তারিখে সকল অনুরোধ, আবেদন-নিবেদন এমনকি নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতির কথাকেও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে রাজ্যভাষা বিলটি চূড়ান্তভাবে গ্রহণের জন্য বিধান পরিষদে উপস্থাপিত হল। সেদিন এর প্রতিবাদে পার্বত্য নেতৃত্ব সম্মেলন এর সংগ্রাম পরিষদ সকাল-সন্ধ্যা হরতালের ডাক দেন। প্রায় ৪০ হাজার নরনারী রাজধানী শিলংয়ের পথে মিছিল করে সরকারের অগণতান্ত্রিক, স্বেচ্ছাচারী ভাষানীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। সমগ্র কাছাড় জেলায়ও এদিন প্রতিবাদে সর্বাত্মক বন্ধ পালন করা হয়। গণতন্ত্র হত্যা দিবস, অরন্ধন দিবস, কালা দিবস রূপেও বিভিন্ন অঞ্চলে দিনটি প্রতিপালিত হয়। এদিন বিকেলে করিমগঞ্জ শহরে এক বিশাল জনসভায় আসামের বঙ্গভাষাভাষী এলাকা সমূহকে নিয়ে পৃথক রাজ্য গঠনের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে

জনসাধারণের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানানো হয় এবং কাছাড়ের সকল সাংসদ, মন্ত্রী ও বিধানসভা সদস্যদের পদত্যাগ দাবি করা হয়।

অবশেষে রাত্র প্রায় দশটায় ৫৬-০ ভোটে বিধানসভায় আসাম সরকারী রাজ্যভাষা বিল গৃহীত হল। আসামের অনসমীয়া উপজাতি গোষ্ঠী ও দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ লক্ষ লক্ষ বাঙালীর মৌলিক দাবিকে অস্বীকার করে 'মাতৃদুগ্ধ' সমান যে মাতৃভাষা তার মর্যাদা কেড়ে নেওয়া হল।

ভাষা-বিল নিয়ে দফায় দফায় আলোচনা সুরু হলে পর প্রথমেই প্রতিবাদে জানিয়ে পার্বত্য নেতৃত্ব সম্মেলনের সংগ্রাম পরিষদের প্রতি অনুগত সদস্যরা উইলিয়ম সন সাংমার নেতৃত্বে এবং কাছাড় জেলার কংগ্রেস দলীয় সদস্যদের অধিকাংশই শ্রী রণেন্দ্রমোহন দাস ও শ্রী তজম্মুল আলী বড়লস্করের নেতৃত্বে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। পার্বত্য জেলাগুলির তিনজন কংগ্রেস দলীয় সদস্যের মধ্যে শ্রী মাহম সিং বিধানসভা ভবনে উপস্থিত থেকেও সভাকক্ষে প্রবেশ করেননি। অপর দুজন সদস্য শ্রী ছত্র সিং টেরণ ও শ্রী সোই সোই টেরণ (পার্লিয়ামেন্টারী সেক্রেটারী) সভাকক্ষে উপস্থিত ছিলেন। কৃষিমন্ত্রী শ্রী মঈনুল হক চৌধুরী প্রশ্নোত্তরের কালে বিধানসভায় উপস্থিত ছিলেন কিন্তু ভাষা বিল নিয়ে আলোচনা সুরু হবার আগেই সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। কাছাড় জেলার অপর সদস্যদের মধ্যে শ্রী আব্দুল মতলিব মজুমদার (কংগ্রেস), শ্রী বিমলাপ্রসাদ চালিহা ও শ্রী বিশ্বনাথ উপাধ্যায় (প্রজাসমাজতন্ত্রী) বিধানসভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রী উপাধ্যায় বিলের উপর এক সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করলে তা অগ্রাহ্য হয় এবং তিনিও এরপর সভাকক্ষ পরিত্যাগ করেন। শ্রী গোপেশ চন্দ্র নমঃশূদ্র (ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি) সভা সুরু হবার পর কক্ষে প্রবেশ করেন এবং মহকুমা পরিষদ ধারার বিরোধিতা করে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। শ্রী রণেন্দ্রমোহন দাস বিধানসভা কক্ষ পরিত্যাগ করার পূর্বে সরকারের সম্প্রসারণবাদী চরিত্রের তীব্র সমালোচনা করে এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি আক্ষেপ করে বলেন যে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দুমুখো নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে পরিশেষে উগ্রজাতীয়বাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। আসামের দাঙ্গা আর এই ভাষা বিল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সভায় গৃহীত হবে একথা নিশ্চিত সত্য, কিন্তু এর ফলে রাজ্যের ভাঙন কেউ রোধ করতে সক্ষম হবেন না ;—এটাই ইতিহাসের নির্দেশ। শ্রী রণেন্দ্রমোহনের কণ্ঠে সেদিন রাজ্যের নিগৃহীত ও বঞ্চিত অনসমীয়া সকল জাতির অন্তরের কথাগুলিই বড় বেদনায় ও ক্ষোভে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।[২৯]

শ্রী রণেন্দ্রমোহন দাসের এই প্রতিবাদী ভূমিকাকে রাজ্য কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব খুব সুনজরে দেখেননি। পরবর্তীতে দেখা গেল যে, মুখ্যমন্ত্রী শ্রী চালিহা বিধানসভায় শ্রীদাসের ভাষণ ও আচরণের কৈফিয়ৎ কেন তলব করা হবে না তার কারণ দর্শাতে লিখিত পত্র দেন। শ্রী দাস বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহেরুর গোচরীভূত করলে পর এক পত্রে তিনি এই বলে আশ্বাস প্রদান করেন যে, আসামের জটিল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শৃঙ্খলাভঙ্গ জনিত ব্যাপারে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না।

শ্রী রণেন্দ্রমোহন দাসের নিকট প্রেরিত শ্রী চালিহার পত্রটি ছিল এরূপ :

ASSAM CONGRESS PARLIAMENTARY PARTY
ASSEMBLY HOUSE : SHILLONG.

Ref. No. 684-ACPP Dated, 24th November, 1960.

Dear friend,

The Assam Congress Parliamentary Party discussed about the speech which you delivered on the floor of the Assam Legislative Assembly on the 24th October last. The Party desire me to ask for an explanation as to why inspite of the decision in the Party on the previous day to the effect that only one statement would be made on behalf of the Cachar Congress Members explaining that it was not possible for them to associate themselves in passing of the Assam Official Language Bill because it fell short of the desire of the people of Cachar district you made a statement of the kind which you made in the House. I hope, you would appreciate the Party's point of view and let me know what you have to say in the matter so that I may inform the Party.

To
Shri Ramendra Mohan Das, M. L. A.,
P.o. Karimganj, Dt. Cachar.

Yours Sincerely,
Sd/ B. P. Chaliha

❑ শ্রী রণেন্দ্রমোহন দাসের নিকট লেখা প্রধানমন্ত্রীর পত্র :

No. 8040PM0/60
New Delhi,
2nd December, 1960

Dear Shri Das,

I have your letter of 30th November. As I wrote to you previously, I think that it was open to any member from Cachar to speak in the Assembly on the language question and even to crtiticise the official Bill. This is not usually done, but on that special occassion we ourselves permitted this, of course, whatever speech might be delivered should be in restrained language.

Yours Sincerely,
Sd/ Jawaharlal Nehru.

Shri Ramendra Mohan Das. M. L. A.
President, Karimganj District Congress Committee
Karimganj.
Assam

এই পত্রের আগে ১১ নভেম্বর, ৬০ তারিখে লেখা পত্রের একাংশে শ্রী নেহেরু

লিখেছিলেন যে, "*The Speech might have been worded a little more* moderately. I cannot say if all the facts contained there in are correct. But I would not have said that in the peculiar circumstances of the case this matter should be considered as a formal breach of discipline."[৩০]

রাজ্য বিধান পরিষদে ভাষা বিল গৃহীত হলে পর লক্ষ লক্ষ বঞ্চিত মানুষ ক্ষোভে, ক্রোধে, উত্তেজনায় ও বেদনায় ফেটে পড়ল। আসামের উগ্রজাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতৃত্ব আর তার পোষা গুণ্ডাবাহিনীর অত্যাচারে বিপর্যস্ত, সন্ত্রস্ত মানুষ আপন অস্তিত্ব ও ভাষার অধিকার রক্ষার জন্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে চলল। ৬ ও ৭ই নভেম্বব তারিখে হোজাইতে নিখিল আসাম বঙ্গভাষাভাষী সম্মেলন এর উদ্যোগে এক কনভেনশন আহ্বান করা হল। এই অভিবর্তনের আহ্বায়ক ছিলেন শ্রী রমনীকান্ত বসু (ধুবড়ী), শ্রী মোহিতমোহন দাস (করিমগঞ্জ), শ্রী কালীকৃষ্ণ ব্যানার্জী (গৌহাটি), শ্রী শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত ও শ্রী গণেশচন্দ্র সেন। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন শ্রী বৈদ্যনাথ মুখার্জি। এই উদ্যোগকে সফল করে তুলতে আসামের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলে দলে প্রতিনিধিরা হোজাইতে এসে উপস্থিত হলেন। দুদিনের এই অভিবর্তনে রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতির বিশদ পর্যালোচনা করে সংখ্যালঘু বাংলা ভাষাভাষী গোষ্ঠীর সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকার সুরক্ষা করা, মাতৃভাষার স্বীকৃতি ও অন্যান্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সর্বমোট চারটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সম্মেলনের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের কথা বিবেচনা করে সংগঠনটির নাম পরিবর্তন করে 'নিখিল আসাম বঙ্গ ভাষাভাষী সমিতি' রাখা হয়। বিধানসভায় গৃহীত রাজ্যভাষা বিল প্রসঙ্গ পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, "This convention of the Bengali speaking people, while expressing its fullest sympathy with the natural aspiration of the Assamese people for the development of the Assamese language, places on record its dissatisfaction at the Assam Official Language Bill in the shape it has finally emerged from the Assam Legislative Assembly. The Bill as adopted besides being discriminatory and un Constitutional has practically failed to fulfil the aspiration of any section of the people of Assam. If the Bill is assented to it, it would lead to inevitable dismemberment and ultimately will retard the progress and development of this frontier region.

This convention notes with deep regret that Bengali which is the mother tangue of a vast populace of Assam, mostly inhabiting Cachar and the Brahmaputra Valley, has been denied its legitimate recognition as one of the Official language.

This convention, there fore, appeals to all section of people of Assam to see that the Bill is so amended as to fulfil to legitimate demands of all sections of people and to prevent disintrigation of the

state which should be the paramount consideration of all concerned.

This convention demands that Bengali should get an equal status with other official language or languages through out the state and authorises the working committee of the Nikhil Assam Banga Bhasa Bhasi Samiti to take such steps as are considered necessary and expedient for the purpose."

অপর এক প্রস্তাবে বিগত জুলাই মাসে বাংলাভাষী জনগণের উপর সংঘটিত হিংসা, নিপীড়ন ও দাঙ্গার নিন্দা করে তাদের প্রতি মমত্ব ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতাকে সমালোচনা করা হয়। আতঙ্কগ্রস্ত, অসহায় বাস্তুহারা মানুষের অনুদান ও পুনর্বাসনের ব্যাপার রাজ্য সরকারের অবহেলা ও দাঙ্গাপরাধীদের শাস্তি দানের ক্ষেত্রে উদাসীনতার তীব্র নিন্দা করা হয় এবং সত্বর যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করা হয়। এই অভিবর্তন, বিধানসভায় ও সংসদে প্রদত্ত সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী বিগত মর্মান্তিক দাঙ্গার বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যাপারে আশু ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানায়। বিগত জনগণনার অভিজ্ঞতা থেকে আসন্ন ৬১ সনের জনগণনার পূর্বেই এ ব্যাপারে বঙ্গ ভাষী জনগণকে সচেতন ও সতর্ক থাকার জন্যও অভিবর্তনে আবেদন করা হয়। শ্রী বৈদ্যনাথ মুখার্জিকে পৃষ্ঠপোষক ; শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দকে সভাপতি এবং শ্রী শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্তকে সাধারণ সম্পাদক করে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ৪৫ জনকে সদস্যরূপে নির্বাচিত করে এক শক্তিশালী কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। নির্বাচিত কার্যকরী কমিটির কাঠামোটি ছিল এরূপ :

পৃষ্ঠপোষক : শ্রী বৈদ্যনাথ মুখার্জি।
সভাপতি : শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দ।
সহ সভাপতি : শ্রী রমনীকান্ত বসু (ধুবড়ী), হুরমৎ আলী বড়লস্কর (শিলচর) ডঃ হেমচন্দ্র দাস (তেজপুর), শ্রী অনাথবন্ধু বসু (তিনসুকিয়া)।
যুগ্মসম্পাদক : শ্রী মোহিতমোহন দাস (করিমগঞ্জ), শ্রী সুবোধ রায় (সাপট গ্রাম), শ্রী সুবোধ ভৌমিক (যোরহাট)
সহ সম্পাদক : শ্রী বিনয় সরকার (লামডিং), শ্রী দক্ষিণারঞ্জন দেব (করিমগঞ্জ) শ্রী কালীপদ ঘটক (ধুবড়ী)।
কোষাধ্যক্ষ : শ্রী গণেশচন্দ্র সেন (গৌহাটি)

সদস্য : সর্বশ্রী কালীকৃষ্ণ ব্যানার্জী (গৌহাটি), দেবপ্রসাদ সেন (গৌহাটি) এস. কে. ভট্টাচার্য (বরপেটা), সুখেন্দুবিকাশ সেনগুপ্ত, অখিল দত্ত, পরেশচন্দ্র চৌধুরী (শিলচর), রথীন্দ্রনাথ সেন (করিমগঞ্জ), তজম্মুল আলী বড়লস্কর (শিলচর), দীনেশ সিংহ (শিলচর) পরিতোষ পালচৌধুরী (শিলচর), নিরঞ্জন বিশ্বাস (ডিগবয়), স্বর্ণকমল দত্ত (যোরহাট), অমর ভৌমিক, ক্ষীরোদরঞ্জন নাগ (তেজপুর), অজিত সেনগুপ্ত (তেজপুর), অখিলচন্দ্র ভট্টাচার্য (শিলচর), সুধীন্দ্রভূষণ চৌধুরী (শিলং), শচীন্দ্রবিনোদ সেনগুপ্ত (শিলং), সাধনরঞ্জন সরকার (হোজাই), আব্দুল খালেক (হোজাই), সুধীরকুমার ভদ্র (হোজাই), ডঃ গোপাল পাল (লামডিং), কালিকারঞ্জন রায় (হোজাই), পঞ্চানন মজুমদার (লংকা), নগেন্দ্রনাথ দে (হোজাই), পরমেশ ভট্টাচার্য (লামডিং), আলতাফ হোসেন মজুমদার

(শিলচর), নলিনীকান্ত দাস (করিমগঞ্জ), রাখালকুমার মজুমদার (বরহাপজান), ভূপেন্দ্র শংকর গুহ (গৌহাটি) ও মনোরঞ্জন ব্যানার্জী (গৌহাটি)।

নিখিল আসাম বঙ্গ ভাষাভাষী সমিতির পক্ষ থেকে বিধানসভায় আসাম সরকারী ভাষাবিল গৃহীত হবার প্রতিবাদে রাজ্যপালের নিকট এক স্মারকপত্র প্রদান করা হয়। ৪ ডিসেম্বর তারিখে, হোজাইতে, জোৎস্না চন্দের সভাপতিত্বে কার্যকরী কমিটির এক সভায় 'গোরেশ্বর তদন্ত কমিশন'-এর নিকট এক স্মারক লিপি প্রদানেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই ব্যাপারে আইনগত ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির কথা বিবেচনা করে একটি উপসমিতিও গঠন করা হয়। এই উপসমিতির সদস্য ছিলেন সর্বশ্রী শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত, কালীকৃষ্ণ ব্যানার্জী, গণেশচন্দ্র সেন, নীতিশ চন্দ্র চক্রবর্তী, নীলকমল দত্ত, কালীপদ সেন, দেবপ্রসাদ সেন, ভূপেন্দ্র শঙ্কর গুহ, নীরেন লাহিড়ী, নগেন দে, নদীয়া চাঁদ দেবনাথ, নগেন্দ্র মোহন গাঙ্গুলী, অরবিন্দ ঘোষ, রমনীকান্ত বসু, সুবোধ রায়, কালীপদ ঘটক, রথীন্দ্রনাথ সেন ও বিনয় সরকার। তদন্ত কমিশনে শ্রী এন, সি, চ্যাটার্জী, শ্রী কে, এম, মুন্সী ও জাস্টিস্ আগরওয়ালার যোগদানের তারবার্তা পেয়ে সমিতির সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বার্তা প্রেরণ করা হয়।

সমিতির এই সভায়, পার্বত্য জেলা সম্মেলনের হাফলং অধিবেশনে গৃহীত স্বতন্ত্র পার্বত্য রাজ্যের সিদ্ধান্তকে নিয়েও পর্যালোচনা করা হয়। উল্লেখ্য যে, শারদীয় আনন্দবাজার সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'ড্রাগনের দাঁত' রচনাটি নিয়ে এই সভা উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে এই মত পোষণ করে যে, "the article has done a great injury and disservice to Bengali speaking people in particular in the state of Assam and nationality of India as a whole." এই সভায়ই কলকাতা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশংসা করা হয় এবং পাশাপাশি আসাম ট্রিবিউন ও নূতন অসমীয়া পত্রিকায় সমিতি ও তার সদস্যদের সম্বন্ধে যে বিদ্বেষমূলক ও অপমানসূচক কটাক্ষ করা হচ্ছে তার নিন্দা ও প্রতিবাদ করা হয়। তাছাড়া এ ব্যাপারে সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদিকেও সভায় স্বাগত জানানো হয়।

উক্ত সমিতি গোরেশ্বর তদন্ত কমিশনকে সফল করে তুলতে ও দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য অক্লান্ত শ্রম ও প্রয়াস চালিয়ে যায়। আইনগত বিষয়ের সুবিধার জন্য সমিতির পক্ষ থেকে দুটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়—একটি সমিতির পক্ষ থেকে আর অপরটি গোরেশ্বরের দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের তরফ থেকে শ্রী এন, সি, চ্যাটার্জী সমিতির পক্ষ হয়ে আর শ্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় নিপীড়িত মানুষের তরফে কমিশনের সামনে ওকালতি করেন। নিখিল আসাম বঙ্গ ভাষাভাষী সমিতির জন্মলগ্নে যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল নানা প্রতিকূল কারণে ক্রমে সেই জোয়ারে ভোটা নামে। ফলে তদন্ত কমিশনের জন্য জরুরী কার্যাদি সম্পন্ন করতে সমিতিকে প্রচুর বেগ পেতে হয়। এমনকি আর্থিক অনটনও তীব্র হয়ে ওঠে। তাছাড়া রাজনৈতিক কোন্দল ও ন্যস্ত স্বার্থ সমিতির চলার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দেখা দেয়। এসব নানাবিধ কার্যকারণের জন্যে সারা আসাম ব্যাপী কার্যকরী কোন সংগঠন কিংবা দীর্ঘস্থায়ী কোনো আন্দোলন গড়ে তোলা এই সমিতির পক্ষে সম্ভব হয়নি।

বাঙ্গালী অধ্যুষিত কাছাড় জেলার জনমানসে আসাম রাজ্যিক ভাষা বিল নিয়ে যে শঙ্কা ছিল তাই বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করলে পর স্বভাবতই সমগ্র জনমানস ক্ষোভে ও বেদনায় এর প্রতিকারের দাবিতে অহিংস গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে পা বাড়ালো। সরকারের ভাষানীতি শুধু এই রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাষিক গোষ্ঠীর অধিকারকেই হরণ করল না অপরাপর সংখ্যালঘু গোষ্ঠীরও স্বাভাবিক বিকাশের পথটিকে চিরতরে রুদ্ধ করে দিল। ফলে বাঙালীর ক্ষোভ ও বেদনার অংশীদার রূপে অপরাপর সংখ্যালঘু জাতি উপজাতি ও ভাষিক গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় নায্য অধিকারের আন্দোলনের সঙ্গে নিবিড় একাত্মতা প্রদর্শন করে সংগ্রামের সাথী হয়ে গেলেন।

কাছাড় জেলা তথা বরাক উপত্যকার ঐতিহ্যবাহী এক বিশিষ্ট সুপ্রাচীন সম্প্রদায় হলেন নাথ যুগী সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের সকলেই বাঙালী। ১৮, ১৯ ও ২০ নভেম্বর তারিখে নরসিংপুর, শিলচর-এ কাছাড় যুগী সম্মিলনীর ৩৬তম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন শ্রী রাজমোহন নাথ। আসাম সরকারের সাম্প্রতিক নীতি ও গৃহীত আসামরাজ্য ভাষা বিলের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, যদি এই বিধান সংশোধন করে বাংলাভাষাকে অসমীয়া ভাষার মত রাজ্যের সরকারী ভাষা রূপে স্বীকার করা না হয়, তাহলে বাঙালী ও বাংলাভাষা অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।

আসাম রাজ্যের সরকার যেহেতু কংগ্রেস দলেরই সরকার এবং সমগ্র রাজ্যে রাজনৈতিক নেতৃত্বে কংগ্রেস এরই নিরঙ্কুশ প্রাধান্য, তাই মাতৃভাষার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত বাঙ্গালীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে জনগণের কাছে তারাই সর্বাগ্রে দায়বদ্ধ। কাছাড়ের কংগ্রেস নেতৃত্বের গরিষ্ঠ অংশ দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য স্তরের নেতৃত্বের সঙ্গে রাজ্য ভাষার প্রশ্নে বাদ বিসম্বাদ চালিয়েছেন কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেননি। তাই দল মত *নির্বিশেষে জনগণকে সাথে নিয়ে ভাষা আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে শিলচর, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি এই তিন জেলা* কমিটির কার্যকরী সমিতির সদস্যদের নিয়ে ২৬ ডিসেম্বর '৬০ তারিখে শিলচরে এক সভা আহ্বান করা হয়। শিলচর জেলা কংগ্রেস ভবনে শ্রী সন্তোষকুমার রায় এর সভাপতিত্বে আসাম বিধানসভায় অনসমীয়া জনগণের ন্যায়সংগত দাবিকে অগ্রাহ্য কবে সরকারী রাজ্য ভাষা-বিল গ্রহণ ও রাজ্যপাল কর্তৃক তাতে স্বাক্ষর দানের পর উদ্ভুত পরিস্থিতির বিশদ পর্যালোচনা ক্রমে সর্বসম্মত ভাবে দু'টি প্রস্তাব সভায় গ্রহণ করা হয়। প্রথম প্রস্তাবটি ছিল এই যে, ভারতীয় সংবিধানের ৩৪৭ ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির নিকট ৩০ লক্ষ বঙ্গ ভাষাভাষী লোকের মাতৃভাষা বাংলাকেও আসামের সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য দাবি পত্র পেশ করা। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন শ্রী শরৎচন্দ্র নাথ এবং সমর্থন করেন শ্রী হুরমত আলী বড় লস্কর।

দ্বিতীয় প্রস্তাবটি ছিল এরকম : রাজ্য ভাষা-বিল গ্রহণের পর কাছাড়ের জনগণ ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অনসমীয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাগ্রত ক্ষোভ ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে উপনীত হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে কাছাড় কংগ্রেসের ভূমিকাকে জনসাধারণের মধ্যে যথার্থভাবে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক। তাছাড়া 'আসামের ভাষা বিতর্ক ও কাছাড়' এই শিরোনামে তথ্য সম্বলিত এক পুস্তিকা রচনা ও প্রকাশ করারও সিদ্ধান্ত সভায় গৃহীত হয়।

১২ ডিসেম্বর তারিখে, শিলচর শহরে, শিলচর, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি এই তিন জেলা কমিটির কার্যকবী সমিতির যৌথ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রী রণেন্দ্রমোহন দাসকে আহ্বায়ক করে কংগ্রেস কর্মীদের এক কনভেনশন ১৫ জানুয়ারি '৬১ তারিখে করিমগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন নেতাজীব একনিষ্ঠ সহকর্মী এবং রাজ্যসভার সদস্য শ্রী শিলভদ্র যাজী। রাজ্য ভাষা-বিলকে কেন্দ্র কবে কাছাড় জেলার কংগ্রেসদলের আভ্যন্তরীণ পরিচয়টি এই কন্‌ভেনশনে গৃহীত প্রস্তাবাদির মধ্যে স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করা যায়।

এই কনভেনশনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে সমগ্র কাছাড় জেলা তথা বরাক উপত্যকায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় যার ফলে ভাষা আন্দোলন ও তৎপরবর্তী সময়ে বিস্তর সমস্যার উদ্ভব ঘটে। দেখা যায় যে, কনভেনশনের বিষয় নির্বাচনী সভায়ই মৌলানা আব্দুল জলীল চৌধুরী সাহেব (মুহদ্দিছ বদরপুরী) তৃতীয় প্রস্তাবটির ঘোর বিরোধিতা করেন এবং সভাস্থল পরিত্যাগ করে আছিমগঞ্জ সিনিওর মাদ্রাসার বার্ষিক সভায় যোগদান করতে চলে যান। পরবর্তী সময়ে যখন শিলচর শহরে অভিবর্তনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির রূপায়ণ কমিটির বৈঠক বসে তখনও সেই বৈঠকে মৌলানা জলীল সাহেব এর বিরোধিতা করেন। উল্লেখযোগ্য যে একমাত্র মৌলানা সাহেব ছাড়া কাছাড় জেলার বাকি উপস্থিত ১২৩ জন মুসলিম প্রতিনিধি এই প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন। তৃতীয় প্রস্তাবটির বিষয় ছিল এই যে, কাছাড় জেলাকে নিয়ে আলাদা করে এক পৃথক শাসনতান্ত্রিক সংস্থা গঠন করা হোক।[৩১]

২০ জানুয়ারি '৬১ তারিখে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রী নীলম সঞ্জীব রেড্ডী পুনরায় কাছাড় সফরে এসে উপস্থিত হলেন। আসামের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে তাঁর এই সফর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। কাছাড় জেলার আর্থ-সামাজিক অনগ্রসরতা, উচ্চশিক্ষার সুযোগের অপ্রতুলতা, 'কাছাড় মেডিকেল কলেজের' গৌহাটিতে অবস্থানজনিত সমস্যা এবং কাছাড় জেলায় তার প্রতিষ্ঠা বন্যা, বেকারী, বৈষম্য, রাজ্যভাষাজনিত সংকট ও সমস্যা এসব বিবিধ প্রসঙ্গ ও দাবি দাওয়ার কথা উল্লেখ করে সদ্য সমাপ্ত কাছাড় জেলা কংগ্রেস কনভেনশনে গৃহীত প্রস্তাবাদির বাস্তব রূপায়ণের অনুরোধ জানিয়ে শ্রী রেড্ডীর নিকট এক স্মারক পত্র প্রদান করা হয়।

কাছাড় জেলা কংগ্রেস কনভেনশনের পরপরই দলীয় নেতৃত্বের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে শুরু করে। কার্যত অসমীয়াকে রাজ্যভাষা রূপে স্বীকৃতি দেবার জন্য আন্দোলনের নামে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টির উদ্যোগ পর্ব থেকে বিধান পরিষদে উত্থাপিত ভাষা বিল পাশ করিয়ে তাকে আইনে পরিণত করা পর্যন্ত রাজ্যিক ও কেন্দ্রীয় উভয় স্তরের কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ আসামের বৃহত্তম সংখ্যালঘু ভাষিক গোষ্ঠীর ন্যায়সঙ্গত অধিকারের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন তো দূরের কথা ন্যূনতম সহানুভূতি পর্যন্ত কখনো দেখাননি। বরঞ্চ সংখ্যাগুরু গোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচার ও অন্যায় আবদারের প্রতি সানুরাগ প্রশ্রয়ের মাত্রাটিই তাঁদের অধিক ছিল। প্রকৃতপক্ষে নির্বাচনের আসনের অঙ্কে মুনাফার রাজনীতিই হল সারকথা। দাঙ্গার পর দাঙ্গা হল, নির্বিচারে সন্ত্রাস ও হত্যাকাণ্ড চলল, আদমসুমারীতে নির্লজ্জ কারচুপি হল, অসহায় মানুষের মুণ্ডু নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলা চলল, কোথায়ও কোন সুবিচার পাওয়া গেল না। এদিকে কাছাড় জেলার কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ

রাজ্যিক আব কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই দুই প্রভুর চাপ আর রক্তচক্ষুর সামনে অসহায়ের ভূমিকা পালন করে গেলেন মাত্র। কনভেনশন আহ্বান করে প্রস্তাবের পর প্রস্তাব নেওয়া হল কিন্তু তার সফল রূপায়ণে তেমন আগ্রহ কিংবা প্রচেষ্টা দেখা গেল না। বলিষ্ঠ কোন সংগ্রামী পথে না গিয়ে, আবেদন-নিবেদন, অভিমান-অভিযোগ আর স্মাবকপত্র প্রদানের নেতিবাচক আন্দোলন-মাধ্যমকে আঁকড়ে ধরার ফলে ক্রমে কংগ্রেস দলের মধ্যেই অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে ওঠে। ন্যস্ত স্বার্থ পরিহার কবে যাঁরা জাতির বৃহত্তর কল্যাণের কথা ভাবতেন, যাঁরা বর্তমান সংকট থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে ইতিবাচক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণের পক্ষে সোচ্চার হলেন এবং কংগ্রেস দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সমালোচনা করতে লাগলেন তাঁদের কাছে কৈফিয়ৎও চাওয়া হতে লাগল। তাছাড়া রাজ্যিক নেতৃত্বের প্রতি যে নেতৃত্ব উগ্রজাতীয়তাবাদ আর উৎপীড়নের রাজনীতিতে দীক্ষিত, তারই স্বার্থ রক্ষার জন্যে, কাছাড় জেলায় কংগ্রেস দলের মধ্যে অনুগত নেতা ও সদস্যের অভাব ছিল না। উপরন্তু এই জেলায় কংগ্রেস বিরোধী রাজনৈতিক দল বলতেও তেমন কোন সংগঠিত দল ছিল না যাদের প্রভাব ও নেতৃত্বে যথার্থ কোন সংগ্রামী আন্দোলন গড়ে তোলা যায়। অথচ সংগ্রাম ছাড়া পরিত্রাণ পাবাব কোন পথও খোলা ছিল না। এমন বিষম সংকটজনক পরিস্থিতিতে দলীয় রাজনীতি ও ন্যস্ত স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে একটি জনসম্মেলন অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা একান্ত জরুরী হয়ে দেখা দিল।

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরীকে সভাপতি, শ্রী নলিনীকান্ত দাসকে সাধারণ সম্পাদক, শ্রী নীরোদভূষণ দে ও শ্রী নৃপতিরঞ্জন চৌধুরীকে সহসম্পাদক ও শ্রী নিরঞ্জন চৌধুরীকে কোষাধ্যক্ষ করে, করিমগঞ্জ শহরে, ৫ ফেব্রুয়ারী '৬১ তারিখে 'জন সম্মেলন' করার জন্যে এক শক্তিশালী অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করা হয়। ২০ জানুয়ারী তারিখে অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে জনসাধারণের প্রতি সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা করে এক আবেদন পত্র প্রচার করা হয়। এই আবেদনে বলা হয় যে, "বহুভাষাভাষী অধ্যুষিত আসাম রাজ্যের বিধানসভায় অসমীয়া ভাষী সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগে একমাত্র অসমীয়া ভাষাকেই রাজ্যভাষা করিয়া যে বহু নিন্দিত ও বিতর্কিত ভাষাবিল গৃহীত হইয়াছিল, অনসমীয়া ভাষাভাষীদের ন্যায়সঙ্গত ও বিধিসম্মত তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও আসামের রাজ্যপাল ঐ আপত্তিকর বিলে সম্মতি দান করিয়া উহাকে আইনে পরিণত করিয়াছেন। ইহার ফলে এই রাজ্যের অনসমীয়া ভাষাভাষীগণ, বিশেষ ভাবে বাংলা ভাষাভাষীগণ এক দারুণ সংকটের সম্মুখীন। রাজ্য বিধানসভায় ভাষাবিল উত্থাপন করার পূর্বে হিংসা ও রক্তপাতের এমন কি শিশুহত্যা ও ধর্ষণাদির যে ন্যক্কারজনক পটভূমিকা সৃষ্টি করা হইয়াছিল এবং শাসন কর্তৃপক্ষ রাজ্যের সেই দারুণ দুর্দিনে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে যে চরম অক্ষমতা ও ব্যর্থতার পরিচয় দান করিয়াছিলেন, তাহাতে আজ অনসমীয়া ভাষীদের ভাবা, সংস্কৃতি ও স্বার্থরক্ষার আশ্বাস অর্থহীন ও নৈরাশ্যজনক হইয়া পড়িয়াছে। সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা ভারতের মহান ঐতিহ্য ও আদর্শকে কলঙ্কিত করিতেছে দেখিয়াও শাসন ক্ষমতায় আসীন কর্তৃপক্ষ নির্বিকার ও উদাসীন। বাংলা ভাষাভাষী অধ্যুষিত কাছাড় জেলার জনচিত্ত আজ বিক্ষুব্ধ ও ভাবী বিপদের আশঙ্কায় দারুণ চিন্তাগ্রস্ত। যেকোন সক্রিয় পন্থাবলম্বনে এই চরম সংকট হইতে মুক্তির জন্য সকলেই উদগ্রীব।

এই পরিস্থিতিতে কাছাড়বাসীর কর্তব্য-নির্ধারণ ও বিপত্তি-প্রতিরোধার্থ প্রস্তাবিত কার্যক্রমে জনমতের সম্মতি গ্রহণের উদ্দেশ্যে আগামী ৫ই ফেব্রুয়াবি, ১৯৬১ ইং, রবিবার করিমগঞ্জ শহরে কাছাড় জন-সম্মেলনের এক অধিবেশন হইবে। এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে আপনাকে ও দল-মত জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে দেশেব কল্যাণকামী সর্বশ্রেণীর জনগণকে যোগদান করিতে ও সুচিন্তিত কর্মপন্থা গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে আবেদন জ্ঞাপন করা যাইতেছে। আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতায় সম্মেলনের উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হইয়া উঠুক।”

৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬১। করিমগঞ্জ টাউন ব্যাংক প্রাঙ্গণে হাইলাকান্দির বিশিষ্ট নাগরিক, লোকেল বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রী আব্দুর রহমান চৌধুরীর সভাপতিত্বে ‘কাছাড় জেলা জন-সম্মেলন’-এর উদ্বোধন করেন শিলচবের বিশিষ্ট নাগরিক শ্রী অনিল বর্মণ। সম্মেলনের প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক শ্রী শরৎচন্দ্র নাথ। এই অধিবেশনে সমগ্র কাছাড় জেলা থেকে প্রায় চারশত প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেন। বিষয়-নির্বাচনী-সভা ও প্রকাশ্য অধিবেশনে শ্রী মুনীন্দ্রকুমার দাস, শ্রী রণেন্দ্রমোহন দাস, শ্রী অরবিন্দ দত্ত চৌধুরী প্রমুখ অনেক বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনে বাংলা ভাষাকে আসামের অন্যতম রাজ্যভাষা রূপে স্বীকৃতি প্রদানের দাবি করা হয়, অন্যথায় ১লা বৈশাখ ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ থেকে সমগ্র জেলায় অসহযোগ আন্দোলন সুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে শ্রী অনিল বর্মণ বলেন যে, “আমরা ভাষা আইনের জন্য দারুণ বিপর্যয়ের মুখে পতিত হয়েছি। গত জুলাই মাসে শিলচর সম্মেলনে যে গুরুত্বপূর্ণ দাবি আমরা জানিয়েছিলাম তা প্রত্যাখ্যাত হয়ে কুখ্যাত ভাষা আইন গ্রহণ করতে আসাম উপত্যকায় যে অরাজকতা সৃষ্টি করা হয়েছিল তার বীভৎসতার তুলনা মেলে না। আসাম বিধানসভায় কাছাড়ের সদস্য ও কাছাড়ের লোকসভার প্রতিনিধিগণের দ্বিধা জড়িত আচরণে কাছাড়ের মান সম্মান আহত ও স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলেছে। শিলচর সম্মেলনের মাধ্যমে কাছাড় জেলা বাসী দাবি করেছিল, বিধানসভা ও লোকসভার সদস্যদের উপস্থিতিতে যে, অসমীয়াকে একমাত্র রাজ্যভাষা রূপে স্বীকার করে ভাষা বিল সভায় উপস্থিত হলে তাঁরা তা প্রত্যাখ্যান করে পদত্যাগ করবেন। যে কংগ্রেস সরকার শাসন ক্ষমতা হাতে রেখে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার নারকীয় কাণ্ডের ও নির্মম অত্যাচারের প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করতে পারেন নি—সেই কংগ্রেসের নামে কংগ্রেস সরকারের বিধানসভায় থাকা কোন অবস্থায়ই সম্মানজনক বিবেচিত হতে পারে না। পূর্ববঙ্গে বাঙ্গালীগণ বাংলা ভাষার জন্য স্বার্থতুচ্ছ করে যে সংগ্রাম করেছিলেন আমাদের উচিত তাঁদের সংগ্রাম থেকে প্রেরণা সঞ্চয় করা।”

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রী সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী তাঁর লিখিত অভিভাষণে সাম্প্রতিক পরিস্থিতির সংকট ব্যাখ্যা করে, মাতৃভাষার গৌরব ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমগ্র জেলাবাসীকে বলিষ্ঠ সংগ্রাম গড়ে তোলার আহ্বান জানান।[৩২]

প্রধান অতিথি অধ্যাপক শ্রী শরৎচন্দ্র নাথ ভাষার মর্যাদা রক্ষায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে তাঁর বক্তব্যে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, “আজ এই সম্মেলনে কাছাড়ের সংকটজনক পরিস্থিতি

বিবেচনায় এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে উপস্থিত হয়েছি। গত ১৩ বছর ধরে আমাদের এই জেলার কোন প্রকার আর্থিক উন্নতি হয়নি, তার কারণ কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাকৃত অবহেলা। অধিকন্তু আজ আমাদের ভাষা, আমাদের কৃষ্টি বিপন্ন। শুধু বাংলা ভাষাভাষী আমাদের নয়--এই রাজ্যের অন্যান্য অনসমীয়া ভাষীর ভাষা ও কৃষ্টিও বিপন্ন। পশ্চিম মহাদেশে বহুরাজ্য আছে বহুভাষাভাষী। কিন্তু সেখানে প্রত্যেক ভাষার যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েই ভাষা সমস্যাব সমাধান করা হয়েছে। যেখানে একভাষা একছত্র প্রাধান্য নিয়ে অন্য ভাষাকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করছেনা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করতে পারি যুগোশ্লাভিয়া ও ইজরাইলের কথা। যুগোশ্লাভিয়ায় মাত্র ৮০ হাজার ইটালিয়ান আছেন, মোট লোক সংখ্যাব তুলনায় যারা অত্যন্ত নগণ্য,--কিন্তু সেখানে ইটালীয়ান ভাষাকে যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, শুধু তাই নয়,--তাঁদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার জন্য সরকার অকৃপণ হস্তে অর্থদান করছেন। আমাদের সরকারকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখালেও দেখেন না। ভাষা ও কৃষ্টির সমস্যা সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু ভোট দিয়ে মীমাংসা হয় না। শিলচর সম্মেলনে আমাদের যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাবের প্রতি কি কেন্দ্রীয় সবকার কি রাজ্য সরকার কেউই দৃষ্টি দেন নি। রাজ্যের সমস্যা আপোষে ও সর্বসম্মতিতে মীমাংসায় পৌঁছানোই সত্যিকারের গণতন্ত্র, সংখ্যালঘুর উপর সংখ্যা গরিষ্ঠতার সুযোগে সংখ্যাগুরুর অযৌক্তিক অভিমত চাপানো সত্যিকারের গণতন্ত্র নহে। ইহা গণতন্ত্রের বিকার। ভাষা আইনে সৃষ্ট সংকটজনক পরিস্থিতিতে আমাদের বলিষ্ঠ পন্থা অবলম্বন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। আমরা আমাদের ভাষা ও কৃষ্টি অন্যের উপর চাপাইতে চাই না--কিন্তু আমাদের ভাষা ও কৃষ্টিকে সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করতে চাই। আজ আমাদের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে হবে।"

প্রকাশ্য অধিবেশনে উপস্থিতি প্রায় দশ হাজার জনতা উদ্দীপ্ত হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে বুকের রুধির ঢেলে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার সংকল্প নিয়ে সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। প্রথম প্রস্তাবে বিগত ভাষা দাঙ্গায় নিহত ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয় এবং দাঙ্গাবিধ্বস্ত ও গৃহতাড়িত হৃতসর্বস্ব অনসমীয়া ভাষী নরনারীর প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করা হয়। প্রস্তাবটির উত্থাপক ছিলেন শ্রী আব্দুর রহমান চৌধুরী।

দ্বিতীয় প্রস্তাব : "বিগত জুলাই মাসে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অনুষ্ঠিত দাঙ্গা, নরহত্যা, নারীহরণ, গৃহদাহ ও অন্যান্যভাবে বাঙালী নির্যাতনের যাবতীয় বিবরণ কলিকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্র কর্তৃক নির্ভীকভাবে ও নিষ্ঠার সহিত প্রকাশ করিয়া আসামের দাঙ্গাবাজদের দমন করার জন্য যে প্রচেষ্টা করিয়াছেন, সেইজন্য কলকাতার সংবাদপত্র সমূহের সম্পাদক ও পরিচালক মণ্ডলীকে এই জনসম্মেলন অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছে। আসামে বিপন্ন মানবতার স্বার্থ ও দাবি পূরণের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের নেতৃবর্গ যে সকল গৌরবজনক কাজ করিয়াছেন তজ্জন্য এই জনসম্মেলন তাঁহাদিগকে সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন জানাইতেছে। অধিকন্তু এই সম্মেলন ভারতীয় অন্যান্য দেশ নেতা যাঁহারা আসামের বাঙালীর জন্য চিন্তা ও কার্যকরী পন্থা অবলম্বনের জন্য পরিশ্রম করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছে।"

প্রস্তাবক · শ্রী হুরমত আলী বড় লস্কর।
সমর্থক : শ্রী তারাপদ ভট্টাচার্য।

তৃতীয় প্রস্তাব : "স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী অধ্যায়ে বাঙালী ও অনসমীয়া ভাষাভাষী এই কাছাড় জেলা আসাম সরকার ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার নেতৃবৃন্দ কর্তৃক সর্বদিকে ও সর্বস্তরে উপেক্ষিত এবং স্বাধীনতালব্ধ স্বাভাবিক উন্নতি ও সর্বাঙ্গীন বিকাশ লাভে বঞ্চিত। আসাম সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের নির্লজ্জ অভিব্যক্তি জনজীবনে এক হতাশার সৃষ্টি করিয়াছে এবং জেলাবাসীর অর্থনৈতিক কাঠামো প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বহু-ঘোষিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে শিল্পায়ন ও ধনবৃদ্ধির পথ সুগম না করিয়া বরং অবরুদ্ধ করা হইতেছে ; এই জেলার ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার নেতাদের স্বৈরাচার ও হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ এবং তাহাতে আসাম সরকারের প্রকাশ্য ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় দারুণ সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে—কাছাড় জেলাবাসী অগণিত ছাত্র ও শিক্ষিত যুবকদিগকে সুপরিকল্পিত বঞ্চনা ব্যবস্থায় কারিগরী ও উচ্চশিক্ষা এবং সর্বস্তরের চাকুরী হইতে দূরে রাখার অপপ্রয়াস পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে—যাহার ফলে বেকার সমস্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া জেলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করিয়া দিয়াছে। দুইটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সুযোগ সুবিধা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাই উপভোগ করিয়া চলিতেছে। প্রকৃতপক্ষে এই জেলার উন্নতির ক্ষেত্র অনুকূল থাকা সত্ত্বেও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প সংস্থাপন, কৃষি ও খাদ্যোৎপাদন, পরিবহন, পুনর্বাসন প্রভৃতি বিষয়ে রাজ্য সরকারের স্বেচ্ছাকৃত ও অমার্জনীয় ঔদাসীন্য পরিলক্ষিত হইতেছে। পরাধীন ভারতের বৃটিশ শাসকগণের ন্যায় ভেদনীতির যূপকাষ্ঠের সহায়তায় রাজ্য সরকার প্রভুত্ব কায়েম করিবার অপচেষ্টায় এই জেলার ঐক্য ও সংহতিকে বলিদান করিয়া মহা বিপর্যয় ডাকিয়া আনিতেছেন।

"গোয়ালপাড়া জেলায় নানারূপ অবৈধ ও হীন উপায়ে ইতিপূর্বে বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভের সুযোগ হইতে যেভাবে বাঙালীদিগকে বঞ্চিত করার ব্যবস্থা হইয়াছে ইহার পুনরাবৃত্তি এই জেলায়ও সুপরিকল্পিতভাবে সংঘটিত হইবে বলিয়া এই জেলাবাসী আশংকা করিতেছে এবং ইতিমধ্যেই অনুরূপ অপপ্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অসমীয়া নেতৃবৃন্দ আদর্শ ও নীতি বিস্মৃত হইয়া এই জেলার ন্যায়সঙ্গত জনমতকে পদদলিত করিতে লজ্জাবোধ করিতেছেন না। উপরন্তু বিধানসভায় সংখ্যাধিক্যের সুযোগ লইয়া তাঁহাদের ইচ্ছাকেই অনিচ্ছুক এই জেলাবাসীর উপর চাপাইয়া অকল্যাণকর সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছেন।

"বিগত জুন-জুলাই মাসে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ভাষার প্রশ্নে বাংলা ভাষাভাষী জনসাধারণের উপর যে অত্যাচারের তাণ্ডব বহিয়া গেল, সভ্য জগতের ইতিহাসে এইরূপ কলংক কালিমাময় অধ্যায় বিরল ; স্ত্রী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে বাঙালীর উপর অমানুষিক নির্যাতন—লুণ্ঠন, অগ্নিদাহ, হত্যা ও নারীধর্ষণ প্রভৃতি পাশবিক দুষ্কর্মে বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অমার্জনীয় ঔদাসীন্য ও নিদারুণ ব্যর্থতা এবং দাঙ্গা প্রপীড়িতদের স্বস্থানে পুনর্বাসনে অক্ষমতার পরিচয় দান করিয়াছে। বস্তুত একটি শাসন ব্যবস্থা চালু থাকা অবস্থায় রাজ্যব্যাপী এই অবাধ অরাজকতা সংগঠনে তথাকথিত অসমীয়া নেতৃবৃন্দ ও অসমীয়া শাসক গোষ্ঠীর যোগসাজস আছে বলিয়া জনসাধারণ একান্তভাবেই

মনে করে। অধিকন্তু এই নিদারুণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ও পটভূমিকায় রাজ্যের সংখ্যা গরিষ্ঠ অনসমীয়া ভাষীদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও অসমীয়া ভাষা-বিল আইনে পরিণত হওয়ায় শক্তিমত্ততা ও স্বেচ্ছাচারের বিকট রূপ এই জেলাবাসীকে ভয়ার্ত করিয়া তুলিয়াছে। দাঙ্গার মূল কারণ অনুসন্ধানে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবিকে উপেক্ষা করিবার জন্য কেন্দ্র হইতে রাজ্য সরকার পর্যন্ত যে দ্বিধা জড়িত পক্ষপাতমূলক মনোবৃত্তির পরিচয় দান করিয়াছেন তাহাতে এই কাছাড় জেলাবাসী ভবিষ্যতেও সুবিচারের আশায় নৈরাশ্যবোধ করিতেছেন।

"শত শত নির্মম দুষ্কৃতকারী ও সমাজদ্রোহীর নির্ভয়ে বিচরণ কোনও শান্তিকামী আইনানুগ স্বাধীন নাগরিক সহ্য করিতে পারে না। বস্তুত জনসাধারণ নিজের মাতৃভাষাকে পবিত্রতম সম্পদ বলিয়াই মনে করে ; মাতৃভাষার মাধ্যমেই এক একটি জাতির সংস্কৃতি, কৃষ্টি, শিক্ষা দীক্ষা ও প্রতিভা গড়িয়া উঠে। বর্তমানে বাংলা ও অন্যান্য অনসমীয়া ভাষাভাষীগণ সেই পবিত্রতম সম্পদকে হারাইতে বসিয়াছে, ভাষার উপরে এই উন্মত্ত আক্রমণ এই জেলাবাসী কখনও বরদাস্ত করিতে পারেনা। সুতরাং কাছাড় জেলা জন-সম্মেলন সংগত কারণেই মনে করে যে, এই জেলা আসাম রাজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিলে এতদঞ্চলবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষা ও উন্নতি সর্বতোভাবে ব্যাহত হইবে। অতএব কাছাড় জেলা জন-সম্মেলন সর্বসম্মতি ক্রমে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ভারত সরকারের নিকট দাবি করিতেছে যে, যদি এই অবিচারমূলক রাজ্যভাষা আইন অবিলম্বে প্রত্যাহারক্রমে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাজ্যভাষা করিয়া অন্যান্য অনসমীয়া ভাষাকেও যোগ্য মর্যাদাদানের ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ না করেন তবে কাছাড় জেলাও প্রয়োজনবোধে অন্যান্য সংলগ্ন অনসমীয়া ভাষী অঞ্চলকে আসাম রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্র প্রশাসনিক সংস্থার স্বীকৃতি অবিলম্বেই ঘোষণা করা হউক এবং আরও প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছে যে, আগামী ৩০শে চৈত্র, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ তারিখ মধ্যে ভারত সরকার যদি এই প্রস্তাবকে চরমপত্র বিবেচনা করিয়া প্রস্তাবিত দাবি পূরণ না করেন, তাহা হইলে আগামী ১লা বৈশাখ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ তারিখ হইতে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে কাছাড় জেলায় বর্তমান অকল্যাণকর প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অচল করিয়া তুলিবার জন্য এই জেলা-সম্মেলন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণকে প্রস্তুতির আহ্বান জানাইতেছে এবং এতদুদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠনের নির্দেশ দান করিতেছে :

শিলচর : সর্বশ্রী যতীন্দ্রমোহন পাল (বড়খলা), সনৎকুমার চক্রবর্তী, বি. এল, অনিলকুমার বর্মণ বি, এল, যতীন্দ্র দেব এম, এ, পরিতোষ পাল চৌধুরী, সুখময় সিংহ, গোলাম ছবির খান, পরেশচন্দ্র চৌধুরী বি, এল, প্রমোদ কুমার আদিত্য বি, এল, ও মৌলানা রফিকুর রহমান।

হাইলাকান্দি : সর্বশ্রী আবদুর রহমান চৌধুরী এম, এ, বি, এল., অমিয়কুমার নন্দী, মাহমুদ আলী বড় ভূঞা, বি, এল., হরিদাস দেব, দীনেশচন্দ্র সিংহ, কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী বি, এল., জ্ঞানরঞ্জন ব্যানার্জি ও শ্যামচাঁদ দেবনাথ।

করিমগঞ্জ : সর্বশ্রী বিধুভূষণ চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম, এ., বি. এল., নৃপতি রঞ্জন চৌধুরী, বি. এ., ভূপেন্দ্রকুমার সিংহ, দক্ষিণারঞ্জন দেব, রথীন্দ্রনাথ সেন, মোহিত

মোহন দাস বি. এ., মতিলাল দত্ত চৌধুরী, অন্নদামোহন কর ও নলিনীকান্ত দাস বি. এ., (আহ্বায়ক)।

কাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরো সদস্য গ্রহণ করার ক্ষমতা রহিল।

প্রস্তাবক · শ্রী কুমুদবঞ্জন লুহ।

সমর্থক : শ্রী দীনেশচন্দ্র সিংহ।"

শ্রী হুরমত আলী বড়লস্কব উত্থাপিত প্রস্তাবটি সমর্থন করে শ্রী তারাপদ ভট্টাচার্য বলেন যে, "প্রাদেশিকতার দোষে দুষ্ট হলে সাংবাদিকদের কর্তব্য ও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। প্রাদেশিকতার মোহে অন্ধ হয়ে আসামের পত্রিকাসমূহ শুধু তাঁদের পবিত্র কর্তব্যে অবহেলা করেননি, বিকৃত ও মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে উত্তেজনা বৃদ্ধিতেও সহায়তা করেছেন।

শ্রী কুমুদরঞ্জন লুহ তাঁর প্রস্তাব উত্থাপন করতে যেয়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন যে, "আমাদের আপোষমূলক ও যুক্তিপূর্ণ সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় এই চরম প্রস্তাব আপনাদের সমক্ষে আনতে বাধ্য হয়েছি। আমাদেরে অসমীয়া নেতৃবৃন্দ বলেন, দাঙ্গার ঘটনা ও ভাষা সম্পর্কে মীমাংসা করে নিতে হবে। কুখ্যাত ভাষা আইন আমাদের মাথার উপর রেখে আপোষ মীমাংসার কথা যাঁরা বলেন, তাঁদের নির্লজ্জতার সীমা নাই। আমরা কাদের সঙ্গে আপোষ মীমাংসা করব?—তাদের লুণ্ঠন, অগ্নিদাহ, নরহত্যা এমনকি শিশুহত্যাও আমরা ভুলতে পারি—কিন্তু কোন অবস্থাতেই ভুলতে পারিনা—আমাদের মা বোনদের তারা ধর্ষণ করেছে, তাঁদের সতীত্ব নষ্ঠ করেছে। ব্রিটিশ শাসন কায়েম করার জন্য ব্রিটিশ জাতি আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল—অনুরূপ চেষ্টা আজও অসমীয়া নেতৃবৃন্দ করছেন।"

সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে আর যে সব বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সর্বশ্রী যতীন্দ্রনাথ দে, বিনয়েন্দ্র চৌধুরী, পরিতোষ পাল চৌধুরী, সনৎকুমার চক্রবর্তী, শক্তিধর চৌধুরী, অমিয়কুমার নন্দী, রথীন্দ্রনাথ সেন, বিধুভূষণ চৌধুরী, ভূপেন্দ্রকুমার সিংহ, মোহিতমোহন দাস, নৃপতিরঞ্জন চৌধুরী ও শ্রীমতী বিলঙ্গময়ী কর।

জন-সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৮ ফেব্রুয়ারী তারিখে হাইলাকান্দিতে সংগ্রাম পরিষদের এক সভা আহ্বান করা হয়। শুরু হল গণ আন্দোলন গড়ে তোলার দুর্বার প্রয়াস। সভায় শ্রী আব্দুর রহমান চৌধুরীকে সভাপতি, শ্রীনলিনীকান্ত দাসকে সাধারণ সম্পাদক ও শ্রী বিধুভূষণ চৌধুরীকে কোষাধ্যক্ষ করে গণসংগ্রাম পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি এবং একই সঙ্গে শিলচর, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ এই তিন মহকুমা গণসংগ্রাম পরিষদ কমিটি গঠন করা হল। করিমগঞ্জ মহকুমা গণসংগ্রাম পরিষদের সভাপতি পদে নির্বাচিত হলেন শ্রী ব্যোমকেশ দাস ও সম্পাদক হলেন শ্রী নৃপতিরঞ্জন চৌধুরী। শিলচরের সভাপতি হলেন শ্রী জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী, সম্পাদক শ্রী পরিতোষ পালচৌধুরী। হাইলাকান্দি মহকুমাব সভাপতি হলেন শ্রী কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী ও সম্পাদক শ্রী হরিদাস দেব।

আসামের বুক থেকে রক্তের দাগ তখনো মুছে যায়নি, দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষেরা সবাই বাড়ি-ঘর ফেরেনি ; যারা বা ফিরেছে তারা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ আর আতঙ্ক নিয়ে

দিন কাটাচ্ছে—এমন পরিস্থিতিতেই এরাজ্যে লোকগণনার কাজ সুরু হয়ে গেল। যথারীতি ৫১ সালের মত এবারও গোটা ব্যাপারটি প্রহসনে পরিণত হল। শুধু বাংলা হল মাতৃভাষা—এই অপরাধে এবারও লক্ষাধিক বাঙালীর নাম হয় বাদ পড়েছে নয়ত বা অসমীয়া ভাষীরূপে দেখানো হয়েছে। 'নিখিল আসাম বঙ্গ ভাষাভাষী সমিতি' লোক-গণনা প্রক্রিয়ার প্রতিবাদ ও বাংলাভাষাকে রাজ্যের অন্যতম সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃতি দানের দাবিতে দিল্লীতে প্রতিনিধি দল প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিল। ৪ এপ্রিল তারিখে ১২ সদস্যের একদল প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও রেজিস্ট্রার জেনারেল অব ইণ্ডিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে লোক-গণনার বিরুদ্ধে অসংখ্য প্রমাণ সহ তথ্যাদি পেশ করে অভিযোগ দায়ের করেন এবং আসাম রাজ্যের পুনর্গঠনের দাবি জানান। প্রতিনিধিদল ৫ তারিখে মাননীয় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সংবিধানের ৩৪৭ নং বিধিমতে আসামে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাজ্যভাষা রূপে স্বীকৃতি দানের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করে এক স্মারকপত্র প্রদান করেন। এই বিধানে বলা হয়েছে যে, "Special provision relating to language spoken by a section of the population of a state on a demand being made on their behalf, the President may if he is satisfied that a substantial portion of the population of a state desire the use of any language spoken by them to be recognised by the State, direct that such language shall also be officially recognised throughout that state or any part there of for such purpose as he may specify."

মাননীয় রাষ্ট্রপতি গভীর আগ্রহ ও সহানুভূতির সঙ্গে স্মারকপত্রটি পাঠ করেন এবং প্রায় আধঘণ্টা সময় ধরে বিষয়টি পর্যালোচনা করে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন। এরপর সদস্যরা দিল্লিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে মিলিত হয়ে আসামের বাস্তব পরিস্থিতির কথা বিশদভাবে তুলে ধরেন। প্রতিনিধি দল ফেরার পথে কলকাতায়ও এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করে রাজ্যের অগ্নিগর্ভ অবস্থিতির প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করেন। এই প্রতিনিধিদলে ছিলেন শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দ, শ্রী রমনীকান্ত বসু, শ্রী শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত, শ্রী সুবোধ রায়, শ্রী সুবোধ ভৌমিক, শ্রী সাধনরঞ্জন সরকার, শ্রী পরেশচন্দ্র চৌধুরী, শ্রী রথীন্দ্রনাথ সেন, শ্রী নীলকমল দত্ত, শ্রী নীতিশ চক্রবর্তী, শ্রী দ্বিপেন্দ্র চৌধুরী ও শ্রী এন, এন, ঘোষ।

এদিকে ৯ এপ্রিল, শ্রী কেশবচন্দ্র চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে কাছাড় জেলা গণসংগ্রাম পরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উদ্ভূত সমস্যাবলীর বিশদ পর্যালোচনা ক্রমে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার প্রতি লক্ষ্য রেখে দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে, ১লা বৈশাখ (১৪ এপ্রিল) দিনটিকে সমগ্র জেলায় 'সংকল্প দিবস' রূপে পালন করা হবে এবং ১৫ এপ্রিল থেকে ১৫ মে পর্যন্ত সভা, শোভাযাত্রা, পদযাত্রা ইত্যাদির মাধ্যমে সমগ্র বরাক উপত্যকা ব্যাপী সর্বস্তরের গণচেতনাকে আন্দোলনমুখী করে গড়ে তোলা হবে। এর পরবর্তী পর্যায়ের আন্দোলনের রূপ রেখা রচনার জন্যে সাধারণ সম্পাদক শ্রী নলিনীকান্ত দাসকে আহ্বায়ক করে একটি উপসমিতিও গঠিত হল। এই উপসমিতির সদস্যরা হলেন

সর্বশ্রী বিধুভূষণ চৌধুরী, কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী, আব্দুর রহমান চৌধুরী, জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী, সত্যদাস রায় ও রথীন্দ্রনাথ সেন। এই সভায় আরো সিদ্ধান্ত হয় যে, জরুরীকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্যে পরিষদের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক কিংবা জেলা পরিষদের যে কোন সদস্য সভা আহ্বান করতে পারবেন। যদি এমন কোন জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে অনিবার্য কাবণে জেলা পবিষদ সংগ্রামের কাজ চালিয়ে যেতে অচল হয়ে পড়ে তাহলে মহকুমা সমিতিগুলি পূর্ণ দায়িত্ব পালন করবে।

১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, প্রত্যয়দীপ্ত দৃঢ়কণ্ঠে ১লা বৈশাখ উচ্চারিত হল শপথের বাণী—'জান দেব তবু জবান দেব না।' মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত বাঙ্গালী নববর্ষের প্রথম দিনটি উদযাপন করল 'সংকল্প দিবস' রূপে। ঘরে ঘরে পৌঁছে গেল কাছাড় জেলা গণসংগ্রাম পরিষদের সংকল্প বার্তা—"আমরা বিশ্বাস করি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক ভারতের স্বাধীন নাগরিক রূপে আমরা প্রত্যেকে সংবিধান সম্মত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ন্যায় বিচার, চিন্তা, ভাবপ্রকাশ, ধর্মবিশ্বাস ও উপাসনার স্বাধীনতা এবং নাগরিক মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা লাভের সমান অধিকারী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আসামের বাংলা ও অন্যান্য অনসমীয়া ভাষাভাষী অধিবাসীগণ রাজ্য সরকার কর্তৃক সর্বদিকে অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছেন এবং বাংলা ভাষাভাষী অধ্যুষিত কাছাড় জেলায় শিক্ষার ব্যাপারে, স্বাস্থ্যের ব্যবস্থায়, শিল্প প্রতিষ্ঠায়, বহু বিজ্ঞাপিত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়ণে এবং সরকারী চাকরি ইত্যাদিকে যোগ্যতা সম্পন্ন এই জেলাবাসীকে গ্রহণে রাজ্য সরকার ক্রমাগত উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। বস্তুত আসাম সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণে এই জেলার বেকার সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে এবং ছাত্র, যুবক, কৃষিজীবী, শ্রমজীবী, মধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ী প্রভৃতি কাছাড় জেলার সর্বশ্রেণীর অধিবাসীকে এক চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন করিয়াছে। রাজ্য সরকারের নির্লজ্জ ভেদনীতির সহায়তায় অসমীয়া ভাষীদের একচেটিয়া প্রভুত্ব কায়েমের অপপ্রয়াসে এই জেলাবাসী বিক্ষুব্ধ ও বিপর্যস্ত। সর্বোপরি আসাম রাজ্যের বাংলা ও অন্যান্য ভাষাভাষীর ন্যায়সঙ্গত ও বিধিসম্মত প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া এবং লুণ্ঠন, অগ্নিদাহ, নরহত্যা, শিশুহত্যা ও নারী ধর্ষণাদির মাধ্যমে যে সন্ত্রাসজনক পটভূমিকা সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই অকল্যাণকর পরিস্থিতির সুযোগ লইয়া বহুভাষাভাষী অধ্যুষিত এই রাজ্যে একমাত্র অসমীয়াকে সরকারী ভাষা করিয়া আইন প্রণয়ন করে রাজ্যের অন্যান্য ভাষাভাষীর মৌলিক অধিকার হরণ তথা ভাষা, কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও সম্ভাবনাকে সমূলে ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা দ্বারা চরম সংকট আনয়ন করা হইয়াছে। এই বিষয়ে বারবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের প্রতিকার যাচঞা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। তাই অনন্যোপায় হইয়া ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬১ ইংরাজী তারিখে অনুষ্ঠিত কাছাড় জেলা জন-সম্মেলনের অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, দাবী আদায়ের জন্য শান্তিপূর্ণ অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সংকল্প গ্রহণ করিয়া ঘোষণা করিতেছি যে, ভারতীয় নাগরিক হিসাবে সংবধান প্রদত্ত অধিকার সমূহ রক্ষার জন্য যে কোন দুঃখ বরণ ও ত্যাগ স্বীকার করিব এবং সরকার আমাদের নায্যদাবি মানিয়া নিতে অগ্রসর না হওয়া পর্যন্ত কাছাড় জেলা গণসংগ্রাম পরিষদের নির্দেশে জীবন পণ করিয়া আন্দোলন চালাইয়া যাইব।"

ইতিহাসের কি মর্মান্তিক পরিহাস! রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে বরাক উপত্যকার বাঙালীকে

বাংলা ভাষা আর সংস্কৃতির অধিকার রক্ষা করতে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে লড়াইয়ের পথে নামতে হল। যে আসাম রাজ্যে সরকারী উদ্যোগে অসমীয়া ভাষায় রবীন্দ্র রচনাবলীর অনুবাদ কর্ম হাতে নেওয়া হয়েছে, সাড়ম্বরে বিশ্বকবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়েছে সেই রাজ্যেই শুধু বাঙালী হয়ে জন্মানোর অপরাধে তার ঘর পুড়েছে, মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠিত হয়েছে, বাস্তুহারা হয়েছে। সেই সরকারেরই হাতে মাত্র ক মাস আগে বাঙালী তার মাতৃভাষার অধিকার ও মর্যাদা হারিয়েছে। তবু বাঙালী নিঃশেষিত হয়ে যায়নি, পরাজয় সে মানেনি। কেননা রবীন্দ্রনাথই যে তার সকল দুঃখে, লাঞ্ছনায়, ভালবাসায় ও বিদ্রোহে একমাত্র প্রেরণা পুরুষ।

সংগ্রামের প্রস্তুতি ও গণজাগরণ

"আয় রে তোরা কে দিবি প্রাণ
কে আজ সব করিবি দান
মায়ের লাজ ঘুচাবি আজ--সতেজ দৃপ্ততায়।"--

সুরু হল মিছিল, সভা, পদযাত্রা। ম্লান, মূক হৃদয়ে জাগল প্লাবন। মাতৃভাষার লাঞ্ছিত সম্মান পুনরুদ্ধারের সংকল্প নিয়ে গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়লেন ভাষা সৈনিকেরা। তাঁরা অহিংস সৈনিক, গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ সেবক। গান্ধীনীতি ও আদর্শ তাঁদের পাথেয়। মিলনের রাখী বেঁধে, বঞ্চিত জনতার ঐক্য গড়ে তুলে, মাতৃপূজায় আত্ম নিবেদনের পালা এখন। বিদ্যার্থী শিক্ষায়তন ছেড়ে, শিক্ষক তাঁর শিক্ষাদান স্থগিত রেখে, ব্যবসায়ী ব্যবসা ছেড়ে, ব্যবহারজীবী আদালত ছেড়ে, চাষী লাঙ্গল বন্ধ করে, শ্রমিক তাঁর রুটি-রুজির তোয়াক্কা না করে সকলেই নেমে এলেন পথে। রাজনীতিকেরা ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থ পরিত্যাগ করে হাতে হাত মেলালেন জনতার সঙ্গে। বাঙালী, মণিপুরী, কাছাড়ী, হিন্দুস্থানী সকল জাতি গোষ্ঠীর মিলিত শক্তিতে বরাক উপত্যকায় জেগে উঠল এক মহাসংগ্রামী জাতি। বরাক-কুশিয়ারা-ধলেশ্বরীর বুকে রচিত হতে চলল এক নব ইতিহাস।

১৯শে এপ্রিল থেকে পথ পরিক্রমা সুরু হল পদযাত্রীদের। ভোর চারটায় করিমগঞ্জ টাউন ব্যাংক প্রাঙ্গণে দলে দলে শহরের নরনারীরা সত্যাগ্রহী পদযাত্রীদের শুভেচ্ছা ও আশিস জানাতে উপস্থিত হতে লাগলেন। তাঁরা ভাষা-সেনানীদের কপাল চন্দন চর্চিত করে, মাথায় লাজভার দধি ছিটিয়ে, নির্মাল্য দান করে, বীর সাজে সজ্জিত করে বিদায় জানালেন। সেই মুহূর্তে চারিদিক উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও স্বস্তি মন্ত্রে মুখরিত হয়ে উঠল। সমবেত জনতার কণ্ঠে জাগলো 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি। চারণেরা ধরলেন গান, —মোদের গরব মোদের আশা, আ'মরি বাংলা ভাষা', 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু', 'চল চল চল ঊর্ধ গগনে বাজে মাদল' ইত্যাদি। সঘনে ঘোষিত হতে লাগল বজ্র-শপথ,—'বাংলা ভাষার মর্যাদা চাই', 'অন-অসমীয়া ভাষার মর্যাদা চাই', 'অসমীয়া ভাষার আগ্রাসন মানছি না মানব না'। পঁচাত্তর বছর বয়সের বৃদ্ধ শ্রী প্রিয়লাল চক্রবর্তী থেকে তরুণ শুভেন্দু দাস পর্যন্ত সকল বয়সের লোকেরাই পথে নেমেছেন মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার পবিত্র সংকল্প নিয়ে। পদযাত্রী দলে সে দিন যাঁরা ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অন্যান্যরা হলেন সর্বশ্রী রথীন্দ্রনাথ সেন, অরবিন্দ দত্ত চৌধুরী, বিধুভূষণ চৌধুরী, ব্যোমকেশ দাস, অন্নদামোহন কর, প্রেমানন্দ মুখার্জি, স্বদেশরঞ্জন ভট্টাচার্য, নির্মলদাস পুরকায়স্থ, মোহিতমোহন দাস, নলিনীকান্ত দাস, ভানু দাশগুপ্ত, ননীগোপাল স্বামী, নৃপতিরঞ্জন চৌধুরী, নরেন্দ্র সিংহ প্রমুখ। পদযাত্রীদলকে পুরোভাগে করে সহস্র জনতা সমগ্র শহর পরিক্রমা শেষে শহরের প্রান্তসীমায় লক্ষ্মীবাজারের পথে আবেগ মথিত হৃদয়ে তাঁদের বিদায় জানালেন।

যাত্রীদল পথে পথে পদযাত্রার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে জনতার সমর্থন আদায় করে নয়াবাড়ী, চান্দশ্রীকোণা, গিরীশগঞ্জ বাজার, সাদারাশী প্রভৃতি গ্রাম অতিক্রম করে মধ্যাহ্নে পৌঁছালেন লক্ষীবাজার। সেখান থেকে সুতারকান্দি, ফকিরের বাজারে গিয়ে উপস্থিত হলেন বিকাল ৫টায়। এই বাজারে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের এক সম্মিলিত সভায়

শ্রী অরবিন্দ দত্ত চৌধুরী, শ্রী রথীন্দ্রনাথ সেন ও শ্রী মোহিতমোহন দাস পদযাত্রার উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যত কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করান এবং জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সমর্থন ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। সেখান থেকে সন্ধ্যায় লাতু পৌঁছালে এক বিশাল জনতা তাঁদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

পরদিন লাতু থেকে যাত্রা করে মহিশাসন, বালিদাড়া, বারপুঞ্জি, ব্রাম্মণশাসন হয়ে যাত্রী দল গান্ধাই পৌঁছে এক জনসভায় মিলিত হন। এই অঞ্চলের ছাত্র-যুব, জনতা সংগ্রাম পরিষদের গৃহীত কার্যসূচীর প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে সংগ্রামী শপথ গ্রহণ করেন। এদিন বিকালবেলা নিলামবাজাবেও বিশাল জনতা যাত্রীদলকে অভ্যর্থনা জানিয়ে এক সভায় মিলিত হন। সন্ধ্যায় কায়স্থগ্রামের প্রবেশ পথে গ্রামের আবালবৃদ্ধবণিতার এক বিশাল শোভাযাত্রা শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি করে ব্যাণ্ডপার্টি সহ পদযাত্রীদলকে বরণ কবে নেয়। কায়স্থগ্রামবাসীর পক্ষে শ্রী রাজেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য তাঁদের স্বাগত জানান।

২১ এপ্রিল ভোরবেলা কায়স্থগ্রাম থেকে যাত্রা করে যাত্রীদল পাথারকান্দি শহরে গিয়ে যখন পৌঁছান তখন বেলা ৯টা। পথে বারৈগ্রামে, কানাইবাজার ও আছিমগঞ্জে জনসমাবেশে নেতৃবৃন্দ ভাষণ দান করেন। বিকালে পাথারকান্দিতে এক বিরাট জনসভার আয়োজন করা হয়। বাঙালী, মণিপুরী, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ যাত্রীদলকে হার্দিক স্বাগত জানান এবং আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেন। এই সভায় সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ ছাড়া উল্লেখযোগ্য যে সকল স্থানীয় ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রতিনিধি ভাষণ দান করেন তাঁরা হলেন শ্রী আব্দুল রসিদ, শ্রী গোপেশ চন্দ্র নমঃশূদ্র এম, এল, এ., শ্রীমণি সিংহ ও শ্রী যামিনী মোহন দাস। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীনরেন্দ্র সিংহ।

পরদিন ভোর পাঁচটায় প্রচণ্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে যাত্রীদল দোহালিয়া হয়ে বাজারঘাটে গিয়ে উপনীত হন এবং এক সমাবেশে ভাষণ দান করেন। সেখান থেকে কাজির বাজারে উপস্থিত হলে স্বতঃস্ফূর্ত জনতা, যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান ও মণিপুরী সম্প্রদায়ের, পদযাত্রীদের স্বাগত জানান এবং পরে এক বিশাল সমাবেশে সমবেত হন। সেখানে শ্রী আর্জ্জামন্দ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সর্বশ্রী মদরিছ আলী, আব্দুল রসিদ, আব্দুল মজিদ প্রমুখ জননেতারা আন্দোলনকে সফল করে তুলতে সর্বস্ব পণ করার আহ্বান জানান। এরপর আণিপুরে শ্রী ভারত মুখার্জির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় পদযাত্রীদল মিলিত হন এবং সে স্থানে রাত্রিবাস করেন।

২৩ এপ্রিল, যাত্রীদল সকাল দশটায় গিয়ে উপনীত হলেন দুর্লভছড়ায়। আণিপুর ও কাজিরবাজার থেকে শতাধিক হিন্দু-মুসলমান স্বেচ্ছাসেবক সহযাত্রী হলেন সত্যাগ্রহীদলের। দুর্লভছড়ায় সর্বশ্রী ভাগীরথী চৌবে, চন্দ্রধর চৌবে, ব্রজমোহন গোস্বামী, বাগীন্দ্র চ্যাটার্জি, নিশিকান্ত সিংহ, দ্রোণাচার্য্য সিংহ, সতেন্দ্রকুমার দাস প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও নেতৃবৃন্দ পদযাত্রীদের অভ্যর্থনা জানান। এদিন বিকালে ক্লাবময়দানে শ্রী নিশিকান্ত সিংহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় নেতৃবৃন্দ সংগ্রামের উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ব্যাখ্যা করে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এদিনই সন্ধ্যা ৭টায় বিদ্যানগর বাগান হয়ে পদযাত্রীরা রামকৃষ্ণনগরে উপস্থিত হলেন। অগণিত জনতা বাদ্য ভাণ্ড সহযোগে যাত্রীদের সংগ্রামী অভিবাদন জানিয়ে স্বাগত জানালেন।

২৪শে এপ্রিল অপরাহ্নে বামকৃষ্ণ নগরের নেতাজী বাগে কয়েক সহস্র লোকের উপস্থিতিতে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাব সভাপতিত্ব করেন শ্রী বিশ্বনাথ উপাধ্যায় এম, এল, এ। সভার প্রারম্ভে পদযাত্রীদের প্রতিনিধিরূপে কাছাড় জেলা গণসংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শ্রী নলিনীকান্ত দাস রামকৃষ্ণ নগর বাসীকে তাঁদের সংগ্রামী চেতনার জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করে ভাষা আন্দোলনের প্রয়োজনে জীবন পণ করে লড়াইর জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান জানান। শ্রী ভূপেন্দ্র সিংহ তাঁর ভাষণে বলেন যে, বাংলা ভাষাভাষীদের স্বার্থের সঙ্গে কাছাড়ের মণিপুরী কিংবা অন্যান্য ভাষিক গোষ্ঠীর ভাগ্য ও স্বার্থ জড়িত। সুতরাং এই আন্দোলনকে সফল কবে তোলার দায়িত্ব সকলেরই রয়েছে। প্রত্যেক জাতির মধ্যেই বিশ্বাসঘাতক বিভীষণবা রয়েছে, জেলাবাসী যদি ঐক্যবদ্ধ শক্তিরূপে জাগ্রত হতে পারে তা হলে কোন শক্তিই বিজয়কে রুখতে পারবে না। তিনি পথ পরিক্রমার অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করে বলেন যে, "দেখিয়াছি, জাতিব রক্তে প্রলয়ের নাচন ধরিয়াছে। আসন্ন অসহযোগ আন্দোলনে কার আগে কে প্রাণ দিবে তার জন্য কাড়াকাড়ি লাগিয়া যাইবে।" এই সভায় মোহাম্মদ নিয়াজ আলী, শ্রীরথীন্দ্রনাথ সেন, শ্রী বিধুভূষণ চৌধুরী, শ্রী কালামিয়া সহ অপর বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দও ভাষণ প্রদান করেন।

পরদিন পদযাত্রী দলের সহযাত্রী হলেন শ্রী বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, শ্রী কালামিয়া, শ্রী মতিলাল দত্ত চৌধুরী ও শ্রী ধীরেন্দ্রচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সুরুচিগঞ্জ, পদ্মারপার, সিংলার পার ও ডলু গ্রাম হয়ে পদযাত্রী দল পৌঁছালেন কালীবাড়ী বাজারে। পথের দুপাশে অগণিত মানুষ সত্যাগ্রাহীদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলেন। কালীবাড়ী বাজারে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় শ্রী বিশ্বনাথ উপাধ্যায় আসাম সরকারের ভাষানীতি ও উগ্রজাতীয়তাবাদী চরিত্রের কঠোর সমালোচনা করে বলেন যে, "ভাষা বিল পাশ হওয়ার পূর্বেই পদত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু একা পদত্যাগের কোন সার্থকতা নাই, সকলে একথা বলায় আমি থাকিয়া যাই। এখন যে মুহূর্তে আপনারা আদেশ দিবেন সেই মুহূর্তেই আমি পদত্যাগ করিব।" তিনি বেদনার সঙ্গে আরো বলেন যে, "বাংলা ভাষাভাষী পরিষদ সদস্যরা জাতির প্রয়োজনের সময়ে নিজেদের স্বার্থ আকড়াইয়া ধরিয়া বাংলা ভাষা-ভাষীদের প্রতি কর্তব্য পালন করেন নাই।" উল্লেখ্য যে শ্রী উপাধ্যায় জন্মসূত্রে বঙ্গভাষী নন কিন্তু অকৃত্রিম বাঙালী।

২৬ এপ্রিল তারিখে পদযাত্রীদল কল্যাণপুর থেকে রওনা দিয়ে শনবিলের পূব ধার ধরে সমৃদ্ধিপুর, দরগারবন্দ, আনন্দপুর, শ্রীপুর, সিংগুয়া, দেওদ্বার হয়ে তূলাকোণা গ্রামে পৌঁছে বিশ্রাম নেন। সেখান থেকে সূর্যের খরতাপ মাথায় করে সকাল ১০-৩০ মিঃ নাগাদ চন্দ্রপুর গিয়ে পৌঁছান। সেখানে শ্রী রাকেশ চন্দ্র দাসের নেতৃত্বে প্রায় শতাধিক লোক দীর্ঘপথ সত্যাগ্রহীদের সহযাত্রী হন এবং যাত্রীদল মর্জাদকান্দি গ্রামে আয়োজিত এক বিশাল জনসমাবেশে যোগদান করেন। সভাশেষে পদযাত্রীদল দত্তপুর গ্রামের পথে যাত্রা করেন এবং প্রায় রাত নটায় সেখানে উপস্থিত হন। এই গ্রামে হাজি সৈদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় নেতৃবৃন্দ কোন পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে যাবার প্রয়োজন দেখা দিল তার ব্যাখ্যা করে মুখ্যমন্ত্রী বিমলাপ্রসাদ চালিহার বিশ্বাসঘাতকতার রাজনীতির স্বরূপ সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত করেন। শ্রী রথীন্দ্রনাথ সেন তাঁর স্বভাব সুলভ তেজোদৃপ্ত ভঙ্গীতে বলেন, "এক চরমতম বিপদ ও সর্বনাশের

মুখে আজ আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। কোন কোন দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক বেইমানের দল আজ জনমনে বিভ্রম জাগিয়ে তোলার অপপ্রয়াসে লিপ্ত। তারা জাতির ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলে বলেই আজ আমাদের এই দুরবস্থা। জওহরলালের রাজত্বে সবল আন্দোলন ছাড়া আজ আর কোন দাবি আদায় হয় না। যখন মহারাষ্ট্র জাগল তখনই গুজরাট, বোম্বাই ভাগাভাগী হল। মাদ্রাজে ও রামালুর আত্মদানে রাজ্য ভাগ হল, পাঞ্জাবে শিখদের আন্দোলনের কাছে সরকারকে মাথা নত করতে হল। নেহেরু সরকারকে আমরা গণতান্ত্রিক আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে দাবির পর দাবী পেশ করে এসেছি কিন্তু কোন ফল হয়নি। তাই আজ গণসংগ্রামের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে।"

পরদিন দত্তপুর বাজার থেকে যাত্রা করে এংলার বাজার হয়ে বিভিন্ন গ্রাম পরিক্রমা করে যাত্রীদল এসে পৌঁছালেন বদরপুর। হাজার হাজার নরনারী পথের দুপাশে দাঁড়িয়ে শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি করে, সংগ্রামী জয়গান গেয়ে পদযাত্রীদলকে অভ্যর্থনা জানালেন। এদিন বিকাল ৪টায় বদরপুর ঘাট ঘুরে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে যাত্রীদল বদরপুর বাজারে এক বিশাল জন সমাবেশে যোগদান করলেন। ডাঃ বি, কে, ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই মহতী জনসভায় শ্রী নলিনীকান্ত দাস পদযাত্রার উদ্দেশ্য ও পটভূমিকা ব্যাখ্যা করে মরণপণ সংগ্রামে যোগদান করার জন্যে জনতার উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান। শ্রী রথীন্দ্রনাথ সেন তাঁর তেজোদৃপ্ত ভাষণে বলেন, "আজ তেরো বছর হয়ে গেল আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। ভারতের বহু অঞ্চলে ভাষা ভিত্তিক প্রদেশ গঠিত হয়েছে, কিন্তু প্রতিশ্রুতি দান করা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের প্রতি উদাসীন ও বিমুখ। এই বদরপুর নির্বাচন চক্র থেকে এই অঞ্চলের জনগণ শ্রী চালিহাকে নির্বাচনে জয়ী করালেন। যেদিন ভোট ভিক্ষার জন্যে ভেক ধরে এই কপটাচারী নেতা গদগদ কণ্ঠে নির্বাচনী সভায় বলেছিলেন, "রবীন্দ্রনাথের ভাষা ভারতবর্ষের গৌরবের ভাষাকে আসামে আমরা পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করব।" কিন্তু কোথায় গেল সেই প্রতিশ্রুতি ও দরদ। এই শ্রী চালিহাই মুখ্যমন্ত্রী রূপে সমগ্র আসামে বাংলা ভাষার কণ্ঠারোধ করে চিরতরে তাকে নিঃশেষ করে দিতে উদ্যত। বিধান সভায় আমাদের দাবিকে নস্যাৎ করে একমাত্র অসমীয়া ভাষাকেই রাজ্যভাষা করা হল।" তিনি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন, "আজ বাঙ্গালার দুর্দিন। কারবালা প্রান্তরে 'পানি পানি' করে হাসান হোসেন প্রাণ দিলেন, আসাম সরকারের কারাগারে তেমনি আজ বাংলা ভাষা জননী মুক্তির জন্য হাহাকার করছেন। এগিয়ে এসো ভাই মুসলমান, এগিয়ে এসো ভাই হিন্দু, ধর্মের গ্লানিতে শ্রী ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ন হন—সেই সম্ভাবনায় তোমরা সকলে প্রস্তুত হও।"

এই সভায় শ্রী নৃপতিরঞ্জন চৌধুরী, শিলচরের ছাত্রনেতা শ্রী বিজন রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দও ভাষণ দান করেন।

২৮ এপ্রিল সত্যাগ্রহী পদযাত্রীদল শ্রীগৌরীতে এসে পৌঁছালে সেখানেও গ্রামবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত সম্বর্ধনা লাভ করেন। সেখান থেকে ভাঙ্গাবাজারে যখন তাঁরা উপস্থিত হলেন তখন সকাল প্রায় নয়টা। ভাঙ্গাবাজারে ছাত্র ও যুবদল বিপুল উৎসাহে তাঁদের অভ্যর্থনা জানান। বিকাল ৫টায় সেখানেও এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রী জিতেন্দ্রনাথ শর্মার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ পদযাত্রার উদ্দেশ্য ও পটভূমিকা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে ঐক্যবদ্ধভাবে সর্বশক্তিপণ করে ভাষা আন্দোলনকে

জয়যুক্ত করে তোলার আহ্বান জানান। শ্রী ব্যোমকেশ দাস তাঁর ভাষণে আক্ষেপ করে বলেন যে, বুকের রক্ত ঢেলে ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়াই করে দেশকে স্বাধীন করা হল অথচ আজ এই স্বাধীন স্বদেশেই আবার আমাদের সংগ্রাম করে গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় করতে হবে এ কোন দিন স্বপ্নেও ভাবি নাই।

শ্রী ননীগোপাল স্বামী ছাত্র ও যুব সমাজের কাছে এই বলে আবেদন জানান যে, এই রাজ্যে অনসমীয়া যুবকদের ভবিষ্যৎ বলে কিছুই থাকবে না। সুতরাং নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হলে এই আন্দোলনে মরণপণ শপথ করে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের (আজকের বাংলাদেশ) বাহান্নের বাংলাভাষা আন্দোলনের উল্লেখ করে বলেন যে, সেখানে চৌদ্দটি নওজোয়ান প্রাণ দিয়ে বাংলাভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে সমর্থ হল, আমরা কি তা পারিনা?

শ্রী মতিলাল দত্ত চৌধুরী তাঁর ভাষণে বিগত নির্বাচনের প্রসংগ টেনে ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, "আজ মনে পড়ে ২ বৎসর একমাস পূর্বে এই ভাঙ্গাবাজারের কালীবাড়ী প্রাঙ্গণে এক সভায় আসামের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রী চালিহার এক নির্বাচনী সভায় তাকে সমর্থন জানাবার জন্যে এ অঞ্চলের নাগরিকদের নিকট আবেদন জানিয়ে ছিলাম। কিন্তু তখন এই আশঙ্কাও ছিল যে প্রীতিভাজন শ্রী রথীন্দ্রনাথ সেনই নির্বাচনে জয়ী হবেন। তখন প্রত্যেকের মনেই বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় ও দুশ্চিন্তা ছিল। তাই বদরপুরের চৌমাথায় অনুষ্ঠিত বিরাট জনসভায় শ্রী মঈনুল হক চৌধুরী সাহেব দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে, যতক্ষণ মঈনুল হক থাকবেন ততক্ষণ বাংলা ভাষার মর্যাদা থাকবে। শ্রী চালিহাও তখন বিভিন্ন সভায় বাংলাভাষার মর্যাদা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অথচ কি নিষ্ঠুর পরিহাস! এই চালিহার নেতৃত্বেই আমাদের ভাষার প্রশ্নে মরণ শেল হানা হল।"

শ্রী নৃপতিরঞ্জন চৌধুরী আসামে লোকগণনার কারচুপি, বাংলা ভাষাভাষীদের উপর অকথ্য নির্যাতন, সরকারের ভাষানীতি ইত্যাদির বিস্তৃত পর্যালোচনা করে বলেন, "আজ আমাদের ভবিষ্যৎ বলে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আমরা দিনে দিনে ক্রমে গোলাম হয়ে চলেছি। কাজেই আর কোন অপেক্ষা নয়—যতদিন আমাদের দাবি আদায় না হয় ততদিন আমাদের সংগ্রাম করে যেতে হবে। শাসক গোষ্ঠীকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, আমরা দুর্বল নই, বীর্য্যহীন নই।"

পরদিন পদযাত্রীদল মাছুলী, মির্জাপুর, সেরালিপুর, লামাজোয়ার হয়ে বিকেল ৪টায় চরগোলা পৌঁছান। সেখানে এক জনসভায় যোগদান শেষে সহস্রাধিক গ্রামবাসী সহ জবাইনপুর গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে রাত্রিবাস করে পরদিন সকাল ৯টায় কালীগঞ্জ বাজার হয়ে বাগবাড়ী গ্রামে পৌঁছালে গ্রামবাসীরা বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে তাঁদের অভ্যর্থনা জানান। বিকাল ৫টায় শ্রী সুশীল কুমার দেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় সর্বশ্রী মৌলবী সিরাজুল ইসলাম, ওয়াছিল আলী, ইয়াকুব আলী পাটাদার, সুখময় ভট্টাচার্য প্রমুখ স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ও নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

১ মে, বাগবাড়ী থেকে যাত্রা করে সত্যাগ্রহী দল সুপ্রাকান্দি এসে পৌঁছালে সেখানকার অধিবাসীরা সর্বশ্রী শশীন্দ্রমোহন বিশ্বাস, তারিণীশঙ্কর রায়, সুনীলচন্দ্র দে, মনমোহন আদিত্য, জগদীশ চক্রবর্তী, পরিমল রায়, জ্যোতির্ময় অধিকারী, সন্তোষ চৌধুরী,

খুশীন্দ্র নমঃশূদ্র, অনিল রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। শ্রী শশীন্দ্রমোহন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় ভাষণ দান শেষে পদযাত্রীদল নয়া গ্রামে উপস্থিত হয়ে এক জনসভায় যোগদান করেন। সেদিন বিকাল ৫টায়· কর্ণমধু গ্রামে এসে পৌঁছালে আশপাশেব গ্রামাঞ্চল থেকে হাজার হাজার মানুষ সেখানে সমবেত হন। কর্ণমধু স্কুলের মাঠে এক সভায় নেতৃবৃন্দ ওজস্বিনী ভাষায় সংগ্রামে সামিল হবার আহ্বান জানালে সমবেত জনতা বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে তাঁদের আনুগত্য ও সমর্থন জ্ঞাপন করেন। সর্বশ্রী জিতেন্দ্র পালচৌধুরী, রত্নগোপাল অধিকারী, প্রমেশ চন্দ্র দেব, নিমার আলী, রহমান আলী, হাজি নমরুজ আলী, বিপিনরাম রুদ্রপাল, নিবারণ চন্দ্র পাল, নৃপেন্দ্র কুমার পালচৌধুরী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও নেতৃবৃন্দ এই সভায় উপস্থিত থেকে তাঁদের সহযোগিতা প্রকাশ করেন।

২ মে, পদযাত্রীদল তাঁদের যাত্রার শেষ পর্যায়ে কর্ণমধু থেকে আম্বরখানার দিকে পা বাড়ালেন। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় লক্ষ মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় মিলিয়ে দুর্জয় আত্মবিশ্বাস ও অমিত শক্তির অধিকারী হয়ে ভাষা সেনানীরা তাদের সংগ্রামী কার্যসূচীর এক সফল অধ্যায় সমাপ্ত করতে চলেছেন। পদযাত্রীদলে তখন নেমেছে জনতার ঢল। পথে এওলা বাড়ী বাগানে সকাল ৯টায় কৃষক, শ্রমিক জনতার এক বিশাল সমাবেশে নেতৃবৃন্দ ভাষণ দান করেন। এরপর আম্বরখানায় পৌঁছে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর সত্যাগ্রহী পদযাত্রীদল করিমগঞ্জের পথে রওনা দিলেন।

সেদিন করিমগঞ্জ শহরের সংগ্রামী জনগণ তাঁদের প্রিয় নেতাদের যে বিপুল সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন এবং অপরাহ্নে টাউন ব্যাংক প্রাঙ্গণে যে উদ্দীপনা মথিত জনসভা হয়েছিল তার একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত 'যুগশক্তি' পত্রিকায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। কৌতূহল মেটাতে এই বিবরণটি প্রায় হুবহু এখানে তুলে ধরা হল : উল্লেখ্য যে, সংগ্রামী পদযাত্রী দলের অগ্রগণ্য নেতা শ্রী বিধুভূষণ চৌধুরী এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

মাতৃভাষা রক্ষার সংগ্রামে ব্রতী পদযাত্রীদলকে বিপুল সংবৰ্দ্ধনা

গণসংগ্রাম পরিষদের পক্ষ হইতে ১৯শে মে তারিখে কাছাড় জেলায় সর্ব্বাত্মক হরতাল ঘোষণা :

করিমগঞ্জ পৌরসভার আসন্ন নির্ব্বাচন বর্জনের জন্য আবেদন

দুই সপ্তাহ কাল সমগ্র মহকুমার পল্লী অঞ্চলে প্রায় ২২৫ মাইল অতিক্রম ও গ্রামে গ্রামে বাঙলা ভাষা আন্দোলনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচার করিয়া পদযাত্রীদল গত ২রা মে মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় করিমগঞ্জ শহরে প্রত্যাবর্তন করিলে শত শত মহিলা সহস্র সহস্র নাগরিক বৃন্দ শহরের প্রবেশ মুখে পেট্রল পাম্পের নিকট তাঁহাদিগকে সম্বৰ্দ্ধনা জ্ঞাপন করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। মহিলাদের হস্তে ছিল মালাচন্দন ও লাজ

ইত্যাদি। ব্যাণ্ডবাদকের একটি দলও উপস্থিত ছিল। পদত্যাগী সত্যাগ্রহীগণ যখন দৃঢ় পদক্ষেপে ধীরে ধীরে সেই বিপুল জন সমাবেশের সম্মুখীন হন—পথশ্রমে ক্লান্ত হইলেও তাঁহাদেব মুখে আদর্শ ও সংকল্পের প্রতি নিষ্ঠা ফুটিয়া উঠে। এই মহান দৃশ্যে জনতা উদ্বেলিত হইয়া উঠে। মহিলাগণ অগ্রসর হইয়া সত্যাগ্রহীদেব চন্দন চর্চিত ও মাল্যভূষিত করিয়া তাঁহাদের মস্তকোপরি লাজভার বর্ষণ করিতে থাকেন। ভাবগম্ভীব পরিবেশের মধ্যে সত্যাগ্রহীগণ সম্বর্ধিত হন। শহরের দিকে যখন তাঁহারা অগ্রসর হইতে থাকেন তখন তাঁহাদিগকে অনুসরণ করে ব্যাণ্ডের বাদ্যসহ একদল গায়ক গায়িকা ও বিপুল জনতা। গায়ক গায়িকাদের সমবেত কণ্ঠে 'মোদের গরব মোদের আশা আ' মরি বাংলা ভাষা' সঙ্গীত অপূর্ব অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। নির্ধারিত সভাস্থল টাউন ব্যাঙ্ক প্রাঙ্গণে পদযাত্রীদিগকে লইয়া আসা হয় শোভাযাত্রা করিয়া। সত্যাগ্রহীগণ পৌঁছিবার পূর্বেই সভাস্থল লোকে পরিপূর্ণ ছিল—সহস্র সহস্র নরনারী সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। এমন জনসমাগম ও অপূর্ব্ব উদ্দীপনা বহুদিন দৃষ্ট হয় নাই। স্থানাভাবে হাজার হাজার লোক রাস্তায় দাঁড়াইয়াছিল।

শ্রী ভূপেন্দ্র সিংহের প্রস্তাবে ও শ্রী দক্ষিণারঞ্জন দেবের সমর্থনে প্রবীণ জননেতা শ্রী ইন্দ্রকুমাব দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রী রণেন্দ্র মোহন দাস এম, এল, এ, সত্যাগ্রহীদের সকলকে মাল্যভূষিত করিয়া সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর শ্রী কুমুদরঞ্জন লুহ ভাষণ দান প্রসঙ্গে সমবেত জনতার পক্ষ হইতে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিয়া বলেন—সত্যাগ্রহীদের দুঃখবরণ ও ত্যাগ স্পৃহা বিফল হবে না—আমাদের জয় সুনিশ্চিত কারণ আমাদের উদ্দেশ্য ও পন্থা সৎ। শ্রী লুহ অসমীয়া গোষ্ঠীকে ও আসাম সরকারকে সাবধান করিয়া বলেন—গৃহদাহ, লুণ্ঠন, নরহত্যা ও নারী ধর্ষণে কোন সদুদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না—অধর্মে নৈধতে তাবৎ ওতো ভদ্রাণি পশ্যাতি। ততঃ সপত্নান জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি। অধর্মদ্বারা সাময়িক ফল লাভ হতে পারে—সাময়িক মঙ্গলও দেখা যেতে পারে, এমনকি সাময়িকভাবে শত্রুকে জয় করাও যাইতে পারে, কিন্তু অধর্মের জন্যই পরিণামে সমূলে বিনাশ হইবে।

শিলং এর বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা শ্রী সুনির্ম্মল দত্ত তাঁহার ভাষণে বলেন—নিপীড়িত শক্তি আজ জাগ্রত। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সম্মুখে লোকগণনার মিথ্যাচাতুরী, অন্যের অধিকার হরণাদি অপপ্রয়াস ব্যর্থ হবেই। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনেই দিল্লীর কর্তাদের ঘুম ভাঙবে—সিংহাসন টলবে। শ্রী দত্ত সত্যাগ্রহীদের শক্তি বৃদ্ধি করিতে জনসাধারণের কাছে আবেদন করেন।

করিমগঞ্জের প্রবীণ নাগরিক ও লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকিল শ্রী সুখময় দত্ত তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও আদর্শের প্রতি দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া বলেন—মায়ের সন্তান হইয়া মাতৃভাষার মর্যাদা না রাখিলে আমরা কুপুত্র বিবেচিত হইব। শ্রী দত্ত অভিমত প্রকাশ করেন যে, মুখ্যমন্ত্রী চালিহার ভাষা বিল সম্পর্কে মত পরিবর্তন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর উক্ত বিল স্বীকার করিয়া নেওয়া বিকারগ্রস্ত মনের পরিচায়ক। কিন্তু জানিবেন সত্যমেব জয়তে। আপনারা সত্যাশ্রয়ী থাকিবেন—মহাত্মার নির্দিষ্ট পন্থায় আপনারা অগ্রসর হোন, আপনাদের জয় অবশ্যম্ভাবী—ইহাই আমার শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ।

কাছাড় জেলা সংগ্রাম পরিষদের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রী নলিনীকান্ত দাস তাঁহার ভাযণে ১৪ দিন পবিক্রমার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া বলেন--যেখানেই গিয়াছি পূর্ণ সমর্থন ও অপূর্ব্ব সাড়া পাইয়াছি। হিন্দুর কাছ থেকে, মুসলমান ভাইদের কাছ থেকে, মণিপুরী সমাজেব নেতৃবৃন্দেব কাছ থেকে, হিন্দুস্থানী বন্ধুদের কাছ থেকে আন্তরিক ও দৃঢ় সমর্থন পাইয়াছি। তাঁহাদেব উৎসাহ ও উদ্দীপনা আমাদিগকে করিয়াছে শক্তিশালী, আমাদেব আন্দোলনে করিয়াছে নতুন প্রাণ সঞ্চাব।

আসাম বিধানসভার সদস্য শ্রী বিশ্বনাথ উপাধ্যায় (প্রজাসমাজতন্ত্রী) বলেন--আমি শুনিয়াছিলাম দুলু বাবু (শ্রী রণেন্দ্রমোহন দাস) এই আন্দোলনে আমাদের সঙ্গে নাই--এখানে আসিয়া দেখিলাম ভুল শুনিয়াছিলাম। দুলু বাবুও আমাদের সঙ্গে আছেন, আমি এই জন্য আনন্দিত। আমাদের আন্দোলন কাহারও অধিকার হরণের জন্য নহে, আমাদের অপহৃত অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত আমরা থামিব না। আমাদের ন্যায় সংগত ও বিধিদত্ত অধিকার লইয়াই এখানে থাকিব।

শ্রী রণেন্দ্রমোহন দাস তাঁহার ভাষণে সত্যাগ্রহীদের সম্বর্ধনা জানাইয়া বলেন--২১৪ মাইল ১৪ দিনে পরিক্রমা করে : গ্রামে গ্রামে জনসংযোগ--আমি বিস্মিত হইয়াছি তাঁহাদের মনোবল দেখিয়া। আসামে ভাষা সম্পর্কে সরকারের সিদ্ধান্ত ন্যায় বিচার সম্মত হয় নাই, উহা হইয়াছে রাজনীতির কূট কৌশলে। আমরা এই অন্যায় সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে পারি না। আমি প্রথমাবধিই ইহার বিরোধিতা করিয়া আসিতেছি এবং এই জন্যই কাছাড় কংগ্রেস আসাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক কংগ্রেস সংস্থা এবং কাছাড়ের জন্য স্বতন্ত্র প্রশাসনিক ব্যবস্থা দাবি করিয়াছে। আগামী ১২ই মে কংগ্রেস প্রতিনিধিদল দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দৃঢ়ভাবে তাঁহাদের দাবি জানাইবেন। শ্রী দাস পুনরায় পদযাত্রীদলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইয়া তাঁহার বক্তব্য শেষ করেন।

স্কুল বোর্ডের সভাপতি ও পদযাত্রীদলের অন্যতম কংগ্রেসী নেতা শ্রী অরবিন্দ চৌধুরী তাঁহার ভাষণে বলেন--আমাদের গন্তব্য পথে যদি হিমালয়ের বাধা আসে--আমরা হিমালয়ের বুক চিরিয়া পথ সুগম করিব। এই আন্দোলনে কংগ্রেসের পথ ভিন্ন নয়--আমরা এক। আসাম সরকার ঘুমন্ত সিংহকে জাগ্রত করিয়াছেন। আসন্ন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্যে আমাদের আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায় আরম্ভ হইবে--সেটা সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়। জয় আমাদের সুনিশ্চিত। শ্রী চৌধুরী বিপথগামী অসমীয়া নেতৃত্বকে সতর্ক করিয়া বলেন, "তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।"

মণিপুরী যুব-নেতা শ্রী ভূপেন্দ্র সিংহ (মণি সিং) বলেন--আমাদের সংগ্রাম নূতন নয়--বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হইতে আমাদের সংগ্রাম বংশ পরম্পরায় চলিয়াছে। এ আন্দোলন শুধু বাংলা ভাষার আন্দোলন নয়--আমাদের সকলের বেঁচে থাকার আন্দোলন। দিল্লীতে জওহরলাল ডেকেছেন এটা বড় কথা নয়--আন্দোলন শক্তিশালী করিতে পারিলে জওহরলাল সমস্যা সমাধানের জন্য এখানে আসিবেন। ইহা কোন দলের আন্দোলন নহে--ইহা মানুষের জন্মগত অধিকার অর্জনের আন্দোলন।

করিমগঞ্জ লোকেল বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রী ননীগোপাল স্বামী (পদযাত্রী) বলেন--জওহরলাল যুক্তি মানেন না--মানেন ডাণ্ডা। রামালুর আত্মত্যাগে সৃষ্ট আন্দোলনে জওহরলাল নতি স্বীকার করেন। আমরাও আমাদের বলিষ্ঠ আন্দোলনের মাধ্যমে

প্রতিক্রিয়াশীল সরকারকে সচেতন করিব। আসাম সরকারকে আমাদের পাকা ধানে মই দিতে দিব না—ইহা আমাদের দৃঢ় সংকল্প।

করিমগঞ্জ মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী শ্রী মোহিতমোহন দাস (পদযাত্রী) বলেন—শিলচব ভাষা সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবেছিলাম—মাতৃভাষার সম্মান রক্ষা করিব। মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করিয়া আমরা বাঁচিতে পাবি না। ১৪ হাজার সত্যাগ্রহী আমাদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছেন। আমার আবেদন ছাত্রদের কাছে এই বলিয়া যে জগতে সর্বত্র ছাত্ররাই মুক্তির আলোক জ্বালিয়াছে—এখানকার ছাত্ররা কি পেছনে থাকিবে? ছাত্র ও যুবকরা অগ্রসর হও—জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী।

করিমগঞ্জ যুব কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রী নৃপতি চৌধুরী (পদযাত্রী) নবজাগরণকে অভিনন্দিত করিয়া বলেন—ভাষা জননীকে মর্যাদা না দিতে পারিলে বৃথাই আমাদের বাঁচিয়া থাকা। তিনি যুব শক্তিকে আহ্বান করিয়া বলেন—অপরাধের সহযোগিতা আমাদিগকে যে শক্তি দান করিবে তাহা অক্ষয় হইবে।

পদযাত্রীদলের অধিনায়ক জনপ্রিয় নেতা শ্রী রথীন্দ্রনাথ সেন তাঁহার উদাত্ত ভাষণে বলেন—করিমগঞ্জের আজিকার পরিচয় তার সত্য পবিচয়। অত্যাচারী আসাম সরকারের শক্তি নাই—আমাদের ভাষা জননীকে শৃঙ্খলিত করিয়া কণ্ঠরোধ করিতে পারে। আজ গণদেবতা জাগ্রত। গণদেবতার সমর্থন পুষ্ট আশীর্বাদ আমাদের রক্ষা করিবে। ১৪ দিন পরিক্রমায় যজ্ঞকাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি, আপনারা যজ্ঞ সম্পূর্ণ করুন—যজ্ঞে আত্মাহুতি দিবার জন্য প্রস্তুত হউন। আজ আর ভাঁওতায় ভুলিব না—সংগ্রামের বিরতি দিব না—দাবি পরিপূর্ণ রূপে আদায় না হওয়া পর্যন্ত। আমাদের জয় অনিবার্য। শিলচর ও হাইলাকান্দি মহকুমায়ও অনুরূপ প্রস্তুতি চলিয়াছে। সমগ্র কাছাড় জেলা আজ জাগ্রত। আজ আমাদের মধ্যে দল নাই, জাতি নাই, কোন বিভেদ নাই—মায়ের সন্তান সবাই আমরা—আমরা এক। কুরুক্ষেত্রের পাঞ্চজন্যের ধ্বনিতে যুদ্ধ শেষে ধর্মের জয়—অধর্মের পরাজয় সুনিশ্চিত।

অতঃপর শ্রী সেন দৃপ্ত কণ্ঠে পরবর্তী কার্যসূচী ঘোষণা করেন—

১৯শে মে সর্বাত্মক ধর্মঘট ও পূর্ণ হরতাল। দোকানপাট, অফিস আদালত, সরকারী বেসরকারী যানবাহনাদি সব বন্ধ থাকিবে। অতঃপর সরকারী প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে অচল করিবার জন্য অন্যান্য পন্থা গৃহীত হইবে। দ্বিতীয় ঘোষণা—বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাজ্যভাষা করা এবং অন্যান্য অনসমীয়া ভাষার যোগ্য মর্যাদা না দেওয়ার প্রতিবাদে করিমগঞ্জ পৌরসভার আসন্ন নির্বাচন বর্জন করিতে হইবে। এখন এই নির্বাচন আমরা হইতে দিব না।

উপসংহারে শ্রী সেন সরকারী কর্তৃপক্ষকে সাবধান করিয়া দিয়া বলেন যে, তাঁহাদের পরিক্রমার সময় একস্থানে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কতিপয় অসমীয়া সিপাহী তাঁহাদিগকে টিটকারী দিয়াছিল। কর্তৃপক্ষ যেন এইরূপ সব দুরাচারকে সংযত রাখেন—নতুবা অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য তাঁহারাই দায়ী হইবেন। আমরা আমাদের আত্মমর্যাদা কিছুতেই ক্ষুণ্ন হইতে দিব না।

সভাপতি শ্রী দত্ত তাঁহার সারগর্ভ ভাষণে সত্যাগ্রহীদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিয়া বলেন —তাঁহাদের আদর্শনিষ্ঠা ও দুঃখবরণ ব্যর্থ হইতে পারে না। তাঁহাদের দৃঢ়চিত্ততা উদ্দীপনা

ও উৎসাহ জাতির প্রাণে নবচেতনার সঞ্চার করিবে। সত্যাগ্রহীদের সাধনা সম্পূর্ণ সাফল্য মণ্ডিত হউক--ইহাই ঐকান্তিক ভাবে কামনা করি।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান এবং শ্রী চিত্তরঞ্জন ভূষণ কর্তৃক সংগ্রাম তহবিলে কিছু দান ও সকলের নিকট অর্থ সাহায্যের আবেদনের পর সহস্র সহস্র কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম', 'বাঙলা ভাষার স্বীকৃতি চাই', 'অন্যান্য অনসমীয়া ভাষার মর্যাদা চাই', 'মাতৃভাষা রক্ষার সংগ্রামে যোগ দিন--যোগ দিন' ধ্বনির মধ্যে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।"

জাতি, বর্ণ, ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে করিমগঞ্জ মহকুমার সর্বস্তরের জনগণ গণসংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ভাষা-সংগ্রামকে জয়যুক্ত করে তোলার জন্য দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে চললেন। উল্লেখযোগ্য যে, বিগত ১৮ এপ্রিল তারিখে শ্রী সমরজিৎ সিংহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পাথার কান্দি মণিপুরী মহামণ্ডলের এক সভায় সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে কাছাড় জেলা গণসংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্তের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানানো হয়। ভাষার দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলনে সক্রিয় সহযোগিতা দান ও সংগ্রাম চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্তও সভায় গৃহীত হয়। সভায় মণিপুরী মহামণ্ডল এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে মণিপুরীদের সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যদি বাঙালীর কৃষ্টি বিপন্ন হয় তা হলে মণিপুরী সমাজের কৃষ্টিও বিপন্ন হবে। অপর এক প্রস্তাবে প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি যারা নিজস্বার্থে এই আন্দোলন সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে চলেছে এবং সমাজের বিরুদ্ধাচারণ করছে তাদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলা হয় যে এই সব ব্যক্তি মণিপুরী সমাজের প্রতিনিধি নয়।

২১ এপ্রিল শিলচর মহকুমা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে শিলচর শহরের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা হরতাল পালন করেন। বাংলা ভাষার দাবির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে ছাত্রছাত্রীরা এক বিরাট মিছিল করে শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা শেষে গান্ধীবাগে এক সভায় মিলিত হন। সংগ্রাম পরিষদের নেতা শ্রী পরিতোষ পালচৌধুরী, শ্রী বিজন রায় ও অন্যান্য ছাত্র নেতারা আন্দোলনকে সফল করে তোলার জন্য ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

সর্বস্তরের মানুষকে সংগ্রামের সহযাত্রী করে নেবার জন্যে শিলচর মহকুমার গণ সংগ্রাম পরিষদের ভাষা সেনানীদের পদযাত্রা সুরু হল ২৪ এপ্রিল। নরসিংটোলা ময়দানে সেদিন শতশত নরনারী আবেগ মথিত হৃদয়ে পদযাত্রীদলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। সর্বশ্রী সত্যদাস রায়, বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী, ভূদেব ভট্টাচার্য্য প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সত্যাগ্রহী পদযাত্রীদের সংকল্প ও উদ্দেশ্যের সাফল্য কামনা করে সম্ভাষণ জানান। শিলচর মহকুমার সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদক শ্রী পরিতোষ পালচৌধুরীর নেতৃত্বে পদযাত্রীদলে ২৫ জন ছাত্র ও যুবক অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই দলে উল্লেখযোগ্য যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সর্বশ্রী মণীন্দ্র রায়, মৃণালকান্তি রায়, জগদীশ দাস, বেণুলাল রায়, বিনয় দেব, গৌরাঙ্গ দাস, জগজ্জ্যোতি চৌধুরী, নৃপেশ গোস্বামী ও সুবোধ রায়।

পদযাত্রীদল সোনাবাড়ী ঘাটে পৌঁছালে সেখানকার তরুণ মুসলমান ছাত্র ও যুবকেরা তাঁদের অভ্যর্থনা জানান। 'মাতৃভাষা জিন্দাবাদ', বাংলা ভাষা জিন্দাবাদ ধ্বনি দিতে দিতে সমগ্র গ্রাম পরিক্রমা করে সৈদপুর পর্যন্ত এই ছাত্র-যুব দল পদযাত্রীদের অনুসরণ করেন। সেখান থেকে নরসিংপুর পৌঁছে স্থানীয় জয়হিন্দ ক্লাবের তরুণ সদস্যদের উদ্যোগে

আয়োজিত এক সভায় সত্যাগ্রহী নেতৃবৃন্দ পদযাত্রার উদ্দেশ্য ও পটভূমিকা ব্যাখ্যা করে ভাষা-আন্দোলনকে সফল করে তুলতে জনগণের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রী অরুণকুমার চন্দের সহযোগী সংগ্রামী শ্রী বিশ্বম্ভর নাথ পদযাত্রীদলকে সেদিন পরম সমাদরে বরণ করেছিলেন।

পরদিন কাবুগঞ্জ, চাঁদপুর হয়ে যাত্রীদল পৌঁছালেন সোনাই। ইতিমধ্যে গ্রামে গ্রামে পদযাত্রার খবর রটে গেছে। পথের দুপাশে অগণিত নরনারী সত্যাগ্রহীদের উদ্দেশ্যে তাঁদের ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলেন। বিকাল বেলা সোনাইতে এক বিশাল জনসভায় নেতৃবৃন্দ আসাম সরকারের ভাষানীতির সমালোচনা করে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় যে আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে তাতে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের জন্য আহ্বান জানান।

২৬ এপ্রিল, পদযাত্রীদল সোনাই থেকে রওয়ানা দিয়ে কাপ্তানপুর হয়ে উপস্থিত হলেন লক্ষীপুর। সেখানে শ্রী জিতেন্দ্র দেবের নেতৃত্বে স্থানীয় জনগণ যাত্রীদলকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন। বিকাল ৪টায় সেখানে এক সভায় মিলিত হয়ে নেতৃবৃন্দ ভাষা আন্দোলনকে সর্বস্তরের মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম রূপে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট নেতা শ্রী গৌর সিংহ। শ্রী সিংহ আসাম সরকারের উগ্র জাতীয়তাবাদী চরিত্র ও ভাষানীতির কঠোর সমালোচনা করে অনসমীয়া ভাষিক গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার এই আন্দোলনকে জয় যুক্ত করতে স্থানীয় মণিপুরী সমাজকে বিশেষ ভাবে সহযোগিতা প্রদানের জন্য আবেদন জানান।

২৭ তারিখ ভোরবেলা লক্ষীপুর থেকে যাত্রা সুরু কবে সত্যাগ্রহীদল ফুলের তল, পয়লাপুর, লাবক, দেওয়ান হয়ে পৌঁছালেন জয়পুর। সেখানে স্থানীয় জনসাধারণ পদযাত্রীদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন ও সভাসমিতির ব্যবস্থা করেন। সেখানে প্রচারাভিযান শেষে রাত্রিবাস করে পরদিন বড়তল চা বাগানে উপস্থিত হলে "আনন্দ পরিষদ' এর সদস্যগণ যাত্রীদলকে বিপুল সম্বর্ধনা জানান। বড়তল থেকে কুম্ভা—শালগঙ্গা হয়ে তাঁরা গেলেন উদারবন্দ। সেখানে শ্রী যোগেশচন্দ্র পালের উদ্যোগে পদযাত্রীদের অভ্যর্থনা জানানো হয় এবং সভাসমিতির আয়োজন করা হয়।

২৯ তারিখে উদারবন্দ থেকে যাত্রা করে পদযাত্রীরা মধুরা মুখ, হাতিছড়া, ডলু ও ডলুবাজারে জনসংযোগের কাজ সম্পন্ন করে বিকালে পৌঁছালেন বড়খলা। সেখানে দশমশ্রেণীর ছাত্র শ্রী রাজকুমার কৈরীর নেতৃত্বে স্থানীয় ছাত্র-যুবদল পদযাত্রীদের অভুতপূর্ব সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। পরদিন যাত্রীদল জারইল তলা, বিহাড়া হয়ে উপস্থিত হলেন কালাইন। সেখানে সভাসমিতির কাজ শেষ করে রাত্রিবাসের পর ভোরবেলা যাত্রা সুরু করে পাঁচগ্রাম, কাটাখাল হয়ে তাঁরা পৌঁছালেন শালচাপরা। সেখানে এক বিশাল সভায় যোগদান করে যাত্রীদল রাত্রিবাস করলেন।

২রা মে, শালচাপরা থেকে যাত্রা করে পরিক্রমার অন্তিম পর্বে শ্রীকোণা, মাছিমপুর হয়ে প্রায় দুইশত মাইল পথ হেঁটে সত্যাগ্রহী পদযাত্রীরা ফিরলেন শিলচর।

২৪ এপ্রিল ২৫ জনের যে পদযাত্রীদল দৃঢ় সংকল্প নিয়ে পথে নেমেছিলেন, গ্রাম কাছাড়ের অগণিত মানুষের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা নিয়ে তাঁরা যখন ফিরলেন তখন যাত্রীদলে সহস্র পদাতিকের ভিড়। শহরের প্রবেশ পথ তারাপুরে তাঁদের অভ্যর্থনা

জানানোর জন্যে সেদিন গোটা শিলচরই যেন পথে নেমে গিয়েছিল। শিলচর পৌরসভার পক্ষ থেকে সভাপতি শ্রী মহীতোষ পুরকায়স্থ, কাছাড় জেলা সাংবাদিক সমিতির পক্ষ থেকে শ্রী বিনয়েন্দ্রকুমার চৌধুরী, রেডক্রসএর পক্ষে শ্রী ধীরেন্দ্রমোহন দেব পদযাত্রীদের মাল্যভূষিত করে অভ্যর্থনা জানান। মা-বোনেরা উলুধ্বনি করে, শঙ্খ বাজিয়ে, কপালে চন্দন তিলক পরিয়ে তাঁদের বরণ করে নিলেন। এরপর নরসিংটোলা ময়দানে এক বিশাল জনসমাবেশে পদযাত্রীদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। শ্রী শরৎচন্দ্র নাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় শ্রীমহীতোষ পুরকায়স্থ বাংলা মায়ের বীর পদাতিকদের স্বাগত জানিয়ে ভাষা সংগ্রামকে সফল করে তোলার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। পদযাত্রীদলের নেতা, শিলচর মহকুমার সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদক শ্রী পরিতোষ পালচৌধুরী তাঁর দৃপ্ত ভাষণে বলেন যে—এ কদিনের পদযাত্রায় লক্ষ লোকের প্রাণের স্পন্দন আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি। কাছাড়ের জনমানস এক বারুদের স্তূপে পরিণত হয়েছে। কংগ্রেস সরকারের ভাষানীতি মানুষের মনে ক্রোধের সঞ্চার ঘটিয়েছে। আন্দোলন ছাড়া যে সকল বঞ্চনা ও উৎপীড়নের সমাধান নেই এ সত্য কাছাড়বাসী আজ অনেক মূল্যের বিনিময়ে উপলব্ধি করেছেন। সুতরাং সংগ্রাম—সংগ্রাম ছাড়া আমাদের মুক্তি অসম্ভব। জনসাধারণ আমাদের সংগে রয়েছেন—আর কাকে ভয় করব।

শিলচরের ছাত্র নেতা শ্রী মণীন্দ্র রায় ও শ্রী বিজনশঙ্কর রায় উদাত্ত কণ্ঠে ছাত্রসমাজকে জীবন পণ করে সংগ্রামে যোগদানের আহ্বান জানান। এই সভায় অপর যে সব বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন তাঁরা হলেন সর্বশ্রী অনিলকুমার বর্মণ, গোলাম ছবির খান, বিনয়েন্দ্রকুমার চৌধুরী, সত্যদাস রায়, গৌরাঙ্গ সেন ও প্রবীণ কংগ্রেসী নেতা শ্রীহুরমত আলী বড় লস্কর। শ্রী লস্কর তাঁর ভাষণে বাংলা ভাষার মর্যাদার প্রশ্নে কাছাড়ের কংগ্রেস নেতৃত্বের দুর্বল নীতির কঠোর সমালোচনা করে বলেন যে তিনি দুমুখো নীতির সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে অক্ষম। পদযাত্রী যুবদলের দৃঢ় সংকল্পবদ্ধতা ও সংগ্রামী মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে তিনি ঘোষণা করেন যে, 'গণসংগ্রামে মৃত্যু পণ করে আমি এই তরুণদলের সহযাত্রী হয়ে শেষ লড়াই লড়তে প্রস্তুত।"

হাইলাকান্দি মহকুমার জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ ও প্রাণিত করতে ১০ই মে থেকে পদযাত্রা সুরু হয়। তিনটি দলে প্রায় শতাধিক সত্যাগ্রহী হাইলাকান্দি মহকুমা প্রদক্ষিণ করেন। সর্বশ্রী আব্দুর রহমান চৌধুরী, কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী, হরিদাস দেব, রথীন্দ্রকুমার সেন, নৃপেন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ দলের পুরোভাগে থেকে পদযাত্রা পরিচালনা করেন। হাজার হাজার জনতা টাউন হল প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে যাত্রা সুরুর প্রথম দিনে পদযাত্রীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

পদযাত্রীদল বিভিন্ন গ্রাম ও বাজারে বিভিন্ন সভা ও সমাবেশে ভাষা আন্দোলন কেন অনিবার্য হয়ে উঠল, তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি, রাজ্য সরকারের অনুসৃত ভাষানীতি, বিগত দাঙ্গার কারণ, আসামে বাঙালীর অবস্থান তার অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক যা কিছু সমস্ত জনসাধারণের নিকট ব্যাখ্যা করে ভাষা সংগ্রামকে সফল করে তোলার জন্যে আহ্বান জানান। উদ্ভূত সংকট ও সমস্যা থেকে পরিত্রাণের জন্যে সকল ভেদাভেদ ভুলে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে ঐক্য ও সংহতি রক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দান করে প্রতিক্রিয়াশীল ও বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীদের সম্বন্ধে সজাগ ও

সতর্ক থাকার জন্যে আবেদন জানিয়ে বিভিন্ন সভায় বক্তব্য রাখা হয়।

১৩ মে, গ্রাম গ্রামান্তর পরিক্রমা শেষে পদযাত্রীদল হাইলাকান্দি শহরে প্রত্যাবর্তন করলে হাজার হাজার নরনারী বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে তাঁদেব অভ্যর্থনা জানান। পৌব সভাপতি শ্রী প্রমোদরঞ্জন ভট্টাচার্য ও কাছাড় জেলা গণসংগ্রাম পরিষদের সভাপতি শ্রী আব্দুর রহমান চৌধুরী সত্যাগ্রহী পদযাত্রীদলের প্রতিনিধিদের মাল্যভূষিত করে বরণ করলেন। উদ্বাস্তু সমিতির সভাপতি শ্রী নিমাই চাঁদ দেবনাথ, মোক্তার বারের পক্ষ থেকে শ্রী আমীর আলী, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে শ্রী নবেন্দু দত্ত, উইভার্স এসোসিয়েশনের হয়ে শ্রী সচ্চিদানন্দ ভৌমিক, ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষে শ্রী তুলসী দাস রায়, রিক্সা মজদুর এসোসিয়েশনেব পক্ষে শ্রী উপেন্দ্র দত্ত, সাংবাদিকদের পক্ষে কাছাড় জেলা সাংবাদিক সংস্থার সহসভাপতি শ্রী শক্তিধর চৌধুরী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও নেতৃবৃন্দ পদযাত্রীদলকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। এরপর সমস্ত শহর পরিক্রমা করে উদ্বেল জনসমুদ্র কালীবাড়ী ময়দানে পৌঁছে এক সভায় মিলিত হয়। শ্রী আব্দুর রহমান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় করিমগঞ্জের যুবনেতা শ্রী নৃপতি রঞ্জন চৌধুরী, ছাত্র নেতা শ্রী নিশীথরঞ্জন দাস, হাইলাকান্দির শ্রী মাহমুদ আলী বড় ভূইএগ্রা, শ্রী অভিজিৎ দত্ত রায় সম্মিলিত জনতার উদ্দেশ্যে আন্দোলনের নানাদিক বিশ্লেষণ করে তাদের সহযোগিতা ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। পদযাত্রীদলের পক্ষে এই সভায় আরো যাঁরা ভাষণ দান করেন তাঁরা হলেন সর্বশ্রী হরিদাস দেব, নৃপেন্দ্র চৌধুবী, রবীন্দ্রনাথ সেন ও বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী। নেতৃবৃন্দ আবেগাপ্লুত কণ্ঠে পদযাত্রার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে যে অভূতপূর্ব জনসমর্থন প্রত্যক্ষ করেছেন তার বিশদ বিবরণ সভায় তুলে ধরেন। শ্রী মাহমুদ আলী বড় ভূইএগ্রা তাঁর ভাষণে বলেন—"মাতৃভাষার মর্যাদা ও অধিকার আদায়ের জন্য আমাদের ন্যায় ও বিধি সম্মত আন্দোলনকে পর্য্যুদস্ত করার উদ্দেশ্যে আসাম সরকার, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলার সময় যেমন হয় ঠিক তেমনি সমগ্র জেলায় পুলিশ ও মিলিটারীর সমাবেশ ঘটিয়েছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বিগত জুন-জুলাই মাসে যখন সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় দাঙ্গাকারী পশুরা মা বোনের ইজ্জৎ লুণ্ঠন করল, হাজার হাজার অসহায় বাঙালীর ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দিল, লুটপাট করল, নিরীহ মানুষকে হত্যা করল, গোরেশ্বরের যে নৃশংস বর্বর হত্যাকাণ্ড যা যে কোন সভ্য জাতির পক্ষে কলঙ্কজনক, তখন কোথায় ছিল আসাম সরকার, তার গুণ্ডা পুলিশ বাহিনী আর সেনারা? তখন তাদের এই বীরত্ব ও সমরায়োজন নিষ্ক্রিয় ছিল কেন? কিন্তু আজ যখন আমরা অহিংসভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য বাধ্য হয়ে পথে নেমেছি তখন এই তৎপরতার উদ্দেশ্যটা কি তা সহজেই অনুমান করা যায়।" শ্রী আলী তাঁর ভাষণে মুসলমান সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, বাংলা শুধু হিন্দুর নয়, বাংলা ভাষা মুসলমানদেরও মাতৃভাষা। মুসলমানদের প্রতি 'আসাম ট্রিবিউন' পত্রিকার সাম্প্রতিক জেহাদ এর উল্লেখ করে তিনি আহ্বান জানান যে, হিন্দু-মুসলমানের ভেদাভেদ ভুলে আজ সকল বাঙালীর এক সাথে নিজেদের মাতৃভাষার সংগ্রামে আত্মবলিদানেব জন্য প্রস্তুত হতে হবে। তিনি পূর্ব পাকিস্তানে বাহান্ন সালের বাংলা ভাষা আন্দোলনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন যে, সেখানে একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে, পাকিস্তান সরকারের উগ্র ভাষানীতির প্রতিবাদে উর্দুর পরিবর্তে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য ১৪টি বাঙালী

মুসলমান নিজের জীবন বলি দিয়েছে। এই শিক্ষা আমাদেরও গ্রহণ করতে হবে।

শ্রী আব্দুর রহমান চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে দলমত, জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে মাতৃভাষার সংগ্রামকে জয়যুক্ত করে তুলতে জনতার উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান। তিনি কাছাড় জেলাবাসীর পক্ষ থেকে এক ফরমান জারী করে বলেন—উত্তর হাইলাকান্দি-বদরপুর নির্বাচন চক্র থেকে নির্বাচিত আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিমলা প্রসাদ চালিহাকে, অন্ততঃপক্ষে তাঁর ভোটদাতাদের প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা তিনি করেছেন সেই কথা স্মরণ রেখে, নীতি, আদর্শ ও সততার স্বার্থে তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে। আগামী ১৯ মে তারিখের মধ্যে শ্রী চালিহা যেন আসাম বিধানসভা থেকে পদত্যাগ করেন—তাঁর নির্বাচনচক্রের জনসমষ্টির এটাই আজকের রায়।

ভাষা আন্দোলন দমনের জন্য শ্রী চালিহা সরকারের সমরকালীন প্রস্তুতির প্রসংগে শ্রী চৌধুরী হুঁশিয়ার করে বলেন যে, সংগ্রামব্রতী অহিংস সত্যাগ্রহীগণ সরকারের পাশব শক্তি কিংবা রক্তচক্ষুকে মোটেই ভয় পায় না।

ব্রহ্মপুত্রের বুকে দাঙ্গার আগুন প্রশমিত হলেও ভীত সন্ত্রস্ত অত্যাচারিত মানুষের বুকের আতংক তখনো দূর হয়নি। স্বজন হারানোর শোক, দগ্ধ বাস্তুভিটায় শ্মশানের শূন্যতা, স্মৃতিতে রক্তের দাগ আর পাশব অত্যাচারে সর্বস্ব লুণ্ঠিতা নারীর, বেদনা ও দাহ—বিভীষিকার এই নির্মম স্মৃতি তাকে নিয়ত তাড়িয়ে চলেছে। নতুন করে আবার তারা ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে, কিন্তু হামলাবাজদের হুমকি আর প্রশাসনের শীতল সহানুভূতি তেমন ভরসা যোগায় না। এমনি এক পরিস্থিতিতে বিগত ৫ মার্চ সর্বজন শ্রদ্ধেয় ভূদান নেতা আচার্য বিনোবাভাবে পদযাত্রা করে আসামে এসে উপস্থিত হলেন। আর্তমানুষের হাহাকারের কথা জানিয়ে তার প্রতিকারের পথ নির্দেশ জানতে 'নিখিল আসাম বঙ্গভাষাভাষী সমিতি'র প্রতিনিধিরা ২৬ এপ্রিল তারিখে নওগাঁর রূপহীতে আচার্যের সংগে সাক্ষাৎ করলেন। সব কিছু সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে তাঁর হাতে তাঁরা তুলে দিলেন তিনটি পুস্তিকা,—'Recent tragedy in the District of Nowgong', 'Malpractice in the Assam Census–1961' ও 'A case for the Bengali in Assam'–[Memorandum submitted to the President of India under article 347]. প্রতিনিধি দলের কথা শুনে তার উত্তরে আচার্য ভাবে যা বললেন তাতে বেদনাহত হলেন তাঁরা। এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিয়ে ২৯ এপ্রিল তারিখে সমিতির পক্ষ থেকে এক প্রতিবেদন সদস্যদের মধ্যে বিতরিত হয়। প্রতিবেদনটির বক্তব্য ছিল এ রকম :

On 26th April 1961 we had an interview with Acharya Vinoba Bhave at Rupahi in the district of Nowgong. We handed over to him 3 Books

1. Recent tragedy in the District of Nowgong.

2. Malpractice in the Assam Census–1961.

3. A case for the Bengali in Assam. [Memorandum submitted to the President of India under Article 347].

In course of talk we placed before him that though the

disturbances have been over ten months ago, even now there is no sincere effort on the part of the Assam Govt. and the political leaders to have an effective rehabilitation and to tour over the affected areas to grow better relationship among the different sections of the people. We further stated that He has possibly witnessed that in hundreds of villages of Assam and even in District towns the Bengali people are living in a very panicy condition and has also surely witnessed the apathetic attitude of the Assamese people towards the Bengali people. So kindly tell us, in such an atmosphere, how we can live as a free citizen of India and carryout our normal avocations freely without having any fear.

In reply he stated that his first suggestion would be Assamese should be the only official language.

His second suggestion is that the Bengali people should not object to recognise the Assamese as the Official language.

His third suggestion is that the Samiti should immediately withdraw the petition they have filed with the President of India Under Article 347.

His fourth suggestion is that when the petition under Article 347 will be withdrawn he will see that the education in Bengali as medium of instruction is restored by the Govt. of Assam through out the State.

His fifth threatening was that, even if, we do not with draw he will request the President of India to reject our petition.

His Sixth suggestion is that it was better for the Bengali people to withdraw than to be rejected.

His further points were that the Bengali people were neither liked by the Assamese nor by the Biharis and orissa people and every where they are having bad treatment rather they will be completely extinguished if they do not change their approach and behaviour.

Sri Bhaveji told in Nowgong public meeting that he was a Vedantic and did not care who died in last language riot, as to him the death was meaningless."

বিনোবাজীর এবক্তব্য স্বভাবতই আসামের বাঙালীর মধ্যে ও পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন মহলে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে। ১২ মে তারিখে এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখা হল : "আচার্য বিনোবা ভাবে যখন আসাম পরিভ্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন আশা করা গিয়াছিল যে এই সর্বজন পূজ্য মহদাশয় ব্যক্তির সাক্ষাৎ উপস্থিতি ও নৈতিক প্রভাব আসামের জনজীবনে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে যথেষ্ট সাহায্য করিবে। আসামের অবস্থা যে এখনও স্বাভাবিক হয় নাই, আরও বিপর্যয় ঘটিবার আশঙ্কা আছে তাহা শ্রী অজিতপ্রসাদ জৈনের রিপোর্টে স্বীকার করা

হইয়াছে। গত বৎসর ভাষা আন্দোলনের সূত্র ধরিয়া আসামের বাংলাভাষী অধিবাসীদের উপর যে অত্যাচার, উৎপীড়ন ও হিংস্র তাণ্ডব ঘটিয়াছে, তাহার জন্য বাঙালীদের চরিত্র এবং আচরণই প্রধানত দায়ি--এমন উদ্ভট অভিযোগ বিদ্বেষ-বিকারন্ধ কোন অসমীয়া রাজনীতি--ব্যবসায়ী করিলে তাহাতে বিস্মিত হইব না। কারণ এই ধরনের উৎকট ঘৃণা ও বিদ্বেষের ফলেই আসামে হাঙ্গামা ঘটিয়াছে. বাংলাভাষী অধিবাসীদের জীবন দুঃসহ হইয়াছে। আধিপত্য কামী ভাষা মোহান্ধ অসমীয়াগণ যাহাই বলুন না কেন আচার্য ভাবেও যে ইহার প্রতিধ্বনি করিতে পারেন তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে দেখিতেছি আচার্যভাবে নাকি আসামের বাংলাভাষী অধিবাসীদের একটি প্রতিনিধিদলকে এই মর্মে উপদেশ দিয়াছেন যে, বাঙ্গালীরা তাহাদের আচরণ পরিবর্তন না করিলে তাহারা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। আসামের বাঙ্গালীদের আচরণে আচার্য ভাবে কি কি মারাত্মক ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা অবশ্য জানা যায় নাই।

আসাম একটি বহুভাষী রাজ্য, অসমীয়াগণের মত বাংলাভাষী এবং উপজাতীয় অধিবাসীগণ নির্বিবাদে ও সসম্মানে বসবাস করিতে চায়। ইহা নিশ্চয়ই অন্যায় নয়। আসামের বাংলা ভাষীরা এক শতাব্দীকাল ধরিয়া আসামেরই সন্তান। তাহারা যে বাংলা ভাষী এবং বাংলা ভাষা ব্যবহারের চিরাচরিত অধিকার রক্ষা করিতে চায়, ইহাও কখনই তাহাদের চরিত্রের আচরণের ত্রুটি গণ্য হইতে পারে না। ভারতের অন্যান্য অংগরাজ্যেও ভাষাগত সংখ্যালঘুরা নির্বিবাদে সসম্মানে বসবাস করিতেছে, তাহারা অধিকারচ্যুত বা নির্যাতীত হয় নাই। আসামে যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হইয়াছে সেজন্য দায়ী ভাষা মোহান্ধ অসমীয়াগণের উৎকট বাঙ্গালী বিদ্বেষ।

গান্ধীজীর মন্ত্রশিষ্য আচার্য ভাবে এই উৎকট বিদ্বেষবিষ দূর করিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করিবেন ইহাই আমরা আশা করিয়াছি। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি যদি বলেন, বাঙ্গালীদেরই দোষ, কেননা প্রতিবেশী রাজ্য সমূহে কেহই বাঙালীদের পছন্দ করে না, তবে দুঃখের সহিত বলিতে হয়, আচার্য ভাবে গান্ধীজীর দৃষ্টিভংগি অনুসরণ না করিয়া প্রকারান্তরে অন্ধ বিদ্বেষকেই স্বাভাবিক ও অনিবার্য বলিয়া মানিয়া লইতেছেন। অসমীয়ারা বাঙালীদের পছন্দ করেনা ইহা সত্য হইলেই কি অমনি প্রমাণিত হইল দোষ বাঙালী চরিত্র ও আচরণের? আভিজাত্য গর্বী বর্ণ হিন্দুরা ও হরিজনদের পছন্দ করে নাই, কিন্তু সে কারণে গান্ধীজী কখনও বলেন নাই যে, হরিজনরাই তাহাদের সামাজিক দুর্গতির জন্য দায়ী। আসামের বাংলা ভাষীরা কি শুদ্ধ বাঙালী বলিয়াই হরিজনদের অপেক্ষাও অবহেলিত নির্যাতীত এবং নায্য অধিকার বঞ্চিত হইবে?

আচার্য ভাবে অসমীয়াগণের বাঙালী-বিদ্বেষের মূল কারণগুলি অনুসন্ধান করিয়াছেন কি না বলিতে পারি না। কিন্তু ইহা এখন আর কাহারও অজ্ঞাত নাই যে, ব্যাধির মূল অসমীয়াগণের ষোল আনা আধিপত্য কামনা। বিগত দাঙ্গায় বাঙালীদের উপর যে অবর্ণনীয় অত্যাচার হইয়াছিল তাহার আদ্যোপান্ত তদন্ত এখন পর্যন্ত করা হয় নাই ; কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা রাজ্য সরকার কেহই বাঙালী বিরোধী হাঙ্গামার গূঢ় কার্যকারণসূত্র আবিষ্কার করা কর্তব্য মনে করেন নাই। অথচ কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না যে এই হাঙ্গামায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সম্পূর্ণ নির্বিরোধ ও শান্তিপ্রিয় বাংলাভাষী অধিবাসীরা শুদ্ধ বাঙ্গালী বলিয়াই

অসমীয়াগণ কর্তৃক অমানুষিকভাবে লাঞ্ছিত, নিগৃহীত এবং গৃহচ্যুত হইয়াছিল।

আসামে এই বাঙালী-উৎসাদন, নিধন অভিযানের ফলে প্রাণহানি সম্ভ্রমনাশ এবং অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির যাহা ঘটিয়াছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ এখানে নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। কারণ প্রতিকার হউক না হউক শেষ পর্যন্ত অসমীয়া নেতারাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, আসামের হাঙ্গামায় সম্পূর্ণ নির্দোষ বাঙালীরাই একেবারে এক তরফা মাব খাইয়াছে। স্বাধীন ভারতের কোন অঙ্গরাজ্যে ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ইতিপূর্বে কখনও এরূপ মর্মন্তুদভাবে নির্যাতীত হয় নাই। ঘটনা অভূতপূর্ব বলিয়াই আচার্য বিনোবা ভাবে আসাম পরিভ্রমণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ; ইহাও নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে বাংলাভাষী অধিবাসীগণ যাহাতে আসামে নির্বিবাদে স্বাধীন নাগরিক হিসাবে বসবাস করিতে পারে সেজন্য সদিচ্ছার আবহাওয়া সৃষ্টি করিতেই আচার্য ভাবে আসাম সফর করিতেছেন।

আচার্য ভাবে আদর্শনিষ্ঠ, উদারহৃদয় এবং প্রগাঢ়জ্ঞানী। তিনি যে উদ্দেশ্যে আসাম সফর করিতেছেন তাহাও সুমহৎ সন্দেহ নাই। আসামের হাঙ্গামায় যাহারা নির্যাতীত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাদের সান্ত্বনাদানই যদি আচার্য ভাবের আসাম সফরের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে অবশ্য অত্যন্ত হতাশ বোধ করা ছাড়া উপায় নাই। কারণ সান্ত্বনা ও সহানুভূতির বাক্য আসামের হতাশা ভাগ্য বাঙালী অধিবাসীরা অনেক শুনিয়াছে এবং তাহা শুনাইবার লোকের অভাব নাই। আসামের জনজীবনে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে বিদ্বেষ বিষ সঞ্চিত হইয়াছে আচার্য ভাবের মত মহৎ ব্যক্তি তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিবেন ইহা আশা করা গিয়াছিল। অসমীয়াদের মন হইতে উগ্র এবং অন্ধ বাঙালী বিদ্বেষ দূর করার জন্য আচার্য ভাবে কতদূর চেষ্টিত হইয়াছেন এবং ফল কি হইতেছে তাহা জানা যায় নাই। আচার্য ভাবের আসাম সফরে বাংলাভাষী অধিবাসীরা কি পরিমাণ উৎসাহিত ও নিশ্চিন্ত বোধ করিতেছেন তাহাও বলা কঠিন। আচার্য ভাবে যদি বিদ্বেষ বিকারগ্রস্ত অসমীয়াদের হৃদয়ের আশানুরূপ পরিবর্তন ঘটাইতে না পারেন, তবে তাহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু সে জন্য আচার্য ভাবে যদি প্রকারান্তরে আসামের হতভাগ্য বাংলাভাষী অধিবাসীগণের উপরই দোষারোপ করেন তাহা হইলে বাঙ্গালীরা স্বভাবতই অত্যন্ত অসহায় বোধ করিবে। আচার্যভাবের আসাম সফরের এইরূপ পরিণতি ঘটিলে মর্মাহত না হইয়া উপায় নাই।

আসামে যে অত্যাচার-অনাচার বাঙ্গালীদের উপর সংঘটিত হইয়াছে আচার্য ভাবে যদি অসমীয়াদের সেই উগ্র আধিপত্য কামনা চরিতার্থ করার জন্য আসামের বাংলাভাষী অধিবাসীদের একেবারে মাটিতে মিশাইয়া যাইতে বলেন, তাহা হইলে আর যাহাই হউক গান্ধীজীর আদর্শানুযায়ী প্রতিবেশী সুলভ পরস্পর সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের স্বাচ্ছন্দ আবহাওয়া সৃষ্টি হইতে পারে না, বরঞ্চ বিদ্বেষ-বিকারের ব্যাধিই আরও পরিপুষ্ট হয়। আচার্য ভাবের আসাম সফর যে এইভাবে অসমীয়াগণের বিদ্বেষ-বিকারের ব্যাধিকে প্রশ্রয় দিবে, পরিপুষ্ট করিবে ইহা কেবল বাঙালীদের পক্ষে নয়, সকল রাজ্যের সকল শ্রেণীর ভারতীয় নাগরিকগণের পক্ষেই উদ্বেগজনক, মর্মপীড়াদায়ক।"

আচার্য ভাবের বক্তব্য কাছাড় জেলায়ও যথেষ্ট ক্ষোভ ও অসন্তোষ জাগিয়ে তোলে। এ জেলায় তাঁর প্রতি অনুগত ও শ্রদ্ধাশীল অগণিত মানুষেরা রয়েছেন যাঁদের প্রত্যেকেই

বাঙালী এবং বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলনে কৃতসংকল্প। এই পরিস্থিতিতে জেলার সর্বোদয় কর্মীদেরও বেশ অস্বস্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। দেখা যায় যে, পরবর্তী সময়ে 'সর্বোদয় প্রেস সার্ভিস' থেকে কাছাড় জেলা সর্বোদয় মণ্ডলের পক্ষে সংযোজক শ্রী সরোজকুমার দাস কর্তৃক প্রচারিত এক বিবৃতিতে প্রকাশিত সংবাদকে 'বিকৃত ও মিথ্যা' রটনা বলে আখ্যায়িত করা হয়।[৩৩]

—'তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নব নব—আঘাত পেয়ে অচল রব
বক্ষে আমার দুঃখে তব বাজবে জয় ডঙ্ক
দেব সকল শক্তি, লব অভয় তব শঙ্খ।'

মাতৃভাষার আন্দোলনকে জয়যুক্ত করে তুলতে সমগ্র বরাক উপত্যকায় দলমত নির্বিশেষে জাগ্রত জনতার ঐক্য শক্তি অভয়মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করল। এদিকে রাজ্যের কংগ্রেসী সরকার, প্রশাসন ও কংগ্রেস দলীয় রাজ্যস্তরের নেতৃবৃন্দ আতংকগ্রস্ত হয়ে কঠোর দমননীতির প্রস্তুতিকে জোরদার করে তুলল। অপরদিকে দলীয় স্তরে নানা ধরনের প্রলোভন, ভীতি ও চাপ সৃষ্টি হতে লাগল। সংগ্রামী মানুষের সংঘশক্তিকে বানচাল করার অপপ্রয়াসে শাসক শক্তি সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির আশ্রয় নিয়ে নীচ স্বার্থপর একশ্রেণীর বাংলা ভাষাভাষী দালাল ও অন্যান্যদের দ্বারা আন্দোলনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রচনা করল। হিন্দুকে মুসলমানের বিরুদ্ধে, মুসলমানকে হিন্দুর বিরুদ্ধে, মণিপুরী ও অন্যান্য অবাঙ্গালী জাতি গোষ্ঠীর একাংশকে বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে আবার স্থানীয় অধিবাসীদের উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে—এভাবে নানা হীন কৌশলের আশ্রয় নিল সরকার। উপরন্তু কাছাড় জেলা কংগ্রেস কনভেনশনে গৃহীত দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাবের গৃহীত সিদ্ধান্তকে ব্যবহার করে বিভাজনের কূট রাজনীতিও প্রবল হয়ে দেখা দিল। বিগত ভাষাদাঙ্গার সময়ও দেখা গেছে যে, নির্যাতীত বাঙালীরা যাতে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে এর জন্যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ টেনে উত্তেজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছিল। সে সময়, এর বিরুদ্ধে কাছাড় জেলায় ও অন্যত্র মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতারা ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে পরিস্থিতিকে সামাল দিয়েছিলেন।

এদিকে ৮ মে তারিখে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীশরৎ চন্দ্র সিংহ কাছাড় জেলার কংগ্রেস সদস্যদের উদ্দেশ্যে এক বিজ্ঞপ্তি জারী করে বলেন যে, "শিলচর করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেস কমিটি সমূহের কতিপয় সদস্য আসামের সরকারী ভাষা আইনের বিরুদ্ধে আসামের প্রশাসন ব্যবস্থাকে অচল করিবার উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত সংগ্রাম পরিষদের আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করিতেছেন বলিয়া রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন কংগ্রেস সদস্যের অভিযোগ থাকিলে তিনি তাহা নিখিল ভারত কংগ্রেস সমিতির নিকট পেশ করিতে পারেন। অনুরূপভাবে রাজ্য গভর্ণমেন্টের কোন কার্যের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার অর্থ নিশ্চয়ই এই নয় যে, এরূপ ব্যাপারে কংগ্রেসী সদস্যগণ যাহারা কংগ্রেসের এবং কংগ্রেস গভর্ণমেন্টের

বিরোধী তাহাদের সহিত হাত মিলাইতে পারেন।

শিলচর, করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দির সকল কংগ্রেস সদস্যদের নিকট আমাদের আবেদন তাঁহারা যেন কংগ্রেস বিরোধীদের দ্বারা এই প্রশ্নে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত না হন। আমরা আশাকরি এবং বিশ্বাস করি--তাঁহারা সংগ্রাম পরিষদের কার্যাবলীর সহিত যোগদান করা হইতে বিরত থাকিবেন।"

কাছাড়ের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ রাজ্যিক স্তরের [ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার] নেতাদের প্রতি বৈরি মনোভাবাপন্ন হলেও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি গভীর আস্থা ও আনুগত্য বজায় রেখে আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে মীমাংসার পথ খোলা রেখে চলছিলেন। এর ফলে এমন পরিস্থিতি দেখা দিল যে, দলীয় আনুগত্য ও গণআন্দোলন এই উভয়ের প্রবল চাপে অধিকাংশ কংগ্রেসী নেতা বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। এমন ব্যাপারও তখন ঘটতে লাগল যে, দলের চেয়ে গণসংগ্রাম পরিষদের নীতির প্রতি বিশ্বস্ত থেকে প্রকাশ্যে কংগ্রেস নেতাদের আচবণের সমালোচনা করায় শ্রী হুরমত আলী বড়লস্করকে শিলচর জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রী নন্দকিশোর সিংহ, যিনি বিগত বিধানসভা অধিবেশনে ভাষা-বিলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উত্থাপন করেছিলেন, তাঁরই স্বাক্ষরিত এক-পত্রে শ্রী বড়লস্করকে দলীয় শৃঙ্খলা ভংগের দায়ে অভিযুক্ত করে কৈফিয়ৎ চাওয়া হয়। এই পত্রটির বয়ান ছিল এরকম : "It has come to our notice that you being a prominent member of the D. C. C. Executive Committee, Silchar, deliberately acting and carrying a propoganda in different platforms criticising Congress Organisation and Congress M. L. A's in Various ways which is sure to lower the prestige of the congress Organisation in the eye of Public at large. This is not at all desirable for a member of the D. C. C. to discredit the congress in such a naked way.

You are here by asked to show cause to the D. C. C. Office, Silchar, within two weeks from the date of receipt of this notice, why appropriate disciplinary action shall not be taken against you, in default exparte orders in respect of action will be passed against you. [letter no. Dcc / 5 / 61 / 300 /. dt. 11.5.61.]

কংগ্রেস সভাপতির এই আচরণে ক্ষোভ ও দুঃখ হলেও ভাষা আন্দোলনের প্রতি শ্রী বড়লস্কর তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অটল থাকলেন। ৩০ মে তারিখে এই নোটিশের জবাবে তিনি তাঁর বক্তব্য জানিয়ে জেলা কংগ্রেস সভাপতিকে লেখেন : "বাংলাভাষার ব্যাপারে আমি বরাবরই আমার স্বাধীন মত দৃঢ়ভাবে পোষণ করি। আমি বাঙালী ও বাংলা সাহিত্যিক। কাজেই কোন অবস্থাতেই বাংলা ভাষার কণ্ঠরোধ আমি বরদাস্ত করিতে পারি না। হয়ত পারমিট লাইসেন্স ও কন্ট্র্যাক্টধারী কোন কোন কংগ্রেস সেবী আমার মন্তব্যে ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন কিন্তু আমি কংগ্রেসের মর্যাদাহানিকর কোন মন্তব্য করি নাই এবং আমার কোন শত্রুও তাহা বলিতে পারিবেন না। আমি গত ৩০ বৎসরের অধিককাল যাবৎ কংগ্রেসের সহিত জড়িত ও কংগ্রেস আদর্শে বিশ্বাসী। আমি আর্থিক শারীরিক ও মানসিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও ক্ষুদ্রশক্তিমত কংগ্রেসের সেবা করিয়া আসিতেছি। ১৯২১

ইংরাজীর ১২ই মার্চ তারিখে আমার পিতা কংগ্রেস আদর্শের সমর্থন করার অপরাধে ২০০ টাকা অর্থ দণ্ড দেন। আমি সমাজে-নামাজে উৎপীড়িত হইয়াও কংগ্রেস ত্যাগ করি নাই। আমি কংগ্রেসসেবী বা নিপীড়িত নির্যাতিত কংগ্রেস কর্মী হিসাবে জাতীয় সরকার হইতে কোন প্রকার সুবিধা আদায়ের কল্পনা পর্যন্ত করি নাই। সত্যবটে আজকাল অনেকেই কংগ্রেসী সাজিয়া নিজেদেব তখত্ ও রুটির সংস্থানে ব্যস্ত কিন্তু আমি কংগ্রেস সেবার আদর্শ হইতে বিচ্যুত হই নাই। কোন স্বার্থ আদায় করা তো দূরের কথা, বংশানুক্রমে আমি ও আমার পরিবার কংগ্রেসেব মহান আদর্শেব অনুগামী। আমি কংগ্রেসের আদর্শচ্যুত হই নাই এবং হইব না, তাই বলিয়া সুবিধাবাদী দুমুখো কোন কংগ্রেস নেতার কারসাজি ও অপকর্ম সমর্থনও করিব না।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, আসামরাজ্যে বাংলাভাষার রাজ্যিক মর্যাদা আদায়ের ব্যাপারে আমি আবার বাঙ্গালীত্বকে ও মাতৃভাষাকে সর্বোপরি স্থান দিব। কেননা ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন ও ভাষা ব্যাপারে নিজস্ব মত ব্যক্ত করার অধিকার কংগ্রেস আমাদিগকে দিয়াছে। আমি আশাকরি আপনি আমার উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবৃতি বিবেচনা করিয়া আমাকে আমার আবাল্য প্রিয় কংগ্রেসের সেবায় জড়িত থাকিতে দিয়া কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন।

আপনারই বিশ্বস্ত
হুরমত আলী বড়লস্কর
সদস্য
শিলচর জিলা কংগ্রেস

তারিখ
৩০-৫-৬১ ইং

১৬ মে তারিখে নয়াদিল্লী থেকে কাছাড় জেলার কংগ্রেস কমিটিগুলির নিকট নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রী নীলম সঞ্জীব রেড্ডী এক তার বার্তায় নির্দেশ পাঠালেন, "Congress and Congress committees cannot participate in Sangram Parished movement stop issue instructions accordingly." উপরতলার এই নির্দেশ একদল আখের গোছানো কংগ্রেসীদের দ্বিধাগ্রস্ত করে তুললেও মরণমন্ত্রে দীক্ষিত হাজার হাজার সদস্য ও সমর্থকরা কিন্তু—

"মিথ্যাচারীর ভ্রূকুটি শাসন নিষেধ রক্ত আঁখি
না মানি—জাতির দক্ষিণ করে বাঁধিল অভয় রাখি।"

এদিন ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে করিমগঞ্জ শহরে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় কাছাড়জেলা কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্পাদক শ্রী অচিন্ত্য ভট্টাচার্য ও বিশিষ্ট নেতা শ্রী যজ্ঞেশ্বর দাস মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার দাবির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বাধীন অহিংস আন্দোলনকে জয়যুক্ত করে তোলার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাজ্যভাষা রূপে স্বীকার করা ও অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার যোগ্য মর্যাদা ও অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত গণ-আন্দোলন চালিয়ে যাবার সপক্ষেও নেতৃবৃন্দ মত প্রকাশ করেন। ১৯শে মে তারিখের ধর্মঘটের পরবর্তী কর্মপন্থা স্থিরীকরণে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে সম্মিলিত

ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে তাঁরা আবেদন জানান।

সন্ধ্যার পর সবেমাত্র সভার কাজ শেষ হয়েছে ঠিক সেসময় পুলিশের এক ভ্যান সশস্ত্র প্রহরায় মাইক্রোফোনে ৩০ ধারা বিধিমতে নির্দেশ প্রচার করতে করতে জনতার ভীড়ের মধ্য দিয়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে ঢুকে পড়লে সেখানে হট্টগোল সৃষ্টি হয়। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দ্রুত তৎপরতায় গাড়ীগুলিকে পথ করে দেবার সময় জনৈক পুলিশ অসমীয়া ভাষায় জনতার উদ্দেশ্যে অশ্লীল গালিগালাজ করলে ছাত্রযুবকেরা কিছুটা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। কিন্তু কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার সুযোগ না দিয়ে পরিস্থিতিকে সামলে নেওয়া হয়। এই ঘটনার কিছু সময় পরই দেখা গেল যে, একদল সশস্ত্র পুলিশ স্থানীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির কার্যালয় ঘেরাও করে পার্টি-সম্পাদক শ্রী রমেন্দ্র কুমার শর্মা, কৃষক সভার সম্পাদক শ্রী মুদরিছ্ আলী, রিক্সা মজদুর ইউনিয়নেব সহ-সম্পাদক শ্রী মুছব্দর আলী ও শ্রী মইব আলী, শ্রী সাধন দাস, শ্রী নছির আলী, শ্রী হারু দাস, শ্রী মুকুন্দ ভট্টাচার্য, শ্রী বিজয়কৃষ্ণ সেন, শ্রী রাকেশচন্দ্র দেব, শ্রী প্রতুল দাস ও শ্রী শ্যামসুন্দর দেবকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। পরদিন তাঁদের আদালত থেকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

এই পুলিশী জুলুমবাজীর প্রতিবাদে করিমগঞ্জ টাউন ব্যাংক প্রাঙ্গণে শ্রী নীরদভূষণ দের সভাপতিত্বে ১৭ তারিখে কম্যুনিষ্ট দলের পক্ষ থেকে এক জনসভা করা হয়। শ্রী কুমুদ রঞ্জন লুই, শ্রী যজ্ঞেশ্বর দাস প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা পুলিশী ভূমিকার নিন্দা করে ভাষা আন্দোলনকে সফল কবে তোলার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান, শ্রী অচিন্ত্য ভট্টাচার্য এক বিবৃতিতে গণআন্দোলনের বিরুদ্ধে কংগ্রেস সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।

১৭ মে তারিখে সমগ্র কাছাড় জেলার শিক্ষক ও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ আসাম সার্কেলের বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক এক নির্দেশে কোন প্রকার আন্দোলন কিংবা বিক্ষোভে অংশগ্রহণ না করতে সারকুলার জারী করেন।

কাছাড়জেলার গণজাগরণ ও সংগ্রামের মূল ভিত্তি যে শিক্ষক-ছাত্র সমাজ, যাঁরা ভাষা সংগ্রামের নির্ভীক সেনানী তাঁরা সকল প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দিয়ে 'জীবন মৃত্যু'কে 'পায়ের ভৃত্য' করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন আন্দোলনে। তাঁদের নিরলস সংগ্রামের ইতিহাস এ জেলার এক গৌরবময় অধ্যায়।

অসমীয়া ভাষাকে আসামের একমাত্র রাজ্যভাষা রূপে প্রতিষ্ঠা দানের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় যখন নির্বিকারে বাঙালী নিধন যজ্ঞ সুরু হয়, পক্ষপাত-দুষ্ট সরকার ও তার প্রশাসন যন্ত্র যখন পরোক্ষ দমন পীড়ন ও উৎখাতের নীতিকেই সমর্থন করে চলেছে সেই দুঃসহ ভয়াবহ দিনে উনষাট সালের এপ্রিল মাসে ছাত্র নেতা শ্রী কল্যাণব্রত ভট্টাচার্যকে সভাপতি ও শ্রী সুকেশরঞ্জন বিশ্বাসকে সাধারণ সম্পাদক করে শিলচরে 'ছাত্র সমিতি' নামে এক সংগঠন গড়ে উঠল। ২ ও ৩ জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত 'নিখিল আসাম বাঙ্গালা ভাষা সম্মেলন'কে সফল করে তুলতে সে সময় শিলচর, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জের ছাত্রসমাজ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ৪ জুলাই থেকে শুরু হল দাঙ্গা। প্রতিবাদে ৭ জুলাই ১৯৬০ তারিখে করিমগঞ্জে শ্রী নিশীথরঞ্জন দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে গঠন করা হল ছাত্র সংগ্রাম সমিতি। শ্রী বিজিৎ চৌধুরীকে সভাপতি ও শ্রী অসীম সেন কে সাধারণ সম্পাদক করে সমগ্র মহকুমা ভিত্তিক এক

শক্তিশালী কার্যকবী কমিটিও এই সভায় গঠিত হল। ১১ জুলাই তারিখে ছাত্রসংগ্রাম সমিতিব আহ্বানে দাঙ্গা ও বাজ্যভাষা সংক্রান্ত সরকারী নীতির প্রতিবাদে করিমগঞ্জ মহকুমায় বন্ধ পালিত হল। ১৩ জুলাই, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি শ্রী সঞ্জীব বেড্ডী ও আসাম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রী সিদ্ধিনাথ শর্মা কাছাড় জেলা সফরেব উদ্দেশ্যে শিলচর এসে পৌছালে শহরের প্রবেশ পথে, সদরঘাটে কয়েক সহস্র ছাত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাঁরা শ্রী রেড্ডীকে শেষ পর্যন্ত শহরে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেও শ্রী শর্মাকে বাধ্য হয়ে বরাক নদীর অপর পার থেকেই ফিরে যেতে হয়। আসাম প্রদেশ কংগ্রেস প্রধান শ্রী সিদ্ধিনাথ শর্মার বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার রোষের কারণ ছিল এই যে, তাঁরই উগ্র বাঙ্গালী-বিদ্বেষ সঞ্জাত নেতৃত্বের দ্বারা সমগ্র আসামে বাঙ্গালী ও অনসমীয়া জাতি গোষ্ঠীর ভাষিক, সাংস্কৃতিক ও পরম্পরাগত ঐতিহ্য ভূলুণ্ঠিত ও বিপন্ন হয়ে পড়েছে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার নৃশংস দাঙ্গার বিরুদ্ধে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেই এই নেতা শুধু ক্ষান্ত হন নি, বিভিন্ন ভাবে অসমীয়া জনগণের মধ্যে উগ্র বিদ্বেষের আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছেন এবং একমাত্র অসমীয়াকে রাজ্যভাষা করার প্রস্তাব তাঁরই নেতৃত্বে কার্যকরী করার অব্যাহত প্রয়াস চালানো হচ্ছে। সেদিন যখন ফেরী নৌকা শ্রীসিদ্ধিনাথ শর্মাকে নিয়ে ফিরে যায় তখন বরাকের স্রোতে হাজার হাজার পায়ের চপ্পল ভেসে যাচ্ছিল। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে ভাষা দাঙ্গার পর পরই শিলিগুড়ি রেলষ্টেশনে একদল ছাত্র দ্বারা শ্রী শর্মা তাঁর বিদ্বেষ নীতির জন্য রেলের কামরায় আক্রান্ত হয়ে ছিলেন। সেদিনের এই ছাত্র-বিক্ষোভের চেহারা দেখে শ্রীরেড্ডীকে করিমগঞ্জ সফর বাতিল করতে হয়েছিল।

করিমগঞ্জ ছাত্র সমিতির আহ্বানে ১৬ জুলাই' ৬০, তারিখে শ্রী গৌরীতে অনুষ্ঠিত হল মহকুমা ভিত্তিক প্রথম ছাত্র সম্মেলন। শ্রী বিজিৎ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে সর্বশ্রী নিশীথরঞ্জন দাস, নৃপতিরঞ্জন চৌধুরী, সুজিৎ চৌধুরী, আব্দুর রৌফ প্রমুখ বিশিষ্ট ছাত্র নেতারা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বর্বরোচিত হাঙ্গামা ও ভাষানীতি সম্পর্কিত সরকারী নীতি, ছাত্রদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে উদ্ভুত জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলায় বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। এদিন সন্ধ্যায়, সভার কাজ শেষ হলে পর, প্রায় চার হাজার ছাত্র মশাল মিছিল নিয়ে শ্রীগৌরী থেকে বদরপুর পর্যন্ত পথ পরিক্রমা করে।

৫ ফেব্রুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত কাছাড় জেলা জনসম্মেলনকে সফল করে তুলতে জেলার ছাত্র সংগঠনগুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। করিমগঞ্জ মহকুমায় ছাত্রসংস্থা ও ছাত্রসংহতি নামক দুটি প্রতিনিধিত্ব মূলক ছাত্র সংগঠন গণসংগ্রাম পরিষদের কার্যসূচীকে সফল করে তোলার জন্য সমগ্র মহকুমায় ছাত্রসমাজকে সংগঠিত করে সভা সমিতি ও প্রচার কার্য চালাতে লাগল। শিলচর ও হাইলাকান্দি মহকুমার ছাত্র সংগঠনগুলিও অনুরূপ তৎপরতা চালিয়ে ভাষা সংগ্রামের শক্ত ভিত গড়ে তুলল। ১৭ মে তারিখে প্রচারিত বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শকের নির্দেশ কাছাড়ের ছাত্র সমাজ শুধু প্রত্যাখ্যানই করেনি এই নিষেধ নিতান্তই হাস্যকর বলে তাদের কাছে মনে হয়েছে।

এদিকে সরকার পক্ষে বরাকবাসীর গণতান্ত্রিক অহিংস আন্দোলনকে গুঁড়িয়ে- দেবার জন্যে যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি নেওয়া হল। সেন্ট্রাল রিজার্ভ ফোর্স, আসাম রাইফেলস্, বর্ডার

ট্রুপস্, আসাম ব্যাটালিয়ান, আসাম পুলিশ বাহিনীর সংগে যোগ দিল সেনাবাহিনী, সাঁজোয়া গাড়ী, ষ্টেনগান, মেশিনগান ও ভারি বুটের আওয়াজে দাপিয়ে বেড়াতে লাগল কাছাড়ের বুকের উপর। এ মাসের গোড়ার দিকেই একজন স্পেশ্যাল ডেপুটি ইন্সপেক্টর শিলচরে ঘাঁটি গেড়ে বসলেন। পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল হায়দার হোসেন ইতিমধ্যে একবার গোটা পরিস্থিতি সরেজমিন পরিদর্শন করে গেছেন। রাজধানী শিলংয়ের সচিবালয় ভবনে বিশেষ সেল গঠন করে জোর তৎপরতা চালানো হল। এসব প্রত্যক্ষ করে ক্ষুব্ধ জনতার মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে—গত জুলাই মাসে যখন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অবাধ উন্মত্ত তাণ্ডব চলেছিল, তখন এই সমরায়োজন কোথায় ছিল? বিগত জুন মাসের শেষভাগে আসাম পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল শ্রী সুধীন দত্ত হাঙ্গামার আশংকা প্রকাশ করে অতিরিক্ত পুলিশ ও সেনাবাহিনী মোতায়েনের জন্যে সে সময় সরকারের কাছে অনুরোধ জানালে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী চালিহা কিন্তু তখন সে কথায় কান দেননি। অথচ এর পর যখন সমগ্র উপত্যকা জুড়ে জঙ্গলের রাজত্ব চলল, সরকার তখন বললেন যে এমন ঘটবে বলে তাঁরা অবহিত ছিলেন না। অবশ্য সরকারের এমন অজুহাতকে অত্যাচারিতরা বিশ্বাসের মধ্যে গণ্য করেননি। ডিব্রুগড় থেকে ধুবড়ী—ব্রহ্মপুত্র নদের দুই পার ধরে হিংস্র দাঙ্গাবাজরা সেদিন যে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল সেই ভয়াবহ পাশবিকতার স্মৃতি ও কলংকের কথা 'লুইতের' জল মুছে দিতে পারেনি।

জুলাইর দাঙ্গায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল গোরেশ্বর। ৮ জুলাই গৌহাটিতে হাঙ্গামা ও গুলির্বষণে শ্রীরঞ্জিত বরপূজারীর মৃত্যু এবং ৪ তারিখ থেকে ৯ জুলাই তারিখ পর্যন্ত কামরূপ জেলার গোরেশ্বরে অনুষ্ঠিত অবাধ হাঙ্গামা ও হত্যাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্তের সরকারী প্রতিবেদন প্রকাশিত না হলে ও বিবিধ সাক্ষ্য প্রমাণ ও অর্ন্তদন্ত থেকে যে ভয়াবহ চিত্র প্রকাশিত হয় তা থেকে আসাম সরকার ও প্রশাসন যন্ত্রের ভূমিকা যে মোটেই নিরপেক্ষ ও পরিছন্ন ছিল না এ কথা সকলেরই জ্ঞাত ছিল।

নিখিল আসাম বঙ্গ ভাষাভাষী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রী শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত ও সমিতির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ প্রখ্যাত আইনজীবী শ্রী নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ ভূপাল বসুর সংগে ২৪ থেকে ২৬ ডিসেম্বর '৬০ তারিখ পর্যন্ত বিধ্বস্ত কামরূপ ওগোয়াল পাড়া জেলা পরিদর্শন করে যে রিপোর্ট দাখিল করেন তাতে এই অঞ্চলের বিপন্ন মানুষের অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা ব্যক্ত হয়েছে। গোরেশ্বর হাজো পাড়া রামসঝর, মহুরী পাড়া পলাশবাড়ী, ছয়গাঁও, বকো, ধূপধারা, শিমূলতলা, দরংগিরি, দুধনৈ, কৃষ্ণাই, সোনাপুর, জাগীরোড, নেলী, রহা, রূপহী, হয়বরগাঁও, নওগাঁ, রাঙ্গালু, কাটিয়া তলী, যমুনামুখ, হোজাই ধিং, কলিয়াবর, মিসা প্রভৃতি অঞ্চলের অত্যাচারিত মানুষেরা যাদের পালাবার কোন স্থান নেই, তারা পোড়া ভিটে আগলে একটু সাহায্য ও সহানুভূতির মিথ্যা আশায় মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকে। এ দাঙ্গায় বাঙালী হিন্দু, মুসলমান, বিহারী প্রভৃতি বিভিন্ন অনসমীয়াদের বাড়ীঘরই পুড়েছে। কৃষ্ণাইতে দাঙ্গাবাজরা বাঙালী মুসলমানদেরে বাধ্য করেছে হিন্দুর বাড়ীঘর জ্বালিয়ে নিঃশেষ করে ফেলতে। এক গোরেশ্বর এলাকায়ই প্রায় দুই হাজার পরিবার কৃষক, ছোট বড়, মাঝারী ব্যবসায়ী, দিনমজুর, মধ্যবিত্ত সকল শ্রেণীর মানুষই আক্রান্ত হয়েছেন। এমন সব পরিবার ছিলেন যারা কয়েক পুরুষ ধরে সেখানে বাস করছেন, অসমীয়াদের সংগে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়ে অসমীয়া ভাষা ও

সংস্কৃতিকে আপন করে নিয়েছেন, তারাও হত্যাকারীদের হাতে রক্ষা পান নি। বিধবা নারী এমন কি শিশুকেও পর্যন্ত জীবন্ত দগ্ধ করা হয়েছে। প্রায় কুড়িটি দুর্গা-মণ্ডপ ও কালীমন্দির, দুইটি আখড়া, পাঁচটি রাধাগোবিন্দের মন্দির ও বেশ কটি বাংলা মাধ্যম স্কুল সম্পূর্ণ ভাবে হামলাকারীরা জ্বালিয়ে দেয়।

তদন্ত কমিশনের নিকট সাক্ষ্য ছিল যে, অনেক পুলিশও দুর্বৃত্তের ছদ্মবেশ পরে হানাদার সেজেছিল এবং প্রশাসনের উপর থেকে নীচুতলা উগ্র জাতি দাঙ্গায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লিপ্ত ছিল। এ নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠলে কেন্দ্রীয় সরকাবের হস্তক্ষেপে কিছু সংখ্যক পদস্থ সরকারী কর্মচারী শাস্তির সম্মুখীন হলে সাময়িক ভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও '৬১ সালের জানুযারি থেকে আবার দাঙ্গা সমর্থকরা শক্তিশালী হয়ে উঠে। ফলে প্রায় বাধ্য হয়েই তখন বাঙালী এই অপরাধে ইন্সপেক্টর জেনারেলকে অপসারণ করা হয়।

আসামের মুখামন্ত্রী শ্রী চালিহা যাকে বরাক উপত্যকার বাঙালীরা ভালোবেসে শ্রদ্ধা করে নির্বাচনে জয়ী করালো, বাঙালী ও অসমীয়ার মধ্যেকার বিভেদের দেয়াল ভেঙ্গে মিলনের সেতুবন্ধ রচনার আদর্শ ভিত রচনা করল, সে সবই মিথ্যা হয়ে গেল। বাঙালী বুঝতে শিখল যে, অসমীয়া উগ্রজাতীয়তাবাদের হিংস্র চরিত্র কোন ন্যায়, আদর্শ কিংবা মানবিকতার ধার ধারে না। যে চালিহা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার নির্বাচনে পরিত্যক্ত হয়েছিলেন, তিনিই উগ্রবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে সেখানে তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথটিকে খুঁজে নিলেন। বাঙালী কিংবা অন্যান্য অনসমীয়াদের প্রতি নিপীড়ন, অত্যাচার আর বিদ্বেষের পাল্লা যত ভারি হবে ততোই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার রাজনীতির অংগনে তিনি লোকপ্রিয় হয়ে উঠতে সক্ষম হবেন, এ সত্য শ্রী চালিহার অভিজ্ঞ দূরদৃষ্টি হৃদয়ঙ্গম করতে বেশি বিলম্ব করেনি। তাছাড়া অসমীয়াকে রাজ্যের একমাত্র সরকারী ভাষা রূপে প্রতিষ্ঠাদানের ক্ষেত্রে তাঁর যে নেতৃত্ব ও ভূমিকা ছিল তার পিছনে কাছাড় জেলার নির্বাচিত প্রতিনিধিরূপে অন্ততঃপক্ষে বদরপুর নির্বাচন চক্রের গরিষ্ঠ সংখ্যক বাঙলা ভাষাভাষীরও সমর্থন নাকি তার পিছনে রয়েছে এমন একটি ধারণাকে অপপ্রচার করারও সুযোগ ঘটে গিয়েছিল। যাই হোক, বদরপুর তথা কাছাড় জেলাবাসী তাঁর প্রতিনিধিত্বকে অস্বীকারই শুধু করেনি, তাঁকে পুনরায় নির্বাচন ডেকে জয়ী হবার চ্যালেঞ্জও জানিয়েছে। জনগণের প্রতিনিধি অবশ্য গণতান্ত্রিক দাবিকে মেনে না নিয়ে বন্দুক আর মেশিনগানের বুলেট দিয়ে বাঙালীর মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার অহিংস আন্দোলনকে স্বাগত জানাবার জন্যে রণসাজেই সজ্জিত হলেন।

'সংগ্রাম—সংগ্রাম চলছে,
জনতার সংগ্রাম চলবে।
সরকার তো নয় সে শয়তান,
বেইমান চালিহা সাবধান।
যত আন মিলিটারী ষ্টেনগান,
মাভৈঃ —
মায়ের চরণে মোরা দিব বলিদান
সংগ্রাম চলছে, চলবে সংগ্রাম।—

১৮ মে, সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে সরকারী দমন নীতি ব্যবস্থা, বিভাজনের কূট কৌশল ও হীন হিংস্র ষড়যন্ত্রের প্রতি জনসাধারণকে সজাগ ও সতর্ক করে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে ১৯শে মে'র আন্দোলনকে সফল করে তুলতে এক আবেদন পত্র প্রচার করা হল ; —"ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও বাজ্য সরকারেব নিকট সংবিধান সম্মত জন্মগত অধিকার রক্ষার জন্য এই জেলাবাসীর পক্ষ হইতে আবেদন নিবেদন করা সত্ত্বেও আমাদের মাতৃভাষার নায্য মর্যাদার দাবি অবহেলার সংগে উপেক্ষা করা হইয়াছে। তজ্জন্য স্বাধীন ভারতের সংবিধান সম্মত জন্মগত অধিকাব রক্ষার দাবির ভিত্তিতে আগামী ১৯শে মে, ১৯৬১ ইংবাজী হইতে সমগ্র কাছাড়ে জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে অহিংস অসহযোগ গণ আন্দোলন চালাইয়া যাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। এমতাবস্থায দেখা যায় যে উক্ত অহিংস আন্দোলনকে দমন-নীতি দ্বারা প্রতিহত করার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া সিপাহী শান্ত্রী মোতায়েন করিয়াছেন। ইহাতে শান্ত জেলাবাসীর বিক্ষুব্ধ হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা আছে বলিয়া আশংকা করা যায়। স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসাবে নিজ জাতীয় সরকারের নিকট হইতে ন্যায় বিচার পাওয়ার মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত দাবির আন্দোলনকে এইভাবে সশস্ত্র মিলিটারী ও পুলিশ দ্বারা দমাইবার অপচেষ্টা দ্বারা শান্ত জনগণের মনে আতংক সৃষ্টি করা হইতেছে।

এমতাবস্থায় কাছাড়বাসী জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে এই জেলাবাসীর জাতীয় সংগ্রাম হিসাবে গ্রহণ ক্রমে ১৯শে মে পুণ্য দিবস স্মরণে গণ-কল্যাণ নিমিত্ত সংঘবদ্ধ ঐক্যশক্তির মাধ্যমে সংবিধান সম্মত মৌলিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামে দলে দলে যোগদান করুন। অন্যথায় কাছাড়বাসীকেই ইহার কুফল ভুগিতে হইবে, এবং ভবিষ্যৎ বংশধরের নিকট জবাবদিহি হইতে হইবে।

গণ আন্দোলনকারী কাছাড় জেলার সকল কর্মী, ছাত্র, যুবক ও নেতৃবৃন্দের নিকট আবেদন এই—যাহাতে শান্তিপূর্ণ অহিংস আন্দোলন পরিচালিত হয় তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ কঠোর দৃষ্টি রাখিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করা যাইতেছে। যদি কোন কারণে আন্দোলনকারী সত্যাগ্রহীদের উপব কোন প্রকার জুলুম বা অত্যাচার হয় তবে আপনারা ধৈর্যচ্যুত বা ভীত না হইয়া অবিচলিত ও নিঃশংক চিত্তে সংগ্রাম চালাইয়া যাইবেন—এই দৃঢ় বিশ্বাস জেলাবাসীর আছে। বাঙ্গালা ভাষা জিন্দাবাদ, গণ-আন্দোলন জিন্দাবাদ!!"

১৮ মে, ১৯৬১ সাল। এদিন ছিল স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার শেষ দিন। পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে বেরিয়েই ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিলে সামিল হল। শিলচর, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ—সর্বত্র এই দিনটি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের দিন রূপে প্রতিপালিত হল। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় বুকের রক্ত ঢেলে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার শপথ নিল।

সমগ্র কাছাড় জেলার সকল আন্দোলনের পীঠস্থান সে সময় ছিল করিমগঞ্জ। ভাষা সংগ্রামের সিদ্ধান্ত এই শহরের বুকেই প্রথম ঘোষিত হয়। গণসংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও এই শহরের হাতে। বিভিন্ন সময়ের ছাত্র আন্দোলনের পুরোভাগে প্রতিবাদী চরিত্র নিয়ে এগিয়ে থেকেছেন এই শহরের ছাত্র নেতারা। স্বাধীনতার বলি হাজার হাজার উদ্বাস্তুর জীবন ও ইজ্জত যখন বিপন্ন, দুমুঠো ভাতের জন্যে অসহায় মানুষেরা যখন ভিক্ষা পাত্র হাতে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরছে, স্বাধীন সরকারের কাছে তখন এই সর্বহারারা

অবাঞ্ছিত উপদ্রব মাত্র। কালোবাজারী আর লুঠেরাদের দৌরাত্ম্যে তখন সর্বসাধারণেব প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের নামে যে নয়শত পঁচাত্তর টাকা ধার হিসেবে ছিন্নমূল মানুষের হাতে গুঁজে দেবার বন্দোবস্ত করা হল তা পেতে অনেক ক্ষেত্রে কেবল যে লাঞ্ছনা আর গঞ্জনাই পোহাতে হত তা নয়, সরকারী কর্তাব্যক্তি, কর্মচারী, দালাল, টাউটদের হাত ঘুরে সে অর্থের অর্ধেকই গচ্ছা দিতে হত। এসব সংকট ও সমস্যার কোন প্রতিকার ছিল না। তখন ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ করিমগঞ্জের ছাত্র-যুব সমাজ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ১৫ আগষ্ট, ১৯৫৬ তারিখে ছাত্র-পুলিশে সংঘর্ষ ঘটল। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিষ্ণুরাম মেধী আর খাদ্যমন্ত্রী শ্রী বৈদ্যনাথ মুখার্জি করিমগঞ্জ সফরে এলে বিক্ষোভ দেখানো হল। সেদিন পুলিশের অত্যাচারে অসংখ্য লোক আহত হলেন। ১৪৪ ধারা ভেংগে ছাত্র-যুব-জনতা খাদ্য ও পুনর্বাসনের দাবিতে বিপন্ন মানুষের পাশে পথে নেমে সেদিন তার সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছে। ১৭ আগষ্ট গ্রেপ্তার করা হল শ্রী যজ্ঞেশ্বর দাস, শ্রী মতীন্দ্রকুমাব ভট্টাচার্য ও শ্রী বিনোদ সোম প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে। এর প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র মহকুমাবাসী সেদিন আন্দোলনের পথে পা বাড়িয়েছিলেন--সে এক সংগ্রামী ইতিহাস।

১৮ মে তারিখে প্রায় পনেরো হাজার ছাত্র-ছাত্রী মাতৃভাষার দাবি নিয়ে শোভাযাত্রার মাধ্যমে সমগ্র শহর ও শহরতলী পরিক্রমা করে করিমগঞ্জ টাউন ব্যাংক প্রাঙ্গণে এক বিশাল সমাবেশে যোগদান করেন। এই সভায় ছাত্রসংস্থার সাধারণ সম্পাদক শ্রী নিশীথ রঞ্জন দাস, ছাত্র সংহতির সাধারণ সম্পাদক শ্রী দেবপদ চৌধুরী, প্রাক্তন সভাপতি শ্রী রবিজিৎ চৌধুরী, করিমগঞ্জ ছাত্রসংসদের সহসভাপতি শ্রী শান্তিময় ভট্টাচার্য প্রমুখ ছাত্রনেতারা সরকারের ভাষানীতি ও দমননীতির তীব্র সমালোচনা ও ধিক্কার জানিয়ে জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দানের বিনিময়ে ভাষা জননীর হৃত মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে সংগ্রামী শপথ গ্রহণ করেন। কাছাড়ের একদল ছাত্রনেতা এক আবেদন পত্রে শিক্ষাবিভাগের নির্দেশের প্রতি ভারতবর্ষের ছাত্র সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে,

'বশ্যতার শিকলের দ্বারা নয়, বিচারহীন বিধানের কঠিন কানমলার দ্বারা নয়'--মর্যাদা সহকারে মাতৃভাষার স্বীকৃতি প্রদানের মধ্যেই মীমাংসা সম্ভব। আবেদন পত্রে ছাত্র-নেতাদের বক্তব্য ছিল এই যে, "আসাম সরকার ভাষাবিল জবরদস্তিতে পাশ করাইয়া শুধু আমাদের শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করেন নাই, মাতৃভাষা রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব হইতে কাছাড়ের ছাত্র সমাজকে অপসারিত করার জন্য এক অগণতান্ত্রিক সার্কুলার জারি করিয়াছেন। জাতির আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা স্ব স্ব মাতৃভাষা রক্ষা করিয়া থাকেন। ঢাকার ছাত্র সমাজ বুকের রক্ত ঢালিয়া নিজেদের মাতৃভাষাকে কায়েম করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের সরকার মাতৃভাষা রক্ষার মহান কর্তব্য হইতে আমাদের অপসারিত করার অপপ্রয়াসী হইয়াছেন। আসাম সরকারের এই সার্কুলার আমাদের প্রতি শুধু অবিচার নয়, আমাদের মানবিক অধিকারের উপর এক বেপরোয়া হস্তক্ষেপ। এই আমলাতান্ত্রিক মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য ভারতবর্ষের সংগ্রামী ছাত্রসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।"

এই আবেদনে স্বাক্ষরকারীরা ছিলেন সর্বশ্রী নিশীথ দাস, বিজনশংকর রায়,

ননীগোপাল চক্রবর্তী, শক্তিব্রত বিশ্বাস ও মনীন্দ্র রায়।

সমগ্র জেলা জুড়ে হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবীদল সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশ মত আপন আপন দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝে নিয়ে প্রস্তুত হতে লাগল। পরিষদের প্রধান কার্যালয় করিমগঞ্জে নেতাদেব চোখে ঘুম নেই। কবিমগঞ্জের মহকুমা শাসক শ্রী প্রফুল্ল দেব সরকারের দমন পীড়ন নীতি ব্যবস্থাকে মনে প্রাণে মেনে নিতে পারছেন না অথচ দুহাত বাঁধা। করিমগঞ্জ মহকুমায় তিনি তাঁর অসামান্য দক্ষতা, শিষ্টাচার আর সেবামূলক বিভিন্ন কাজের জন্য যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানমালাকে সার্থক করে তোলার জন্যে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম কবে চলেছেন। মেয়েদের উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ও শহরের শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষানুরাগীদের নিয়ে একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সচেষ্ট ও তৎপর রয়েছেন। এমন অবস্থায় অন্যায়ের স্বপক্ষে দাড়িয়ে অহিংস গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণে তিনি স্বভাবতই কুণ্ঠাবোধ করেন। তাঁর মনের এই বেদনাও ক্ষোভকে তিনি শহরের অন্তরংগ জনদের নিকট প্রকাশ করতে ও দ্বিধাবোধ করেন নি। তাছাড়া 'ভগনীয়া' (উদ্বাস্তু), পাকিস্তানী, বহিরাগত, বিদেশী বঙাল—এসব বিশেষণে ভূষিত অসম্মানে অভ্যস্ত বাঙালী সরকারী কর্মকর্তা ও চাকরিজীবীরা তখন তীব্র মানসিক চাপে পীড়িত হচ্ছিলেন। ক মাস আগে ইন্সপেক্টর জেনারেলের উপর সরকারের যে কোপ পড়েছিল সে ঘটনার রেশ তখনো মিলিয়ে যায়নি। এমন জটিল পরিস্থিতিতে সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করার গোপন নির্দেশ জেলায় এসে পৌঁছালো। ত্বরিতে খবর পৌঁছে গেল সংগ্রাম পরিষদের কার্যালয়ে। সংগে সংগে এক জরুরী সভায় মিলিত হয়ে গান্ধীজীর নীতি ও আদর্শে বিশ্বাসী পরিষদের নেতারা এ ধরনের পরিস্থিতিতে গ্রেপ্তার বরণকে আন্দোলনেরই অংগ বলে অভিহিত করে সিদ্ধান্ত নিলেন। সভায় স্থির হল যে, করিমগঞ্জে শ্রী নৃপতিরঞ্জন চৌধুরী ও শ্রী নিশীথরঞ্জন দাস সংগ্রাম পরিচালনার প্রয়োজনে আত্মগোপন করবেন। ইতিপূর্বে শিলচর মহকুমা সংগ্রাম পরিষদের মধ্যে ন্যস্ত স্বার্থের কোন্দল দেখা দিলে মহকুমা কমিটি বাতিল বলে ঘোষণা করে শ্রী পরিতোষ পালচৌধুরীকে সর্বময় কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে। শিলচরের ব্যাপারে সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, শ্রী পালচৌধুরীকে সর্বাবস্থায় গ্রেপ্তার এড়িয়ে চলতে হবে।

সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ এদিন সমগ্র জেলা পরিক্রমা করে আন্দোলনের চূড়ান্ত প্রস্তুতি পর্ব সমাধা করলেন। বিকাল ৪টায় শিলচর নরসিংটোলা মাঠে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হবার পর হাজার হাজার জনতা মশাল মিছিল করে সংগ্রামী ধ্বনি দিতে দিতে সমস্ত শহর পরিক্রমা করেন। জনশক্তির দৃপ্ত তেজ বজ্র কঠিন সংকল্প নিয়ে লেলিহান আগ্নেয় ঝড় হয়ে যেন দেখা দিল। সে কি উত্তেজনা। কাছাড়ের প্রতি ঘরে মৃত্যু-পণ লড়াইয়ের এক দুর্বার প্রস্তুতি চলল। দশবছরের শিশু থেকে নব্বই বছরের বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পর্যন্ত হতমান ভাষা জননীর অশ্রু মোছাতে একমন এক প্রাণ হয়ে উঠেছে। সে কি মহাজাগরণ! সকল তুচ্ছতা, বিভেদ ভুলে মহান ও পবিত্র হয়ে ওঠার সে কি দুর্বার বাসনা। গভীর রাতে শহরের পথে স্বেচ্ছাসেবী চারণের দল গান গেয়ে যায়—

"হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে
ওহে বীর, হে নির্ভয়।
জয়ী প্রাণ, চির প্রাণ, জয়ী রে আনন্দ গান,
জয়ী প্রেম, জয়ী ক্ষেম, জয়ী জ্যোতির্ময় রে।
এ আঁধার হবে ক্ষয়, হবে ক্ষয় রে,
ওহে বীর, হে নির্ভয়।
ছাড়ো ঘুম, মেলো চোখ, অবসাদ দূর হোক,
আশার অরুণালোক হোক অভ্যুদয় রে।"

সমগ্র জেলা ব্যাপী সংগ্রামের প্রস্তুতি দেখে আতংকিত সন্ত্রস্ত সরকারী প্রশাসন ও পুলিশ নিয়ন্ত্রণ কক্ষে বসে 'নীল নক্শা' অনুযায়ী জরুরীকালীন তৎপরতা সুরু করেছে। সেনাবোঝাই গাড়ীর বহর জেলার সর্বত্রই পৌঁছে গেছে। এদিকে হাজার হাজার ভাষা সেনারা নির্দিষ্ট এলাকায় নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝে নিতে সংগ্রাম পরিষদের কার্যালয় গুলির সামনে ভীড় করে আছে। গভীর রাত। কোথাও কারো চোখে ঘুম নেই, ক্লান্তি নেই। শিলচর মহকুমা সংগ্রাম পরিষদের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান শ্রী জগজ্জ্যোতি চৌধুরী (ছানু) কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল পুলিশের গোপন 'পিকেট চার্ট' সংগ্রহ করার জন্যে। তিনি প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে চার্ট এর নকল সংগ্রহ করে নেতার হাতে তুলে দিলেন। ইতিমধ্যে সংবাদ এল যে, পরবর্তী সময়ের সমস্ত রেল চলাচল বাতিল করে শুধু ভোর ৫-২০ মিনিটের শিলচর থেকে করিমগঞ্জ গামী ট্রেনটি চালাবার জন্যে পুলিশ ও প্রশাসন জোর প্রস্তুতি নিয়েছে। এ খবর শুনে শিলচর সংগ্রাম শিবিরে গোপন বৈঠকের পর বৈঠক চললো। চূড়ান্ত রণকৌশল যখন স্থির হল তখন রাত প্রায় ২টা। এক থেকে দেড় ঘণ্টার মধ্যেই স্বেচ্ছাসেবক সত্যাগ্রহীর দল আগেভাগে থেকে রেলপথ অবরোধের জন্য স্টেশনের পথে রওনা দিলেন। এদিকে সেই রাতেই আটক আইনে গ্রেপ্তার করা হল সংগ্রামী নেতা সর্বশ্রী নরেশ ভৌমিক, অনিল বর্মণ, গোলাম সাবির খান ও শীতেন্দ্র নাথ চৌধুরীকে।

রাত তখন প্রায় ১২টা। করিমগঞ্জ গণ সংগ্রাম পরিষদ কার্যালয়ে হামলে পড়ল পুলিশবাহিনী। পুলিশ পরিষদের অন্যতম সংগঠক শ্রী রথীন্দ্রনাথ সেনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। রাত ৩-৩০ মিনিটের মধ্যে গ্রেপ্তার হলেন 'যুগশক্তি' পত্রিকা সম্পাদক ও সংগ্রাম পরিষদের কোষাধ্যক্ষ শ্রী বিধুভূষণ চৌধুরী ও সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শ্রী নলিনীকান্ত দাস, কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রী যজ্ঞেশ্বর দাস ও ছাত্রনেতা শ্রী নিশীথ রঞ্জন দাস। সে রাতেই করিমগঞ্জ কলেজ সংসদের সহসভাপতি শ্রী শান্তিময় ভট্টাচার্য ও সংগ্রাম পরিষদ কর্মী শ্রী প্রেমানন্দ মুখার্জি ও শ্রী বিজয় সেনকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে। শ্রী রথীন্দ্রনাথ সেন, শ্রী বিধুভূষণ চৌধুরী ও শ্রী নলিনীকান্ত দাসকে ১০৭ ধারায় ও শ্রী নিশীথরঞ্জন দাসকে Section VIII of the Preventive Detention Act No (VI) of 1950 ধারা মতে গ্রেপ্তার করে শিলচর জেলে প্রেরণ করা হয়। সে রাতেই দাবানলের মত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল গ্রেপ্তারের সংবাদ। মুহূর্তে সমস্ত শহরে জেগে উঠল উত্তেজনা। হাজার হাজার লোক ১৪৪ ধারার তোয়াক্কা না করে রোষে ক্ষোভে নেমে গেল রাজপথে। পরিষদের নেতারা জনতাকে শান্ত থেকে ধৈর্য ধরে আন্দোলনকে সফল

করে তোলার জন্য বারবার আবেদন জানাতে লাগলেন--প্রশাসনের তরফ থেকে আসা শত প্ররোচনায়ও যেন কেউ উত্তেজিত না হন। এখন অহিংস ভাবে সমস্ত প্রকার দমন পীড়ন ও অত্যাচারের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। লড়াইয়ের সূচনা মাত্র হতে চলেছে, এ লড়াই চলবে ততদিন, যতদিন পর্যন্ত না মাতৃভাষাব অধিকার আদায় হচ্ছে। সে রাতে কেউ আব ঘরে ফিরে যায় নি, অধীর আগ্রহে জনতা ভোরের প্রতীক্ষায় সময় গুণছে--যেতে হবে রেলষ্টেশনে প্রথমেই রুখতে হবে শিলচর গামী ট্রেন।

ঊনিশে মে মহাজাগরণ, মহামরণ

- *ভাষা সংগ্রামে করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, শিলচর ও সমগ্র উপত্যকা*
- *শিলচর রেলষ্টেশনে সত্যাগ্রহীদের শহীদত্ব বরণ*
- *সমগ্র কাছাড়ে শোক ও সংকল্প গ্রহণ*
- *দেশ বিদেশে প্রতিবাদ--ধিক্কার*
- *শোকে উত্তাল পশ্চিমবঙ্গ--ত্রিপুরা*
- *বনফুল, তারাশংকরের শ্রদ্ধাঞ্জলি*
- *শহীদ স্মৃতি তর্পণ*

"ওরে ওঠ ত্বরা করি
তোদের রক্তে--রাঙা উষা আসে, পোহাইছে বিভাবরী।"

--এলো সেই মহান ১৯শে মে। ভোর তখন প্রায় চারটা। করিমগঞ্জ রেলষ্টেশন চত্বরের প্রবেশ পথে একদল সশস্ত্র পুলিশ পাহাবা বসিয়েছে, অন্যদল গুলি রেল সাইডিং, সিগন্যাল কেবিন ও লোকো শেডের দিকে দাঁড়িয়ে আছে। ষ্টেশন চত্বরেব প্রবেশ মুখে প্রথম দশজন মহিলা সত্যাগ্রহীর একদল উপস্থিত হলে পুলিশের তরফ থেকে বাধা এল। ক্রমে সেখানে জমায়েত হলেন প্রায় শ পাঁচেক স্বেচ্ছাসেবক। পাশ কাটিয়ে তখন অনেকেই ষ্টেশনে ঢুকে পড়েছেন। পার্শ্ববর্তী রেলকর্মচারীদের কোয়ার্টার গুলি থেকেও অনেক ছাত্র-যুবক সোজা রেললাইনের দিকে এগিয়ে গেছেন। পশ্চিমের রেল গেট, উত্তরের ঘাটলাইন আর পূর্ব দিকের জনবসতির পাশ দিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে প্রায় তিন হাজার সত্যাগ্রহী গোটা রেলষ্টেশনের দখল নিয়ে ফেললেন। হতচকিত পুলিশের দল তখন দৌড়ে রাণিং রুমের পাশে জড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। মাত্র আধঘণ্টার মধ্যেই সি. আর. পি. এফ. ও সামরিকবাহিনী নিয়ে পুলিশের কর্মকর্তা ও একজন ম্যাজিষ্ট্রেট সেখানে উপস্থিত হলেন। সত্যাগ্রহীদের অবস্থান আর সংখ্যাধিক্য দেখে করণীয় কর্তব্য স্থির করতেই তাদের কিছুটা সময় লাগল। ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে গেছে কিন্তু লোকো শেডের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ইঞ্জিন নড়তে পারছেনা। ইঞ্জিনের চালক ও ফায়ারম্যান নিরাপত্তার অভাব এই অজুহাত দেখিয়ে দূরে সরে গেছেন। অনেক খুঁজে পেতে ধরে এনে বন্দুকের নল দেখিয়ে তাঁদের যদিও বা ইঞ্জিনে তোলা হল, মরণপণ করে রেললাইনে শুয়ে বসে থাকা সত্যাগ্রহীদের আর হটানো যায় না। লাউড স্পীকারে যখনি সত্যাগ্রহীদের অবরোধ তুলে নিতে অনুরোধ জানানো হয় তখনি মুর্হুমুহু হাজার হাজার কণ্ঠে উত্তাল কলরোল জাগিয়ে আওয়াজ ওঠে--'জান দেব তো জবান দেব না ; আমার ভাষা, তোমার ভাষা-- বাংলা ভাষা, বাংলা ভাষা ; মাতৃভাষা জিন্দাবাদ ; ভাষা জননী ডাকে ঐ মা ভৈ: মা ভৈ:।'

এরপর শুরু হল গ্রেপ্তার বরণ। শহরের স্থায়ী অস্থায়ী সব কারাগারই ভর্ত্তি হয়ে গেল

বন্দীতে। নিরুপায় হয়ে কর্তৃপক্ষ বাসে ট্রাকে করে বন্দীদের নিয়ে গিয়ে আট দশ মাইল দূরে রাস্তার উপর ছেড়ে আসতে লাগল--পিছন পিছন ছুটল সংগ্রাম পরিষদের গাড়ী--তুলে নিয়ে আসে স্বেচ্ছাসেবকদের। এ দিকে ট্রেন ছাড়ার সময় পার হয়ে গেছে--হাজার হাজার কণ্ঠে জাগলো বিজয়ের হর্ষধ্বনি। এই পরাজয়ে পুলিশ ও মিলিটারী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল--সুরু হল লাঠি চার্জ। ক্ষিপ্ত জানোয়ারের মত সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল নিরস্ত্র অহিংস সত্যাগ্রহীদের উপর। কিন্তু রেলপথে বুক আগলে পড়ে থাকা অটল ভাষা সেনাদের কার সাধ্য হটায়। ছোঁড়া হল কাঁদানে গ্যাস। চলল বুটের লাথি, বন্দুকের বাটের আঘাত। নৃশংস এই আক্রমণ থেকে শিশু, নাবী, বৃদ্ধ কেউ রেহাই পেলনা। আহত রক্তাক্ত নরনারীদের স্বেচ্ছাসেবকেরা দ্রুত স্থানান্তরিত করলেন রেলওয়ে হাসপাতাল, সিভিল হাসপাতাল ও অস্থায়ী সেবাসদনে। সরকার পক্ষ থেকে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা দূরে থাক একটি এ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত রাখা হয়নি আহতদের জন্য। চার চার বার করিমগঞ্জ ষ্টেশনে লাঠি চার্জ করা হল আহত হলেন তিনশতাধিক সত্যাগ্রহী। শেষ বারের লাঠি চার্জ ও নৃশংস অত্যাচারের ভয়াবহতার স্মৃতি আজও মানুষের মনে শিহরণ জাগায়। পুলিশ ও সেনাবাহিনীর আচরণ দেখে মনে হয়েছে ওরা যেন কোন বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করছে--এমনি ছিল এদিনের আক্রমণের মানসিকতা ও মাত্রা। চুলের মুঠি ধরে মহিলাদের তুলে হিঁচড়ে লাইনের উপর দিয়ে টেনে ছুঁড়ে ফেলা, পাঁজা করে কোলে তুলে পাথরের উপর নিক্ষেপ করা, মাথায় বুট আর বন্দুকের বাটের আঘাত করা, মহিলাদের তলপেটে লাথি মারা--কি করেনি সেদিন সরকারী বাহিনী। ভীত সন্ত্রস্ত একদল মহিলা ও শিশু ছুটে পাশের এক বাড়ীতে আশ্রয় নিলে হিংস্র বর্বরেরা সে বাড়ীর দরজা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে অকথ্য অত্যাচার চালায় ঘরের আসবাবপত্র ভেংগে তছনছ করে ফেলে। চালিহা সরকারের এই নৃশংস নারকীয়তা বৃটিশের নির্মমতম অত্যাচারকেও বুঝি এদিন হার মানিয়েছিল। তবু রেলগাড়ীর চাকা এক চুলও নড়ানো যায়নি। অপরদিকে ক্ষুব্ধ জনতা তখন আউটার সিগন্যাল এর বাইরে এলংজুরি আর ভাট গ্রামের মাঝে আধ কিলোমিটার জায়গার রেললাইন উপড়ে ফেলে দিল। জেলার সর্বত্র ভোর চারটে থেকে সর্বাত্মক বন্ধ কার্যসূচী পালিত হল। কোর্ট, কাছারী, ডাকঘর, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সকল কার্যালয়ের সম্মুখেই পিকেটিং করা হল। গ্রেপ্তার বরণ করলেন হাজার হাজার মানুষ। হাইলাকান্দি শহরে ও মহাকুমার সর্বত্র উদ্দীপনা ও সাফল্যের সংগে পালিত হল সংগ্রামী কার্যসূচী। পুলিশী অত্যাচারে এদিন প্রায় দেড়শতাধিক সত্যাগ্রহী আহত হন, গ্রেপ্তার বরণ করেন ১৩৪ জন। ভোর ৪টা থেকেই সর্বত্র দোকানপাট, যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। সকালবেলা বদরপুর গামী ডাউন ট্রেনটি লালাঘাট থেকে হাইলাকান্দি ষ্টেশনে এসে পৌছালে সত্যাগ্রহীরা তার গতি অবরোধ করতে লাইনের উপর পিকেটিং সুরু করলে পুলিশ ও সেনাবাহিনী তাদের লাঠি পেটা করে তুলে নিয়ে যায়। প্রায় পঞ্চাশ জন সত্যাগ্রহীকে সেখানে গ্রেফতার করা হয়। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যালয় গুলির সম্মুখে স্বেচ্ছাসেবকের দল পিকেটিং করে সমস্ত অফিস আদালত বন্ধ করে দেওয়া হয়। পুলিশ সেসব জায়গায়ও অমানুষিক অত্যাচার চালায়।

লালাবাজার, কাটলিছড়া, মণিপুর বাগান, কাটাখাল, আয়নাখাল, ঝাঁপির বন্দ প্রভৃতি অঞ্চলেও এদিন সর্বাত্মক হরতাল ও বন্ধ পালিত হয়। লালাতে প্রায় তিন হাজার লোক

যখন মিছিল কবে সংগ্রামী ধ্বনি দিতে দিতে পথ পরিক্রমা করেন তখন পুলিশ বাহিনী সেই শোভাযাত্রা আক্রমণ করে বেধড়ক লাঠি চালালে প্রায় শতাধিক লোক আহত হন। পুলিশী অত্যাচাবের প্রতিবাদে এবং ভাষার দাবির সমর্থনে এদিন মোহাম্মদ সফি আহমেদ লস্কবের সভাপতিত্বে কাটলিছড়ায় এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দু-মুসলমান, বাঙালী, মণিপুরী ও হিন্দুস্থানী চা বাগিচা শ্রমিকেরা মিছিল ও সভায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে দলে দলে অংশ গ্রহণ করেন।

করিমগঞ্জ মহকুমার সর্বত্রও সর্বাত্মক বন্ধ ও হরতালের কার্যসূচী পালন করা হয। বদরপুর, ভাঙ্গাবাজার, কালীগঞ্জ, নিলামবাজার, পাথারকান্দি, বাজারীছড়া, রাজবাড়ী, রামকৃষ্ণনগর প্রভৃতি অঞ্চলে দোকানপাট, যানবাহন সব বন্ধ থাকে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয সরকারের দপ্তরগুলির সামনে সত্যাগ্রহীরা পিকেটিং করেন। পুলিশ বাহিনী সর্বত্রই দমন, পীড়ন চালায়। প্রায় ৮০০ জন সত্যাগ্রহীকে এদিন গ্রেপ্তার কবা হয।

পাথার কান্দি শহরে বাঙালী, মণিপুরী, মারোয়াড়ী, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দান করেন। বিধায়ক শ্রী গোপেশচন্দ্র নমঃশূদ্র (ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি), কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্পাদক শ্রী মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত, মণ্ডল কংগ্রেস সভাপতি শ্রী নরেন্দ্রকুমার সিংহ, শ্রমিক নেতা শ্রী ননীগোপাল দাস, যুবনেতা শ্রী কুশধ্বজ সিংহ ও ইছাক আলী সহ প্রায় ৭০ জন সত্যাগ্রহীকে রেলষ্টেশন ও বিভিন্ন সরকারী কার্যালয়ের সম্মুখে পিকেটিং করার জন্য গ্রেপ্তার কবে করিমগঞ্জ জেলে পাঠানো হয়। এ দিন বিকালে পাঁচ হাজারেরও অধিক জনতা মিছিলসহ বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে সন্ধ্যায় শ্রী যামিনীমোহন দাসের পৌরোহিত্যে এক সভায় মিলিত হয়ে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাবার শপথ গ্রহণ করেন এবং পুলিশ ও মিলিটারীব অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ জানান।

রেল শহর বদরপুরেও সর্বাত্মক বন্ধের কার্যসূচী স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হয়। রেলষ্টেশনে সত্যাগ্রহী ও রেলকর্মীদের সহযোগিতায় ভাষা আন্দোলনের কার্যসূচী সাফল্যের সংগে উদযাপিত হয়। সেখানে সি. আর. পি ও অন্যান্য বাহিনীকে অসহায়ভাবে নীরব দর্শকের ভূমিকাই শেষ পর্যন্ত পালন করতে হয়েছিল। বদরপুর ও সংলগ্ন বাজার হাট অঞ্চলে সংগ্রামী নেতা শ্রী আব্দুল জলিল চৌধুরীর নেতৃত্বে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়।

সেসময় কাছাড় জেলায় ভাষা সংগ্রাম জনিত পরিস্থিতির মোকাবিলা ও আইনশৃঙ্খলা সুরক্ষার দায়িত্বে ছিলেন ডি. আই. জি পুলিশ লালা, বি. কে. দে। তাঁর কাছে নাকি বিশ্বস্ত-সূত্রের খবর ছিল যে, ১৯শে মে তারিখে শিলচরে বন্ধ ও সত্যাগ্রহের কার্যসূচী সুরু হবে সকাল ৭টা থেকে। সে অনুযায়ী ভোর ৫-২০ মিনিটের করিমগঞ্জ গামী ট্রেনটির যাত্রা সূচী ঠিক রেখে পরবর্তী সময়ের সবগুলি ট্রেনের যাত্রা বাতিল করা হয় এবং সেভাবেই পুলিশ প্রশাসনের দিক থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ১৮ মের শেষরাতের দিকে দলে দলে সত্যাগ্রহীদের রেলষ্টেশনের দিকে এগিয়ে যাবার খবর পেয়ে পুলিশকর্তারা তৎপর হয়ে উঠলেন। ভোর চারটার সময় এক বিশাল বাহিনী ষ্টেশনে পৌঁছে গেল। এরই মধ্যে প্রায় দেড়হাজারের উপর সত্যাগ্রহী রেল লাইন, ইঞ্জিন, কামরা ইত্যাদি সহ গোটা ষ্টেশন চত্বরই দখল করে নিয়েছেন। সাড়ে পাঁচটার মধ্যে প্রায় বারো

হাজার জনতা সমগ্র ষ্টেশন এলাকা, রাস্তাঘাট ও পার্শ্ববর্তী বাড়ী ঘর, দোকানপাট ইত্যাদির বারান্দা ও পথ জুড়ে সমবেত হল। সত্যাগ্রহীরা রেললাইন ধরে বসে পড়লে ইঞ্জিন আর কামরার মধ্যে সংযোগ করা দুষ্কর হয়ে উঠল। ট্রেন ছাড়ার নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলে ভোরের আকাশ প্রকম্পিত করে সত্যাগ্রহী ও সম্মিলিত জনতাব কণ্ঠে জয়ধ্বনি জাগল-- মাতৃভাষা জিন্দাবাদ, বাংলা ভাষা জিন্দাবাদ।

অনমনীয় সংকল্প, দৃপ্ত আত্মশক্তি আর ত্যাগের গরিমায় বলীয়ান অহিংস ভাষা সৈনিকদের কাছে এই পরাজয় ক্ষিপ্ত করে তুলল পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদেরে। ৭-৩০ মিনিটে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাহিনী সত্যাগ্রহীদের উপর। চলল লাঠি চার্জ, ছোড়া হল কাঁদানে গ্যাস। রেলষ্টেশন চত্ববে দাঁড়িয়ে ডি, আই, জি লালা বি. কে. দে, পুলিশ ও সেনাবাহিনীব অফিসার ও ম্যাজিস্ট্রেষ্টরা পরিস্থিতির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখলেন। নির্মম অত্যাচার আর উৎপীড়ন কোন কিছুতেই এক চুল নড়ানো গেল না সত্যাগ্রহীদের। বীবাংগনা জননী আর মেয়েরা রেল আঁকড়ে জীবন পণ করে পড়ে থাকলেন, পায়ে, মাথায়, পিঠে দমাদম বুটের লাথি, ডাণ্ডা পড়ছে তবু সকলে ভ্রূক্ষেপহীন। অত্যাচরের ভয়াবহতা সমবেত জনতাকে উত্তেজিত করে তুললেও সবাই অসীম ধৈর্য ধরে সংযত হয়ে থাকলেন। আহত সত্যাগ্রহীদের তুলে নিয়ে সেবাদল পৌছে দিচ্ছেন ষ্টেশনের দক্ষিণ দিকে, তারাপুরে, রাস্তার সংলগ্ন বিশিষ্ট জননেতা শ্রী সতীন্দ্রমোহন দেবের বাড়ীতে। সেখানে শ্রীধীরেন্দ্রমোহন দেবের চেষ্টায় রেডক্রস রিলিফ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। শিলচরের বিশিষ্ট ডাক্তার অপূর্ব দত্ত, ডাঃ নাথ, ডাঃ ভৌমিক, ডাঃ মোহন্ত ও ডাঃ সান্যাল অনেক শ্রম স্বীকার করে নিষ্ঠার সংগে চিকিৎসা পরিচালনার দায়িত্ব মাথায় তুলে নিয়েছেন। বেলা ১০টার মধ্যে প্রায় ৫৫ জনের মত আহত সত্যাগ্রহীদের তাঁরা সুশ্রূষা করলেন। এদের মধ্যে অনেকের আঘাত বেশ গুরুতর থাকায় তাঁদের সংগে সংগে সরকারী চিকিৎসালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল। ডাঃ কল্যাণী মিশ্রের নেতৃত্বে 'মধ্যসহর সাংস্কৃতিক সমিতির' সদস্যগণ ষ্টেশন চত্বরে আহত সত্যাগ্রহীদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও সেবা কার্য পরিচালনা করেন।

সংগ্রামীদের নৈতিক বলের নিকট অত্যাচার ও নিপীড়ন যখন হার মানল তখন ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনী ক্লান্ত হয়ে তাদের হিংস্র থাবা গুটিয়ে নিয়ে দলে দলে সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার করে রেল লাইন থেকে তুলে স্থায়ী অস্থায়ী জেলে পাঠাতে সুরু করল। কিন্তু কোন বন্দীশালায়ই আর তিল ধারণের জায়গা না থাকায় বন্দীদের গাড়ী করে দূরে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হতে থাকল। পুলিশের গাড়ীর পিছনে সংগ্রাম পরিষদের গাড়ীও ছুটে গিয়ে সত্যাগ্রহীদের তুলে নিয়ে আবার শহরে ফিরে আসতে লাগল। এভাবেই শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে যখন আন্দোলন চলছিল তখন গোপনে চলছিল এক হীন অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র। হঠাৎই জনৈক পুলিশ এই বলে এক অভিযোগ দায়ের করল যে, সত্যাগ্রহীরা না কি তার বন্দুকটি ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। এই মিথ্যা অভিযোগ নথিভুক্ত করে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে তখন মিলিটারী নামানো হল। পরিস্থিতি হঠাৎই থমথমে হয়ে উঠল। পুলিশী পোষাকের আড়ালের কিছু মানুষ কেমন যেন হিংস্র জানোয়রের মত ফুঁসতে লাগল। সত্যাগ্রহীদের উদ্দেশ্যে তারা 'কুকুর পোয়ালি' (কুকুরের বাচ্চা), 'কেলাবঙাল', 'হারামী কা বাচ্চা' ইত্যাদি অকথ্য বিদ্বেষ ও ঘৃণামিশ্রিত গালাগাল সুরু করল। অসীম ধৈর্য

নিয়ে সবাই এসব সহ্য করলেন একটি প্রতিবাদও উচ্চারিত হয়নি।

বেলা তখন ২-৩০ মিনিট। সে সময় কাটিগড়া থেকে ৪ জন সত্যাগ্রহীকে হাতে কড়া পরিয়ে পুলিশ বেষ্টিত একটি ট্রাক এসে প্রবেশ করল শিলচর শহরে। তখন তারাপুরে রেলষ্টেশনের প্রবেশ পথে বাস স্ট্যাণ্ডের মধ্যে, রাস্তার দুপাশে হাজার হাজার জনতা ভীড় করে আছে—ট্রাকটি পুলিশের নির্দেশে ভীড়ের মাঝখানে ঢুকে পড়ল। হাতকড়া বাঁধা অবস্থায় সত্যাগ্রহীদের দেখামাত্র জনতা 'বন্দেমাতরম', 'মাতৃভাষা জিন্দাবাদ' ইত্যাদি ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত করে তুলল। ট্রাকের চালকটি গাড়ীটি সেখানে দাঁড় করিয়ে ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল। লরীতে যে পুলিশ দল ছিল তারা দ্রুত নেমে গেল। একজন ট্রাকের বনেট খুলে এমন ভাবে ইঞ্জিনটি দেখতে লাগল যেনো কোন যান্ত্রিক গোলযোগ ঘটে গেছে। ইতিমধ্যে চোখের নিমিষে অপর পুলিশেরা পেট্রল ঢেলে গাড়ীতে আগুন ধরিয়েই সটকে পড়ল। পরিস্থিতির সম্ভাব্য পরিণতির ভয়াবহতার কথা ভেবে সংগে সংগে জনতা ও স্বেচ্ছাসেবকের দল আগুন নিভিয়ে ফেলে। রেডক্রস রিলিফ কার্যালয় থেকে দমকল বাহিনীকে খবর দিলে তারাও দ্রুত ছুটে আসে। ডি. আই. জি ও অন্যান্য পদস্থ কর্তারা যেন এরকম একটা দুর্ঘটনার জন্যে প্রস্তুতই ছিলেন, দেখা গেল যে, ঝড়ের গতিতে তারাও মুহূর্তে সেখানে হাজির হয়ে আসাম রাইফেলস্ এর জোয়ানদের লেলিয়ে দিলেন শান্ত, অহিংস জনতার দিকে। সুরু হল লাঠি আর বেয়নেট চার্জ। পরিকল্পিত ভাবে জনতার একাংশকে ষ্টেশনের প্রবেশ পথের দিকে ঠেলে নিয়ে, ডি. আই. জির নেতৃত্বে পিছন দিক থেকে আক্রমণ করল সেনাবাহিনী। ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মে ঢুকেই তারা অতর্কিতে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করল। ঘড়িতে তখন সময় ২-৩৫ মিনিট। মুহূর্তে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল অহিংস সত্যাগ্রহীর নিষ্কলুষ দেহ। অত্যাচারীর বুলেটকে বুক খুলে অভ্যর্থনা জানিয়ে বীর শহীদের মৃত্যু বরণ করলেন শ্রী শচীন্দ্রমোহন পাল, শ্রীচণ্ডীচরণ সূত্রধর, শ্রীহীতেশ বিশ্বাস, শ্রীতরণী দেবনাথ, শ্রীকুমুদ দাস, শ্রী সুকোমল পুরকায়স্থ, শ্রী সুনীল সরকার, শ্রীকানাইলাল নিয়োগী ও কুমারী কমলা ভট্টাচার্য। পবিত্র শোণিত ধারায় ভাষা জননীর চরণে অঞ্জলি প্রদান করলেন বীর ভাষা-সৈনিকেরা।

রেডক্রস কার্যালয়ে দ্রুত পাঁজাকোলা করে নিয়ে আসা হল বুলেট বিদ্ধ ঝাঁজরা ক্ষত বিক্ষত সত্যাগ্রহীদের। চারপাশ ঘিরে হাজার হাজার জনতা, সত্যাগ্রহী ও স্বেচ্ছাসেবকের দল ঘটনার আকস্মিকতায় স্তব্ধ ও নিথর। কোন হাঙ্গামা নেই, সতর্কীকরণ নেই, কিন্তু 'একি,—একি নৃশংস হত্যাকাণ্ড। একটি বুলেটও শরীরের নীচের দিকে নয়, পিঠে নয়, — সবই যে বুক আর মাথাকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হল। স্বাধীন গণতান্ত্রিক গান্ধীবাদী সরকারের একি নারকীয় বীভৎসতা! স্তব্ধ বিমূঢ়তা ভেঙ্গে আকুল কান্নার হাহাকার জেগে ওঠল চারদিকে। বিদ্যুৎ বেগে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল এ সংবাদ। মুহূর্তে সমগ্র শহর ও জেলা শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ল।

এদিকে হত্যাকাণ্ড সাঙ্গ করে শস্ত্র বলে বলীয়ান কাপুরুষেরা ঝাঁপিয়ে পড়ল সারা শহর জুড়ে। জারী করা হল কার্ফু। অহিংসা মন্ত্রের পূজারীদের হত্যা করে নিষ্ঠুর জল্লাদরা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে চাইল আন্দোলনের জোয়ার স্তব্ধ করে দিতে। সরকারী যন্ত্র থেকে এই বলে প্রচার করা হল যে, শান্তিকামী জনগণের শান্তিভংগের আশংকায় ও তাদের জান মান রক্ষার জন্যে শহরে সান্ধ্য আইন বলবৎ করা হল। জনগণের

অধিকারকে দমন করতে অহিংস শান্তিকামী সত্যাগ্রহীদের হত্যা করে--জনগণের জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠা?--কি নিষ্ঠুর পরিহাস!

অত্যাচারীর বুলেট বিদ্ধ. বীর শহীদদের রক্তলাঞ্ছিত সেই মুহূর্তের বিবরণ দিতে গিয়ে ভাষাসংগ্রামের বিশিষ্ট নেতা শ্রীহুরমত আলী বড় লস্কর লিখেন, "২টা ৩৫ মিনিট বড়ই কুক্ষণ , এই সময়ে আমরা খবর পাই মোটর স্ট্যাণ্ডের নিকট সমাগত নরনারীদের উপর সিপাহীরা বেপরোয়াভাবে বেয়নেট চালাইতেছে এবং মারধোর করিতেছে। অল্পক্ষণের মধ্যে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া আওয়াজ আমাদের কানে আসিতে থাকে। আমাদের কেহ কেহ মন্তব্য করেন--কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়া হইতেছে। সংগে সংগে দেখিতে পাই সত্যাগ্রহীরা রক্তাপ্লুত শচীন্দ্রমোহন পালের মৃতদেহ কাঁধে করিয়া লইয়া আসিতেছে। তারপর দেখি অন্যদল আসিতেছে আরও কয়টি মৃতদেহ লইয়া। ঐদিকে আবার রাইফেলের আওয়াজ বাড়িয়া চলিয়াছে ; কেহ আওয়াজ শুনিয়া দৌড়াইতেছে আবার কেহ কেহ বুকের কাপড় খুলিয়া আগাইয়া যাইতেছে। মোটর স্ট্যাণ্ডের পূর্বধারে একজন অসমীয়া অফিসারকে এবং আরো অনেককে আমরা শ্রী ধীরেন্দ্রমোহন দেবের ঘরের পূর্বদিক হইতে লক্ষ্য করিলাম। আরো লক্ষ্য করিলাম চতুর্দিকে বন্দুক উচাইয়া আসাম রাইফেল, কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ ও সীমান্তরক্ষী সৈন্যরা সটান দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কোন কোন গ্রুপ হইতে গুলীও বর্ষিত হইতেছে। এইভাবে ২০/২৫ মিনিটের মধ্যে আমাদের রেডক্রস কেন্দ্রে ছয়জন নিহত ও একুশ জন গুরুতর আহত রক্তাপ্লুত সত্যাগ্রহী এবং তাহাদের বহনকারী রেডক্রস কর্মী ও যুবকদল আসিল। শ্রীধীরেন্দ্র দেব সংগে সংগে সিভিল সার্জেনের নিকট ফোন করিয়া এ্যাম্বুলেন্স গাড়ী সহ আসার জন্য অনুরোধ করিলেন। শ্রী ধীরেন্দ্র দেব এরপর বিভাগীয় কমিশনার শ্রী বীরেন্দ্রলাল সেন, সরকারী উকিল শ্রী রথীন্দ্রচন্দ্র দত্ত ও শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দকে ফোন করিলেন। কমিশনার শ্রী সেন সাড়া দিলেন না অবশ্য ফোনে খবর জানিলেন। শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দ ও সিভিল সার্জন আধঘণ্টার মধ্যেই আসিলেন।"[৩৪]

এক সাক্ষাৎকারে ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ লালা বি. কে. দে এদিনের ঘটনার যে বিবরণ প্রদান করেন তার বয়ানটি ছিল এরকম : "According to our information it was the programme of the Sangram Parishad to commence the hartal at 7 a. m, and to end it at 4 P. M. So, all othertrains except the morning train Scheduled for the day, were cancelled. This arrangement possibly leaked out and so the Volunteers started to squat on the railway line from 4 a. m. When the time for departure of the train was over the Volunteers were asked to clear the line but they refused. At this time about 10. 000 persons had collected within the railway precints. Attempts were made to disperse the squatters but yielded no result. So the mildest weapon in the hand of the Police, tear-gas was used but this also was ineffective as the wind was Unfavourable and the Volunteers were ready with water and handkerchiefs. At this stage the volunteers started throwing back the tear-gas shells. A mild lathi-charge had to be resorted to. When the lathicharge was going on one rifle from one of the Policeman was

snatched away. A demand was made to return the gun but with no result. The train also could not move as the volunteers did not leave the track. At this time Mrs Jyotsna Chanda arrived. She was told about the Snatching away of the gun and was requested to ask the volunteers to allow the train for which no ticket was sold to move empty. She apparently failed to persuade the volunteers. Several attempts were made to search out the lost gun but it could not be traced.

At this stage I saw elders like Mr. Biresh Misra, Mr. Achinta Bhattacharjee and some others. They were called and inquiry was made of them as to the possibility of any resistance if arrests were made. After a discussion a sort of truce was agreed upon. A line was fixed beyond which the volunteers agreed not to squat except those offering Satyagraha. These leaders agreed to send satyagrahis by batches of eight to court arrest. This was later reduced to four to which also we agreed. When arrests were started they offered young children as substitute to which also no objection was raised. This proceeded peacefully. The arrested boys were detained in the Normal School and were later released. Finding everything otherwise peaceful, I left the railway station.

I got a message at about 2 P. M. that a truck carrying some arrested persons had been set on fire and the prisoners had been forcibly rescued by overpowering the escorting Police. I immediately rushed to the scene and found that the fire had been extinguished but a very large crowd had collected on the road. There were some Assam Rifles men. I ordered them to disperse the crowd. No use of gun was necessary and the Police succeeded in dispersing the mob. Some moved westward while others started rushing towards the railway station by the approach along the side of the railway running room.

Finding that the mob was dispersing from the road I rushed towards the railway platform. There I found a very large congregation –about 8000 strong. I ordered their dispersal and the Assam Rifles men made the charge. The mob started moving at this stage. I found five unarmed constables sorrounded by a big crowd. They had gone in search of the lost gun leavivg their own arms in the custody of the man in charge. So I ordered the Assam Rifles men to fire two rounds. This made the crowd to start moving and the surrounded constable were rescued. At this stage the crowd started pelting stones. Thinking that instead of Khaki-clad Police if green Uniformed army men were

made to take position this might have a salutory effect on the crowd. I requested the officer-in-charge to order his men to take position. He refused until his command was signed. I told him, I did not mean actual firing and wanted the men to take position only to terrify the mob and again asked him to take position for God's sake. At this he agreed and his men took position. At that time the Jemander of the Police force asked me about the steps to be taken. I gave permission to fire and it was done in my presence. In all 17 rounds were fired."

সরকারী প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কমিশনার বি. সেনের বিজ্ঞপ্তি, ডি. আই. জি পুলিশের বিবৃতি এগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রচারিত এসব বিজ্ঞপ্তি কিংবা বিবৃতির মধ্যে যথেষ্ট অসংগতি রয়েছে। সত্য ঘটনা হল এই যে এ দিনের পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা ছিল নৃশংস হত্যাকারীর ভূমিকা। গুলী চালনার জন্য কোন বিধি সম্মত আদেশ কিংবা নির্দেশও কেউ দিয়েছিল বলে কোন তথ্য প্রমাণ মেলেনি। উগ্র হিংস্র জাতিবিদ্বেষের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত আসামের যে সরকার, এই বর্বর হত্যাকাণ্ড সেই সরকারী স্বৈরাচারেরই এক জঘন্যতম পাশবিক পরিচয়ের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

এদিকে বরাকের বুকে যখন অবাধে সরকারী তাণ্ডব ও হত্যাকাণ্ড চলছে তখন, এই উনিশে মে তারিখে, গৌহাটিতে কাছাড় জেলার কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহেরুর সংগে টেবিলে বসেছেন আলোচনার জন্য। নেতারা কাছাড় জেলাকে আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র প্রশাসনিক অঞ্চল রূপে গড়ে তোলার দাবি জানিয়ে এক স্মারক পত্রও শ্রী নেহেরুকে প্রদান করেন। এই পত্রে সাক্ষরকারীদের মধ্যে হাইলাকান্দি আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সভাপতি শ্রী আব্দুল লতিফ লস্কর, শাল চাপরার শ্রী কমরুল ইসলাম লস্কর সহ আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের অনেক সভাপতি ও সদস্যরা ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠের ভাষাকে স্তব্ধ করে দিতে যে সরকার কাছাড়ে, বাঙালীর রক্তে দুহাত রঞ্জিত করে পিশাচ তাণ্ডবে মত্ত, সে-ই সেদিন সন্ধ্যায় গৌহাটি শহরে কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির মহিমা কীর্ত্তনের বিশাল আয়োজন করল। এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে শ্রী নেহেরু রবীন্দ্রনাথের প্রতি সম্মান জানিয়ে কাছাড় জেলাবাসী বাঙালীদের এই বলে পরামর্শ দিলেন যে, আন্দোলন ও সত্যাগ্রহ ভাষার দাবি আদায়ের পথ নয়। কাছাড়ের বাঙালীদের এখনই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

সমগ্র বরাক উপত্যকার লক্ষ লক্ষ মানুষ উত্তেজনায়, ক্ষোভে ও মর্মবেদনায় বিনিদ্র রাত কাটাল। সে রাতেই হত্যাকাণ্ডের খবর পৌঁছে গেল দেশ-বিদেশের সর্বত্র। আকাশবাণী, ভয়েস অব আমেরিকা, বি. বি. সি, রেডিও পিকিং, রেডিও পাকিস্তান থেকে প্রচারিত হল এ সংবাদ। নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, লণ্ডন, কলকাতা, দিল্লী, ঢাকা, কুমিল্লা, সিলেট, শিলং, শিলিগুড়ি, ডিব্রুগড়, ধুবড়ী, আগরতলা প্রভৃতি দেশ-বিদেশের যেখানে যত বাঙালীর বাস সর্বত্র সবাই এই জঘন্যতম অপরাধের প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলেন।

২০শে মে, কলকাতা ইডেন গার্ডেনে রবীন্দ্র শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানের সুরুতে সমবেত লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী ও উপস্থিত নাগরিকেরা ভাষা শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে, পীড়ন ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে বাংলা ভাষাকে

আসামের অন্যতম সরকারী ভাষা রূপে গ্রহণ করার দাবি জানিয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। গভীর বেদনা ও ক্ষোভের সংগে তাঁরা এই অভিমতও ব্যক্ত করেন যে, যেখানে সমগ্র দেশ ও বিশ্বব্যাপী রবীন্দ্রনাথের প্রতি মানুষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছে, সেই রবীন্দ্রনাথের মাতৃভাষার অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার দাবিকে যারা বুটের আঘাতে ও বন্দুকের নল উঁচিয়ে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছে সেইসব বর্বর পশুদের নিন্দা জানাবার মত প্রকৃত ভাষা সভ্য সমাজে নেই। আসামে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি আদায়ের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনকে পূর্ণ ও সফল করে তুলতে হবে।

এদিন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ও অন্যান্য বামদলগুলি পুলিশী নৃশংসতার নিন্দা করে সম্মিলিত ভাবে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য এক কার্যসূচী গ্রহণ করেন এবং এই 'Dastardly outrage' এর তদন্ত করার দাবি জানান। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংবাদপত্রে ক্ষুব্ধ হৃদয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে কি করে শিলচরে অহিংস আন্দোলন-কারীদের উপর গুলি বর্ষণ করে নয়টি তাজা প্রাণকে ছিনিয়ে নেওয়া হল, যার মধ্যে একটি শিশু ও মহিলা রয়েছেন! Hindustan standard পত্রিকা লিখল, "IRONY AND FATE–This is the first time in free India people courted death for Bengali language and that too at a time when India and the world have been celebrating the birth centenary of Rabindranath. The ghastly incident took place at a time when the Prime Minister had come to Assam obviously to help arrive at a settlement in this troubled state. Again it accured at a time when the leaders of the Hill people had categorically declared that they would resist the imposition of the Assamese language on them.

In order to press home an angry protest, all M. Ps and M. L. As of Cachar district are reported to be considering a proposal to submit resignation masse.

All Political parties in this district without any exception and all associations and organisations worth the name are today solidly lined up behind the demand for recognising Bengali as one of the official languages of this district.

It is was not difficult for us to understand why in this town (Silchar), where the curfew is on round the Clock and where the armed platoons of the constabulary and the army have been asked to adopt an intemidating pose against an Unarmed peaceful populace, the un-animous demand has been going up in what might be said a mute roar ; "We demand justice; We ask for the trial of those who indulged in gross violence."

ধিক্কার ও প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠল সমগ্র বরাক উপত্যকা। এদিন সর্বত্র পালিত হল হরতাল। ছাত্র সমাজ ডিগ্রী পরীক্ষা বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। দিকে দিকে দাবি উঠল, এই হত্যাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্ত চাই। কালো ব্যাজ ধারণ করে, ঘরে

ঘরে কালো পতাকা উত্তোলন করে নীরব ধিক্কার জানালো বরাকবাসী। স্থানীয় বণিকসভা পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সব ধরনের খাদ্য ও দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ বন্ধ করে দিলেন। যে সমস্ত প্রশাসনিক কর্মকতা কর্মচারী ও পুলিশ বিভাগের সদস্য হত্যা ও নিপীড়নের সংগে প্রত্যক্ষ জড়িত ছিল তাদেরও সামাজিকভাবে বয়কট করা সুরু হল। শিলচর ও করিমগঞ্জ জেলে সত্যাগ্রহীদের সংগে অন্যান্য কয়েদিরাও এদিন উপবাস পালন করে সন্ধ্যায় শোক সভায় মিলিত হন। সর্বশ্রী রথীন্দ্রনাথ সেন, নলিনীকান্ত দাস, বিধুভূষণ চৌধুরী, নিশীথরঞ্জন দাস, জীতেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রমুখ বন্দী সত্যাগ্রহীরা সে সভায় আজীবন সংগ্রাম চালিয়ে যাবার সংকল্প ঘোষণা করে বীর ভাষা শহীদদের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করেন।

এদিন করিমগঞ্জ মহকুমার কুশিয়ার কুল বাজারে মোহাম্মদ হাসান আলী সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় সবকারের বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে বীর ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে সংবিধান সম্মত গণতান্ত্রিক অধিকারকে পদদলিত করে যে সব দুষ্কৃতি এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করেছে তাদের যথাযথ শাস্তি প্রদানের জন্যও দাবি করা হয়।

ভাঙ্গাবাজার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রাংগণে মোহাম্মদ মোতাহির আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক প্রতিবাদ সভায় পাশ্ববর্তী গ্রামগুলি থেকে হাজার হাজার মানুষ সমবেত হন। তাঁদের কণ্ঠে ছিল "অহিংসা [illegible]ত্বে হিংসা কেন, প্রাণের বদলে প্রাণ দিব, মাতৃভাষা জিন্দাবাদ, পুলিশী জুলুমের প্রতিকার চাই, আমাদের দাবি মানতে হবে—নইলে গদী ছাড়তে হবে,"—এ সব ধ্বনি। সভার শুরুতে আঞ্চলিক পঞ্চায়েৎ সদস্য শ্রী গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী আসাম সরকারের নৃশংস, বর্বর আচরণের মর্মন্তুদ ঘটনাবলী বিবৃত করে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। শ্রী জ্যোতির্ময় দাস তাঁর ভাষণে বলেন যে—আমরা নয় জনের পিছনে নয়হাজার প্রাণ দান করতে প্রস্তুত আছি। সেই প্রাণ নেবার জন্যে সরকার যেন তার বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত থাকেন। আব্দুল ওহাব সরকারী হত্যানীতির প্রতিবাদ করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মুসলিম ভাই বন্ধুদের আহ্বান জানিয়ে বলেন যে—মাতৃভাষার সংগ্রামে আত্মদান করা প্রত্যেক মুসলমানের 'ফর্জ'।

এদিন শিলচর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ত্রিপুরায় ধর্মনগর, আগরতলা, বিলোনীয়া, সাব্রুম, কমলপুর, কৈলাসহর, তেলিয়া মোড়া, খোয়াই, অমরপুর, উদয়পুর প্রভৃতি স্থানে পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়। ধর্মনগরে এক বিশাল জনসভায় শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সর্বশ্রী জিতেন মৈত্রেয়, ডাঃ পুলিন বিহারী রায়, দেবব্রত চক্রবর্তী, যোগেন্দ্র পাল, শৈলেন কর, সত্যনারায়ণ ভৌমিক, রামকৃষ্ণ দেবনাথ ও ছাত্রনেতা হরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রী কামিনী মোহন ভট্টাচার্য। মৈনুজ খাঁ নামে এক ছাত্রের, শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে রচিত সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন সুরু হয়। বিনা শর্তে বন্দীদের মুক্তিদান, মুক্তি প্রদান না করা পর্যন্ত তাঁদের রাজনৈতিক বন্দী রূপে গ্রহণ করা, আসাম সরকারের সংবিধান ও গণতন্ত্র বিরোধী কার্যকলাপের নিন্দা, কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদের আন্দোলনের কার্যসূচীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত হরতাল ও প্রতিবাদ সভা যাঁদের আন্তরিক উদ্যোগ ও প্রয়াসে

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আয়োজিত হয় তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন সর্বশ্রী রবীন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য, নগেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, যোগেন্দ্র পাল, ডাঃ মাখনলাল দাশচৌধুরী, অমূল্য চন্দ্র দেব (উকিল), বারীন বোস ও হরেন্দ্র দেবনাথ।

শিলচরে ভাষাসংগ্রামীদের উপর গুলিবর্ষণে সত্যাগ্রহীদের শহীদত্ব বরণের ঘটনা শোনা মাত্রই ধুবড়ীসহ সমগ্র গোয়ালপাড়া জেলায় শোকের ছায়া নেমে আসে। ক্ষুব্ধ, বেদনাহত হাজার হাজার মানুষ সরকারের দমন-নীতির প্রতিবাদে ধিক্কার জানিয়ে ভাষা শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। শ্রী রমনীকান্ত বসুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক প্রতিবাদ সভায় হত্যাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করা হয়। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদযাপন কমিটি শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নির্ধারিত সকল অনুষ্ঠানের কার্যসূচী বাতিল করে দেন। আতংকিত হয়ে ধুবড়ীর পুলিশ সুপাব দুমাসের জন্য জেলায় সকল সভা শোভাযাত্রা ইত্যাদি নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন।

এদিকে শিলচর শহরে কার্ফু বন্দী জনতার স্তব্ধ শোক ক্রমে এক প্রলয়ংকরী অগ্নিপিণ্ড হয়ে ফেটে পড়ার উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠল। বীর শহীদদের অন্তিম যাত্রায় সামিল হয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানাবার আবেদনকে প্রশাসন প্রত্যাখ্যান করেছে। অবশেষে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও ক্রোধের পরিণতির কথা ভেবে প্রচণ্ড চাপের নিকট নতি স্বীকার করে কার্ফু তুলে নিয়ে শহরে ১৪৪ ধারা বলবৎ করা হল, প্রশাসনের পক্ষ থেকে শবদেহগুলি নিয়ে মিছিল করারও অনুমতি পাওয়া গেল।

সুরু হল শোকযাত্রা। এ এক অভূতপূর্ব বেদনা মথিত মৌন-গম্ভীর দৃশ্য। প্রায় পঞ্চাশ হাজার শোকার্ত জনতা সামিল হলেন এই অন্তিম যাত্রায়। সমগ্র শহর জুড়ে সেই রাতে শোকের ঝড় বয়ে গেল। মহাশ্মশানে অশ্রুধারায় নয় শহীদদের প্রতি শেষ প্রণাম নিবেদন করে, লেলিহান চিতার পবিত্র আগুন স্পর্শ করে শপথ নিল সংগ্রামী জনতা :

> "প্রাণ দিয়েছি আরো দেব, জবান দেব না,
> শহীদ তোমাদের রক্তদান ভুলব না।"

এ দিনই সকালে সংগোপনে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী চালিহা এলেন শিলচর সফরে। কড়া সামরিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে প্রায় অবরুদ্ধ অবস্থায়ই সার্কিট হাউসে অবস্থান করে তিনি সামগ্রিক পরিস্থিতির খোঁজ খবর নিলেন। রাতের সংবাদে শিলচরবাসী যখন জানতে পারলেন এই ঘটনার কথা তখন ক্ষোভে ও ক্রোধে সবাই উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। সে রাতেই সংগ্রাম পরিষদ এক সভায় মিলিত হয়ে ঘাতক মুখ্যমন্ত্রীর সম্মুখে পরদিন ১৪৪ ধারা ভংগ করে বিক্ষোভ প্রদর্শনের কার্যসূচী গ্রহণ করলেন। এরই মধ্যে বিমূঢ় বেদনাহত শহরবাসীর কাছে খবর পৌঁছালো যে রেলষ্টেশনের পুকুর থেকে শহীদ সত্যেন্দ্রকুমার দেবের বুলেট বিক্ষত দেহ উদ্ধার করা হয়েছে ; গভীর রাতে আরো জানা গেল হাসপাতালে শ্রী বীরেন্দ্র সূত্রধর শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন।

পরদিন ২১শে মে, কুম্ভীর গ্রাম বিমান বন্দরের প্রবেশ পথে কালো পতাকা আন্দোলিত করে ধিক্কার ধ্বনি তুলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ ও ক্ষুব্ধ জনতার পক্ষ থেকে বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন করা হল। কৃষিমন্ত্রী শ্রী মঈনুল হক চৌধুরীও শ্রী চালিহার সংগে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বুকে কালো ব্যাজ ধারণ করে

প্রতিবাদী কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হল,—

> "বল আর কত জনকে হত্যা করবে?
> প্রাণ নিয়েছো, আর ও প্রাণ বলি দেব।
> কত প্রাণ চাও,
> রক্তলোলুপ চালিহা ফিরে যাও।"

প্রতিবাদ ধ্বনি দিতে দিতে বিক্ষোভকারীরা নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেংগে মুখ্যমন্ত্রীর সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হলে রক্ষীবাহিনী লাঠি চার্জ করতে সুরু করল ; সেনাদলও সংগীন উঁচিয়ে তেড়ে এল। উপস্থিত নেতৃবৃন্দ তখন এই জুলুমের প্রতিবাদ জানালে শ্রী চালিহার নির্দেশে ঠ্যাঙারে বাহিনী নিরস্ত হল। মুখ্যমন্ত্রী এ সব বিক্ষোভ বন্ধ করার জন্য অনুরোধ জানালে জবাবে শ্রীমহীতোষ পুরকায়স্থ ও শ্রী ধীরেন্দ্র দেব দৃঢ়ভাবে বলেন যে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং যে আগুন জ্বালিয়েছেন তা সহজে নির্বাপিত হবার নয়। ক্ষুব্ধ স্বরে তাঁরা তাঁর কাছে জানতে চাইলেন যে, কাছাড় জেলার দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে,—সমতলের কমিশনার না ডেপুটি কমিশনার অথবা ডি. আই. জি. না সি. আর. পি, না আসাম রাইফেল বাহিনী বা সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী না কি সেনাবাহিনী? তাঁরা আরো জিজ্ঞেস করেন যে, কেন আহত সত্যাগ্রহীদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা করা হয়নি, কেন সতর্কীকরণ ছাড়া গুলি বর্ষণ করা হল, কেন বুক ও মাথা লক্ষ্য করেই নিশানা করা হল, কেন কোন কোন সিপাহী পুলিশের মধ্যে উগ্র জাতি বিদ্বেষের আক্রোশ ছিল, কেন বাঙালী জাতির নাম তুলে অশ্লীল গালাগাল করে রোষ প্রকাশ করা হবে, একজন শহীদের স্ত্রী যখন তাঁর স্বামীকে শেষ বারের মত একবার দেখতে আকুল হয়ে ছুটে এসেছিলেন তখন কেন শারীরিক ভাবে তাকে নির্যাতন করা হয়েছিল ?—এতো সব প্রশ্নের জবাব শ্রী চালিহার কাছে নেই, কারণ শাসক কিংবা পুলিশ চরিত্রকে মানবিক করে তোলার মত শিক্ষা দানের পদ্ধতি কিংবা ব্যবস্থা আমাদের স্বাধীন দেশে চালু হয়নি। বিশেষত এই রাজ্যে বিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্তর থেকেই জাতি বিদ্বেষের পাঠে তালিম দেওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। তাছাড়া যেখানে বাঙ্গালী অধ্যুষিত শ্রীহট্টকে ঠেলে পাঠিয়ে ও নিশ্চিন্ত হতে না পেরে সোনার আসাম গড়ে তোলার লক্ষ্যে বছরের পর বছর অবাধে নিরীহ অসহায় মানুষদের হত্যা করে, ঘর বাড়ী পুড়িয়ে, বঙ্গাল খেদা আন্দোলন আর ভাষা আন্দোলনের নামে নারকীয় বর্বরতা সংঘটিত হয়, সেখানে দণ্ডধারীরা কেউ কেউ জাতি বিদ্বেষের আক্রোশ নিয়ে অত্যাচারী হয়ে উঠবে—এতে সাধারণভাবে লজ্জা হতে পারে, কিন্তু আশ্চর্যের কিছুই নেই। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী চালিহা তো বর্তমান হত্যা যজ্ঞের স্বয়ংই নায়ক সুতরাং এক্ষেত্রে মৌনতা অবলম্বনকেই তিনি শ্রেয় বলে মনে করলেন।

আসামের রাজ্যপাল জেনারেল শ্রী নাগেশ এদিন শহীদ পরিবারদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে এক শোকবার্তা শিলচর পৌরসভার সভাপতি শ্রী মহীতোষ পুরকায়স্থের ঠিকানায় পাঠালেন। শ্রী পুরকায়স্থ সেই বার্তা গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করে তা প্রত্যাখ্যান করেন।

শিলচর মহকুমা সংগ্রাম পরিষদের একতম নেতা শ্রী পরিতোষ পালচৌধুরী অমর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি, অত্যাচারিতদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে সপ্তাহ ব্যাপী

আন্দোলনের এক কার্যসূচী ঘোষণা করে সংগ্রামী জনতাব উদ্দেশ্যে এক আবেদনপত্র প্রচার করেন। এই পত্রে প্রকাশিত কার্যসূচীর নীতি নির্দেশিকা ও বক্তব্য ছিল এরকম :

* মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পবিত্র সংগ্রামে পুলিশের বর্বর গুলিতে যে এগারোটি জীবন আত্মাহুতি দিল--তাদের শোক-সন্তপ্ত পরিবারের কাছে আমরা সমবেদনা জানাই। আবো জানাই--আপনাদেব কোল আলো করে আজ সহস্র সহস্র সন্তান রয়েছে, তারাও তাদেব ভাইবোনদের পথযাত্রী। আশীর্বাদ করুন।
* যারা পুলিশের গুলিতে আহত তাদের কাছেও আমাদের এই কথা। শুধু বলতে চাই, তোমরা একা নও। আমরা তোমাদের চারিদিক ঘিরে। মাতৃ আশীর্বাদ পূত মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত। চিন্তা করো না।
* গতায়ু প্রত্যেকটি জীবনের মূল্য চাই। ক্ষতিগ্রস্থ প্রত্যেকটি পরিবারকে যোগ্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
* প্রত্যেক শহীদের স্মৃতিরক্ষার্থে পৃথক পৃথক শহীদ স্তম্ভ নির্মাণ করতে ·চাই। পৌর কর্তৃপক্ষ নিশ্চযই উপযুক্ত জমি দেবেন। জনসাধারণের কাছে আবেদন—মুক্ত হস্তে সাহায্য করুন।
* আমাদের দাবি পরিপূর্ণভাবে হাতে না আসা পর্যন্ত আমাদেব সংগ্রাম থামবে না। কোন ভাওতায় আমরা ভুলব না। আশ্বাস চাইনা। পূর্ণ ঘোষণা চাই।
* সংগ্রাম ও শহীদদের মর্যাদা রক্ষার জন্য শহর তথা মহকুমা-বাসীর নিকট পঁচিশ হাজার টাকার তহবিল আহ্বান করি ও সত্বর এই পবিত্র তহবিল পূর্ণ করে তোলার আহ্বান জানাই। পৌরসভাপতি শ্রী মহীতোষ পুরকায়স্থ মহাশয়ের কাছে সাহায্য পাঠাবেন।
* সংগ্রাম, ভাষা ও ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পর্কে সরকারের সংগে আলাপ আলোচনায় কোন রূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী সংগ্রাম পরিষদ। জনসাধারণকে এই ব্যাপারে সুবিধাবাদীদের সম্পর্কে সচেতন থাকতে অনুরোধ করি।
* সত্যাগ্রহী ও জনসাধারণকে সংগ্রাম পরিষদের উপর আস্থা রেখে অগ্রসর হতে অনুরোধ করি। সংগ্রাম পরিষদ জাতীয় স্বার্থে কখনই দুর্বল হবে না।

  বেআইনী কারফিউ, ১৪৪ ধারা ও পুলিশ আইন উঠিয়ে নিতে সরকারকে আহ্বান জানাই। সংগ্রাম পরিষদ শান্তিপূর্ণ অহিংস পন্থায়ই লক্ষ্যে পৌঁছতে চায়। সরকারী এই নীতি সংগ্রাম পরিষদের নীতির পরিপন্থী ও বিভ্রান্তি আনার সহায়ক বলে মনে করি। অতএব এই নীতির পরিবর্তন না ঘটালে সংগ্রাম পরিষদ সত্বরই আবার ব্যাপক কর্মসূচীতে যেতে পারে—একথা সরকারকে জানিয়ে দিলাম।
* জনসাধারণ ও সংগ্রামীদের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অনুরোধ করি। আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য ইহা আজ অপরিহার্য। সংগ্রাম পরিষদের ঘোষিত আন্দোলন ২২ তারিখ থেকে নিয়মিত চলবে। সংগ্রামকে আরো তীব্র করে তুলুন।
* সপ্তাহ ব্যাপী শোক প্রকাশ, কালো ব্যাজ ধারণ, ঘরে ঘরে কালো পতাকা উড্ডীন করুন। দমননীতির প্রতিবাদে এবং বন্দী মুক্তির দাবিতে অত্যাচারী ঘাতক পুলিশ মিলিটারীর সহিত সর্বপ্রকারের বয়কট অব্যাহত রাখুন।
* পরবর্তী ঘোষণায় সমস্ত জেলায় শহীদ দিবস পূর্ণ হরতাল ও অরন্ধনের দিন জানানো

হবে। দাবির সমর্থনে এই ঘোষণার জন্য দৃঢ়ভাবে তৈরি হউন।

আমাদের আওয়াজ—

১। শহীদ শচীন্দ্র পাল—জিন্দাবাদ
২। শহীদ কানাই নিয়োগী—জিন্দাবাদ
৩। শহীদ কমলা ভট্টাচার্য—জিন্দাবাদ
৪। শহীদ সুনীল সরকার—জিন্দাবাদ
৫। শহীদ সুকোমল পুরকায়স্থ—জিন্দাবাদ
৬। শহীদ কুমুদ দাস—জিন্দাবাদ
৭। শহীদ চণ্ডীচরণ সূত্রধর—জিন্দাবাদ
৮। শহীদ তরণী দেবনাথ—জিন্দাবাদ
৯। শহীদ হীতেশ বিশ্বাস—জিন্দাবাদ
১০। শহীদ বীরেন্দ্র সূত্রধর—জিন্দাবাদ
১১। শহীদ সত্যেন্দ্র দেব—জিন্দাবাদ[৩৫]

১। বাংলা ভাষা—জিন্দাবাদ
২। মাতৃভাষা—জিন্দাবাদ
৩। বাংলাকে সরকারী ভাষা—করতে হবে
৪। গুলী চালনার—বিচারবিভাগীয় তদন্ত চাই
৫। অত্যাচারীর—শাস্তি চাই
৬। বন্দীদের—বিনাশর্তে মুক্তি চাই
৭। পুলিশী জুলুম—বন্ধ কর
৮। দমননীতি—বন্ধ কব
৯। অত্যাচারী সরকার—হুঁশিয়ার।

শিলচর সহ কাছাড়জেলার সর্বত্র রেলকর্মচারীরা ১৯শে মের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ২১শে মে তারিখে কর্মবিরতি পালন করেন। উল্লেখ্য যে শহীদ কানাইলাল নিয়োগী শিলচর রেলষ্টেশনেরই একজন কর্মী ছিলেন।

করিমগঞ্জ ও শিলচর বার এসোসিয়েশন সুপ্রিম কোর্টেব বিচারপতিকে দিয়ে গুলিচালনা ও নৃশংস হত্যার বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিযে প্রধানমন্ত্রীর নিকট এক বার্তা প্রেরণ করেন। শ্রী রণেন্দ্রমোহন দাস প্রধানমন্ত্রীব নিকট প্রেরিত এক তার বার্তায় কাছাড়ের ঘটনাবলী ও হত্যাকাণ্ডের ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতির মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা কবে জানান, "Mass resentment against brutal killing. Large sacle police repression, specially by the Border Security force, Assam Rifles and Governmental Railway Police manned by Assamese personnal." করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীদাস তাঁর দলীয় সহযোগী কাছাড়ের সাংসদ, বিধায়ক ও অন্যান্য স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থার সকল পদাধিকারীদের অবিলম্বে স্ব স্ব পদে পদত্যাগ করে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি আদায়ের জন্য সংগ্রাম পরিষদের অহিংস ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদানের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান। এদিনই শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দ, শ্রী বিশ্বনাথ উপাধ্যায় ও শ্রী রণেন্দ্রমোহন দাস বিধায়ক পদে তাঁদের পদত্যাগের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষের নিকট তার বার্তা প্রেরণ করেন।

এ দিন রাজধানী শিলংয়ে Council of Action of All party Hill Leaders Conference. Political Sufferers of Khasi Hills, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, লাবান হরিসভা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও রাজনৈতিক দল ১৯মের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে শোক পালন করে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। All party Hill Leaders Council এক প্রস্তাবে গভীর ক্ষোভ ও মর্মবেদনা প্রকাশ করে

এর ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে সতর্ক করে বলেন যে, "This Council expresses shock at the barbarous police atrocities perpetrated on unarmed men, women and children in different parts of the district and reminded that these action will drive their inevitable reaction and urge upon the Government to stop forth with this reign of terror and meet on exemplary punishment to persons responsible for the black deeds."

মাতৃভাষার দাবিকে বুলেট আর বেয়নেট দিয়ে স্তব্ধ করে দেবার হিংস্র বর্বরতার প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি শহরে আপামর জনসাধারণ এদিন শোক পালন করে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। জলপাইগুড়ি জেলার রিভল্যুশনারী সোস্যালিষ্ট পার্টির নেতা শ্রী দেবব্রত মজুমদার ও ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা শ্রী সত্যজ্যোতি সেন এক বিবৃতিতে এই অত্যাচারের নিন্দা করে বাংলা ভাষাকে আসামের অন্যতম রাজ্যভাষা রূপে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য দাবি জানান। তাঁরা বিক্ষুব্ধ চিত্তে বলেন যে, যখন শ্রী নেহেরু আসামে অবস্থান করছেন তখন তাঁরই উপস্থিতিতে এ ধরনের নৃশংসতা ঘটল এর চেয়ে দুর্ভাগ্য জাতির আর কি হতে পারে। এক তার বার্তায় তাঁরা আসামের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে অবিলম্বে সকল বন্দী সত্যাগ্রহীদের মুক্তিরও দাবি জানান।

এদিন কলকাতার দিকে দিকে সংগ্রামী দরদী মানুষেরা সভা সমিতি ও মিছিল করে আসাম সরকারের দমননীতি ও শিলচরে গুলিচালনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে অমর বীর ভাষা শহীদদের উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। লক্ষ লক্ষ জনতা রোষে ও ক্ষোভে ধিক্কার জানায় এই বর্বরতার। কাছাড় জেলার সমস্ত আহত, নির্যাতীত ভাষা-সেনানীদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে মন্দির, মসজিদ, গীর্জায় বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। বাংলা ভাষাকে অবিলম্বে আসামের অন্যতম রাজ্যভাষা রূপে স্বীকৃতি দান ও ১৯শে মের ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি করে আসামের ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপের দাবি উত্থাপিত হয়। কাছাড়ে বাংলা ভাষা আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে আন্দোলনকে সফল করে তোলার জন্যও বিভিন্ন সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলীয় নেতা শ্রী জ্যোতি বসু দার্জিলিং থেকে প্রেরিত এক তার বার্তায় কাছাড় জেলায় পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন যে, 'কেন্দ্রে এবং রাজ্যে একই কংগ্রেস দলীয় শাসন থাকা সত্ত্বেও আসামে ভাষা সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান হয়ে ওঠে না। এর জন্য একমাত্র কংগ্রেসকেই অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।'

সর্বভারতীয় বলশেভিক পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রী নেপাল ভট্টাচার্য প্রেস বিবৃতিতে বলেন, "We are shocked to learn through press that the Assam Government have killed several innocent lives of the peaceful Satyagrahis at Silchar in Assam. The Satyagrahis were moving with their just and legitimate demands. The Satyagrahis were Unarmed and peaceful. It is more barbaric and brutal to kill them by shots of bullets. Can any civilised nation conceive that by tortures and bullets

anybody can be counselled to forget his mother language?

We demand to the Provincial as well as to the central Government immediately to set up an impartial committee to enquire into the cause of firings and punish the culprits."

সাংসদ শ্রীমতী ইলা পাল চৌধুরী এক তার বার্তায় প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনুরোধ জানান—"Heart rendering conditions prevailing in Silchar after firing. Request sympathetic treatment and enquiry. People flustered bewildered and heart broken. Your immediate personal intervention and fair action earnestly solicited."

কলকাতা সিটি বার এসোসিয়েশন বিশেষ সাধারণসভা আহ্বান করে এক প্রস্তাবে পুলিশী নির্যাতনের নিন্দা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নিকট জরুরী তারবার্তা পাঠালেন—"This Association strongly condemns the recent brutal shooting on the peaceful Bengali Satyagrahis including helpless Women and children at Silchar and demands immediate judicial enquiry."

কলকাতা ময়দানে লক্ষাধিক মানুষের এক বিশাল সমাবেশে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি, রিভল্যুশনারী সোস্যালিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক, সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অব্ ইণ্ডিয়া প্রভৃতি বাম দলগুলি সম্মিলিত ভাবে পুলিশী গুলিচালনা ও অত্যাচারের প্রতিবাদে ধিক্কার জানিয়ে ২৪শে মে, বুধবার, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবাদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কঠোর ভাষায় আসাম সরকারের দমন পীড়ন নীতির সমালোচনা করে কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদের আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে বাংলাভাষাকে আসামের অন্যতম রাজ্যভাষা রূপে স্বীকৃতি প্রদানের দাবি জানিয়ে এক সর্বসম্মত প্রস্তাবও সভায় গৃহীত হয়। এই মহতী জনসভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। সভার সূচনায় ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সাংসদ শ্রী ত্রিদিব চৌধুরী ও শ্রী হীরেন মুখার্জি, বিধায়ক শ্রী হেমন্তকুমার বসু, শ্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর শ্রী ত্রিগুণা সেন প্রমুখ বিশিষ্ট নেতা ও ব্যক্তিবর্গ ক্ষুব্ধ, বেদনামথিত হৃদয়ে আসামের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি, বিগত জুলাইর দাঙ্গা, সংখ্যালঘুর সাংবিধানিক অধিকার হরণ, সরকারের উগ্র ভাষানীতি ও জাতিবিদ্বেষী ভূমিকার তীব্র নিন্দা করে রাজ্যের সংকটজনক, ভয়াবহ পরিস্থিতির আশু প্রতিকারের দাবি জানান।

শ্রী ত্রিদিব চৌধুরী তাঁর ভাষণে বলেন যে, 'কাছাড়-করিমগঞ্জের বাঙালীরা অসমীয়া ভাষাকে রাজ্যভাষা করার প্রশ্নে কখনো বিন্দুমাত্র ও বিরোধিতা করেন নি, বরঞ্চ এই ভাষার উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধিত হোক সবসময় এই কামনা করেছেন, শুধুমাত্র অসমীয়া ভাষার সংগে বাংলাকে ও রাজ্যভাষার মর্যাদা দেয়া হোক এই দাবিই তাঁরা করে চলেছেন। সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালী জনগণের উপর বিগত ৬০ সালের জুলাই মাসে যে বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ইত্যাদি অবাধে সংঘটিত হয়ে চলেছিল তখন বাঙালী মুখে শুধু প্রতিবাদ জানিয়েছে কখনো প্রতিশোধের পথ গ্রহণ করেনি। অসীম ধৈর্য, সংযম ও সহিষ্ণুতা দেখিয়ে তাঁরা আবেদন নিবেদন ইত্যাদির

মাধ্যমে যখন কোন প্রতিকারের পথ খুঁজে পায়নি, আসাম সরকার যখন সংখ্যালঘুর সমস্ত অধিকারকে পদদলিত করে কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে আসাম বিধানসভায় একমাত্র অসমীয়াকেই রাজ্যভাষা রূপে গ্রহণ করে শুধুমাত্র বঙ্গভাষী কাছাড়ের জন্য মহকুমা পরিষদ ধারা সংযোজন করে বাংলাভাষার অবাধ ব্যবহারকে সংকুচিত করে তোলা হল, কেবল তখনই এর প্রতিবাদে স্বীয় মাতৃভাষাব অধিকাব রক্ষার দাবিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ বেছে নিলেন। এই মহকুমা পরিষদ ধারা আসলে ভবিষ্যতে কাছাড় জেলায় অসমীযা ভাষার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে রচিত এক অশুভ কালো আইন মাত্র। এই বিধি বলে যে কোন সময় রাজনৈতিক অপকৌশলের দ্বারা দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে কাছাড়ে বাংলা ভাষার স্বীকৃতিকে বাতিল করার সুযোগ রাখা হয়েছে।

গভীর পরিতাপের বিষয় যে, রাজ্য ও কেন্দ্র স্তরে সকল আবেদন নিষ্ফল হল। যেভাবে আসাম সরকার পুলিশ আর মিলিটারী দিয়ে নির্বিচারে নিরপরাধ আন্দোলনকারীদের উপর গুলিবর্ষণ করেছেন, অত্যাচার চালিয়েছেন তা দেশের ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে এক কলংক স্বরূপ। এই নৃশংসতা ভারতের সকল মানুষের কাছেই তীব্র নিন্দাব যোগ্য। এর প্রতিবাদে সকল দেশবাসীর এগিয়ে আসার সময় হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উপর সম্মিলিত ভাবে এখন সবাইকে এমন ভাবে চাপ সৃষ্টি করতে হবে যাতে কাছাড়ের জনগণের, ন্যায় সংগত সাংবিধানিক অধিকারকে স্বীকার করে নিতে আসাম সরকার বাধ্য হন।'

শ্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় তাঁর ভাষণে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, বিগত গোরেশ্বর দাঙ্গাব তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট আসাম সরকার এখনো জনসমক্ষে প্রকাশ করছেন না। দাঙ্গার বীভৎস ঘটনাবলীর উল্লেখ করে আসাম সরকারের সেসময়ের বাঙালী নিধন যজ্ঞের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে তীব্র শ্লেষের সংগে তিনি মন্তব্য করেন—"তখন এই সরকার 'বৈষ্ণব সরকার' সেজেছিল, মনে হচ্ছিল যেন তার পুলিশ বন্দুক ধরতেও জানেনা।" তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন যে, "সেই দাঙ্গায় হামলাকারীদের প্রতি একটি গুলি তো দূরের কথা একটি টিয়ার গ্যাসও ছোঁড়েনি ; অথচ কাছাড়ে অহিংস আন্দোলনকারীদের উপর, অসতর্ক শান্তিকামী নিরস্ত্র মানুষের উপর নির্বিচারে কাপুরুষের মতো গুলি চালালো, বেয়নেট চার্জ করলো, নারী শিশুদেরে হত্যা করলো। আসাম সরকারের এই নির্লজ্জ ভূমিকা কি প্রমাণ করে তা কোন অবোধকেও বলে বোঝাতে হয় না।"

শ্রী হেমন্ত বসু কেন্দ্রীয় সরকারকে অভিযুক্ত করে তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, "আসাম সরকারের সংকীর্ণ প্রাদেশিকতাবাদ কেন্দ্রের প্রশ্রয়েই এমন চরম সীমায় পৌঁছেছে। এর একমাত্র কারণ হলো উগ্র আঞ্চলিকতা-বাদকে জীইয়ে রেখে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা।" তিনি বাংলা ভাগ ও শ্রীহট্ট অঞ্চলকে পাকিস্তানে ঠেলে দেবার পিছনে কংগ্রেসের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে মন্তব্য করেন যে, "যেহেতু বাঙালীরা প্রগতিবাদী চিন্তার অধিকারী তাই কংগ্রেস নেতৃত্ব বাঙালী জাতি সম্বন্ধে আতংক বোধ করে।"

শ্রী ত্রিগুণা সেন গত বছরের দাঙ্গার বিবরণ দিয়ে আসাম সরকারের ভূমিকায় কেন্দ্রের নীরবতার কারণ বিশ্লেষণ করে জনগণের সামনে এই কথাই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে, তাঁর কথায়—"বাঙালী যেন কখনো শ্রী নেহেরুর নিকট কোনো কিছুর প্রত্যাশা কিংবা

প্রতিকার কামনা না করে।" শ্রী সেন তাঁর বক্তৃতায় এই বলে চ্যালেঞ্জ জানান যে, "যদি সাহস থাকে তাহলে শ্রী চালিহা যেন পদত্যাগ করে তাঁর নির্বাচন কেন্দ্র কাছাড়ের বদরপুব থেকে পুনরায় প্রার্থী হন। তাহলে দেখতে পাবেন যে তাঁর বিরুদ্ধে একটি গাধাকেও যদি প্রার্থী রূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড় করানো হয় নিশ্চিত ভাবে সেই গাধারই জয় হবে।"

এদিন কলকাতা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে শ্রীমতী লীলা রায়ের পৌরোহিত্যে প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির আহ্বানে এক বিশাল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভাষা-শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে গণতন্ত্র হত্যাকারী আসাম সরকারকে অনতিবিলম্বে বরখাস্ত করার দাবি জানানো হয়। শিলচর হত্যাকাণ্ডের বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়ে এই সভা কাছাড়ের বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষার আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থনের কথা ব্যক্ত করে ভাষাসংগ্রামীদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করে।

এদিন সন্ধ্যায় শিলচর শহরে শোকাহত স্তব্ধ মৌন হাজার হাজার নরনারী শহীদ সত্যেন্দ্রদেব ও শহীদ বীরেন্দ্র সূত্রধরের শবদেহ নিয়ে মিছিলে বেরল। রাজ্যপাল জেনারেল শ্রী নাগেশের প্রেরিত শোকবার্তা জনৈক পুলিশ কর্মকর্তা মারফত হাতে এলে শহীদ পরিবারের লোকেরা ঘৃণাভরে সেই বার্তা চিতার আগুনে নিক্ষেপ করেন। অশ্রুধারায় চিতার আগুন নিবিয়ে, বীর শহীদদের পূত চিতা ভস্মে ললাট টীকা ধারণ করে, শ্মশানের উত্তাপ বুকে ধারণ করে স্তব্ধমৌনতা ভেংগে গভীর রাতের বুক প্রকম্পিত করে ধ্বনিত হল–'বন্দেমাতরম ; হু হুংকারে গর্জে ওঠল সংগ্রামী জনতা–

একাদশ শহীদের রক্তঋণ শোধ কর,–শোধ কর।
বীর শহীদদের অপর নাম সংগ্রাম–সংগ্রাম।
সংগ্রাম চলছে, চলবে সংগ্রাম।

মাতৃভাষার মান বাঁচাতে তোমরা যাঁরা প্রাণ দিয়েছো বীর
তোমরা যাঁরা বুঝিয়ে দিলে প্রাণের চেয়ে মানটা বহু বড়
প্রণাম লহ, প্রণাম লহ, শোকাচ্ছন্ন এ বঙ্গ কবির ;
ওরে অসাড় বঙ্গবাসী, ওদের লাগি অর্ঘ্য কর জড়ো।

ঘরের চালে জ্বলছে আগুন, অপমানে যাচ্ছে মরে সতী
গুণ্ডা তাদের নিচ্ছে টেনে দিনের আলোয় চুলের ঝুঁটি ধরে,
এই বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ দিয়েছো তোমরা মহারথী
আমরা তখন সঙের মতো দাঁড়িয়ে আছি দূরেতে চুপ করে।

স্বাধীনতার নামে যখন সারা দেশে চলছে জুয়াচুরি
লিঙ্গুইজম নিন্দা করে লীড়ারিজম জাগছে দিকে দিকে
তোমরা তখন জীবন দিয়ে ভেঙে দিলে সকল জারি জুরি
রক্ত রঙে একে দিলে স্বাধীনতার মর্মকথাটিকে।

প্রমাণ করে দিয়ে গেলে মৃতের দেশে তোমরা ছিলে জিতা
প্রমাণ করে দিয়ে গেলে তোমাদেরই সত্যি ছিল প্রাণ
প্রাণের আগুন দিয়ে বন্ধু জ্বেলে দিলে অত্যাচারীর চিতা
প্রমাণ করে দিয়ে গেলে বাংলা মায়ের তোমরা সুসন্তান।
রত্ন গর্ভা মা তোমাদের, ধন্য তাঁরা বহু পুণ্যবতী
তোমরা-তাঁদের অঙ্ক-শোভা বক্ষ মণি নিঃশংক বীর
অন্ধকারের দেশে আজি ফুটিয়ে দিলে কি অপূর্ব জ্যোতি
বেসুরোদের হট্টগোলে গেয়ে গেলে কি সুর গম্ভীর।

['উনিশে মে, প্রণাম লহ'—বনফুল]

২২শে মে, ভোরের বিমানে একাদশ শহীদের পূত চিতাভস্ম নিয়ে আগরতলা ও কলকাতার পথে রওনা হলেন একদল সংগ্রামী নেতা। আজো বরাক উপত্যকার সর্বত্র হরতাল অব্যাহত থাকল। প্রতিবাদ, নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়ে গ্রামে গঞ্জে সভা সমিতি মিছিল করে সংগ্রামী জনগণ আত্মবলিদানের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

পশ্চিমবঙ্গের আলিপুর দুয়ারে ম্যাক উইলিয়ম উচ্চ বিদ্যালয়ে স্থানীয় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাগণ শিলচর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে এক সভায় মিলিত হন। আলিপুর দুয়ার উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রী যোগেশচন্দ্র দে সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে অবিলম্বে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি করা হয়। বাংলা ভাষাকে আসামের অন্যতম রাজ্যভাষা রূপে স্বীকৃতি প্রদানের জন্যে এক দাবি প্রস্তাবও সভায় গৃহীত হয়।

এদিকে রাজধানী শিলং শহরে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী শ্রী চালিহা এক ভোজ সভায় মিলিত হতে চলেছেন। এই ভোজ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে জোর তৎপরতা চলছে। এই প্রেক্ষিতে 'শ্রী নিরেপক্ষর ডায়েরী' তে (শ্রী অমিতাভ চৌধুরী) ক্ষোভ প্রকাশ করে লেখা হল,—"আজ নেহেরু ও চালিহার ভোজ সম্মেলন, যখন এই ডায়েরী লিখিত হচ্ছে : শিলচরের সব রক্ত এখনও শুকোয়নি এবং দশম ও একাদশ নিহতের চিতার আগুন রাত্রির অন্ধকারে এখনও হয়ত শেষ রক্তিম চিহ্ন মুছে দেয়নি—এখন এই মুহূর্তে শিলংয়ের নাতিশীতোষ্ণ শৈলশিখরে ইতিহাসের দুই ব্যক্তি ভোজের টেবিলে মুখোমুখি। সেখানে উজ্জ্বল বাতি, প্রসন্ন আয়োজন এবং অবিবেকী আহারের প্রাচুর্য সজ্জিত হয়েছে। এই ভোজ সভার শেষে আসামের ছায়ামন্ত্রী চালিহা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে ডিপ্লোমেসির মন্ত্রণা গ্রহণ করবেন এবং আমি নিশ্চিত বলতে পারি যে, অবিলম্বে দুইটি ঘোষণা শিলঙের সেক্রেটারিয়েট থেকে প্রকাশিত হবে। গুলিবর্ষণ সম্বন্ধে তদন্তের দাবি চালিহা স্বীকার করবেন এবং 'আসাম সরকারী ভাষা আইনে'র উপধারা থেকে মহকুমা পরিষদ সংক্রান্ত নির্দেশ সংশোধনের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হবে। কিন্তু নারীর ক্রন্দন? যে বালিকা মিলিটারীর বুলেটে নিহত, তার শোকার্ত পরিবার? সে কি প্রেসনোটের এই সান্ত্বনা শুনবে? মহকুমা পরিষদের উপধারা বাদ দিলেই কি এই হিংসার, এই রক্তের এবং বাঙালী হত্যার এই কুৎসিত ষড়যন্ত্রের স্মৃতি মুছে যাবে?"

"কাছাড় এখন পর্যন্ত মাত্র ১১ জনের প্রাণ বলি দিয়েছে। কিন্তু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালীর ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের তুলনায় এই সংখ্যা কতটুকু? (মাত্র ১১ জনের রক্তপান

করে অসমীয়া হিংসা কি তৃপ্ত হবে?) গত জুলাই মাসে দাঙ্গা কাছাড়ে প্রবেশ করতে পারে নি। কারণ কাছাড়ে বাঙালী সংখ্যাগরিষ্ঠ। ব্রহ্মাউপত্যকার ৩৬ হাজার বাঙালীর গৃহ যখন এক জেহাদে বিধ্বস্ত এবং ভস্মীভূত হল, নারীর নির্যাতন দিনের পর দিন আসামের রুদ্ধ আকাশকে যখন বিষাক্ত করে তুলল, যখন ঘরের শিকল তুলে দিয়ে অসহায় শিশু ও নারীকে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করা হল এবং রাজপথে বাঙালী নারীর বস্ত্রচ্ছাদন কেড়ে নিয়ে যখন দুর্বৃত্তেরা তাকে মেখলা পরাতে বাধ্য করল, পুলিশের বন্দুক যখন হাত বদল করে দুর্বৃত্তের হাতে গেল এবং ভয়ার্ত পশুর মত যখন বাঙালীকে হত্যা করা হল (এখনও যার নির্ভরযোগ্য সংখ্যা কেউ জানেনা), যখন মানুষ হিংস্র মানুষের ভয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিল এবং এক লক্ষ নরনারী গৃহহীন সর্বশান্ত হয়ে পথে এসে দাঁড়াল--তখন সেই জুলাই এর জেহাদে অসমীয়া হিংসা কাছাড়ে প্রবেশ করতে পারেনি। যাঁরাই আসামের রাজনীতির সংগে পরিচিত তাঁরাই জানেন যে, এই ক্ষোভ আসামে চাপা ছিল। তখনকার অসমীয়া পত্রিকাগুলিতে কাছাড়ের প্রতি হিংসা এবং অতৃপ্ত প্রতিশোধ যারা লক্ষ্য করেছেন তাঁদের কাছে একথা অজ্ঞাত ছিল না যে, কাছাড়কেও অদূর ভবিষ্যতে রক্ত দিতে হবে। কারণ ব্রহ্মপুত্র ভ্যালীর বাঙালীর ভাগ্য এবং কাছাড়ের বাঙালীর ভাগ্য ভিন্ন হতে পারে না। কিন্তু যেহেতু বেসরকারী গুণ্ডারা কাছাড়ের রক্ত নেওয়ার মত শক্তি রাখে না, সে জন্যে এবার প্রকাশ্য ভাবে সরকারী যন্ত্রকেই ব্যবহার করা হয়েছে। সেইজন্য শিলচরের ঘটনাকে আমি পুলিশের গুলিবর্ষণ বলে মনে করি না। ঘটনাটি শুধু প্রশাসনিক ব্যাভিচারের নিদর্শন নয়। এও দাঙ্গা, সেই ব্রহ্মপুত্র ভ্যালীর দাঙ্গারই নবতম সংস্করণ, শুধু তফাৎ এই যে, এখানে দুর্বৃত্তের ছদ্মবেশ পরতে হয়নি—পুলিশ নিজেই ইউনিফর্ম পরে বাঙালী হত্যায় অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ ইউনিফর্ম ছাড়া কাছাড়ে দাঙ্গা বাধানোর ক্ষমতা অসমীয়াদের ছিল না। শিলচরের গুলিবর্ষণ, ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি চরম প্রশাসনিক কলংক।"

"ভারতের প্রগলভ প্রধানমন্ত্রী সেদিনই সন্ধ্যায় গৌহাটিতে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্র স্মৃতি তর্পণ করেছেন এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যকে একটি অযাচিত সার্টিফিকেট দিয়েছেন। তিনি কাছাড়ের বঙ্গভাষীদের পরামর্শ দিয়েছেন যে, আন্দোলন ও সত্যাগ্রহ তাদের ভাষার দাবি আদায়ের পথ নয়। তবে পথ কোথায়, কোন দিকে? অসমীয়ারা তাদের ভাষার দাবি কেন্দ্রের কাছ থেকে (এবং চালিহার কাছ থেকে) আদায় করেছে যে পথে, সেই কি 'আসল' পথ—কেন্দ্রের আশীর্বাদ পূত? অর্থাৎ প্রতিবেশীর ঘরে আগুন দিতে হবে, নারীর কাপড় ধরে টানতে হবে এবং শিশুর গলায় অবলীলাক্রমে ছুরিকা বসাতে হবে? ১৫ দিন ব্যাপী আইকম্যানের ক্ষুদ্রতর সংস্করণেরা রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বন্দুক, ছুরি ও পেট্রোলের টিন নিয়ে ভয়ার্ত নরনারীকে তাড়া করে বেড়াবে এবং ভবিষ্যতে ভাষার নিরাপত্তার জন্য রাজ্য ব্যাপী এক স্যাডিষ্ট অত্যাচারী বাহিনী তৈরী করতে হবে—এই কী নেহেরু নির্দিষ্ট পথ? ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ কি সেই পথেই নেহেরুজী তৈরি করতে চান, অথবা তিনি কি তাঁর মানসপুত্র চালিহাকে একবার জিজ্ঞাসা করবেন : 'বৎস আর কত বাঙালীর রক্ত চাও? কারণ আমরা তাঁকে আরো রক্ত দিতে প্রস্তুত আছি যে রক্ত সমুদ্রের জলে ধোয়া যাবে না, যে রক্ত সংবিধানের সমস্ত সুগন্ধি দিয়ে মোছা যায় না এবং যে রক্ত গণতন্ত্রের ভণ্ড ইতিহাস প্লাবিত করে দিতে পারে। চালিহা সেই রক্ত তুমি আর কত চাও?"

কাছাড় জেলা গণসংগ্রাম পরিষদের ঘোষণা অনুযায়ী ২১শে মে থেকে ২৯শে মে পর্যন্ত সমগ্র জেলায় প্রতিবাদ হরতালের কার্যসূচী পালিত হতে লাগল। সুরু হল শহীদদের পূত চিতাভস্ম নিয়ে পথ পরিক্রমা।

২২শে মে পবিত্র চিতাভস্মাধার বদরপুর পৌঁছালে হাজার হাজার নরনারী শোকাবহ চিত্তে মৌন মিছিল সহকারে বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ শেষে শহীদদের অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। এদিন করিমগঞ্জে প্রচণ্ড বর্ষণ মাথায় নিয়ে প্রায় চল্লিশ হাজার শোকাতুর জনতা নগ্ন পদে, বুকে কালো ব্যাজ ধারণ করে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেন। এরপর ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে পুষ্প স্তবকে সজ্জিত করে রূপার ভস্মাধারটি কালীবাড়ী মন্দির প্রাঙ্গণে সংরক্ষিত করে রাখা হয়।

২৩শে মে তারিখে গৌহাটি, শিলং, হাফলং, আইজল ও আগরতলা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে ১৯শে মের গুলিবর্ষণের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। গৌহাটি আটগাঁও এর গঙ্গা চরণ ধনদা বিদ্যাশ্রমের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ এক সভায় মিলিত হয়ে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় আত্মবলিদানকারী অমর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করে তাঁদের বিদেহী আত্মার মঙ্গল কামনা করেন। শহীদ কমলা ভট্টাচার্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বক্তারা বলেন যে, পৃথিবীর ইতিহাসে সম্ভবত এটাই প্রথম ঘটনা যে, মাতৃভাষার চরণে এক মহিলা নিজেকে বলিদান দিলেন। এই যশোগাথা চির ভাস্বর হয়ে থাকবে।

গৌহাটি বেঙ্গলী হাইস্কুলের ছাত্ররা এদিন গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ধর্মঘট পালন করেন ও শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এদিন ফ্যান্সিবাজার, পানবাজার, তেওয়ারী মার্কেট, রাধাবাজার, পল্টন বাজার অঞ্চলেও প্রতিবাদে অধিকাংশ দোকান পাট বন্ধ ছিল।

শিলং শহরে হাজার হাজার খাসিয়া ও বাঙালী ছাত্রছাত্রী কালো ব্যাজ ধারণ করে ও কালো পতাকা হাতে নিয়ে মৌন শোভাযাত্রা নিয়ে রাজধানীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে অহিংস সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিশী বর্বরতার প্রতি নীরব ধিক্কার প্রকাশ করেন। শিলং অপেরা হলে অধ্যক্ষ উইলসন রীডের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় শিলচরে পুলিশী গুলি বর্ষণের নিন্দা করে ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। অধ্যাপক জি. জি. সোয়েল, শ্রী এস. সি. সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ও এই সভায় ভাষণ দান করেন।

হাফলং শহরে ২৩শে মে তারিখে প্রতিবাদে হরতাল পালন করা হয় এবং বিকালে শ্রী জয়ভদ্র হাগজের, এম. পি, সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় পুলিশী বর্বরতার নিন্দা জানিয়ে ভাষা শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়।

এদিন আইজল শহরেও বিভিন্ন পার্বত্য জাতি উপজাতি ও অন-অসমীয়া ভাষিক গোষ্ঠীর জনগণের সম্মিলিত উদ্যোগে এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিল সমগ্র শহর এলাকা প্রদক্ষিণ করে এবং এক সভায় মিলিত হয়ে ভাষা-শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়।

আগরতলায় অনুষ্ঠিত এক প্রতিবাদ সভায় এদিন কেন্দ্রীয় রেলদপ্তরের উপমন্ত্রী আজাদ হিন্দ ফৌজের বিশিষ্ট সেনাপতি শ্রী শাহনওয়াজ খান এবং শ্রী শীলভদ্র যাজী

আসাম সরকাবের দমন পীড়ন নীতির বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানান এবং একাদশ শহীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে কাছাড়ের ভাষা আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতার কথা ব্যক্ত করেন। শ্রীখান তাঁব ভাষণে কটাক্ষ করে বলেন যে--"কাছাড়ে বাংলা ভাষাকে অসমীয়া ভাষার সমমর্যাদা দিতে আসাম সরকারের কি ক্ষতি আছে আমি বুঝিতে পারি না। বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক অবদানের তুলনায় অসমীয়া ভাষা নগণ্য। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের করস্পর্শে বাংলা ভাষা আজ বিশ্বের দরবাবে প্রতিষ্ঠিত। এই ভাষাকে দাবাইয়া রাখার ক্ষমতা কাহারও নাই।"

স্থানীয় শিশু ময়দানে আয়োজিত এই সভায় ত্রিপুরা কংগ্রেসের সহসভাপতি শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত, আঞ্চলিক পরিষদের কংগ্রেস দলপতি শ্রী তড়িৎমোহন দাশগুপ্ত প্রমুখ ব্যক্তিরাও ভাষণ দান করেন।

এদিন কাছাড়ের সোনাই অঞ্চলের বাঙালী, মণিপুরী, কাছাড়ী প্রভৃতি বিভিন্ন গোষ্ঠীর জনগণ কালো ব্যাজ ধারণ করে এক বিশাল মৌন মিছিলে অংশ গ্রহণ করেন। পথ পরিক্রমা শেষে হাজার হাজার নরনারী সোনাই বাস স্ট্যাণ্ডে এক সভায় মিলিত হয়ে ১৯শে মের হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এই নৃশংস ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানান। অমর বীর একাদশ শহীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে সম্মিলিত জনতা আ-মৃত্যু সংগ্রাম চালিয়ে যাবার শপথ গ্রহণ করেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শিলচরের ভাষা সংগ্রামী শ্রী সত্যেন্দ্রকুমার রায়।

করিমগঞ্জ জেলা প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রী কুমুদরঞ্জন লুহ এক বিবৃতি প্রকাশ করে ১৯শে মের হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেন। এই বিবৃতিতে তিনি বলেন—"নির্বোধ চালিহা সরকারের অনুচরদের দ্বারা সংঘটিত এই পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড আসামের ক্ষমতা মদমত্ত ভাষা-উন্মত্ততা যে কোথায় নামতে পারে তারই একটি ইংগিত মাত্র। এই সব উন্মত্ততার নিকট প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহেরুও যে শোচনীয় ভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন তা ভারতের গণতন্ত্রের ছাত্রদের কৌতুকই সৃষ্টি করবে। উত্তেজনা পূর্ণ রাজনীতি নেহেরুর মত আমরাও পছন্দ করি না ; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, স্বাধীন ভারতে উত্তেজনা পূর্ণ আন্দোলন ভিন্ন নিজের ন্যায় সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠা দুরাশা মাত্র।" এই বিবৃতিতে তিনি শতপ্ররোচনায়ও জেলাবাসীকে শান্তিপূর্ণভাবে শহীদদের প্রদর্শিত ত্যাগের পথে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলন চালিয়ে যাবার আবেদন জানান।

ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির কাছাড় জেলা পরিষদের সম্পাদক শ্রী অচিন্ত্য ভট্টাচার্য এক বিবৃতি যোগে শিলচরে গুলি বর্ষণের ঘটনার তীব্র নিন্দা করে জেলা কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য সাতদিন ব্যাপী কালো ব্যাজ ধারণ করার আবেদন জানান।

এদিন পাথারকান্দিতে তহশীল অফিসের সম্মুখে পিকেটিংরত অহিংস সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিশ লাঠি চার্জ করলে ছয় জন গুরুতর আহত হন। পুলিশী অত্যাচারের এই ঘটনা সমগ্র এলাকায় প্রচণ্ড উত্তেজনা সঞ্চার করে।

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই--
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"--

২৪শে মে, বরাকের বুকে 'মরণ নৃত্যে ছন্দ মিলায়ে, লক্ষ জনতার, হৃদয় ডমরু' বেজে উঠল। রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষে কবিরই দেওয়া আশিস মাথায় তুলে নিয়ে মিলন যজ্ঞে সমবেত হল বঙ্গ মায়ের সন্তান দল। হিন্দু-মুসলমান, বর্ণ-ধর্ম-জাতি নির্বিশেষে মহামিলনের রাখী বন্ধন উৎসব পালিত হল সমগ্র বরাক উপত্যকা জুড়ে। শিলচর শহরে সত্যাগ্রহের ষষ্ঠদিনে বঙ্গ-ভঙ্গ-নিরোধ আন্দোলনের সেই রাখী বন্ধনের পুণ্য দিনটিকে স্মরণ করেই বিশ হাজার সত্যাগ্রহী ক্ষমতা-উদ্ধত আসাম সরকারের বিদ্বেষ নীতির বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রামের শপথ বাক্য পাঠ করলেন। যুদ্ধ মন্ত্রের মত ঘোষিত হল—বন্দেমাতরম ধ্বনি। একাদশ শহীদের রক্তঋণ শোধ কর ; জান দেব জবান দেবনা ; শহীদের রক্তস্রোত, জননীর অশ্রুধারা—ব্যর্থ হতে দেব না—বজ্রনিনাদে হুংকারিত হল দিক্‌বিদিক।

এদিন করিমগঞ্জ, শিলচর ও হাইলাকান্দি—কাছাড়ের এই তিন জেলা কংগ্রেস কমিটির এক ঐতিহাসিক সভা বসল হাইলাকান্দি শহরে। কাছাড় জেলা কংগ্রেস ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটির সভাপতি শ্রী রণেন্দ্রমোহন দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় জেলার কংগ্রেস দলীয় এম. পি, এম. এল. এ, মহকুমা পরিষদের সভাপতি ও সদস্য, আঞ্চলিক পঞ্চায়েত, মণ্ডল কংগ্রেস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কংগ্রেসী পদকর্তা ও সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন। তাছাড়া কংগ্রেস দলের প্রায় পাঁচ শতাধিক সদস্যও এই সভায় অংশ গ্রহণ করেন যাঁদের মধ্যে শুধু করিমগঞ্জ থেকেই প্রায় তিনশত সভ্য উপস্থিত হয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিমলাপ্রসাদ চালিহা ও কৃষিমন্ত্রী শ্রী মঈনুল হক চৌধুরী এই দুই কাছাড়ের এম. এল. এ. অনুপস্থিত ছিলেন। এক সংবাদে প্রকাশ যে শ্রী হক চৌধুরী না কি গৌহাটিতে একটি বিশেষ কাজে ব্যস্ত ছিলেন এবং সম্মেলনের খবরটি বিলম্বে জ্ঞাত হওয়ায় উপস্থিত হতে পারেননি।

এদিকে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রী সিদ্ধি নাথ শর্মা করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতির নিকট এক জরুরী তার বার্তা প্রেরণ করেন। এই বার্তাটি ছিল এরকম, "Request not to take any Party decision in 24 th May Congress meeting without further discussion." সভাপতির এই বার্তাকে অবাঞ্ছিত ও অপ্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করে সভার কাজ যথারীতিই শুরু হয়। কংগ্রেসের অভিজ্ঞ মহল কৃষিমন্ত্রীর অনুপস্থিত থাকার বিষয়টিকে উদ্দেশ্যমূলক ও ইচ্ছাকৃত বলে অভিহিত করে কংগ্রেস সভাপতি কর্তৃক বার্তা প্রেরণের ব্যাপারটির পিছনে শ্রী হক চৌধুরীরও একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল বলে অভিমত ব্যক্ত করে সভায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

সভার প্রারম্ভে অমর বীর ভাষা শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে এক প্রস্তাবে শিলচরে পুলিশ বাহিনীর বেপরোয়া লাঠি চার্জ ও অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করে গুলিবর্ষণের ঘটনার অবিলম্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও শহীদদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দানের জন্য দাবি জানানো হয়।

সভায় কাছাড় জেলায় বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা প্রয়াত হেমচন্দ্র চক্রবর্তীর প্রতিও শোক প্রকাশ করা হয়।

আসামের সাম্প্রতিক জটিল পরিস্থিতি ও কাছাড়ের আন্দোলনের প্রেক্ষিতকে উপেক্ষা করে আগামী সাধারণ নির্বাচনের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের বিষয়টিকে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে প্রাধান্য দিয়ে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি নির্বাচন-পদ প্রার্থীদের আবেদন করার জন্যে যে আহ্বান জানিয়েছেন তার তীব্র সমালোচনা করে এই সভা ভাষা সংগ্রাম শেষ না হওয়া পর্যন্ত জেলার কংগ্রেস সেবীরা কোন আবেদনপত্র দাখিল কববেন না এই মর্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। যারা ইতিমধ্যে আবেদনপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন তাদের আগামী ২৮শে মে তারিখের মধ্যে তা প্রত্যাহাব কবার জন্যও এই সভা নির্দেশ দান করে।.

অপর এক প্রস্তাবে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ভাষা আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্যে কাছাড় জেলা কংগ্রেস রূপায়ণ কমিটিকে ভাষা আন্দোলন কমিটিতে রূপান্তরিত করে কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদের পাশাপাশি আন্দোলন চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

বিগত ১৫ জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত কাছাড় জেলা কংগ্রেস কনভেনশনে গৃহীত ৩য় প্রস্তাবে কাছাড়কে আসাম থেকে আলাদা করে পৃথক শাসনতান্ত্রিক সংস্থারূপে গঠন করার যে দাবি গ্রহণ করা হয়েছিল এ নিয়ে কনভেনশনের সময় থেকে যে বিতর্ক, প্রতিবাদ ও বিভেদের রাজনীতি প্রবল হয়ে উঠেছিল সেই কথা মনে রেখে এই সভায় এক প্রস্তাবে স্থির হয় যে, আন্দোলনের ফলেও ভাষার দাবি যদি স্বীকৃত না হয় তা হলে তিন জেলা কংগ্রেস কমিটি যৌথভাবে কাছাড়ের ভাগ্য সম্পর্কে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

এই সভা, কাটিগড়া উপনির্বাচন বর্জন করে শিলচর জেলা কমিটি যে সিদ্ধান্ত ইতিপূর্বে গ্রহণ করেছেন তাকে স্বাগত জানায়।

জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলির এই যুক্ত সভা, বিধানসভার সদস্য পদে শ্রী রণেন্দ্র মোহন দাস ও শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দ পদত্যাগ করায় তাদের অভিনন্দন জানিয়ে এক প্রস্তাবে জেলার কংগ্রেসী মন্ত্রী এম. এল. এ., এম. পি., মহকুমা পরিষদ, আঞ্চলিক পঞ্চায়েত ও অন্যান্য কমিটি ও বোর্ড-এর সদস্যদের অবিলম্বে পদত্যাগ করে আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করার আহ্বান জানানো হয়।

সভায় গৃহীত এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে যে সব কংগ্রেস দলীয় নেতা ও সদস্যবৃন্দ সভাপতির নিকট পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন তাঁরা হলেন—সর্বশ্রী নিবারণ লস্কর এম. পি., শ্রী নন্দকিশোর সিংহ এম. এল. এ., মাহমুদ আলী এম. এল. এ., রামপ্রসাদ চৌবে এম. এল. এ., তজম্মুল আলী বড় লস্কর এম. এল. এ., নুরুল হক চৌধুরী—সভাপতি দক্ষিণ করিমগঞ্জ আঞ্চলিক পঞ্চায়েত, প্রফুল্লকুমার চৌধুরী—সহ সভাপতি দক্ষিণ করিমগঞ্জ আঞ্চলিক পঞ্চায়েত, রাকেশচন্দ্র দাস—সভাপতি বদরপুর আঞ্চলিক পঞ্চায়েত, গোলাপ সিংহ—সহ সভাপতি পাথারকান্দি আঞ্চলিক পঞ্চায়েৎ, রণজিৎকুমার দাস—সহসভাপতি কাটাখাল আঞ্চলিক পঞ্চায়েত, সনতকুমার দাস—সভাপতি শিলচর মহকুমা পরিষদ। এ ছাড়া আরো অনেক পঞ্চায়েত ও স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ এই সভায় পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন। সদস্যদের এই পদত্যাগ করার প্রস্তাবটি সভায় উত্থাপন করেন শ্রী রবীন্দ্রনাথ সেন এবং সমর্থন করেন শ্রী সুরেশ বিশ্বাস।

এদিন 'মদ গর্বিত চালিহা শাহী দুঃশাসনের' বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ পশ্চিমবঙ্গে শ্রী নেহেরুর ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে পালিত হল সর্বাত্মক হরতাল। শ্বেত শুভ্র পদ্মদল আব রজনীগন্ধার মালায় সুশোভিত বাহনে অমর ভাষা শহীদদের পূত চিতাভস্ম স্থাপন করে, সন্ধ্যা ছ'টায়, কলকাতা দেশবন্ধু পার্ক থেকে পঁচাত্তব হাজাবেবও অধিক শোকাহত জনতা নগ্নপদে মৌন মিছিল করে কেওড়াতলা ঘাটে আদি গঙ্গায় সেই ভস্মাধার বিসর্জন দিলেন। সে এক অভূতপূর্ব আবেগ মথিত বেদনাময় দৃশ্য। রাজপথেব দুধারে নতমস্তকে অগণিত নরনারী তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে নীরব কান্নায় ভেঙে পড়লেন। মহাশ্মশান ঘাটে রাত প্রায় দশটায় সেই চিতা ভস্ম স্রোত ধাবায় ভাসিয়ে দিয়ে সমবেত জনতার কণ্ঠে স্তব্ধ মৌনতা ভেঙ্গে মুখর হয়ে উঠল বন্দেমাতরম ধ্বনি। গঙ্গার পবিত্র জলধারা স্পর্শ করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ কবে ঘরে ফিরলেন সংগ্রামী জনগণ।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি, পূর্বপাকিস্তানে স্বৈরাচাবী শাসকের উগ্র ভাষা নীতির প্রতিবাদে মাতৃভাষা বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রাণ বলিদান করে সালাম-রফিক-বরকতেরা যে ইতিহাস রচনা করেছিলেন, সেই গৌরব-গাথা মালায় স্বর্ণাক্ষরে খচিত হল বরাকের একাদশ ভাষা-শহীদের নাম।

বাংলা ভাষা ও বাঙালী জাতির প্রতি আসাম সরকারের নৃশংস বর্বরতার প্রতিবাদে, দলমত নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ পশ্চিমবঙ্গবাসী ধিক্কার জানিয়ে, মাতৃভাষা-বেদীমূলে যাঁরা আত্মাহুতি দিলেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এক নব ইতিহাসই রচনা করলেন না, বাংলা ভাষা জননীর প্রতিও তাঁদের কৃত কর্তব্য পালন করলেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনাব সচিত্র বিবরণ পশ্চিমবঙ্গের সব কটি সংবাদপত্রেই বিশেষ মর্যাদার সংগে প্রকাশিত হয। 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত যে বিবরণ হাজার হাজার সংগ্রামী বরাকবাসীকে সেদিন অভিভূত করে তুলেছিল তার ভাষা ছিল এরকম :

মাতৃভাষার বেদীমূলে উৎসর্গিত প্রাণের প্রতি শোকস্তব্ধ বাংলার শ্রদ্ধার্ঘ্য :
সর্বস্তরের নাগরিকবৃন্দের স্বতঃস্ফূর্ত কর্ম-বিরতিতে
অজেয় মানবাত্মার ধিক্কার মুখর প্রতিবাদ :
ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের নয়া ইতিহাস

"কলিকাতা ২৪শে মে—তাহারা এগারোটি প্রাণের অনির্বাণ প্রদীপ জ্বালাইয়াছে। আমরা সেই প্রদীপের আলোয় পথ চিনিয়াছি ; তাহারা বুকের রক্ত ঢালিয়া কাছাড়ের মাটিকে লাল করিয়াছে, আমাদের পতাকা তাহাদের শোকে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে ; চিতাগ্নি শিখায় সেখানে শহীদের দেহ বিলীন হইয়া গিয়াছে ; এখানে সেই চিতাভস্ম লইয়া আমরা মৌন মিছিলে বাহির হইয়াছি ; অত্যাচারীর লাঠি গুলি তাহারা মাথা পাতিয়া লইতেছে, ক্ষোভে ও বেদনায় আমাদের রক্ত বিদীর্ণ হইতেছে ; মাতৃভাষার পূজার বেদীতে তাহারা প্রাণের অর্ঘ্য ; তাহাদের মায়েদের স্নেহের ধন আজ জল্লাদের শিকার, আমাদের মায়েরা সেই বীরদের প্রতি সম্মান জানাইবার জন্য পথের ধারে দণ্ডায়মানা ; তাহাদের মুখর প্রতিবাদ, আমাদের নীরব হুংকার ; প্রতিরোধে ও প্রতিবাদে, শোকে ও সংগ্রামে তাহারা ও আমরা আজ এক হইয়া গিয়াছি। প্রত্যহের সকল কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, দৈনন্দিন জীবনের সকল ব্যস্ততা এই দিনটির জন্য দূরে সরাইয়া রাখিয়া সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আজ আসামের বাঙালীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।"

এদিন মেদিনীপুর, বর্ধমান, পুরুলিয়া, মালদহ, দিনাজপুর, বালুরঘাট, রায়গঞ্জ, কোচবিহার, দিনহাটা, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার সর্বত্র বিপুল উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে হরতাল পালিত হয়।

এদিন বিকালে পুরুলিয়ায শ্রী বিভূতিভূষণ গুপ্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় লোকসেবক সংঘ, ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি, আর এস, পি প্রভৃতি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা ১৯শে মের তাণ্ডবের জন্য কেন্দ্রীয় ও আসাম রাজ্যসরকারের ভূমিকার তীব্র নিন্দা করে ভাষা আন্দোলনের প্রতি পূর্ণসমর্থন জ্ঞাপন করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

আলিপুরদুয়ার মহকুমার সর্বত্রও এদিন পূর্ন হরতাল পালিত হয়। সব ধরণের যানবাহন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দোকান পাট, হাটবাজার, সিনেমা হল সব কিছুই বন্ধ রেখে জনগণ প্রতিবাদ দিবস পালন করেন। আলিপুরদুয়াব শহরের কেন্দ্র স্থলে শহীদ বেদী নির্মাণ করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। বুকে কালো ব্যাজ ধারণ করে অগণিত নরনারী এক মৌনমিছিল নিয়ে প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি পরিক্রমা করেন। বিকালে নিউ হাটখোলা ময়দানে শ্রী যতীন্দ্র লাল সিংহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসমাবেশে এক মিনিট নীরবতা পালন করে অমর ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়. সভায় শহীদদের পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে ১৯শে মের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানিয়ে ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানানো হয়। সভায় সর্বশ্রী তিলক রায় (সি. পি. আই), শচীন গাঙ্গুলী (ফরওয়ার্ড ব্লক), রাণা সেন (আর. এস পি.), অণিমা দেবী (প্রধান শিক্ষিকা), চিত্ত ভট্টাচার্য, বিনয় বসু ও মুনীন্দ্র দাস প্রমুখ উল্লেখযোগ্য নেতা ও ব্যক্তিবর্গ ভাষণ দান করেন।

আসামের ধুবড়ি শহরের অগ্রগণ্য সাহিত্য সংস্কৃতি মূলক সংগঠন 'সবুজের—সব পেয়েছির আসর' এর রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন কমিটি এদিন এক সভায় ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্দাঞ্জলি নিবেদন করে ২৭ ও ২৮ মে তারিখের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে পুলিশী অত্যাচারের নিন্দা জানিয়ে ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তেরও দাবি জানানো হয়।

এদিন ত্রিপুরার উদয়পুর শহরে সর্বাত্মক হরতাল পালনের পর শ্রী অতুলচন্দ্র সেন মজুমদারের সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। একাদশটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করে শহীদবেদীতে পুষ্প ও মাল্য দানের পর এক মিনিট নীরবতা পালন করে অমর শহীদদের আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করা হয়। এই সভায় আসাম সরকারের বর্বর হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করে ভাষা আন্দোলনের প্রতি সক্রিয় সহযোগিতা প্রদানের সংকল্পও ঘোষণা করা হয়। সর্বশ্রী অতুল দত্ত, মহেন্দ্র দত্ত, রাধিকামোহন ব্যানার্জ্জী, ভবরঞ্জন মুখার্জি, রাখালদাস চক্রবর্তী, হরেন ব্যানার্জী, জগদীশ দত্ত, কালীশংকর ভট্টাচার্য, বোম্বানা বিশ্বনাথন, কলকাতা দক্ষিণ দমদম পৌরসভার কমিশনার তরুণ সেনগুপ্ত, উত্তর দমদম পৌরসভার কমিশনার অনিল চক্রবর্তী, দেবপ্রসাদ রায়—প্রমুখ বিশিষ্ট রাজনীতিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীবৃন্দ এই সভায় শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ভাষণ দান করেন।

এদিন কাছাড়ের জালালপুর নূতন বাজারে শ্রী রচমান আলী বড় ভুইঞার নেতৃত্বে এক মিছিল ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

করে দাবি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আমরণ সংগ্রাম চালিয়ে যাবার শপথ গ্রহণ করা হয়।

নিলামবাজাব শহবে শ্রী বরদাকান্ত দাস ও শ্রী গোপেশচন্দ্র মল্লিকের নেতৃত্বে ছাত্র-ছাত্রী, যুব-তরুণেব দল সংগ্রামের কার্যসূচী দুর্বার গতিতে পালন কবে চলেছেন। এদিন শহীদদের চিতাভস্ম নিয়ে এক শোক মিছিল সমগ্র বাজাব শহর পরিক্রমা কবে। বিকালে এক জনসভায় শহীদদেব প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে, দাবি পুরণ না হওযা পর্যন্ত সংগ্রামী জনতা আন্দোলন চালিয়ে যাবাব সংকল্প গ্রহণ কবেন। শ্রী গোপালচন্দ্র মল্লিক আসাম সরকাবেব নৃশংসতাব এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি কর্তৃক প্রেবিত বার্তার প্রতিবাদে কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ কবেন। উল্লেখ্য যে সভাপতি শ্রীরেড্ডী কাছাড়েব কংগ্রেস নেতা, সদস্য ও কর্মীদেব ভাষা আন্দোলনে যোগ দান না করার জন্য এক তার বার্তা প্রেরণ করেছিলেন।

২৪শে মে তারিখের কলকাতার সংবাদে প্রকাশ যে শ্রী ভূপেন হাজারিকা শিলচরের গুলি চালনাকে গণতান্ত্রিক প্রহসন বলে এক বিবৃতি প্রচার করেছেন। শ্রী হাজারিকা তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, "বিষয়টি যতই বিতর্কমূলক হউক না কেন অন্য যে কোন গণতান্ত্রিক দেশে এই ব্যাপারে গুলি চালনা হইত না। এই প্রকার গুলি চালনার দ্বারা আসামেব বিভিন্ন প্রকার জনসাধারণের মধ্যে সৌহার্দ্য ও প্রীতি বৃদ্ধি করা সম্ভব নহে। ইহা দ্বাবা সমগ্র দেশের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হইবে। আশা করি প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই সরকারের এই চরম ব্যবস্থাকে নিন্দা করিবেন।"

এদিকে গৌহাটি থেকে প্রকাশিত মর্যাদা সম্পন্ন Assam Tribune ও অন্যান্য অসমীয়া সংবাদ পত্র ৬০ সালের দাঙ্গায় যেভাবে নিধন যজ্ঞে প্ররোচনা যুগিয়েছিল এবং গৌহাটিতে পুলিশেব গুলিবর্ষণের পর যেভাবে প্রতিবাদে উচ্চকণ্ঠ ছিল, সেই পত্রিকাগুলি শিলচরের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে মানবতা কিংবা সাধারণ সৌজন্যের খাতিরেও প্রতিবাদে নীরব থেকেছে, কিন্তু ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সত্যাগ্রহীদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা ও বিষোদগার করতে তাদের স্বভাবগত রীতি মেনেই সোচ্চার রয়েছে। সাংবাদিকতার এই নীচ আচরণের নিন্দা জানিয়ে শিলচর নাগরিক কল্যাণ সমিতির সভাপতি শ্রী সুনীল এন্দ এক বিবৃতি প্রকাশ করে হীন উগ্র অসমীয়া জাতিয়তাবাদের প্রতি ধিক্কার জানান।

পুলিশী হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে এদিন করিমগঞ্জ স্কুলবোর্ডের চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা শ্রী অরবিন্দ চৌধুরী, রামকৃষ্ণ নগর আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের সদস্য ও কংগ্রেসনেতা শ্রী মতিলাল দত্ত চৌধুরী, আব্দুল সোবহান, মদনমোহন মুখার্জি, ভারত মুখার্জি, প্রফুল্লচন্দ্র নাথ, প্রদ্যুম্ন চৌবে, রামপ্রসাদ পরাশী, গীর্বাণ চন্দ্র কর, দ্বিজেন্দ্র ভট্টাচার্য, গিরীন্দ্র ধর, সুরবালা মালাকার ও ধীরেন্দ্রকুমার পাল প্রমুখ ব্যক্তিগণ তাঁদের সদস্যপদ ত্যাগ করেন।

২৫শে মে, ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির আসাম রাজ্য কমিটির সম্পাদক শ্রী ফনী বরা এক বিবৃতি প্রকাশ করে এই বলে ঘোষণা করেন যে, "কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদের এই আন্দোলন--বিচ্ছিন্নতা বাদের আন্দোলন। আসামকে বহুভাষী রাজ্য করার জন্য যে সংগ্রাম পদ্ধতি ও কার্যসূচী এই আন্দোলনে গৃহীত হয়েছে তা কমিউনিষ্ট পার্টি সমর্থন করেনা।" তিনি আরও বলেন যে, জেলা স্তরের ভিত্তিতে যতদিন পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে কাছাড়েব সরকারী ভাষা রূপে স্বীকার করা না হচ্ছে ততদিন রাজ্য কমিটি এই দাবি করে চলবে,

কিন্তু—শ্রী বরার ভাষায় কাছাড়ের কিছু নেতা দ্বারা পরিচালিত সংগ্রাম পরিষদের দাবি গুলি অন্যরূপ। আমাদের পার্টি মনে করে এই ধরনের আন্দোলনের ফলে কাছাড়ের জনগণ কখনো তাঁদের নায্য ও বৈধ প্রাপ্য আদায় করতে পারবেন না। সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুদের ঐক্য ও সম্প্রীতির সম্পর্কও তা দৃঢ় করে না। কাছাড় সংগ্রাম পরিষদের সংগে আমাদের পার্টির কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের দাবি ও আন্দোলন আলাদা। কাছাড়েব জনগণ কমিউনিষ্ট পার্টির আন্দোলনকে সমর্থন করবে এবং তাদের আন্দোলনে অথবা নায্য দাবী আদায়ে জনসাধারণের সমস্ত অংশের সমর্থন ও সহযোগিতা অর্জনের জন্য কোন চেষ্টাব কর্মসূচী র‍্যাজ্যের জনগণের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বকে বিঘ্নিত করে।"

সি. পি. আই পার্টি নেতা শ্রী ফণি বরার এই বিবৃতি প্রকাশিত হবার পর কাছাড় জেলার কমিউনিষ্ট দলের সমর্থক, সদস্য ও অন্যান্য মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কমিউনিষ্ট পার্টির আসাম রাজ্য পরিষদ ৬০ সালে শিক্ষার মাধ্যম ও ভাষার প্রশ্নে গৌহাটি অধিবেশনে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন তাতে দলিল, ইস্তাহার ইত্যাদির ক্ষেত্রে রাজ্যের বাঙালীদের জন্য বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা এবং মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষা দান ব্যবস্থার প্রতি সমর্থনের কথাই বলা হয়েছিল। কিন্তু বাংলা কিংবা অন্য কোন অনসমীয়া সংখ্যালঘুর ভাষাকে রাজ্যের সরকারী ভাষা রূপে স্বীকৃতি প্রদানের ব্যাপারে পরিষদ বিরোধী ছিল। প্রকৃতপক্ষে আসামের রাজ্যভাষা কি হবে এই প্রশ্নে কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট সবদলের রাজ্যিক নেতৃত্বেরই অবস্থান ও দৃষ্টিভংগীর মধ্যে কোন প্রার্থক্য ছিল না। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠন ও রাজ্যভাষার ব্যাপারে কমিউনিস্ট দলের যে নীতি ছিল আসামের ক্ষেত্রে সে নীতি অনুসৃত হয়নি। এখানে কংগ্রেস দলের মত প্রকাশ্যে সোচ্চার না হলেও রাজ্যস্তরে কমিউনিস্ট দলে যে অসমীয়া উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সম্প্রসারণবাদের পক্ষে নীরব ভূমিকা পালন করে চলেছিল এ ব্যাপারে কোন সংশয়ের অবকাশ ছিল না। প্রকৃত পক্ষে সর্বভারতীয় সবকটি দলেরই এ রাজ্যে বিশেষত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ উগ্রবাদীদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ছাড়া অস্তিত্ব রক্ষা করাই কঠিন ব্যাপার ছিল। ফলে প্রগতিশীল শক্তিগুলি কখনো দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াতে সক্ষম হয়নি।

শ্রী ফণী বরার বিবৃতিতে ক্ষুব্ধ বরাকবাসী এই বলে প্রশ্ন তুললো যে, কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদের দাবি ও কার্যসূচী যদি রাজ্যের সম্প্রীতি ও ঐক্যের প্রশ্নে বিঘ্নকারী হয়, তা হলে কি বিগত দাঙ্গা, হত্যা, লুণ্ঠন, সংখ্যালঘুর অধিকার হরণ, একমাত্র অসমীয়াকে রাজ্য ভাষারূপে গ্রহণ করে আইন প্রণয়ন, শিলচরে অহিংস সত্যাগ্রহীদের উপর নৃশংস অত্যাচার ও গুলিবর্ষণ—এসব কিছুই কমিউনিষ্ট পার্টির রাজ্য কমিটির সম্পাদকের নিকট ঐক্য ও সৌভ্রাতৃত্ব রক্ষার কল্যাণকর ব্যবস্থা ও পদ্ধতি মাত্র? কই, শ্রী বরার কণ্ঠে তো রাজ্যসরকারের এসব তাণ্ডবনীতির বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে শোনা যায়নি। বিপ্লবী নেতা স্বৈরাচারীর এমন সমর্থক হয়ে উঠবেন তা অকল্পনীয় ও আদর্শবিরোধী হলেও এ যে রূঢ় বাস্তব। উগ্রজাতীয়তাবাদের প্রতি কমিউনিষ্ট নেতার এমন নির্লজ্জ আত্ম সমর্পণকে বরাকবাসী ধিক্কার জানালো। এমনকি কাছাড় জেলার কমিউনিষ্ট সমর্থকেরাও পর্যন্ত নেতার এই ধৃষ্টতার প্রতিবাদে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন।

এদিন দিল্লীতে শ্রীহট্ট সম্মিলনীর কার্য-নির্বাহক সমিতির এক জরুরী সভা আহ্বান করে

১৯শে মের হত্যাকাণ্ডেব প্রতিবাদ জানিয়ে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, "সম্মিলনীর সুচিন্তিত অভিমত এই যে শান্তিপূর্ণ আবহাওযা সৃষ্টিব জন্য অবিলম্বে ভাষা সমস্যার সমাধান প্রয়োজন এবং ভাষা আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িক বিবোধ চলিতে থাকিলে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা ও ঐক্য ব্যাহত হইবে। এই কারণে সমিতি কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের নিকট দাবি জানাইতেছে যে তাহারা অনতিবিলম্বে আসামের ভাষা সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করুন।"

উদ্ভূত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করাব জন্য ৪ জন সদস্য যুক্ত এক কমিটিকে শিলচর পাঠাবার সিদ্ধান্তও সভায় গ্রহণ করা হয়।

২৬শে মে তারিখে ছিল পবিত্র ঈদ উৎসব। এদিন বরাক উপত্যকার সর্বত্র ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা বুকে কালো ব্যাজ ধারণ কবে মিছিল সহ নীরবে ১৯শে মের গুলিবর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। শিলচর শহরে হাজার হাজার মুসলিম জনতা পবিত্র নামাজ পাঠের পর শোক মিছিলে অংশ গ্রহণ কবেন।

করিমগঞ্জে ঈদ উৎসব কমিটির সম্পাদক শ্রী শামসুদ্দীন চৌধুরীর নেতৃত্বে, স্থানীয় ঈদগাহ ময়দানে পবিত্র নামাজ আদায়ের পর, প্রায় দশহাজার মুসলমান মৌন মিছিল সহ শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেন। এই মিছিলে অগণিত হিন্দুরাও অংশগ্রহণ করে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। হাজী মুছব্বির আলী, মোঃ আব্দুল বারী, মোঃ নুরুল হক চৌধুরী, মোঃ মঈনুল ইসলাম চৌধুরী, মোঃ মৈনুদ্দীন চৌধুরী, হাজী আব্দুল জব্বার প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ এই ঐতিহাসিক শোকযাত্রা পরিচালনা করেন। এ দিন মসজিদে মসজিদে শহীদদের আত্মার কল্যাণ কামনা করে বিশেষ প্রার্থনারও আয়োজন করা হয়। ঈদ উৎসব কমিটি শহীদদের প্রতি সম্মান জানাতে সমস্ত আনন্দ উৎসবও বর্জন করেন।

এই পবিত্র দিনটি যদিও ছিল সরকারী ছুটির দিন, কিন্তু রাজ্য সরকার এক বিশেষ নির্দেশ বলে এক ঘোষণায় এই ছুটি বাতিল করে অফিস আদালত খোলা রাখার আদেশ প্রদান করলেন। ফলে সমগ্র জেলায় এদিন সত্যাগ্রহীরা কার্যালয় গুলির সম্মুখে পিকেটিং করেন। শেষ পর্যন্ত দুপুর বারোটা নাগাদ এই ছুটি বাতিলের নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিতে সরকার বাধ্য হন। এদিন শ্রী মতিলাল দত্তের নেতৃত্বে সত্যাগ্রহীদের এক মিছিল ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে করিমগঞ্জ শহর পরিক্রমা করে।

শিলচর মোক্তার বার এসোসিয়েশনের এক সভায় নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহীদের উপর গুলি চালনার তীব্র নিন্দা করে একাদশ শহীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়। ১৯শে মের ঘটনাবলী সম্পর্কে সরকারী প্রেসনোটের বক্তব্যকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত, অসত্য ও ভিত্তিহীন বলে আখ্যায়িত করে এই সভা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে যে, 'সেদিন শিলচরে কোন গৃহে অগ্নিসংযোগ করা হয় নাই, কোন সামরিক ব্যক্তি আঘাত পান নাই ও জনতা পুলিশ ট্রাকে অগ্নি সংযোগ করে নাই।'

এদিন তিনসুকিয়া শহরে ডাকবাংলো, ময়দানে এক বিশাল প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। শিলচরের গুলিবর্ষণের ঘটনাকে ধিক্কার জানিয়ে একাদশ শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সভায় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। আসাম সরকারের অনুসৃত নীতির কঠোর সমালোচনা করে শ্রী গোলাপ বরবরা শান্ত ও সংযত সত্যাগ্রহীদের উপর বেআইনী গুলিবর্ষণের ঘটনার তীব্র নিন্দা করে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন যে, দেশ স্বাধীন হয়েছে, লাঠি ও

গুলির যুগের অবসান ঘটেছে বলেই লোকের ধারণা, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যে, স্বাধীন স্বদেশী সরকার ও ব্রিটিশী সন্ত্রাস থেকে কোন অংশে কম নয়। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলেন যে, গুলি চালিয়ে, দমন পীড়ন নীতির আশ্রয়ে মীমাংসার পথ সুগম করা যায় না। বাংলা ভাষার দাবিতে এই আন্দোলন আইন সংগত ও গণতান্ত্রিক পথেই পরিচালিত ছিল বলে শ্রী বরবরা অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি সুকিয়ার অপর বিশিষ্ট নেতা শ্রী বারীন চৌধুরীও এই প্রতিবাদ সভায় ভাষণ দান করেন।

আগরতলায় ত্রিপুরা রাজ্য কমিউনিষ্ট পার্টি, প্রজাসমাজতন্ত্রী দল ও তপশিলী জাতি সমিতির মিলিত আহ্বানে এদিন এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়।

আসাম সরকারের চণ্ডনীতির প্রতিবাদে করিমগঞ্জ মহকুমা ভূমিবন্দোবস্তের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য শ্রী লীলাময় দাস পদত্যাগ করেন এবং শ্রীগৌরী গ্রামের বিশিষ্ট সমাজ সেবী শ্রী বনোয়ারীলাল দত্ত চৌধুরী সরকার কর্তৃক প্রদত্ত 'কৃষি পণ্ডিত' উপাধি বর্জন করে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট বার্তা প্রেরণ করেন।

বরুয়ালা গাঁও সভার সভাপতি মোঃ রুস্তম আলী, সদস্য শ্রী সতীন্দ্রমোহন নাথ, শ্রীগোপালকৃষ্ণ বিশ্বাস ও শ্রীমতী নীরদাবালা দাস শিলচরে গুলিবর্ষণের প্রতিবাদ জানিয়ে নিজ নিজ সদস্য পদত্যাগ করেন। গ্রাম গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে গাঁও সভা, আঞ্চলিক পঞ্চায়েত ও অন্যান্য স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সদস্য পদত্যাগ করার মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলনের প্রতি সর্বসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন এ সত্যকেই প্রমাণিত করে যে, এই আন্দোলন যথার্থই জনগণের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম হয়ে উঠেছিল। সংগ্রামী চেতনার এই ব্যাপকতায় ভীত সন্ত্রস্ত আসাম সরকার ও তার প্রশাসন জনগণের এই ঐক্যের ভিতকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের হীন কৌশলকে হাতিয়ার করে মাঠে নামল।

এদিকে দুইদিন ব্যাপী সফরের শেষে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহেরু বারিপদায় দুই লক্ষাধিক লোকের এক সমাবেশে শিলচরে গুলিবর্ষণ ও ভাষা আন্দোলনের প্রসংগ উত্থাপন করে আসাম ও বাংলার ভূমিকা ও বিরোধের কথা তুলে ক্রোধ প্রকাশ করে তাঁর ভাষণে বলেন—"বাংলা অথবা আসাম যদি কোন ভুল করে থাকে তা হলেও জনসাধারণকে উত্তেজিত করা সংগত নয় ; কারণ এতে বিদ্বেষই বৃদ্ধি পাবে। পরস্পরকে গালিগালাজ বা দোষারোপ করে কোন সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। ভারতের কোন স্থানে যদি কোনও ভাষার প্রতি অবিচার করা হয়ে থাকে, তা আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই শান্তি পূর্ণ ভাবে দূর করতে হবে, আন্দোলন অথবা হিংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে নয়।"

এদিন সন্ধ্যায়, কলকাতায়, এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষা সংগ্রামের বিশিষ্ট নেতা শ্রী মোহিতমোহন দাস আসামের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে সরকারের দমন নীতি ও উগ্র জাতি বিদ্বেষের নগ্ন স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন। কাছাড় জেলায় ৪০ হাজার সত্যাগ্রহীর অনমনীয় দৃঢ়তা ও মৃত্যুপণ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি ও সংকল্প ঘোষণার কথা ব্যক্ত করে তিনি ভবিষ্যৎ কার্যসূচী সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করেন এবং পশ্চিমবঙ্গের জনগণ ও সংবাদপত্রগুলির বলিষ্ঠ ভূমিকার প্রশংসা করে সংগ্রামী সাথীদেরে অভিনন্দন জানান।

শ্রী দাস তাঁর বক্তব্যে আরো জানান যে, কাছাড় জেলার ৮ জন বিধানসভা সদস্য পদত্যাগ করেছেন বাকী ৪ জনের মধ্যে শ্রী গৌরীশংকর রায় শীঘ্রই সদস্যপদে ইস্তফা দেবেন অপর ৩ জন বিধায়ক শ্রীচলিহা শ্রী মঈনুল হক চৌধুরী ও শ্রী আব্দুল মতিলব

মজুমদার এর নির্বাচন কেন্দ্র যথাক্রমে বদরপুর, পূর্ব-শিলচর ও হাইলাকান্দি তাদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করে পদত্যাগের দাবি জানিয়ে গণ-স্বাক্ষর অভিযান সুরু হয়েছে। এই অনাস্থা প্রস্তাব ও দাবি সম্বলিত স্মারকপত্র যথাসময়ে রাষ্ট্রপতি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হবে। এই সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রী দাস দৃঢ় ভাষায় জানান যে, আসাম রাজ্যভাষা আইনের ধারা থেকে মহকুমা পরিষদ বিধি বাতিল করলেই যে সংগ্রাম স্তব্ধ হয়ে যাবে, কোন কোন মহলের এই ধারণা পোষণ করা অনুচিত। তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যে, যতক্ষণ না রাজ্য সরকার বাংলা ভাষা, পার্বত্য অধিবাসী ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ভাষার অধিকারকে স্বীকার করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত এ আন্দোলন চলবে।

এই সাংবাদিক সম্মেলনে অপব যেসব বিশিষ্ট প্রতিনিধি ও ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন তাঁবা হলেন, শ্রীহট্ট সম্মিলনীর সভাপতি শ্রী অপূর্বকুমার চন্দ, সহ সভাপতি শ্রী সুবোধ দত্ত, শিলচর পৌরসভার কমিশনার শ্রী সুখময় সিংহ, শ্রী ত্রিদিব চৌধুরী এম. পি., শ্রী দীনেশ দত্ত, শ্রী প্রাণেশলাল সোম, অধ্যাপক ঋতেন্দ্রকুমার রায় ও অধ্যাপক দিলীপ কুমার চক্রবর্তী।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী চালিহা এক তার বার্তা প্রেরণ করে কাছাড়ের কংগ্রেসী নেতাদের সংগে এক আলোচনায় মিলিত হবাব ইচ্ছা প্রকাশ করে তাদের আমন্ত্রণ জানালেন। আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রী সিদ্বিনাথ শর্মা পি. টি আই-র সংগে এক সাক্ষাৎকারে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অভিমত প্রকাশ করে বললেন যে, বাংলা ভাষাকে অতিরিক্ত একটি সরকারী ভাষা রূপে স্বীকৃতি দানের প্রস্তাব আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নিকট কোন অবস্থায়ই গ্রহণ যোগ্য নয়। বর্তমান ভাষা সমস্যার সমাধান কল্পে উক্ত প্রস্তাবকে বাদ দিয়ে অন্য যে কোনো প্রস্তাব তিনি বিবেচনা করতে প্রস্তুত আছেন। এই মর্মে বিকল্প কোন প্রস্তাব পেশ করার জন্য তিনি কাছাড়ের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের নিকট অনুরোধ জানান। তিনি আরো বলেন যে, আগামী ৩ও ৪ জুন তারিখে গৌহাটিতে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির যে বৈঠক আহ্বান করা হয়েছে সেখানে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দিক থেকে ১৯শে মের ঘটনা ও উদ্ভুত সমস্যাবলীর বিচার বিবেচনা করা হবে।

এদিনের এক সংবাদে প্রকাশ যে, কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনার শ্রী দুয়ারা স্বাস্থ্য-হানি জনিত কারণে ছুটি গ্রহণ করায় তাঁর স্থলে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের জয়েন্ট সেক্রেটারী শ্রী আর. কে. শ্রীবাস্তবকে নিয়োগ করা হয়েছে। ১৯শে মের ঘটনার সংগে যুক্ত শ্রী দুয়ারার অপসারণে কাছাড়বাসীর মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস জাগলেও নতুন কর্মকর্তার ভূমিকা কি হবে এ নিয়ে যথেষ্ট উদ্বেগের সঞ্চার হয়।

'শিলচর হত্যাকাণ্ডের তদন্ত চাই'
'কাছাড়ের নায্য দাবি পূরণ কর'
'চালিহা সরকারের পদচ্যুতি চাই'
'ভারতের ঐক্য বিনাশক নেহেরু সরকার ধ্বংস হোক ;'

—ইত্যাদি শ্লোগান দিয়ে ২৭শে মে তারিখে দুর্গাপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনের মূল মণ্ডপ থেকে আধ-মাইল দূরে পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির সম্মিলিত প্রতিবাদ ও ধিক্কার জ্ঞাপনের কার্যসূচীতে প্রায় ১০ হাজার ক্ষুব্ধ জনতা সমবেত

হয়েছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহেরু এদিন সকালে ভারতীয় বিমান বাহিনীর এক বিমানে করে অণ্ডাল পৌছান। সেখান থেকে ৭ মাইল দূরে দুর্গাপুর রওনা হন। বিক্ষোভ প্রদর্শন কারীরা বুকে কালো ব্যাজ ধারণ করে, কালো পতাকা হাতে নিয়ে দুটি দলে বিভক্ত হয়ে মিছিল করে অধিবেশন শিবিরের দিকে অগ্রসর হলে ভিরিঙ্গি মোড়ে পুলিশ তাদের গতি রোধ করে। পুলিশের পদকর্তারা বিক্ষোভ মিছিলের নেতৃবৃন্দকে প্রধানমন্ত্রীর সংগে সাক্ষাৎ কবতে পারেন বলে জানালে উত্তরে নেতারা জানালেন যে, তাঁরা সাক্ষাৎ করতে সমবেত হননি, অন্তরের বেদনা বিক্ষোভ প্রকাশ করতেই উপস্থিত হয়েছেন। সংযুক্ত বামপন্থী দলের উদ্যোগে সংগঠিত এই বিক্ষোভ মিছিলের প্রথম দলের নেতৃত্বে ছিলেন সর্বশ্রী হীরেন মুখ্যার্জি এম. পি., ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত এম. পি., অরবিন্দ ঘোষাল এম. পি., হেমন্ত বসু এম. এল. এ., ডাঃ রণেন সেন এম. এল. এ., নীহার মুখার্জি, তারা দত্ত, বরদা মুকুটমণি, সুধীর মুখার্জি, অনিল চ্যাটার্জি ও বিমলানন্দ মুখ্যার্জি। অপর মিছিলটির নেতৃত্বে ছিলেন পি. এস. পি ও জনসংঘদলের নেতারা। সর্বশ্রী শিবনাথ ব্যানার্জি, হরিদাস মিত্র ও অধ্যাপক হরিপদ ভারতী দলটির পুরোভাগে ছিলেন। এই মিছিলে বীরভূম বাঁকুড়া ও বর্ধমানের গ্রামাঞ্চল থেকে অগণিত ছাত্র, যুবক, শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতি মানুষেরা যোগ দান করেন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের কয়জন সদস্য একটি বেসরকারী প্রস্তাবের মাধ্যমে কাছাড় প্রসংগ উত্থাপন করার চেষ্টা করলে সাধারণ সম্পাদক শ্রী সাদিক আলী এই বলে তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করেন যে, প্রস্তাবটি নির্দিষ্ট সময়ে পেশ না করার ফলে বৈঠকে এই বিষয় নিয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হবে না।

এদিকে শিলচর থেকে শ্রী রবীন্দ্রনাথ সেন এক জরুরী তার বার্তায় অধিবেশনে উপস্থিত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের নিকট কাছাড়ের ঘটনাবলী সম্পর্কে নীরব না থাকার অনুরোধ জানান। এই অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের সংকট মোকাবিলায় সকল ভেদাভেদ ভুলে জাতীয় সংহতি ও ঐক্য রক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দানের জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

দুর্গাপুর অধিবেশনে আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মন্ত্রী শ্রীমঈনুল হক চৌধুরী ও শ্রী কামাখ্যা প্রসাদ ত্রিপাঠী উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী চালিহা অসুস্থতার জন্যে যোগদান করতে পারেন নি। কলকাতায় বিমান বন্দরে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে শ্রী ত্রিপাঠীকে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে এত কমসংখ্যাক প্রতিনিধির যোগদানের বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন যে, শিলচরের ঘটনার পর সমগ্র আসামের অনসমীয়া জনগণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দেখা দেবার ফলে কংগ্রেস কমিটি দুর্গাপুর অধিবেশনে যোগদান করার চেয়ে আসামে থাকাকেই অধিকতর প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করেন। বস্তুতঃপক্ষে আসামে উদ্ভুত পরিস্থিতির কঠোর সমালোচনা ও নানাবিধ প্রশ্নের সম্মুখীন হবার মত তখন আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নৈতিক সাহসেরও অভাব ছিল বলে পর্যবেক্ষক মহল অভিমত প্রকাশ করেছেন।

কাছাড় জেলার নির্বাচিত বিধানসভা সদস্য ও আসাম মন্ত্রীসভার একমাত্র বাঙালী মন্ত্রী শ্রী মঈনূল হক চৌধুরীকে দমদম বিমান বন্দরে সাংবাদিকেরা কাছাড়ের ঘটনাবলী

সম্পর্কে বিশেষত ১৯শে মের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে গেলে শ্রী চৌধুরী বলেন যে, 'এ ব্যাপারে আমার এখন কোন মনোভাব নাই।' কাছাড়ের তিন জেলা কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত কংগ্রেসী বিধায়কদের পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত বিষয়ে শ্রী হক চৌধুরীর ভূমিকা কি হবে এর জবাবে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে মন্তব্য করেন, 'পদত্যাগ? কিসের জন্য? যদি ভাষার প্রশ্নে হয় তা হলে বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে, আর যদি গুলিবর্ষণের প্রশ্নে হয়, তবে আমি নিজে সরকারের মন্ত্রী হয়ে কি করে সরকারী কার্যের নিন্দা করতে পারি।" সাংবাদিকরা তখন তাঁকে প্রশ্ন করেন যে–তা হলে কি তিনি গুলি করে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন করেন? এর জবাব শ্রী হক চৌধুরী নাকি এড়িয়ে যান। কাছাড়ের কংগ্রেস সদস্যদের পদত্যাগের সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে ইতিপূর্বে মাননীয় মন্ত্রী এক বিবৃতিতে এ জাতীয় পদক্ষেপকে 'দমনমূলক পন্থা' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। এ বিষয়ে সাংবাদিকেরা তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি এধরনের বিবৃতি দানের কথা অস্বীকার করেন।

দুর্গাপুর অধিবেশনে শ্রী নেহেরু আসামের ভাষার প্রশ্নে 'স্থিতাবস্থা' অব্যাহত রাখার প্রস্তাব দান করলেন।

এই অধিবেশনের প্রতি আসাম রাজ্যের সংখ্যালঘু জাতি গোষ্ঠীর বিশেষত বাঙালীদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। আশা ছিল যে হয়ত এই মঞ্চ থেকে ভাষিক সমস্যার একটি তাৎপর্য পূর্ণ সমাধান লাভ করা যাবে। কিন্তু সব আশাই জলাঞ্জলি দিতে হল। অবশ্য অধিবেশনে উপস্থিত কংগ্রেসী প্রতিনিধিরা এক মিনিট নীরবতা পালন করে শিলচরে গুলি-চালনায় নিহত শহীদদের আত্মার সদগতি কামনা করে শোক প্রকাশ করেছেন। এই নীরব অশ্রুবর্ষণকে যুগান্তর পত্রিকার ব্যংগ চিত্রশিল্পী কাফী খাঁ নিপুণদক্ষতায় কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জনের ছবিতে বাস্তবায়িত করেছেন। বরাক উপত্যকাবাসীর ক্ষুব্ধ জনমতের প্রতিধ্বনি করে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক শ্রী সুজিৎ চৌধুরী, 'যুগশক্তি' পত্রিকায়, দুর্গাপুর অধিবেশনে কংগ্রেসী নেতাদের ভূমিকার প্রতি ধিক্কার জানিয়ে লিখলেন, "দুর্গাপুরের সুখী রাজনীতিবিদদের এই বৈদান্তিক নির্লিপ্ততায় আমরা বিস্মিত হই নাই। ৪২ এর পর হইতে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক বুদ্ধিতে যে ঘুণ ধরিয়াছিল স্বাধীনতা লাভের তেরো বছরের ক্ষমতার নেশায় তাহা বর্তমানে ষোল কলা প্রাপ্ত হইয়াছে। কোন আভ্যন্তরীণ কিংবা পররাষ্ট্রীয় সমস্যাকেই সময়োচিত হস্তক্ষেপ দ্বারা নিবারণ করার চেষ্টা করা বর্তমান কংগ্রেস কর্তাদের স্বাভাব বিরুদ্ধ। নাজেহাল না হইয়া, জলঘোলা না করিয়া কোন সমস্যাকেই তাহারা যথাযোগ্য গুরুত্ব দিতে চান না। কাছাড়বাসী জনসাধারণ তাহা জানে এবং জানে বলিয়াই আবেদন নিবেদনের কুসুমাকীর্ণ পথ পরিত্যাগ করিয়া তাহারা আজ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কণ্টকাকীর্ণ পথের সমস্ত দুঃখ দহনকে হাসিমুখে বরণ করিবার জন্য হাতে হাত মিলাইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। দুর্গাপুরের কর্তাদের নিকট হইতে তাহারা কোনরূপ প্রসাদ কণিকা ভিক্ষা করে নাই, তাহারা চাহিয়াছিল নিজেদের ন্যায় সংগত অধিকারের স্বীকৃতি। সহজ পথে না পাওয়া গেলে রক্তের মূল্যে তাহা আদায় করিতে কাছাড়বাসী জানে। ১৯শে মের একাদশটি দধিচী সেই পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে, একাদশ লক্ষ কাছাড়বাসী আজ সেই পথে যাত্রা করিতে দৃঢ় সংকল্প মাতৃভাষার জন্য মৃত্যুর পরাজয় আনিতে তাহারা বদ্ধপরিকর।"

দুর্গাপুর অধিবেশনে 'জাতীয় সংহতি রক্ষা কমিটির' সুপারিশের উপর প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহেরু বিশেষ গুরুত্ব দানের আহ্বান জানালে, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিশেষত আসাম প্রসংগ উত্থাপন করে 'যুগান্তর' এ তীব্র ভাষায় ভারত সরকারের সংহতি বিরোধী ভূমিকার সমালোচনা করা হয়।

মাতৃভাষার বেদীমূলে উৎসর্জিত প্রাণের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে আসাম সরকারের অমানবিক আচরণের নিন্দা এবং শ্রী নেহেরুর বিবৃতির প্রসংগ উত্থাপন করে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় এক বিবৃতি প্রকাশ করে বেদনাহত হৃদয়ে বললেন, "আসামে শিলচরে বাংলা ভাষা সত্যাগ্রহে যে এগারোটি বহুমূল্য প্রাণ আসাম সরকারের রোষ-বহ্নিতে বলি প্রদত্ত হইল এবং শতাধিক ব্যক্তি রক্ত ঢালিয়া আহত হইলেন ইহার পরে আমি কি করিতেছি এবং ইহাতে আমার কি কোন কর্তব্য নাই—এই প্রশ্ন করিয়া অন্তত পঁচিশ-ত্রিশখানি পত্র আমি পাইয়াছি। এবং নিঃসংশয়ে বলিতে পারি বন্ধু-বান্ধব ও হিতাকাঙ্ক্ষীরাও অনেকে মনে মনে এই প্রশ্ন পোষণ করিতেছেন। ইঁহাদের সকলকেই উত্তরে কবিগুরুর কথা ও কাহিনীর বিচারক—'পুণ্য নগরে রঘুনাথ রাও পেশোয়া নৃপতি বংশ'—কবিতাটি স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিতেছি—আমি ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রী নই, তাঁহার সমপর্যায়ে নিজেকে ফেলিতেছি না, তবে একজন সাধারণ ব্যক্তির মত পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ভারত সরকারকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে বলিতেছি—এই হত্যাকাণ্ডের বিচার চাহিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি। আপনাদের বিজয় রথ বিচার শেষ পর্যন্ত রোধ করুন। আজ সংবাদপত্রে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে দেখিতেছি প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শ্রী নেহেরু বলিয়াছেন, "It is not proper to kill men and women and child because they agitated for the recognition of Bengali as a state Language in Assam."

বাংলা ভাষা সম্পর্কে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিব না—কারণ বাংলা ভাষার গুণের এবং অবদানের দাবি মুখে স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখে না। এবং এখানে সংখ্যালঘুর অধিকারের প্রশ্নই সর্বাপক্ষো বড়। যাই হউক, প্রধানমন্ত্রীর এই উক্তির পর অপরাধের প্রশ্ন সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহ। আমি শিলচরে গুলী চালনার পরই প্রধানমন্ত্রীকে তার করিয়াছি, পত্র লিখিয়াছি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তার করিয়াছি। কংগ্রেস সভাপতি শ্রী রেড্ডীর নির্দেশে ব্যথিত ও বিস্মিত হইয়া পত্র লিখিয়াছি। প্রশ্ন করিয়াছি। এগুলির নকল শিলচর সংগ্রাম পরিষদের নিকট পাঠাইয়াছি। প্রয়োজন হইলে সে সব পত্র পরে প্রকাশ করিব। আমি উত্তরের অপেক্ষা করিতেছি। বিচার যদি না হয়, যদি উপেক্ষা ভাবে তাঁহারা ধ্বজা পতাকা উড়াইয়া অগ্রসর হন—তবে ওই কবিতাটির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সকল সংস্রব ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসিব—আমার গৃহে আমার স্বস্থানে—বলিয়া আসিব—এই খেলাঘরের খেলায় আর নিজেকে অবরুদ্ধ রাখিব না।"

তারা শঙ্করের এই বিবৃতিকে অভিনন্দন জানিয়ে কাছাড়ের সর্বত্র পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের বিভিন্ন অঞ্চলের বাঙালী লেখক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

২৮শে মে তারিখে সাধুবাদ জানিয়ে 'যুগান্তর' পত্রিকায় লেখা হল : "কাছাড়ের ভাষা সত্যাগ্রহীদের উপর হিংস্র গুলিবর্ষণ এবং এগারোজনকে হত্যা ও প্রায় শতাধিক জনকে

আহত করার প্রতিবাদে বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রী তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সর্বাত্মক সাধুবাদে সম্বর্ধিত হইবার যোগ্য। বাংলা ভাষার দাবি মুখে নিয়া যাহারা মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, আর যাঁহারা দেহে নির্মম আঘাত স্বাগত করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের হইয়া শুধু দরদের অশ্রু বর্ষণ করেন নাই, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তিনি ন্যায় বিচারে আহ্বান করিয়াছেন। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সত্যনিষ্ঠা ও পৌরুষ প্রকৃতই লক্ষ্যণীয়। আজ যখন দেশে একদল বুদ্ধিজীবী মৃত রুশ সাহিত্যিক পেস্তারনাকের বান্ধবীর প্রতি সরকারী অকরুনার প্রতিবাদে মুখর হইয়া ওঠেন, ইমরেনজের হত্যাতে বুক চাপড়াইয়া কাঁদেন, আর একদল যখন সরকারী এনাম ও খেতাব লাভকে পরমার্থ জ্ঞান করিয়া দিবারাত্রি উপরওয়ালাদের পায়ে পায়ে ঘোরেন, তাঁহাদের মাথায় ছত্র-চামর ধরেন, অথচ দেশের মাটিতে মানুষের এই নির্যাতন ও মাতৃভাষার এই অপমানে তাঁহাদের বিন্দুমাত্র টনক নড়েনা তখন তারাশংকরের এই বলিষ্ঠ কর্মনীতি নিশ্চয় নৈরাশ্য পীড়িত দেশবাসীকে উদ্দীপ্ত করিবে। কিন্তু এই পথে তাঁহার সহযাত্রী হইবার মতো দেশে কি সাহিত্যিক, সংস্কৃতি সেবক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আর একজনও কেউ নাই?"

এদিকে সর্বোদয় নেতা শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণ রাঁচীতে বিহার রাজ্য ভূদান সমিতি আয়োজিত এক সভায় আসাম সরকারের সাম্প্রতিক কার্যকলাপে তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করে বলেন যে, আসাম সরকারের কাজের ফলে পঞ্চাশ হাজার বাঙালী নরনারী ঘরবাড়ী ত্যাগ করে আশ্রয়ের সন্ধানে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল। এ অবস্থা যদি দেশে চলতে থাকে তা হলে ভারতের জাতীয় সত্তা লুপ্ত হয়ে যাবে। হিংসার পথ ছেড়ে কল্যাণের পথে সকলকে এগিয়ে আসতে শ্রী নারায়ণ আহ্বান জানান।

২৭শে মে তারিখে বর্ধমানে জেলা বোর্ডের একসভায় অমরবীর ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। বাংলা ভাষাকে আসামের অন্যতম রাজ্যভাষারূপে গণ্য করার জন্য এবং শিলচরে সংঘটিত পুলিশী নির্যাতনের নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়ে সভায় এক প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

এদিন হাইলাকান্দি শহরে পূর্ণদিবস প্রতিবাদ হরতালের কার্যসূচী পালিত হয়। সত্যাগ্রহীরা দলবদ্ধভাবে বিভিন্ন সরকারী কার্যালয়ে পিকেটিং করে সমস্ত কিছু অচল করে দেন। পুলিশ বাহিনীগণসত্যাগ্রহীদের হটাবার জন্য লাঠি চার্জ করে এবং বন্দুকের বাট দিয়ে নিরস্ত্র অহিংস নরনারীদের উপর অত্যাচার চালায়। পুলিশের বুটের নির্মম লাথি থেকে মহিলা ও শিশু কেউই রেহায় পায়নি। এ দিন শিলচরে, হাইলাকান্দি-করিমগঞ্জ-শিলচর এই তিন জেলা কংগ্রেস কমিটি শ্রী রণেন্দ্রমোহন দাসের সভাপতিত্বে এক সভায় মিলিত হন। মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত আমন্ত্রণ পত্রকে প্রত্যাখ্যান করে স্বয়ং শ্রী চালিহাকে কাছাড়ে উপস্থিত হয়ে কিংবা অন্যকোন প্রতিনিধি পাঠিয়ে আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়ে সভায় সর্বসম্মত ভাবে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভাষা সংগ্রামকে আরো তীব্রতর করে গড়ে তোলার এক সংকল্প গ্রহণ করে গণসংগ্রাম পরিষদের সংগে পরামর্শক্রমে ভবিষ্যৎ কার্যসূচী স্থির করার জন্য সভায় একটি উপসমিতিও গঠন করা হয়।

মিজো ইউনিয়ন দলের সভাপতি, আসাম বিধানসভার সদস্য শ্রীলাল চুংগা এদিন শিলচরে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে কাছাড়ের ভাষা আন্দোলনের প্রতি উপজাতীয়দের

অকুণ্ঠ সমর্থনের কথা ব্যক্ত করে সাংবাদিকদের বলেন যে, উদ্ভূত সমস্যাবলীর একমাত্র স্থায়ী সমাধান হল আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। তাঁর ধারণা–আজ কিংবা কাল আসামের জন্যই আসামকে বিভক্ত করতে হবে।

কলকাতা থেকে কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রী অজয় ঘোষ, শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী এম. পি. ও মোহম্মদ ইলিয়াস এম. পি., শিলচরে উপস্থিত হয়ে শহীদদের পরিবারবর্গের সংগে সাক্ষাৎ করেন এবং আহতদের দেখতে হাসপাতালে যান। তাঁরা শিলচর রেলস্টেশন চত্বর পরিদর্শন করে সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য বিশিষ্ট নেতা ও নাগরিকদের সংগে মিলিত হয়ে ভাষা সংগ্রাম ও উনিশে মের পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করেন। উল্লেখ্য যে, আসাম রাজ্যিক কমিউনিস্ট দলের কোন শীর্ষ-স্থানীয় নেতা (ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাবাসী) তখনো শিলচর আসার কোন প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নি। বরঞ্চ রাজ্য কমিটির সম্পাদকের ইতিপূর্বে প্রেরিত নির্দেশ অগ্রাহ্য করে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় দলের সদস্য, সমর্থক ও নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের সাথী হয়ে উঠেছেন। শ্রী অজয় ঘোষের উপস্থিতি তাঁদের সংগ্রামী মনোবলকে আরো দৃঢ় করে তুলতে সহায়তা করল। কাছাড় জেলার নেতাদের প্রতি অধিষ্ঠিত বিভিন্ন পদে পদত্যাগের দাবি জানিয়েও কমিউনিস্ট দলের সমর্থকেরা সোচ্চার হয়ে উঠলেন। কংগ্রেসের মত কমিউনিস্টদেরও অধিকাংশের এই সত্যোপলব্ধি ঘটল যে, রাজ্য রাজনীতির নেতৃত্ব, যার আধিপত্য ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সংখ্যা গরিষ্ঠতার হিসাবেই নিরূপিত হয় তারা শুধু সংখ্যালঘুর অধিকার হরণ করার নীতিরই সমর্থক নয়, উগ্রজাতিয়তাবাদেরও পৃষ্ঠপোষকতা করে। অন্যথায় দলীয় অস্তিত্ব বলতে কোন কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না।

এদিন ২৭শে মে, তেজপুরে গৌহাটি ডিভিশন বীমা কর্মী সমিতির তেজপুর শাখার বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সূচনায় সদস্যগণ উনিশে মের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে একাদশ শহীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে দুই মিনিট নীরবতা পালন করেন এবং এক প্রস্তাবে আহত ও লাঞ্ছিত সত্যাগ্রহীদের প্রতি গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী দেবব্রত দাস।

এদিন শিলং থেকে প্রকাশিত এক সরকারী প্রেস বার্তায় বিচারপতি শ্রী গোপালজী মেহরোত্রাকে চেয়ারম্যান করে ১৯শে মের গুলিচালনার তদন্ত কমিশন গঠনের কথা বিজ্ঞাপিত করা হয়। ৩০শে জুন তারিখে শ্রী মেহরোত্রা আসাম হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির দায়িত্বভারও গ্রহণ করবেন বলে এই বার্তায় ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য যে বিচারপতি শ্রী মেহরোত্রা বিগত গোরেশ্বর দাঙ্গার তদন্ত কার্যেও নিযুক্ত ছিলেন। তদন্তের শর্তাবলী এদিন প্রকাশ করা না হলেও শীঘ্রই তা চূড়ান্ত করা হবে বলেও এই বার্তায় বলা হয়।

২৯শে মে তারিখে ছিল ভাষা শহীদ তর্পণ দিবস। এ দিন কাছাড় জেলার সর্বত্র হরতাল, অরন্ধন, চিতাভস্ম নিয়ে মিছিল, মন্দিরে মন্দিরে যজ্ঞ, বেদপাঠ, গীতাপাঠ, নাম সংকীর্তন, মসজিদে গীর্জায় বিশেষ প্রার্থনা কোরাণ, বাইবেল পাঠ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শহীদ তর্পণ করা হয়। শিলচর, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দিতে সমষ্টিগত শ্রাদ্ধবাসরেরও আয়োজন করা হয়। বরাক, কুশিয়ারা, ধলেশ্বরী, শিংলা, সোনাই, লঙ্গাই প্রভৃতি নদীতে

অশ্রুজলে চিতা ভস্মাধার বিসর্জন দিয়ে অব্যাহত সংগ্রামের শপথ নিয়ে বরাক উপত্যকা-বাসী সেদিন গভীর রাতে ঘরে ফেরে। এই শপথ ছিল শহীদের উষ্ণ রক্তস্রোতে স্নাত জাতির 'শোণিতের শপথ' : "আজ একাদশ বীরের রক্ত মোক্ষণের মধ্য দিয়া আমাদের নূতন করিয়া শপথ গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের রথযাত্রা জয়যাত্রায় পরিণত হইতে চলিয়াছে, দধিচীর অস্ত্র নির্মিত বজ্র আমাদের নব প্রেরণায় উদ্বেলিত করিয়াছে। এই চরম মুহূর্তে আমাদের মূল দাবি--আমাদের ভাষার পূর্ণ স্বীকৃতি চাই।"

এদিন অপরাহ্নে শিলচর গান্ধীবাগ ময়দান থেকে হাজার হাজার শোকাপ্লুত নরনারী অমর বীর শহীদদের চিতা ভস্মাধার নিয়ে মৌন মিছিল সহ বরাক–মধুরা নদীর সংগমস্থলে উপস্থিত হলেন। এ এক অভূতপূর্ব বেদনাময় দৃশ্য। একাদশ শহীদের নামে সজ্জিত তোরণ অতিক্রম করে এগারোটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করে যখন চিতাভস্মাধার নৌকায় উঠিয়ে মাঝনদীতে বিসর্জন দেওয়া হল, সার দিয়ে প্রদীপ গুলো ভাসানো হল জলে–তখন হৃদয় নিঙ্ড়ানো হাহাকারে সহস্র সহস্র অন্তর ব্যাকুল কান্নায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ল,

'আর্দ্র অশ্রুনীরে–
বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে'–ঘরে ফিরলেন শোকাহত সংগ্রামী জনতা।

এই দিনটি সমগ্র ত্রিপুরাবাসীও শোক দিবস রূপে প্রতিপালন করলেন।

রাজধানী শিলংয়ে নিখিল আসাম বঙ্গভাষাভাষী সমিতির কার্যকারী কমিটি এদিন এক সভায় মিলিত হয়ে ৪ঠা জুন তারিখে সমগ্র আসামে 'দাবি দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

এদিকে, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহেরুর 'স্থিতাবস্থা' অব্যাহত রাখার প্রস্তাবকে কার্যকরী করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে আসামে পাঠানোর এক সিদ্ধান্তের কথা দুর্গাপুর অধিবেশন থেকে প্রচার করা হয়। এই অধিবেশনে সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস নেতাদের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দরা প্রকাশ্যে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করে মন্তব্য করলেন যে, দুইদিন ব্যাপী অধিবেশন আজ এখানে শেষ হলো কিন্তু আসামের ভাষা সমস্যার সমাধান ব্যাপারে কোন নির্দেশ দেওয়া হলো না। আসামের বাঙালীদের পক্ষ থেকে ন্যায় বিচার প্রার্থনা করা হয়েছিল তা থেকেও তাঁদের বঞ্চিত করা হল। শ্রী অতুল্য ঘোষ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানালেন যে, "অন্যায়ের প্রতিকার চাই–ভিক্ষার ঝুলি লইয়া আসি নাই। যে কেউই অন্যায় করুক–বাঙালীই করুক আর অসমীয়াই করুক কিংবা বিহারী বা গুজরাটি–নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে সেই অন্যায়ের প্রতিকার করিতে হবে। এটা তার কর্তব্য ও দায়িত্ব।"

এদিন কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট লাইব্রেরী হলে কলকাতা প্রবাসী কাছাড় জেলার বাঙালীদের এক সভায় একাদশ শহীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে আসামের বিভিন্ন সংখ্যালঘু ভাষাভাষী জনগণের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দানের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই.সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী অপূর্ব কুমার চন্দ।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক মণ্ডলীও এক বিবৃতিতে আসাম সরকারের দমন পীড়ন নীতির প্রতিবাদ করে শিলচরে গুলিবর্ষণের ঘটনার প্রতি নিন্দা

জানিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র সমাজের প্রতি এক আবেদনে শহীদ পরিবারবর্গকে আর্থিক সাহায্য প্রদানেব উদ্দেশ্যে অর্থভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। এই উদ্দেশ্য আগামী ৩১ শে মে দিনটিকে অর্থসংগ্রহ দিবস রূপে ছাত্র ফেডারেশনের তরফে ঘোষণা করা হয়। এই মহৎ প্রচেষ্টাকে সফল করে তুলতে রাজ্যের গণতান্ত্রিক ও শান্তিপ্রিয় জনসাধারণ, দলমত নির্বিশেষে সকল গণসংগঠনগুলির আন্তরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতিও এই বিবৃতিতে প্রার্থনা করা হয়।

কলকাতার বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভার কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশনেও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে ১৯শে মের হত্যাকাণ্ডেব নিন্দা জানিয়ে একাদশ শহীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়। সভায় বাংলার সাহিত্যিক, শিল্পী ও চিন্তা নায়কদের প্রতি সশ্রদ্ধ আবেদন জানিয়ে বলা হয় যে, তাঁরা যেন এই অবিচারের প্রতিবাদে সোচ্চার হন। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী লগ্নে তাঁরা যেন ভুলে না যান যে জালিয়ানওয়ালাবাগ, হিজলী কিংবা অনুরূপ ঘটনা রবীন্দ্রনাথ কোনদিন নীরবে সহ্য করেন নি।

যোগফল

- *শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর মীমাংসা সূত্র*
- *আধিপত্যবাদ কূট কৌশল*
- *বিভাজনের রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক সংকট*
- *বিরোধ ও বিতর্ক—নির্বাচনী রাজনীতি*
- *সংগ্রামের আপাতঃ অবসান*

৩ রা জুন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলাল বাহাদুর শাস্ত্রী রাজ্যভাষা সম্পর্কিত বিরোধের মীমাংসা করার উদ্দেশ্যে শিলচর এসে পৌঁছালে প্রায় দশ হাজার নরনারী বিভিন্ন দাবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে পথের দুপাশে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে নীরবে স্বাগত জানান। দুদিন ধরে শ্রী শাস্ত্রী কাছাড়ের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সংগে আলোচনা করেও কোন মীমাংসা সূত্রে উপনীত হতে পারলেন না। উল্লেখ্য যে, কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের সংগে শাস্ত্রীজী কোন আলোচনায় বসেন নি। রাজনৈতিক দলের নেতাদের সংগে বৈঠকে ভাষা সমস্যার স্থায়ী সমাধান কল্পে কাছাড় জেলার কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ কটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবগুলির একটির মধ্যে বলা হয় যে, বাংলা ভাষাকে কাছাড় জেলা পর্যায়ে স্বীকৃতি দান করতে হবে এবং সরকারী কাজকর্মের ক্ষেত্রে কাছাড়ের সংগে ইংরাজী ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ক্ষেত্রে কোন জেলায় শতকরা অন্তত ১৫ ভাগ অধিবাসী যদি দাবি করে তা হলে বাংলা কিংবা অন্যান্য সংখ্যালঘু যে কোন ভাষিক গোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছাত্রনেতাদের বলেন যে, সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সুরক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি অবশ্যই দেওয়া হবে এবং এই বলে আশ্বাস প্রদান করেন যে, আসামে বঙ্গভাষাভাষী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষালাভের পথ সুগম করার জন্য গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সকল স্তরে যাতে বাংলা ভাষায় শিক্ষা দান এবং বাংলাকে শিক্ষার অন্যতম বাহন রূপে গণ্য করা হয় তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন। তিনি এও জানান যে, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে পঠন পাঠনের জন্য শীঘ্রই এম. এ. ক্লাশ সুরু করা হবে। মহকুমা পরিষদ বিধি বাতিল করা ও কাছাড় জেলায় ভাষা আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ ও সত্যাগ্রহীদের অবিলম্বে বন্দী দশা থেকে নিঃশর্ত মুক্তি দানের দাবি ও আলোচনায় উত্থাপিত হয়।

শিলচর মিউনিসিপ্যালিটি বোর্ড, বার এসোসিয়েশন এবং ছাত্র প্রতিনিধিদের এক সম্মিলিত সভায় শ্রী শাস্ত্রী বলেন যে, অতীত ঘটনাবলীর আলোচনা করে লাভ নেই, এখন গঠনমূলক দৃষ্টিভংগী নিয়ে একটি স্থায়ী সমাধানের পথে এগিয়ে যাবার লক্ষ্যে সকল পক্ষকে কিছুটা ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে। সমগ্র আসামে বঙ্গভাষাভাষী ও অসমীয়াভাষীদের মধ্যে যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে

সে প্রংসগ উত্থাপন করে তিনি বলেন যে, সবার আগে এই সংকটজনক পরিস্থিতির অবসান ঘটানো প্রয়োজন। ১৯শে মের গুলিবর্ষণ প্রসংগে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি মন্তব্য করেন--"ইহা শোচনীয় এবং ভীতি জনক"। আলোচনা শেষে শাস্ত্রীজী হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে আহত সত্যাগ্রহীদের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

শিলচর সফর শেষে গৌহাটিতে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সংগে শ্রী শাস্ত্রী এক বৈঠকে মিলিত হন। এরপর শিলংয়ে ফিরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী চালিহার সংগে আলোচনায় বসেন। শাস্ত্রীজী তাঁর এই সফরকে বিশেষ আশা ব্যাঞ্জক বলে অভিহিত করেন এবং বিভিন্ন আলোচনার মধ্য থেকে কাছাড় এমন কি সমগ্র আসামের পক্ষে গ্রহণ যোগ্য হবে মনে করে একটি সমাধান সূত্রও প্রদান করলেন।

৬ই জুন তারিখে দিল্লি যাবার প্রাক্কালে এক সাংবাদিক বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে, আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি ও আসাম রাজ্য সবকার উভয়ই সরকারী ভাষা সংক্রান্ত আইনের ৫ নম্বর ধারায় বর্ণিত মহকুমা পরিষদ সংক্রান্ত বিধিটি বাদ দিতে সম্মত হয়েছ্নে এবং যে সমস্ত বিষয়ে ঐকমত্যে পৌছানো সম্ভব হয়েছে সেগুলি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচালিহা সরকারী বিবৃতি মাধ্যমে প্রচাব করবেন। ঐ তারিখেই আসাম সরকার কর্তৃক প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে শাস্ত্রীজী প্রদত্ত মীমাংসা সূত্রের প্রস্তাবগুলির সংক্ষিপ্ত বয়ান ছিল এরকম :

1. "The Assam Official Language Act may be amended to do away with the provision relating to Mahakuma Parishads.

2. Communication between state Headquarter and Cachar and the autonomous Hill districts to continue in English until replaced by Hindi

3. At State level English will continue to be used for the present. Later, English will continue to be used along with Assamese.

4. The Linguistic minorities in the State will be accorded the safe guards contained in the Government of India's Memorandum dated September 19, 1956.

5. Clarification may issue that under the provisions of Act 348 [3] of the Constitution all Acts, Bills, Ordinaness, Regulations and orders etc, will Continue to be published in the Official Gazettee in English, even where these are published in Assamese under the Second proviso to section 3 of the Official Language Act.

6. Some arrangements to be considered for effective implementation of development schemes at the district level.

7. The agitation in cacher should be withdrawn.

8. The Assam Government may consider the release of all prisoners detained in connection with the movement, except those charged with crimes involving violence and sabotage, as soon as they are satisfied that the movement will not be resumed."

উক্ত প্রেস বিবৃতিতে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিমলাপ্রসাদ চালিহা এই বলে আশ্বাস প্রদান করলেন যে, "Having taken into consideration the feeling in cachar against the provision concerning Mahakuma Parishad in Section 5 of the official Language Act, and the advice of the Prime Minister and the union Home Minister, the Government have decided to sponsor an amendment to the Act deleting this provision. This should allay the apprehension in the minds of cachar people regarding the use of Bengali language at district level in cachar.

The rules consistent with the basic principles of the Act will be so framed that the correspondence with Cachar and Autonomous district administrations from the Secretariate and the Heads of the departments would be in English and when replaced in Hindi.

Of the qualifications for recruitment to the Assam Civil Service and allied provincial posts, the knowledge of Assamese or Bengali or a tribal language of the State is essential. This is proposed to be continued even after the enforcement of the Assam Official Language Act. There is no intention to make the knowledge of Assamese compulsory for recruitment to service. In this connection attention to proviso [c] to Clause 7 of the Assam Official Language Act is also drawn."[৩৬]

ইতিপূর্বে ৩১শে মে তারিখে নিখিল আসাম বঙ্গভাষাভাষী সমিতির একদল প্রতিনিধি শিলংয়ে শাস্ত্রীজীর সংগে সাক্ষাৎ করে এক স্মারকপত্র প্রদান করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গভীর সহানুভূতির সংগে সমিতির দাবিগুলো পর্যালোচনা করে প্রতিনিধিদলকে প্রস্তাবিত ৪ জুন তারিখের 'নিখিল আসাম দাবি দিবস' উদযাপনের কার্যসূচী বাতিল করার অনুরোধ জানালে, ১লা জুন তারিখে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি মারফত সমিতি তাঁদের ঘোষিত কার্যসূচী স্থগিত রাখা হল বলে প্রচার করলেন।

শাস্ত্রীজীর সূত্র প্রকাশিত হবার সংগে সংগেই কাছাড় জেলার সর্বত্র প্রতিবাদের ঝড় উঠল। এই প্রস্তাবে কাছাড় জেলার জনগণের ন্যায্যদাবি ও আসামের সংখ্যালঘুর সাংবিধানিক অধিকারকে উপেক্ষা করে মূল সমস্যা সমাধানের প্রতি নিষ্ঠাবান না থেকে কৌশলে পাশ কাটানোর নীতি ও পন্থা অবলম্বন করার ফলে এই সূত্র অযোগ্য বিবেচনায় বরাক উপত্যকা বাসীর নিকট প্রত্যাখাত হল। সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ৬ জুন থেকেই আবার সত্যাগ্রহ সুরু হল। করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, শিলচর সর্বত্র অফিস আদালত বন্ধ করে দেওয়া হল। ৭ জুন তারিখে শিলচরে ছাত্রী গোপা বিশ্বাসকে জজের আসনে বসিয়ে এক অভিনব উপায়ে আদালত দখল করে নিলেন সত্যাগ্রহীরা। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন রাজ্যসরকার। মহিলা সত্যাগ্রহী বিচারক দুই ঘণ্টাকাল বিচারকার্য পরিচালনা করে জনতার পক্ষে রায় দান করে অত্যাচারী গণতন্ত্রহত্যাকারী আসাম সরকারকে বাতিল বলে ঘোষণা করলেন। নাটকীয় এই দৃশ্যের সমাপ্তি ঘটল তখন যখন যথার্থই বন্দুকধারী

পুলিশের দল আদালতে প্রবেশ করে সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল।

৬ জুন থেকে ১২ জুন—নব পর্যায়ের এই আন্দোলনের কার্যসূচীব মধ্যে ছিল—(১) সভা ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে গণসংযোগ ও প্রচারের মাধ্যমে রাজ্যসরকার ও তার পোযা দালালদের দ্বারা সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে জনমত সংহত কবা।

প্রসংগত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ইতিমধ্যে শিলচর মহকুমাব কোন কোন অংশে এবং বিশেষত হাইলাকান্দি মহকুমাব বিভিন্ন অঞ্চলে একশ্রেণীর সমাজ বিরোধী ও দুষ্কৃতিদের কিছু সংখ্যক সরকারী কর্মচারী প্রচুর অর্থ ও গাড়ী দিয়ে সহায়তা করে বাংলা ভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে এবং অসমীয়া ভাষার স্বপক্ষে প্রকাশ্যে সভা, মিছিল ও অপপ্রচার চালানোর অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। দুরভিসন্ধিমূলক এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জনসমাজকে সতর্ক করে দেবার তখন এক অতিরিক্ত দায়িত্ব সংগ্রাম পরিষদ ও সংগ্রামী জনগণের উপর এসে বর্তায়। তাছাড়া এমন সব রাষ্ট্রদ্রোহী আচার আচরণ কোথাও কোথাও প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে সংঘটিত হচ্ছিল যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর উত্থাপিত অভিযোগ ছিল এই যে উন্মুক্ত সীমান্ত পথে পাকিস্তান থেকে ভাড়াটে চোর ডাকাত ও গুণ্ডাদলকে যাদের সকলেই মুসলমান তাদের হাইলাকান্দির বিভিন্ন অঞ্চলে না কি সমবেত করা হচ্ছিল।

(২) কাছাড় জেলার লোকসভা, বিধানসভা, মিউনিসিপ্যালিটি, টাউন কমিটি, মহকুমা পরিষদ, গাঁওসভা, আঞ্চলিক পঞ্চায়েত প্রভৃতির মনোনীত কিংবা নির্বাচিত সদস্যদের পদত্যাগ করে সরকারের সংগে পূর্ণ অসহযোগের আহ্বান।

(৩) রাজ্যসরকারের অফিস ও আদালতগুলিতে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং ও অবস্থান ধর্মঘট।

(৪) ১৪৪ ধারা কিংবা সান্ধ্য আইন জারী হলে শান্তিপূর্ণ অহিংসভাবে তা অমান্য করা।

৯ই জুন তারিখে করিমগঞ্জে অনুষ্ঠিতব্য কাছাড় জেলা কংগ্রেস ভাষা আন্দোলন কমিটির প্রস্তাবিত অধিবেশন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের ভাষা সমস্যা সমাধান সূত্র সম্পর্কিত বিবৃতি ও স্মারকলিপির যথাযথ ভাষ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল নন এই মর্মে হাইলাকান্দি ও শিলচরের সদস্যরা অনুরোধ জানালে ১২ জুন পর্যন্ত তা স্থগিত রাখা হয়। অবশ্য করিমগঞ্জ মহকুমা কংগ্রেস ভাষা আন্দোলন কমিটি এদিনই হাজি মাহমুদ আলীর (পদত্যাগী বিধানসভা সদস্য) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় মিলিত হয়ে শ্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর প্রস্তাব দফায় দফায় পর্যালোচনার পর তা প্রত্যাখ্যান করে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

এদিন করিমগঞ্জে অনুষ্ঠিত কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির এক গুরুত্বপূর্ণ সভায় শাস্ত্রীজীর ভাষা আইন সংক্রান্ত প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেও এক প্রস্তাব গৃহীত হল।

অপর এক প্রস্তাবে ভাষা আন্দোলনে জাতি-বর্ণ-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে কাছাড় জেলার সর্বস্তরের জনসাধারণ সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করেছেন তার জন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় এবং নির্ভীক ভাষা সংগ্রামী, কর্তব্য পরায়ণ সত্যাগ্রহীদের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। সভায় বিভিন্ন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, নেতৃবৃন্দ

সংবাদপত্র ও সংশ্লিষ্ট সকল সহযোগীদের প্রতিও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

গণসংগ্রাম পরিষদের সভাপতি শ্রী আবদুর রহমান চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এই সভায় জেলার পরিষদ সদস্যরা সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কার্যসূচীকে আরো ব্যাপক ও তীব্রতর করে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণেরও আহ্বান জানান।

এদিকে আসাম সরকার ১৯শে মের ঘটনাবলীর জন্য বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশনের শর্তাদি ঘোষণা করে নিয়োজিত মেহরোত্রা কমিশনকে আগামী ৩১শে আগস্টের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করার অনুরোধ জানিয়ে এক প্রেস বার্তা প্রচার করেন। যে সব প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন তদন্ত কার্য পরিচালনা করবেন সে গুলি হল :

(১) গণসংগ্রাম পরিষদের আন্দোলন ঘোষিত হবার পর ১৯শে মের ঘটনার পূর্বপর্যন্ত কাছাড় জেলার পরিস্থিতি কি রকম ছিল।

(২) ১৯শে মে তারিখে সাধারণভাবে করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি ও জেলার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে এবং বিশেষভাবে শিলচর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় যে হাঙ্গামা হয় তার স্বরূপ ও তীব্রতা নির্ধারণ করা।

(৩) জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য স্থানীয় প্রশাসন উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছিল কি না।

(৪) যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশের গুলিতে ১১ জন নিহত ও আরো অনেকে আহত বলে প্রকাশ সেই ঘটনার পরিবেশ পুলিশের গুলিচালনার পক্ষে যথার্থই প্রয়োজনীয় ছিল কি না।

(৫) গুলি চালনা ও তার পরিমাণ যুক্তিযুক্ত কি না।

(৬) আর যে সব বিষয় কমিশন যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচনা করবেন।

১২ জুন, সোমবার। এদিন শিলচরে অনুষ্ঠিত কাছাড় জেলা কংগ্রেস কমিটি ও কাছাড় জেলা কংগ্রেস ভাষা আন্দোলন কমিটিগুলির যৌথ সভায় শাস্ত্রী-সূত্রকে অগ্রাহ্য করে এক সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় : "আসাম সরকার ও প্রশাসনের গৃহীত নীতি ও অগণতান্ত্রিক আচরণের ফলে কাছাড়বাসীর মনে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে সেই বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় 'শাস্ত্রী-সূত্র গ্রহণের অক্ষমতায়' দুঃখ প্রকাশ করে কমিটি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন যে, প্রস্তাবিত সূত্রটি যতোই সদিচ্ছাপ্রণোদিত হোক না কেন তা রাজ্যের সংখ্যালঘুদের ভাষিক অধিকার রক্ষা করতে পারবে না।"

এই সভা শ্রী নেহেরুর একবছর ব্যাপী স্থিতাবস্থা বজায় রাখার প্রস্তাবকেও গ্রহণ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে। গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, 'গত ১৯শে মে তারিখে গৌহাটিতে কাছাড়ের প্রতিনিধি মণ্ডলীর নিকট শ্রী নেহেরু যে আশ্বাস প্রদান করেছিলেন শাস্ত্রী-সূত্র সেই আশ্বাস পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং পূর্ব-ঘোষিত আন্দোলনের কার্যসূচীকে সফল করে তোলার লক্ষ্যে এই সভা জনসাধারণকে প্রস্তুত হতে আহ্বান জানায়।'

শিলচর কংগ্রেস ভবনে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শিলচর জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রী নন্দকিশোর সিংহ। সর্বশ্রী রবীন্দ্রকুমার সেন, হরিসাধন চক্রবর্তী, সুরেশ বিশ্বাস, আলতাফ হোসেন মজুমদার, মহীতোষ পুরকায়স্থ, আব্দুল হালিম চৌধুরী

প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

এদিন ১৯শে মের নৃশংস অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ডের বেসরকারী তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। শ্রী এন. সি. চ্যাটার্জি-র সভাপতিত্বে ছয় জন সদস্য নিয়ে গঠিত এই তদন্ত কমিশন তাঁদের রিপোর্টে কাছাড়ে অহিংস সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিশের অহেতুক নির্মম অত্যাচারের এক রোমহর্ষক চিত্র তুলে ধরেছেন। এক সাংবাদিক সম্মেলনে আনুষ্ঠানিক ভাবে তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ করতে দিয়ে শ্রী চ্যাটার্জি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, অহিংস শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের দিক থেকে কাছাড়বাসীর এই আন্দোলন সারা ভারতের নিকট দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে থাকবে। বিশেষ করে নারী সত্যাগ্রহীদের দুর্জয় সাহস, পুলিশী বর্বরতার সামনে আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, ত্যাগ, লাঞ্ছনা ও দুঃখবরণের ঘটনাবলীর প্রতি তিনি অশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। পুলিশী সন্ত্রাসের তীব্রতা ও নিষ্ঠুরতা করিমগঞ্জের ক্ষেত্রে ছিল সবচেয়ে বেশি ভয়াবহ। তাদের হিংস্রতা করিমগঞ্জ কিংবা শিলচর উভয় ক্ষেত্রেই মা বোনদের গায়ের কাপড় কেড়ে নিতে, তলপেটে লাথি মারতে এতটুকুও নিরস্ত হয়নি। শিলচরের গুলি চালনার মত মর্মন্তুদ ঘটনার নিন্দা করার মতো কোন ভাষা নেই। তিনি তদন্ত পরিচালনায় এও দেখেছেন যে, আন্দোলনকে নিঃশেষ করে দিতে স্বার্থান্বেষী মহল সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির জন্য ও তৎপর ছিল।

তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে বলা হয় :

(১) "আমাদের সামনে পেশ করা সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে আমরা নিশ্চিত যে, কাছাড়ের জনসাধারণ পরিচালিত আন্দোলন শান্তি পূর্ণ ছিল এবং মারাত্মক ধরনের উস্কানী সত্ত্বেও তারা ছিল অহিংসার নীতিতে অবিচল। সত্যাগ্রহীরা নিজেদের দাবির প্রতি সনিষ্ঠ এবং যথেষ্ট সংযমী ছিল এবং মহিলা সত্যাগ্রহীদের উপর সশস্ত্র পুলিশের অমানুষিক অত্যাচারের সময় স্বল্প সময়ের জন্য দু একটি ইঁট পাটকেল ছোঁড়ার ঘটনা ছাড়া জনসাধারণ সংযত এবং নিয়মানুবর্তী হয়েই আন্দোলন পরিচালনা করেছিল। আন্দোলন চলাকালীন সময়ে সত্যাগ্রহী অথবা কাছাড়ের সাধারণ মানুষের দ্বারা এমন কোনও শান্তির ব্যাঘাত ঘটানো হয়নি যা আসাম সরকার বা কাছাড় জেলায় নিযুক্ত তার এজেন্সীগুলির হিংসাত্মক কার্যকলাপকে সমর্থন করে। বরঞ্চ ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে শান্তি ভংগের একটা প্রচেষ্টা কাছাড় জেলা কর্তৃপক্ষই করেছেন সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষমতা প্রদর্শনের দ্বারা, সেনাবাহিনী এবং সশস্ত্র পুলিশের রুট মার্চ এবং হিংসার আবহাওয়া সৃষ্টির মাধ্যমে। আমরা নিশ্চিত যে, সেনাবাহিনী, সি. আর. পি, আসাম রাইফেলস্ এবং সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকে শক্তিশালী করে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু সরকারের এই সশস্ত্র ক্ষমতা প্রদর্শন সাধারণ মানুষের উপর বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং তাদের মনোবল বাড়িয়ে তোলে। বাংলা ভাষাকে অন্যতম সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দান এবং অন্যান্য জাতির মানুষের ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্তের সমর্থনে তাদের মনোভাবকে দৃঢ় করে তোলে। সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা নিশ্চিত যে কাছাড়ের এই আন্দোলন কোন ধরণের সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগীতে পরিচালিত হয় নি। বরঞ্চ আসামে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতি এবং উপজাতি গোষ্ঠীর বেঁচে থাকার এই সংগ্রামের মূল আহ্বানকে অভিনন্দিত করা প্রয়োজন।

(২) সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে দ্বিধাহীনভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে যে আন্দোলন সুরু হবার অনেক আগে সেনাবাহিনীকে তৈরি রাখার সিদ্ধান্ত অপ্রয়োজনীয় ছিল। এই সিদ্ধান্ত পরিস্থিতির সংগে সামঞ্জস্য পূর্ণ তো ছিলই না, এমনকি আইনানুগতও নয়।

(৩) রাজ্যের এক বিশাল সংখ্যক মানুষের মুখের ভাষাকে রাজ্যিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দানের দাবি সম্পূর্ণ ন্যায় সংগত এবং কোন সরকারের অধিকার নেই এই ন্যায় সংগত আন্দোলনকে যতক্ষণ পর্যন্ত তা শান্তিপূর্ণ এবং অহিংস থাকবে, ততক্ষণ তাকে হিংসাত্মক উপায়ে দমন করা। সম্পত্তি ধ্বংস বা সাধারণ মানুষের উপর বলপ্রয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে কাছাড়ের জনগণ কোনরকম হিংসাত্মক আক্রমণের পরিচয় দেয়নি। এই আন্দোলন দমন করার জন্য আসাম সরকারের এই ধরনের বলপ্রয়োগের কোন প্রয়োজনই ছিল না। যদি ক্রিমিন্যাল প্রসিডিয়র মতে নির্ধারিত ১৪৪ ধারা বিধি ভংগ করার অবাধত্য পরিলক্ষিত হত তা হলে সে ক্ষেত্রেও আইনের মাধ্যমেই দুষ্কৃতিদের শাস্তি বিধান সম্ভব ছিল। 'বেআইনী' সমালোচনা সমাবেশকে ছত্রভঙ্গ করার প্রয়োজন দেখা দিলে দেশের আইনবিধিই তার মোকাবিলায় প্রশাসনিক রীতি পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। যে সকল স্থানীয় কর্তৃপক্ষ শিলচর সত্যাগ্রহীদের উপর লাঠি, গুলি ও টিয়ার গ্যাস চালনার জন্য দায়ি, তারা নিজেরাই কোড অব্ ক্রিমিন্যাল প্রসিডিয়র এবং পুলিক অ্যাক্টস্ এণ্ড রেগুলেশনসকে ভংগ করেন। সর্বোচ্চ ক্ষমতা ধারী ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে তখনই মিলিটারী এবং সশস্ত্র বাহিনী তলব করা যুক্তিযুক্ত হয় যখন কোন 'বেআইনী' সমাবেশ দ্বারা সাধারণ মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। আইন এটাই লক্ষ্য রাখে যে একজন সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান যাতে জনতা এবং জনগণের সম্পত্তি রক্ষার্থে ন্যূনতম বল প্রয়োগের দ্বারা বেআইনী সমাবেশকে ছত্রভঙ্গ করেন বা নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করেন।

(৪) আমাদের সম্মুখে যে সমস্ত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে এবং যেসমস্ত স্থান আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, তাতে আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা আমরা নিশ্চিত যে গুলি চালনা সহ পুলিশের সব কার্যকলাপই অপ্রয়োজনীয় এবং অসংগত ছিল। আমরা নিশ্চিত যে, শিলচরে গুলি চালিয়ে দশজন ব্যক্তিকে হত্যা করা নির্বিচারে লাঠি ও বুলেটে বিধ্বস্ত করা সাধারণ জনতার উপর এবং পার্শ্ববর্তী ঘরবাড়ীগুলিতে অমানবিক অত্যাচার, লাঠি ও ঘুষি দ্বারা পুরুষ, নারী ও শিশুদের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিতে নির্বিচারে আঘাত, একটি শিশুকে পুকুরে নিক্ষেপ, শিলচর ষ্টেশনের নিকটবর্তী পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে বাঁচার চেষ্টায় রত এক ব্যক্তিকে নৃশংসভাবে পিটিয়ে মেরে ফেলা, এই ঘটনাগুলির কোনটিই যুক্তিসংগত ছিল না।

(৫) ভারতীয় পুলিশ ও সশস্ত্র বাহিনীর ম্যানুয়েলে একথা সুস্পষ্ট ভাবে লেখা আছে যেকোন পরিস্থিতিতে সশস্ত্র পুলিশ কিংবা সেনাবাহিনী নামানো যেতে পারে ; এবং যখন আর জনতার নিরাপত্তা ও সম্পত্তি রক্ষা করা কোন অবস্থায়ই সম্ভব হচ্ছে না এমন ভয়াবহ অন্তিম পরিস্থিতেই গুলি চালনা করা যায়।

আমাদের প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণাদি দ্বারা আমরা নিশ্চিত যে গুলি চালানোর মত কোনও পরিস্থিতিই তখন উদ্ভূত হয়নি।

(৬) আমরা নিশ্চিত যে শিলচর রেলওয়ে ষ্টেশনে দুই বাহিনী পুলিশ,—যারা রেলওয়ে

ষ্টেশন প্ল্যাটফর্ম এবং রেল লাইনে দাঁড়িয়েছিল--কোন পূর্বতন হুঁসিয়ারী ছাড়াই এই অনাবশ্যক, দায়িত্ব জ্ঞানহীন , গুলি ছুঁড়েছিল। যে সমস্ত পুলিশ কিংবা যে সমস্ত সরকারী কর্মচারী ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল তারা কিংবা ষ্টেশন সংলগ্ন জনসাধারণের সম্পত্তি—কোন কিছুই সেদিন এমন কোন বিপদেব সম্মুখীন হয়ে পড়েনি যাব জন্যে গুলি চালানোর নির্দেশ দিতে হয়।

আমাদের স্থির সিদ্ধান্ত যে, শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহী, যারা ষ্টেশনের লাইনে স্কোয়াটিং করছিল কিংবা যে সমস্ত সাধারণ লোক যারা সত্যাগ্রহীদেব সেখানে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করছিল—তাদের উপর হঠাৎ গুলি চালানোর কোন যুক্তিযুক্ত কাবণই ছিল না।

(৭) সরেজমিন তদন্তে আমরা এটা লক্ষ্য করেছি যে গুলি চালানোর ফলে ষ্টেশনের সন্নিকটস্থ এবং দূরবর্তী বাড়ীগুলির ফেন্সিং, দেয়াল এবং বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উচ্চতায় গুলি ভেদ করে চলে গিয়েছিল। আমরা এ ও প্রমাণ পেয়েছি যে ষ্টেশন থেকে অনেক দূরবর্তী স্থানে, ঘরের ভিতরে, বারান্দা এমন কি ষোল ফুট উঁচু জলের ট্যাংকের উপব আশ্রয় গ্রহণকাবী লোককেও হত্যা করা হয়েছিল। আমরা নিশ্চিত যে হাঁটুর উপবে এবং দেহের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে গুলি করা হযেছে এবং হত্যা করার উদ্দেশ্যেই এই গুলি চালনা করা হয়েছে। এমন অনেক আহত লোককে সাক্ষী হিসাবে আমরা পেয়েছি যাদের পিঠের দিকে গুলি লেগেছিল। এবং এ থেকে এটাই বোঝা যায় যে, ঐ লোকগুলি ঐ স্থান ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিল অথবা তারা বিন্দুমাত্রও প্রতিরোধের চেষ্টা করেনি।

(৮) দেখা যায় যে, সত্যাগ্রহীরা নিজেরাই গ্রেপ্তার বরণ কবে ছিলেন। সুতরাং গ্রেপ্তার করার জন্য কিংবা তাঁদের ছত্রভংগ করার জন্য কোন প্রকাব বল প্রয়োগই প্রয়োজনীয় ছিল না।

(৯) আমরা নিশ্চিত যে, শিশু, নারী ও পুরুষেরা সে স্থান থেকে সরে পড়ার কোন সুযোগই পায়নি। শিলচর ও করিমগঞ্জে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বালিকারা অমানবিকভাবে নিগৃহীত হয়, অনেক মহিলার গায়ের বস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া হয়, লাথি ও লাঠি চার্জ নির্বিচারে করা হয।

(১০) একটি শিশুকে কয়েকজন পুলিশকর্মী একটি পুকুরে নিক্ষেপ করে এবং যারা তাদেরকে ঐ কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে যায় তারাই নিগৃহীত হয়। শিলচর ও করিমগঞ্জের রেলওয়ে ষ্টেশন সংলগ্ন ঘরবাড়ীর ভেতরেও পুলিশ প্রবেশ করে, ঘরের আসবাবপত্র ইত্যাদি চুরমার করে ফেলে।

(১১) আমরা যতদূর জানি ঐ সময় একজন ম্যাজিস্ট্রেট ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু দেখা যায় যে গুলি চালনার জন্য তাঁর কোন সম্মতি বা নির্দেশ নেওয়া হয়নি। আমরা শিলচরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বক্তব্য পুলিশের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল, আসাম সরকারের দুটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি এবং সমতল বিভাগের কমিশনার মিঃ বি সেনের প্রেস বিজ্ঞপ্তি এ সমস্ত কিছু অনুসরণ ও অনুধাবন করে এক বিরাট অসংগতি লক্ষ্য করেছি। ঐ বিজ্ঞপ্তিগুলির মধ্য দিয়ে এটাই প্রতীয়মান যে দায়িত্ব এড়ানোর জন্যে এবং আসাম সরকারের উচ্চতর পর্যায়ের সরকারী কর্মচারীদের অপকর্মকে আড়াল করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। নিজেদের দায়িত্ব থেকে সাময়িক ছুটি কিংবা স্থান পরিবর্তন ইত্যাদি সত্ত্বেও বিভিন্ন সরকারী কর্মচারীদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমরা এই স্থির সিদ্ধান্তে

উপনীত হয়েছি যে, ১৯শে মে শিলচর রেলওয়ে ষ্টেশনে গুলি চালানো অপ্রয়োজনীয়, অনাকাঙ্খিত এবং অসংগত ছিল।

(১২) আমরা নিশ্চিত যে, ঐদিন পুলিশ কর্তৃক জনসাধারণ কিংবা পুলিশের আত্মরক্ষা করা কোন কিছুরই প্রয়োজন দেখা দেয়নি, এমন কিছুই বিপন্ন হয়নি যার জন্য গুলি চালাতে হয় এবং এক 'মহৎ' প্রেরণার বশবর্তী হয়েই অফিসারের আদেশ ছাড়াই সশস্ত্র বাহিনী গুলি চালায়।

(১৩) আমরা নিশ্চিত যে কাছাড়ের বিভিন্ন স্থানে আসাম রাইফেলস্ অথবা পুলিশ ফোর্স যেভাবে লাঠি ও টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করেছে, সাধারণ নিরস্ত্র শান্ত সত্যাগ্রহীদের উপর সেগুলি সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং ঐ শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহীদের ছত্রভংগ করতে ঐ রকম বাহিনী প্রয়োগের কোন প্রয়োজনই ছিল না।

(১৪) আমরা দাবি করি যে, করিমগঞ্জে যে সমস্ত পুলিশ ও আসাম রাইফেল বাহিনী সত্যাগ্রহীদের দমন করার নামে সাধারণ মানুষের বাড়ীঘর লুটপাট করেছে, বিনষ্ট করেছে, তার জন্য আসাম সরকার কর্তৃক তাদেরকে অভিযুক্ত করে আদালতে উপস্থিত করা উচিত। যদিও করিমগঞ্জে পুলিশ গুলি চালায়নি তবু সাধারণ নারী পুরুষদের উপর, বিশেষত তরুণীদের উপর পুলিশের বর্বরোচিত ব্যবহার কাছাড়ের অন্য যে কোন স্থান অপেক্ষা অধিক অমানবিক ছিল।

(১৫) আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি যে, চূড়ান্ত প্ররোচনা এবং 'আইনের রক্ষক, শান্তির বাহক' (!!) পুলিশের বর্বরোচিত ব্যবহারের বিরুদ্ধে কাছাড়ের জনসাধারণ যথেষ্ট শান্তিপূর্ণ ব্যবহার করেছে এবং পুলিশের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভকে বর্বরভাবে প্রদর্শন করেনি।

(১৬) আমরা স্থির ও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে অসমীয়া ভাষা প্রবর্তন ইত্যাদির বিরুদ্ধে আসামের এক শ্রেণীর লোকের যে জাগরণ তাকে দমনের জন্য আসাম সরকারের যে ভূমিকা, তা শুধু ভাষিক সংখ্যালঘুদের মৌলিক অধিকারের উপরই আঘাত নয়, মানবিক অধিকার ধূলিস্যাৎ করারও এক প্রক্রিয়া।

(১৭) আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় এটাই স্থিরীকৃত যে, প্রত্যেক কার্যনির্বাহকই আইনের বিশাল ক্ষমতার প্রতি বিশ্বস্ত হবেন এবং যখন আইন ব্যবহার করবেন তখন আইনের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল থাকবেন। আমরা নিশ্চিত যে, কাছাড় জেলার কার্যনির্বাহকরা ঐ সীমা এতদূর অতিক্রম করেছেন যে তাদের ভারতীয় আইন ভংগকারী হিসাবে দায়ী করা যায়। আমরা আসাম সরকারকে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করছি।

(১৮) যাঁরা মারা গেছেন, যাঁরা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে বিকলাংগ হয়েছেন, যাঁরা অন্তত কিছুদিন অবধি কর্মহীন থাকতে বাধ্য হয়েছেন, আমাদের মত এই যে তাঁদের যেন ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়।

(১৯) উপসংহারে আমরা John Locke এর কথারই প্রতিধ্বনি করছি—"Just and moderate Governments are every where quite, every where safe but oppression raises ferments and makes men struggle to cast off an weary and tyrannical yoke.....There is only one thing which gathers people into seditions commotions and that is oppression."

নিজেকে প্রকাশের জন্য মানুযেব মাতৃভাষার অধিকার মৌলিক মানবিক অধিকার। এই অধিকারকে অস্বীকার কবা কিংবা দমনের মাধ্যমে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা—এর কোনটাই আসাম তথা ভাবতের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়।

স্বাক্ষরকাবী : এন. সি. চ্যাটার্জী (চেয়ারম্যান)
রণদেব চৌধুরী
অজিতকুমার দত্ত
এস. কে. আচার্যি
সিদ্ধার্থশংকর রায়।"[৩৭]

১৩ জুন তারিখে হাইলাকান্দি শহরে বিকালবেলা একদল ছাত্রের প্রতি সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর জোয়ানদের অশালীন আচরণ ও অশ্লীল গালিগালাজকে কেন্দ্র করে আকস্মিক ভাবে চরম উত্তেজনা দেখা দেয়। নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা বাঙালী জাতিকে কটাক্ষ করে ইতর জনোচিত অংগভঙ্গী করলে ছাত্ররা এর প্রতিবাদ করে। ফলে উত্তেজিত হয়ে তারা নির্মম ভাবে ছাত্রদের প্রহার করতে করতে পথের উপর টেনে ছুঁড়ে ফেলে লাথি চালায়। শ্রী নিখিলেন্দু ভট্টাচার্য, শ্রী রণধীর চক্রবর্তী, শ্রী দক্ষিণা ভৌমিক, শ্রী জগদীশ ভট্টাচার্য সহ বেশ কয়জন কলেজ ছাত্র গুরুতর ভাবে জখম হন। এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে ক্ষুব্ধ উত্তেজিত শত শত ছাত্র প্রতিবাদ জানিয়ে প্রতিকারের দাবিতে মিছিল করে মহকুমা শাসকের বাংলোর দিকে ছুটে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে গণসংগ্রাম পরিষদের সভাপতি শ্রী আবদুর রহমান চৌধুরী, ছাত্রনেতা শ্রী বিভাস পুরকায়স্থ ও অন্যান্য বিশিষ্ট নেতা ও নাগরিকবৃন্দ মহকুমা শাসকের সংগে সাক্ষাৎ করে নিরাপত্তা বাহিনীর অন্যায় আচরণ ও জুলুমবাজীর প্রতিকার দাবি করেন। মহকুমা শাসক উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের আশ্বাস প্রদান করলে বিক্ষোভ প্রশমিত হয়।

সে রাতেই হাইলাকান্দিতে পুলিশী জুলুমের সংবাদ করিমগঞ্জ পৌছালে পর গণসংগ্রাম পরিষদের কার্যালয় থেকে এক প্রতিবাদ মিছিল বের হয় এবং সমগ্র শহর পরিক্রমা করে রাত প্রায় ১২টায় পরিষদ কার্যালয়ের সামনে এক সমাবেশে মিলিত হয়ে অত্যাচারী আসাম সরকারের তাণ্ডব নীতির বিরুদ্ধে দুর্বার অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালিয়ে যাবার সংকল্প পুনরায় ঘোষণা করা হয়। এই সভায় করিমগঞ্জ মহকুমা সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শ্রী নৃপতিরঞ্জন চৌধুরী বলেন যে, শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের ফলে যুব-জনতার মহাশক্তির যে জাগরণ ঘটেছে তাকে দমন করার কোন শক্তি কারো নেই। তিনি পুলিশের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী ঘোষণা করে তাদের হিংস্র নখ দন্ত শীঘ্র গুটিয়ে ফেলার পরামর্শ প্রদান করেন।

১৪ জুন এই পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে শিলচরে প্রায় ১২ হাজার নরনারীর এক বিশাল মিছিল সমগ্র শহর পরিক্রমা করে। এদিন হাইলাকান্দি শহরে হাজার হাজার নরনারী প্রতিবাদ জানিয়ে এক বিশাল জনসভায় মিলিত হন। সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত এই সভা শহরের বারোয়ারী কালীপূজা মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। শিলচর ও করিমগঞ্জ মহকুমা থেকে শ্রীযুক্তা জ্যোৎস্না চন্দ, শ্রী ধীরেন্দ্রমোহন দেব, শ্রী মহীতোষ পুরকায়স্থ, শ্রী পরিতোষ পালচৌধুরী, শ্রী বিধুভূষণ চৌধুরী, শ্রী ভূপেন্দ্রকুমার সিংহ,

শ্রী হুরমত আলী বড় লস্কর প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ এই সভায় অংশ গ্রহণ করেন।

প্রধান জননেতা ডাঃ অমূল্যরতন সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় প্রথমে শ্রী ভূপেন্দ্রকুমার সিংহ হাইলাকান্দি তথা সমগ্র জেলায় পুলিশী সন্ত্রাসের প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন যে, বাংলা ভাষার পূর্ণ স্বীকৃতি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই সংগ্রাম চলবে। শ্রী বিধুভূষণ চৌধুরী তাঁর ভাষণে বলেন যে, এই সংগ্রাম শুধু বাংলা ভাষাভাষীদের সংগ্রাম নয়, ইহা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল সংখ্যালঘু মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। মাতৃভাষার এই মহান আন্দোলনে ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতীদেরই অংশ গ্রহণ ও আত্মদান করলে চলবে না প্রধানদেরও সক্রিয়ভাবে সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে হবে। তিনি তাঁর ১৮ মে থেকে জেলে বন্দী থাকার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, সাধারণ কারাবন্দীদের মধ্যেও মাতৃভাষার মর্যাদারক্ষার এই আন্দোলনের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও উদ্দীপনা তিনি লক্ষ্য করেছেন তা থেকে এই সত্যই প্রমাণিত হয় যে, এই সংগ্রাম আপামর সকল বঞ্চিত মানুষেরই সংগ্রাম।

শ্রী হুরমত আলী বড় লস্কর কাছাড় জেলার মুসলমান, মণিপুরী, কাছাড়ী হিন্দুস্থানী সকল শ্রেণীর জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সংগ্রামকে চালিয়ে নিয়ে যেতে আহ্বান জানিয়ে বলেন যে, এই আন্দোলন শুধু হিন্দুদের নয়, এই আন্দোলন সমগ্র কাছাড়বাসীর আন্দোলন। কাছাড়ের মধ্যে স্বজাতি বিদ্বেষী কতিপয় ন্যস্ত স্বার্থের দালালদের প্ররোচনায় বিভেদ বিদ্বেষের যে বাতাবরণ তৈরি করা হচ্ছে তার প্রতি সতর্ক থাকার জন্য সবাইকে তিনি পরামর্শ দান করেন। কালাছড়া, লালাবাজার, পাগলাছড়া, আলগাপুর প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলে যে সব ঘটনা দুষ্কৃতিরা ঘটিয়ে চলেছে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে জনসাধারণকে অতন্দ্র প্রহরীর মত সজাগ থাকতে আহ্বান জানান।

শ্রী ধীরেন্দ্রমোহন দেব তাঁর ভাষণে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে, মাতৃভাষার এই আন্দোলন অসমীয়া ভাষা বা অসমীয়া অধিবাসীদের বিরুদ্ধে নয় ; এই সংগ্রাম অসমীয়া ভাষার সংগে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি লাভের সংগ্রাম।

হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেস সভাপতি শ্রী সন্তোষকুমার রায় তাঁর ভাষণে শাস্ত্রী ফরমূলা ও নেহেরুজীর স্থিতাবস্থা বজায় রাখার প্রস্তাব কি প্রেক্ষিতে কাছাড় জেলা কংগ্রেস কমিটি অগ্রাহ্য বলে বিবেচনা করলেন তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে ভাষা আন্দোলনকে সাফল্য মণ্ডিত করে তোলার জন্য সর্বসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

গণসংগ্রাম পরিষদের সভাপতি শ্রী আবদুর রহমান চৌধুরী দৃঢ় প্রত্যয়ে ঘোষণা করেন যে, বাংলা ভাষার পূর্ণ অধিকার লাভ না করা পর্যন্ত ভাষা আন্দোলন চলবে। হাইলাকান্দি মহকুমা নমশূদ্র সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রী শচীন্দ্র রায়চৌধুরী আন্দোলনের চেতনাকে মহকুমার সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার জন্য পরিষদের কার্যসূচী আরো ব্যাপক ও সক্রিয় করে তোলার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবে সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী ও আসাম পুলিশ ব্যাটেলিয়ানের কতিপয় সদস্যের আচরণের নিন্দা করে দোষীদের অপসারণ ও শাস্তি প্রদানের দাবি করা হয়।

করিমগঞ্জ মহকুমার পাথারকান্দি শহরে এদিন ভোরবেলা মোহাম্মদ মুদরীছ আলীর নেতৃত্বে পুলিশ থানার কার্যালয় দখল করা হয়। হতচকিত পুলিশ সম্বিত ফিরে পেলে

সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার করে। রাতাবাড়ীথানা ও অনুরূপভাবে দখল করে সত্যাগ্রহীরা কারাবরণ করেন।

১৫ জুন তারিখে কাছাড় জেলার সর্বত্র ঘোষিত কার্যসূচী অনুযায়ী আন্দোলন অব্যাহত থাকে। এদিন দিল্লী থেকে প্রেরিত এক বার্তায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ভাষা সমস্যার সমাধানকল্পে আলোচনার জন্য সদিচ্ছা ব্যক্ত করে গণসংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানান। সংগ্রাম পরিষদের শর্ত অনুযায়ী সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দানের বিষয়টিও শাস্ত্রীজী মেনে নিতে সম্মতি প্রকাশ করেন। এই প্রেক্ষিতে কাছাড় জেলা গণসংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ পরদিন অর্থাৎ ১৬ জুন তারিখে এক জরুরী সভায় মিলিত হয়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সাময়িকভাবে তিন মাসের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এই সভা আসন্ন দিল্লী বৈঠকে যোগদানের জন্য ১২ সদস্য বিশিষ্ট এক প্রতিনিধিদল নির্বাচন করে এবং বিগত কাছাড় জেলা জনসম্মেলনের গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এক দাবিপত্র পেশ করার ও প্রস্তাব গ্রহণ করে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদলের সদস্যরা হলেন : সর্বশ্রী আবদুর রহমান চৌধুরী, নলিনীকান্ত দাস, হুরমত আলী বড় লস্কর, কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, অনিলকুমার বর্মণ, ভূপেন্দ্রকুমার সিংহ, জীতেন্দ্রনাথ চৌধুরী, অধ্যাপক শরৎনাথ, সনৎকুমার চক্রবর্তী, বিধুভূষণ চৌধুরী ও গোলাম ছবীর খান।

এই প্রতিনিধি দলকে আলোচনা বৈঠকে সহযোগিতা করার জন্য সর্বশ্রী রথীন্দ্রনাথ সেন, মোহিতমোহন দাস, শক্তিধর চৌধুরী, দীনেশচন্দ্র সিংহ, পরেশচন্দ্র চৌধুরী তাছাড়া শ্রী ত্রিগুণা সেনের নেতৃত্বে একাদশ শহীদের চিতাভস্ম নিয়ে দিল্লীতে যাবার জন্য শ্রী রণেন্দ্রলাল সেন ও অপর ৬ জনকে নির্বাচিত করা হয়।

১৯শে জুন, বীর ভাষা শহীদদের আত্মবলিদানের একমাস পূর্ণ হল। প্রভাতফেরী, শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন, শোকযাত্রা, শহীদ-গীতি গেয়ে পথপরিক্রমা সন্ধ্যায় একাদশটি প্রদীপ জ্বালিয়ে অর্ঘ্য নিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে শিলচর ও করিমগঞ্জ শহর ও মহকুমার বিভিন্ন স্থানে দিনটি ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদযাপন করা হল।

এদিকে এই পবিত্র দিনে হাইলাকান্দি শহর ও মহকুমার বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত হল বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। যে বিপদের সম্ভাবনার কথা ভেবে জেলার সচেতন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ ঐক্য ও সম্প্রীতিকে অটুট রাখার জন্যে নিরলস সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকার করলেন, যে প্রতিক্রিয়াশীল দাঙ্গাবাজ সাম্প্রদায়িক অপশক্তির বিরুদ্ধে জনগণকে বার বার সতর্ক করে দেওয়া হল—সে সব স্বার্থান্বেষী মহলের নীচ ষড়যন্ত্রের নিকট ব্যর্থ হল। বাঙালী জাতি সত্তা বিরোধী এক পাশবিক শক্তি আসাম সরকার ও একদল অসমীয়া ভাষিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও সম্প্রসারণবাদীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে সাম্প্রদায়িকতার জিগীর তুলে, বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলনের গৌরবকে সংখ্যালঘুর অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামকে কলংকিত ও বানচাল করার জন্যে হিংস্র হাঙ্গামায় লিপ্ত হল। এই স্বজাতি দ্রোহী পিশাচরা ধর্মের জিগীর তুলে, বাঙালী হয়ে, বাংলাভাষায় ধ্বনি তুলল 'অসমীয়া ভাষা, আমাদের মাতৃভাষা, মাতৃভাষা জিন্দাবাদ।' 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি তুলে লুণ্ঠন, হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি সব ধরনের অপরাধই সেদিন সংঘটিত হল। পুলিশের গুলিতে নিহত হল ১০ জন দাঙ্গাবাজ। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উগ্র

অসমীয়া জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলো সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাকারীদের মৃত্যুতে বেদনাহত হয়ে লিখল যে, 'সন্ত্রাস নয়, এই দাঙ্গা ছিল আন্দোলন।' আশা ও ভরসা ছিল এই যে, কাছাড় জেলার জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন জাগ্রত জনতার দৃঢ়তা পরিকল্পিত এই এক তরফা হাঙ্গামার প্রসার ঘটতে দেয়নি এবং সমগ্র জেলায় সম্প্রীতিকে অটুট রাখতে সমর্থ হয়েছিল। এই কলংকজনক ঘটনাবলীব পিছনে যে শয়তানী নেতৃত্ব তৎপর ও সক্রিয় ছিল, সেই শক্তিই নানাভাবে ভাষা সংগ্রামেব সংগে জড়িত শ্রদ্ধেয নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কুৎসা ও অপপ্রচার চালিয়ে তাঁদের সামাজিক ভাবে হেনস্থা করার চেষ্টায় ও রত ছিল। এই আক্রমণের বিশেষ লক্ষ্য ছিলেন মূলত এই কাছাড জেলারই মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট সংগ্রামী রাজনীতিক ও সুধীজন যাঁবা সকল সম্প্রদায়ের নিকটই শ্রদ্ধেয়রূপে গণ্য ছিলেন। সংঘটিত এই উন্মুক্ত তাণ্ডবে লিপ্ত অপরাধীদের আড়াল করা, সাম্প্রদাযিক শক্তিকে প্রশ্রয় দেওযা এবং দুষ্কৃতীদেব অপকর্মকে বাংলা ভাষা আন্দোলনের যথাযথ ও স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বলে অভিমত ব্যক্ত করাব জন্যে রাজ্যের মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সে সময় বিভিন্ন মহলে অভিযোগ উত্থাপিত হয়। হাইলাকান্দি মহকুমায় এই দাঙ্গা বাধানোর জন্য পূর্বপাকিস্তান থেকে কুখ্যাত ডাকাত সমাজবিরোধীদের আমদানী কবা হয়েছিল বলেও তথ্যাভিজ্ঞ মহল ধারণা পোষণ করেন।

বিবরণে প্রকাশ যে, ১৯শে জুন বেলা প্রায় ৯ টায় গ্রামাঞ্চল থেকে প্রথমে প্রায আট/দশ হাজার মুসলমান বিভিন্ন দিক থেকে হাইলাকান্দি শহরে প্রবেশ করে এবং ক্রমে সেই সংখ্যা প্রায় বিশ হাজারে পরিণত হয়। এই বিশাল জনতা উন্মত্তভাবে 'আল্লাহো আকবর,' 'অসমীয়া ভাষা জিন্দাবাদ,' 'চালিহা সরকার জিন্দাবাদ,' 'মৈনুল হক জিন্দাবাদ,' 'হায়দার হোসেন জিন্দাবাদ,' 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ইত্যাদি ধ্বনি সহকাবে শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিক্রমা করে দুপাশের হিন্দুদের বাড়ীঘর ও দোকানপাটে আগুন দিতে থাকে ও লুটতরাজ চলায়। কলেজ কলোনী, নূতন বাজার, লক্ষীশহর কলোনী, ষ্টেশন রোড অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি সাধিত হয়। অস্ত্রশস্ত্র, দা, লাঠি, বল্লম ইত্যাদি নিয়ে দুষ্কৃতকারীরা অবাধে বেলা প্রায় ১—৩০ মিনিট পর্যন্ত হামলা চালায়।

হাইলাকান্দির মহকুমা শাসক বেলা ১১টা পর্যন্ত শহরের মধ্যে যে তাণ্ডব চলছে এ সংবাদ পাননি। জেলার কমিশনার শ্রী বি. এল. সেন ও আসামের ইন্সপেক্টর জেনারেল অব্ পুলিশ শ্রী হায়দার হোসেন যখন আলগাপুরের রাস্তা হয়ে শহরে প্রবেশ করেন তখন বেলা প্রায় ১১—৩০ মিনিট। শহরের প্রবেশ পথে হাজার হাজার উন্মুক্ত জনতাকে দেখে তিনি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে না কি রাস্তার মোড়ে অবস্থিত জনৈক গণেশ কানুর দোকানের সামনে একটি চেয়ার নিয়ে বসে নির্লিপ্ত ভাবে দুষ্কৃতি কারীদের তাণ্ডব পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। শহরের বিশিষ্ট কয়জন নাগরিক মহকুমা সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদক শ্রী কেশব চক্রবর্তী সহ সেখানে উপস্থিত হয়ে শ্রী হোসেনকে ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবিলায় জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানালে তিনি নিরুত্তর থাকেন। এ দিকে লক্ষীশহর, নূতন পাড়ার উদ্বাস্তু কলোনী, কলেজ কলোনীতে প্রায় শতাধিক ঘর বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ অবাধে সংঘটিত হয়ে চলেছে। ষ্টেশনরোডে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে কিছু জনতাকে ছত্রভংগ করার চেষ্টায় তৎপর রয়েছে। একস্থানে সিনিয়র ই, এ, সি, শ্রী বরুয়া গুলি চালনার হুকুম দিলে না কি সে আদেশ কার্যকরী

হলনা। কাছাড় জেলার ডেপুটি কমিশনার শ্রী শ্রীবাস্তব মন্ত্রী শ্রী মৈনুল হক চৌধুরীকে কুম্ভীরগ্রাম এয়ারপোর্টে পৌছে দিয়ে বিকাল প্রায় ৪ টায় হাইলাকান্দিতে পৌছলেন। শহরের প্রবেশের পথে কলেজ কলোনীতে তিনি হাঙ্গামাকারীদের নিরস্ত হতে আদেশ করলে তা ব্যর্থ হয় এবং সংগে সংগে গুলি চালনার হুকুম দেন। ঘটনাস্থলে দু জন নিহত ও বেশ কিছু সংখ্যক আহত হলে জনতা ছত্রভঙ্গ দেয়। এর আধঘন্টার মধ্যেই শহরে কার্ফ্যু জারী করা হয়।

ইতিমধ্যে মনাছড়া আলগাপুর আয়নাখাল ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে হাঙ্গামার খবর এসে পৌছালে জেলা শাসক পরিস্থিতির মোকাবিলায় দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সর্বত্র সাম্প্রদায়িকতার জিগীর তুলে হাইলাকান্দি শহরেরই মত একই ধরনের সন্ত্রাস ও লুটতরাজ চলে।

হাইলাকান্দির হাঙ্গামার খবর শিলচর শহরে বিকালবেলা এসে পৌছালে সেকানে দ্রুত আতংক ছড়িয়ে পড়ে। প্রশাসনও দ্রুত তৎপরতায় পরিস্থিতি শান্ত রাখতে ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে সন্ধ্যার পর খবর এলো যে মুসলমান অধ্যুষিত মধুরবন্দ, বাদ্রী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে একদল এবং কৃষ্ণপুর ও মেহেরপুরের দিক থেকে অন্য একদল মারমুখী জনতা শহরের প্রবেশ পথে সমবেত হয়ে উত্তেজনা জাগিয়ে তুলছে। সংবাদ পেয়েই সশস্ত্র পুলিশ ও রক্ষীদল সেখানে পৌছে যায় এবং পরিস্থিতি সামাল দেয়।

পরদিন ২০শে জুন রাত প্রায় ৯ টায় পুনরায় হাজার হাজার দাঙ্গাবাজরা হাইলাকান্দি শহরের বাইরে সমবেত হয়ে জিগীর দিতে থাকে। এদিন রাতে চন্দ্রপুর, চণ্ডীপুর, সিংগিরপাব, বাঁশবাড়ী, বড়বন্দ, মোহনপুর, রাঙাউটি প্রভৃতি গ্রাম আক্রমণ করে বহু ঘরবাড়ী অগ্নিদগ্ধ করা হয়। সাম্প্রদায়িক এই জঘন্যতম দাঙ্গার ফলে হাইলাকান্দি শহরে তিনটি আশ্রয় শিবিরে প্রায় দুইহাজার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ভর্তি হয়। লালাবাজারেও প্রায় তিনশত জন আশ্রয় শিবিরে স্থান নেয়। অসংখ্য মানুষ শিলচর ও করিমগঞ্জ শহরেও আশ্রয় গ্রহণ করে।

হাঙ্গামার খবর পেয়ে শিলচর ও করিমগঞ্জ থেকে সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য রাজনীতিক নেতারা দ্রুত হাইলাকান্দি ছুটে যান এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট রাখতে মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল থেকে যে সমস্ত তথ্যাদি সে সময় সংগ্রহ করা হয় তা থেকে নিরপরাধ শান্তিকামী সাধারণ মানুষকে কিভাবে ভুল বুঝিয়ে উত্তেজিত করে ষড়যন্ত্রকারীরা বিপথগামী করে তুলেছিল তার এক ভয়াবহ স্বরূপ জানা যায়। লালাবাজার, আয়নাখাল, মনাছড়া ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে ভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে এই বলে প্রচার চালানো হচ্ছিল যে, এই আন্দোলন আসলে হিন্দু উদ্বাস্তুদের আন্দোলন, তারা সমগ্র কাছাড় জেলাকে আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাঙালী হিন্দুর রাজ্য স্থাপন করতে চায়। এবং তা বাস্তবায়িত হলে পাকিস্তানের দাঙ্গার বদলা নেওয়া হবে ও মুসলমানদের উৎখাত করবে। আসাম সরকার ও কাছাড়ের মন্ত্রী জেলার মুসলমানদের মঙ্গল চান এবং যদি এই উদ্বাস্তুদের যারা বিভিন্ন স্থানে জায়গা জমি ও চাকুরী ব্যবসা ইত্যাদি দখল করে বসে আছে তাদের বিতাড়িত করা না হয় তা হলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তাছাড়া যদি ভাষা আন্দোলন যা হিন্দু উদ্বাস্তুদের আন্দোলন, তার বিরোধিতা করা না হয়, তাহলে ব্রহ্মপুত্র

উপত্যকার বাঙালী মুসলমানদেরও বিগত জুলাইর দাঙ্গার হিন্দুদের মত ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে।

জানা যায় যে, মনাছড়া অঞ্চলে ১৮ জুন রাতে কুচিলা চা বাগানের মালিক জনৈক জালাল উদ্দীন ওরফে ময়না মিয়া না কি এই বলে সাধারণ মুসলমানদের জেহাদ ঘোষণা করার নির্দেশ দেন যে, হাইলাকান্দি মহকুমায় মুসলমানদের পিছনে মন্ত্রী মইনুল হক ও আই, জি, পি, হায়দার হোসেনরা আছেন এবং তাঁরাও চান যে ভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে, আন্দোলনের সমর্থক হিন্দুদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস সংঘটিত করা হোক। মহকুমার সর্বত্র এ ধরণের প্রচার চালানো হয় এবং নিরীহ মানুষদের সংগঠিত করে দাঙ্গায় লিপ্ত করা হয়।

হাইলাকান্দিতে সংঘটিত ঘৃণ্য এই সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব যদিওবা বহুদূর পর্যন্ত গড়াতে পারে নি তবু সমগ্র জেলার জনমানসের মধ্যে একটা অবিশ্বাস ও উত্তেজনার ভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়ে গেড়ে বসল। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে জাগ্রত জনতার যে ঐক্য গড়ে তোলা হয়েছিল তাকে ষড়যন্ত্রকারীরা যথেষ্ট পরিমাণে দুর্বল করে তুলতে সমর্থ হল। আসাম সরকার এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে প্রচার চালালো যে, জেলার আইন শৃঙ্খলার এই অবনতি ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য বাংলা ভাষা আন্দোলনই মুখ্যত দায়ী। অসমীয়া সংবাদপত্র ও অসম সাহিত্যসভার মুরুব্বীরা ঢাক ঢোল পিটিয়ে বলতে লাগল যে, হাইলাকান্দির বৃহত্তর জনগোষ্ঠী অসমীয়া ভাষাকেই যে মাতৃভাষা রূপে স্বীকার করে, ১৯শে জুনের 'আন্দোলন' সেই সত্যকেই প্রকাশ করেছে। পুলিশের গুলিতে যে সব দুস্কৃতকারী নিহত হল, তাদের 'অসমীয়া ভাষা শহীদ' বলে উগ্র অসমীয়া মহলে শ্রদ্ধাও নিবেদন করা হল।

গণসংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্প্রাদক শ্রী নলিনীকান্ত দাস এক বিবৃতিতে হাইলাকান্দির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে ষড়যন্ত্রমূলক ও পূর্ব পরিকল্পিত বলে অভিহিত করে বলেন, "বিভিন্ন মহলের প্ররোচনায় অনুষ্ঠিত হাইলাকান্দির দাঙ্গা আসামের এবং ভারতের ইতিহাসে প্রশাসনিক ব্যর্থতার একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে চিরকাল বিরাজ করবে। বিশ্বাসযোগ্য মহল থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে যে কোন লোক এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হবেন যে, অকস্মাৎ সমবেত এক বিরাট সশস্ত্র জনতা দ্বারা সংঘটিত হিংস্র সাম্প্রদায়িক এই হাঙ্গামা পূর্বপরিকল্পিত ও পূর্বচিন্তিত ব্যবস্থারই আত্মপ্রকাশ মাত্র। পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল শ্রী হায়দার হোসেন, ডি. আই. জি. শ্রী বিমলেন্দু লালা ও বিভাগীয় কমিশনার শ্রী বি. এল. সেন প্রমুখদের ঘটনাস্থলে উপস্থিতি এবং নৃশংস কাণ্ডে নীরব দর্শকের ভূমিকা এই ধারণাকেই দৃঢ়মূল করে। এদিন (১৯শে জুন) ডেপুটি কমিশনার শ্রীবাস্তব কৃষিমন্ত্রী মঈনূল হক চৌধুরীর সংগে বিমান ঘাঁটি পর্যন্ত যান। সেখান থেকে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ডেপুটি কমিশনার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করা পর্যন্ত পূর্বোক্ত অফিসারগণ নীরবেই দাঁড়িয়ে থাকেন। দাঙ্গাবাজদের সংগে পাকিস্তানীদের যোগাযোগ যে একেবারে অর্থহীন তা বলা চলে না। এই সেদিন বৈধ অনুমতিপত্র ভিন্ন ভারতে আগত জনৈক পাকিস্তানী মুসলমানকে চরগোলাতে গ্রেপ্তার করা হয়। সে যে বিবৃতি দিয়েছে তা শুনলে স্তম্ভিত হতে হয়। করিমগঞ্জের মহকুমা হাকিমের নিকট এক স্বীকারোক্তিতে সে বলেছে যে, সে আসামের জনৈক মন্ত্রীর গৃহভৃত্য ছিল এবং তার এক ভাই, সেও দাঙ্গায় লিপ্ত অবস্থায়

আহত হয়ে হাইলাকান্দি হাসপাতালে রয়েছে। এ বিষয়ে আমি কিছুই বলতে চাইনা, কেবল ভারতের চিন্তাশীল সমাজকে অনুরোধ জানাই যে তারা যেন এই স্বীকারোক্তিটির গুরুত্ব বিশেষ ভাবে অনুধাবন করেন।"

শ্রীদাস হাইলাকান্দির এই হাঙ্গামার জন্য কৃষিমন্ত্রী মঈনুল হকের ভূমিকাকে সরাসরি দায়ী করেন এবং এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করে এই বলে চ্যালেঞ্জ জানান যে, "তবেই সত্য প্রকাশিত হবে এবং শ্রীহকের পক্ষ সমর্থনের জন্য আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী চালিহা ও মন্ত্রী শ্রী ত্রিপাঠীর সমস্ত বিবৃতি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে।"

হাইলাকান্দির ঘটনা নিয়ে আসাম সরকারের তরফে প্রথমে দুটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই দুটি বিবৃতির মধ্যে অনেকক্ষেত্রে সামঞ্জস্যের অভাব রয়েছে। পরে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচালিহা আরেকটি বিবৃতি প্রচার করলেন। এই বিবৃতিটিও দাঙ্গার বিবরণ ও কার্যকারণ দেখিয়ে হাইলাকান্দির মহকুমা শাসক যে বিবরণ দিয়েছিলেন তার সংগে সঙ্গতিপূর্ণ হয়নি। তৃতীয় বিবৃতিতে শ্রী চালিহা বলেছেন যে, শান্তিপূর্ণ মুসলমান জনতাকে বিরোধী পক্ষ থেকে উস্কানী দেবার ফলেই দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটে। এভাবে একটি ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাকে লঘু করে দেখানো এবং মিথ্যার আশ্রয় নেওয়াতে, মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সমগ্র জেলার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের মনে তীব্র ক্ষোভ ও ধিক্কার জাগে। বর্বর দাঙ্গাবাজরা বাংলা ভাষা আন্দোলনের বিরোধিতা করে 'অসমীয়া ভাষা জিন্দাবাদ' দিয়ে লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও অত্যাচার চালালো বলেই যদি সরকারের নিকট 'শান্তিপূর্ণ জনতা' আখ্যা পায়--তাহলে এ সত্যটিকেই কাছাড়বাসী উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, এই দাঙ্গা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র মাত্রই নয় তা সরকারের মদতেই পরিচালিত হয়েছে।

২১শে জুন তারিখে কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী শ্রী মঈনুল হক চৌধুরী হাইলাকান্দির হাঙ্গামা প্রসংগে এক বিবৃতি প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, "আমি গভীর পরিতাপের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে, কিছু সংখ্যক সমাজ বিরোধী লোকের কার্যকলাপের দরুণ কাছাড় জেলার শান্তি, সংহতি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হইতে চলিয়াছে। ইতিমধ্যে কয়েকটি লজ্জাকর ও দুঃখজনক ঘটনা কয়েকস্থানে ঘটিয়াছে এবং তাহার ফলে শান্তি স্থাপনের জন্য বাধ্য হইয়া পুলিশের গুলি চালনার দরুণ অনেকগুলি অমূল্য জীবন নষ্ট হইয়াছে। মৃত ব্যক্তিদের পরিজনের জন্য ও আহতদের জন্য আমি পুনরায় গভীর সমবেদনা জানাইতেছি। কাছাড় জেলা আসামের প্রশাসন হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইবে না গভর্ণমেন্ট এরূপ কোন প্রস্তাব বিবেচনা করিতেছেন না। ইহা লইয়া চিন্তিত বা উত্তেজিত হওয়ার কোন কারণ নাই। ভাষা সমস্যারও শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান হওয়া উচিত। এই সম্পর্কে ভারত গভর্ণমেন্টের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী যে সমাধান দিয়াছেন তাহা আসাম গভর্ণমেন্ট গ্রহণ করিয়াছেন। এমতাবস্থায় ভাষা সমস্যা লইয়া অহেতুক উত্তেজনার কোন যুক্তি থাকিতে পারে না। সুখের বিষয় সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ ইতিমধ্যে সমস্ত আন্দোলন স্থগিত করিয়াছেন। যাঁহারা সংগ্রাম পরিষদের বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন এবং তাহার জন্য আন্দোলন করিতেছেন তাঁহাদের নিকটও আমার অনুরোধ তাঁহারাও যেন বর্তমান পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের আন্দোলন সম্পূর্ণ ভাবে স্থগিত রাখেন। উদ্বাস্তু ভাইরা এ দেশের নাগরিক। তাঁহারা এদেশে মান সম্মান লইয়া বসবাস

করার সম্পূর্ণ অধিকারী। যাঁহারা তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রচার করিতেছেন তাঁহাদের কার্যকলাপ বেআইনী এবং সরকার তাহা দৃঢ় ভাবে দমন করিতে কৃত সংকল্প।

আমি পরিষ্কার ভাবে জানাইয়া দিতেছি যে, গভর্ণমেণ্ট কোন ব্যক্তির বা কোন সম্প্রদায়ের শান্তি ও শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে কোন প্রকার বেআইনী কার্যকলাপ সহ্য করিবেন না এবং এবম্বিধ কার্য দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। আমি কাছাড় জেলার অধিবাসীদের নিকট শান্তি ও শৃঙ্খলা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন ও রক্ষা করার জন্য এবং এই কার্যে কর্তৃপক্ষকে সর্বোতভাবে সহায়তা করার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি। অযথা গুজবে কর্ণপাত না করার জন্য সকলকে অনুরোধ জানাইতেছি।"

২৭ শে জুন তারিখে শিলংয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রী মঈনুল হক চৌধুরী কাছাড়ের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে আক্রমণ করে জেলায় উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য তাদের দায়ী করেন এবং ভাষা আন্দোলনের নামে বিচ্ছিন্নতাবাদকেই নাকি তারা প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন। এমন অভিযোগও উত্থাপন করেন। এর উত্তরে শিলচর জেলা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনন্দকিশোর সিংহ এক বিবৃতি প্রকাশ করে শ্রী হক চৌধুরীর বক্তব্যকে মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর ও অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে অভিহিত করে এর প্রতিবাদ জানান। ভাষা আন্দোলনে, কাছাড় জেলার কংগ্রেস কমিটি গুলির আন্দোলনে অংশ গ্রহণ ও শ্রীমঈনুল হক চৌধুরীর ভূমিকা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা প্রসংগে শ্রী সিংহ তাঁর বিবৃতিতে উল্লেখ করেন যে, "বাংলাকে আসামের অন্যতম রাজ্যভাষা হিসাবে স্বীকৃতির দাবির ব্যাপারে ২৪শে মে পর্যন্ত শ্রীহক চৌধুরী কাছাড় কংগ্রেসের সহিত একমত ছিলেন। তাহার পর হইতেই তাঁহার ঘনিষ্ঠ মহল হইতে গোপন সভার অনুষ্ঠান ও উত্তেজনা পূর্ণ বক্তৃতা প্রদান সুরু হয়। সরল গ্রামবাসীদের বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টাও এই সময় হইতেই আরম্ভ হয়। এই মহল হইতেই এই মিথ্যা প্রচার আরম্ভ হয় যে কাছাড় কংগ্রেস কাছাড়কে আসাম হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাঁহারা একথাও প্রচার করেন যে, কাছাড় উদ্বাস্তু বাঙ্গালীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে চলিয়াছে।

৯ই জুন তারিখে শ্রী হক চৌধুরীর স্বগ্রাম সোনাবাড়ী ঘাটে তাঁহাদেরই পরিচালনাধীন ও নামযুক্ত হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত এক সভায় অত্যন্ত উত্তেজনা পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তৃতা প্রদান করা হয় এবং প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভার পূর্ণ বিবরণ বিশেষ দূত মারফতে শিলংয়ে শ্রী হক চৌধুরীর নিকট প্রেরিত হয়।

এই সভার পর হইতেই জনসাধারণের কোন কোন অংশের মধ্যে বিভ্রান্তি ও উত্তেজনার প্রকাশ দেখা দিতে থাকে। শ্রীহক চৌধুরী এখন এই কথাই সকলকে বিশ্বাস করাইতে চাহিতেছেন যে ঐ সভার কোন সংবাদই তিনি রাখেন না। হাইলাকান্দির সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার পর শ্রী হক চৌধুরী কাছাড় কংগ্রেস নেতাদের সহিত গ্রামাঞ্চলে সফরে যাইতে অস্বীকার করেন। এমন কি উত্তেজনা প্রশমনের কোন চেষ্টাই তিনি করেন নাই।"

হাইলাকান্দির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস দলের অভ্যন্তরে সে সময় প্রচণ্ড গোলযোগ সৃষ্টি হয়, এমন কি সাধারণ জনমানসের মধ্যেও ক্ষোভ দেখা দেয়। এই দাঙ্গা যদিও ব্যাপক ভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েনি তবু এর পরিণাম বহুদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে। বিশেষত জেলার রাজনীতি ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের এই যে বিষাক্ত বীজ রোপণ

করা হল দেখা যায় যে পরবর্তী কালের এমন কি বর্তমান ক্ষেত্রেও ভাষা সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি--এক কথায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই বিভেদ বিরোধ তীব্র ও জটিল আকার ধারণ করে রয়েছে।

কাছাড়জেলা গণসংগ্রাম পরিষদের এই আন্দোলন আসামের সংখ্যালঘু ভাষিক গোষ্ঠীর অধিকার রক্ষার আন্দোলন ছিল। স্বার্থান্বেষী মহল আন্দোলনের এই চরিত্র গৌরবকে গোড়া থেকেই শুধুমাত্র বাঙালী হিন্দু উদ্বাস্তদের আধিপত্য বিস্তারের সংগ্রাম নামে অভিহিত করে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার করে। কাছাড় জেলার এ ধরনের হীন প্রচার বিশেষ একশ্রেণীব মুসলমানদের মধ্যেই চালানো হয়েছিল। করিমগঞ্জে অনুষ্ঠিত কাছাড় জেলা কংগ্রেস কনভেনশনে গৃহীত যে সিদ্ধান্তে কাছাড়কে স্বতন্ত্র প্রশাসনিক অঞ্চল বলে দাবি করা হয়েছিল, তা পরবর্তী সময়ে বাতিল বলে ঘোষণা করা হলেও এই প্রস্তাবকে হাতিয়ার করে প্রচার চালানো হল যে হিন্দু উদ্বাস্তদের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন সমগ্র মুসলমান জাতিকে ধ্বংস করারই ষড়যন্ত্র মাত্র। যে সমস্ত শ্রদ্ধেয় মুসলিম জননেতা ভাষা আন্দোলনকে সমর্থন জানালেন কিংবা নেতৃত্ব দান করলেন তাদের বিরুদ্ধে কুৎসা ও অপপ্রচার চালিয়ে নামে বেনামে অসংখ্য প্রচারপত্র ছাপিয়ে গ্রামাঞ্চলে বিতরণ করা হল। হাইলাকান্দিতে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে ভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ জেহাদ বলে বা মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার আন্দোলন বলে সেসময় যারা সমর্থন আদায়ে সচেষ্ট ছিল, তাদের নীচ অপ-প্রচারের বিরুদ্ধে আত্মসমর্থন করে ব্যক্তিগত ভাবে কিংবা অন্যদের দ্বারা আবেদন, নিবেদন বা প্রতিবাদ পত্র ও প্রকাশ করতে হল।

জনৈক মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ ও অপর ৫ জন অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তির নামে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জেলার শ্রদ্ধেয় জননেতা ও বিশিষ্ট আলেম মৌলানা আব্দুল জলিল চৌধুরীকে (মুহদ্দিছ বদরপুরী) কুৎসিত ভাবে অপদস্থ করা হলে এর প্রতিবাদে হাজী মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার, মোহাম্মদ আব্দুল মালিক, মোহাম্মদ আব্দুর রজ্জাক, মোহাম্মদ মজ্জহর আলী, মোহাম্মদ আজমল আলী, মোহাম্মদ রছমান আলী, মোহাম্মদ আতাউর রহমান প্রমুখ বদরপুর অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিবৃতি প্রচার করে জনসাধারণের নিকট যথার্থ সত্যকে তুলে ধরেন। অসত্য গুজবের প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁরা দ্বিধাহীন ভাবে প্রশ্ন রাখেন যে, "মৌলানা জলিল সাহেব ও তাঁহার সমর্থকগণ এবং অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ যাঁহারা ভাষা আন্দোলনে অবতীর্ণ হইয়া দেশের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত মাতৃভাষার নায্য দাবির সমর্থন করেন তারা কি সমাজদ্রোহী? না যাহারা গুজব রটাইয়া দলাদলি ও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া অনৈক্য সৃষ্টি করে সমাজ ও দেশকে ধ্বংস করিতে চায় তারা সমাজদ্রোহী? এই সব অপপ্রচারকারীগণ তিনি হিন্দু সাজিয়াছেন, মালা গলায় দিতে হইবে ইত্যাদি কুৎসা রটনা করিয়া জনগণের কাছে তাহাকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে চাহিতেছেন। তাঁহার মাতা ও এক বিবি পাকিস্তানে আছেন বলিয়া যে অপপ্রচার করা হইয়াছে সেই মিথ্যা প্রচার সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে না পারিলে তাদেব সমাজের কুলাঙ্গার বলিলে অত্যুক্তি হইবে কি? মুষ্টিমেয় জাতীয়তাবাদ বিরোধী মোল্লা মৌলবী যে জিগীর তুলিয়াছেন যে ১৯শে মে শিলচরে নিহত ১১টি সন্তানের চিতাভস্ম ১১টি ডিবার (কৌটো) ভিতরে রাখিয়া তাহার উপর মোমবাতি জ্বালাইয়া তিনি হাদিস কোরাণ পাঠ করিয়াছেন। এই নিলর্জ্জ মিথ্যা অপপ্রচার অন্যান্য

সম্প্রদায়ের মনে তিক্ততা সৃষ্টি করিতেছে। এই সব রটনাকারী দুই তিনজন অগ্রজকে আমাদের ভালভাবে চিনা আছে।"

কাছাড় জেলা গণসংগ্রাম পরিষদের সভাপতি শ্রী আব্দুল রহমান চৌধুরীব বিরুদ্ধেও একশ্রেণীর মুসলমান হীন অপপ্রচার চালিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। তাঁকে কাফেরদের দালাল, মুসলমানের শত্রু এমনকি পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারী বলেও অপপ্রচারে অভিহিত করে। সেদিন এর প্রতিবাদে এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশ করে শ্রী চৌধুরীকে ও জনসাধারণের প্রতি আবেদন পত্র প্রচার করতে হয়েছিল।[৩৮]

সাম্প্রদায়িকতাবাদী যড়যন্ত্রকারীদের অপপ্রচার ও গুজবের প্রতিবাদে সোচ্চার ও সতর্ক থাকার আবেদন জানিয়ে জেলার বিশিষ্ট মুসলিম নেতা, বুদ্ধিজীবী ও ব্যক্তিগণ কাছাড়বাসীকে ঐক্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানান। এই আবেদন পত্রে বলা হয় যে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীরা, "হিন্দু মুসলমান, হিন্দুস্থানী, মণিপুরী, বর্মণ ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক দোহাই দিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ জাগাইবার চেষ্টা করিতেছে, আমরা এই কথা বলিতে চাই যে, মাতৃভাষা সম্বন্ধীয় প্রশ্নে কাছাড়বাসীর মধ্যে অনৈক্য থাকা উচিত নয়। মাতৃভাষার দাবিতে আমরা সবাই এক। ঐ প্রকার সাম্প্রদায়িকতা প্রশ্রয় পাইয়া বিস্তৃতি লাভ করিলে ভাষা আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মনোমালিন্য ও তিক্ততার সৃষ্টি হইবে। আমরা মনে করি যে, মাতৃভাষার দাবিতে আমাদের যে আন্দোলন তাহা সকল সম্প্রদায়ের ঐক্য ও সম্প্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ঐক্য ও সম্প্রীতি যাতে ব্যর্থ না হয় তাহার জন্য আমাদের সদা সর্বদা সতর্ক ও জাগ্রত দৃষ্টি রাখিতে হইবে।"

এই আবেদনপত্রে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন--প্রাক্তন এম. এল এ সর্বশ্রী নামওয়ার আলী বড় ভূঁইয়া, মকব্বির আলী মজুমদার, মেহেরাব আলী লস্কর ও প্রাক্তন এম. এল. সি. আরজান আলী মজুমদার। তাছাড়া সর্বশ্রী আলতাফ হোসেন মজুমদার, এ. এফ. জি ওসমানী, নুরুল হোসেন মজুমদার, কমরুল ইসলাম লস্কর, গোলাম ওয়াজিদ মজুমদার, মসবক আলী, রহমতুল্লা মজুমদার, সাহাব উদ্দীন লস্কর, মতিউর রহমান বড় ভূঁইয়া, মসাইদ আলী মজুমদার, আরজান আলী, ডাঃ লুৎফর রহমান, এ. কে. নুরুল হক, খান সাহেব জি. এম. চৌধুরী, ওয়াজিদ আলী বড় ভূঁইয়া, সাজিদ মিয়া মজুমদার, আব্দুর রেজ্জাক মজুমদার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আবেদন পত্রের স্বাক্ষরকারী ছিলেন।

কাছাড় জেলার বিশিষ্ট নেতা শ্রী হুরমত আলী বড় লস্কর হাইলাকান্দির হাঙ্গামার পশ্চাতে প্রতিক্রিয়াশীল ও রাষ্ট্রবিরোধীদের গভীর চক্রান্ত রয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করে কলকাতার সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রকাশ করেন। ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকা বিশ্লেষণ করে তিনি একথাই তাঁর বক্তব্যে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, হাইলাকান্দিতে সংঘটিত সাম্প্রদায়িকতা এবং শিলচরে উদ্ভূত উত্তেজক সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি উদ্ভবের পশ্চাতে ক্ষমতালিপ্সু একশ্রেণীর কংগ্রেসী নেতাদেরই প্ররোচনা ছিল। সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়ে কাছাড় জেলার কংগ্রেস কমিটিগুলি এম. এল. এ.-দের পদত্যাগের আহ্বান জানিয়ে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন তাতে সাড়া দিয়ে যে সব নির্বাচন চক্রের বিধানসভা সদস্যরা পদত্যাগ করেছেন সেই সব অঞ্চলে কোন উত্তেজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি। যেখানে দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে কিংবা উত্তেজনা ছড়ানো হয়েছে সেখানকার বিধানসভা

সদস্যদের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ মদত ছিল। শ্রী বড় লস্কর তাঁর বিবৃতিতে বলেন যে, "পরিষ্কার ভাষায় বলিতে গেলে করিমগঞ্জ মহকুমার ৪ জন এম. এল. এ পদত্যাগ করিয়া ভাষা আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করায় সমগ্র মহকুমার জনমত সংহত ছিল ও আছে। ৪ জন বিধানসভা সদস্য শ্রী বিমলাপ্রসাদ চালিহা, শ্রী মঈনূল হক চৌধুরী, শ্রী আব্দুল মতলিব মজুমদার এবং শ্রী গৌরীশংকর রায় পদত্যাগ করেন নাই। হাইলাকান্দি মহকুমার ৩ জন এম. এল. এ. এবং শিলচর মহকুমার ১ জন এম. এল. এ. পদত্যাগ না করায় এবং পদত্যাগের জন্য চাপ দেওয়ায় পরিবেশ উল্টা দিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য পাল্টা চাপ চলিতে থাকায় প্রকৃতপক্ষে হাইলাকান্দি মহকুমায় এবং হাইলাকান্দি মহকুমা সংলগ্ন শিলচর মহকুমার একাংশে হাঙ্গামা ঘটে। করিমগঞ্জ মহকুমার ৪টি থানা এবং শিলচর মহকুমার কাটিগড়া, বড়খলা, উদারবন্দ ও সমগ্র লক্ষীপুর থানার অধিকাংশ অঞ্চল আজ শান্তিপূর্ণ। যে চারিটি অঞ্চলের এম. এল. এ. পদত্যাগ করেন নাই, সেই চারটি অঞ্চলে এবং সংলগ্ন কোন কোন এলাকার পরিবেশ উত্তপ্ত হইয়া ওঠে।

"যে সকল মুসলমান শ্রী চালিহার, শ্রীহক চৌধুরীর, শ্রী মজুমদারের এবং শ্রী রায়ের বিধানসভা সদস্যপদ ত্যাগের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিলেন, যাঁহারা শাক দিয়া মাছ ঢাকার নীতির কসরৎ করিতেছিলেন এবং যাঁহারা অন্ধভাবে কর্তাভজন নীতি সমর্থন করিতেছিলেন, এমন কি যাঁহারা অতীতে 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' নীতির সমর্থক ছিলেন ও মনে করিয়াছিলেন যে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী চালিহার জয়ধ্বনি দিলে কোন অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে না এবং যাঁহারা ভাবিয়াছিলেন কাছাড়কে পাকিস্তানের কুক্ষিগত করার এই ই সুযোগ তাঁহারা নানাভাবে হাইলাকান্দি শহরে, হাইলাকান্দির কতিপয় স্থানে ও হাইলাকান্দি সংলগ্ন শিলচর মহকুমার কয়েকটি অঞ্চলে বিভীষিকার তাণ্ডব সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কাহারা হাঙ্গামা সৃষ্টি করিয়াছিল এবং তাহাদের ভরসা স্থল কোথায় ছিল, গোয়েন্দা বিভাগের নিরপেক্ষ রিপোর্টেই তাহা প্রকাশ পাইতে পারে। ইহাও সত্য যে, এক শ্রেণীর অমুসলমান ও মুসলিম জনতার সহিত কোন কোন স্থানে যোগদান করিয়াছিল। অবশ্য সম্প্রতি তাহারা অনেকেই সরিয়া পড়িয়াছে। দেশ বিভাগের পূর্বে ও প্রাক্কালে হাইলাকান্দির মুসলমানদের বৃহদংশ মুসলিম লীগের আওতার বাহিরে ছিল। ১৯৪৫ সালের শেষ ভাগ হইতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পূর্বভারতে মুসলিম লীগের দুর্বার প্রভাব ছিল। ১৯৪৬ এর জানুয়ারী মাসের সাধারণ নির্বাচন সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়। সেই সময় সমগ্র হাইলাকান্দি মহকুমা হইতে মাত্র ১ জন মুসলমান সদস্য নির্বাচিত হন। ঐ নির্বাচনে আসাম সরকারের তৎকালীন পার্লিয়ামেণ্টারী সেক্রেটারী মৌলবী মজরফ আলী লস্কর (মুসলিম লীগ) এবং মৌলবী আব্দুল মতলিব মজুমদার (কংগ্রেস) এর মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী শ্রী মজুমদার বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হন। 'লড়কে লেঙ্গে' আন্দোলনের সময় সাম্প্রদায়িক নির্বাচনে ও হাইলাকান্দিতে মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হন। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহ যে, এখনও হাইলাকান্দিতে জাতীয়তাবাদী মুসলমানের সংখ্যা প্রচুর।

"দুইজন মন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রী) ও একজন প্রাক্তন মন্ত্রীকে (মৌলানা আব্দুল মতলিব মজুমদার) বর্তমান আসনে অধিষ্ঠিত রাখার অর্থাৎ পদত্যাগ করিতে না দেওয়ার ভিত্তি রচনার জন্য যে যে মালমশলা এবং উদ্যোগ আয়োজনের দরকার অর্থাৎ সমগ্র

কাছাড়ের জাগ্রত ও জাতীয়তাবাদী জনমতকে কোণঠাসা করিতে যে বিরাট আয়োজন ও আলোড়ন প্রয়োজন, কুখ্যাত ১৯শে জুন হাইলাকান্দি শহরে ও চারিটি নির্বাচন কেন্দ্রের কতিপয় স্থানে তাহাই অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। ইহা সুস্পষ্ট যে, কাছাড়েব সাম্প্রতিক উৎপাত ভাষাব ব্যাপারে বা প্রশাসনিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটে নাই। গদিনসীনদের তাবেদার ও প্রতিপালিতদের দ্বারা গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা এবং অপরদিকে পাকভক্ত কতিপয় বিভীষণের কারসাজিই ক্রিয়াশীল রহিয়াছে। কাছাড়ের বাঙালীদের ভোটে গদিনসীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী চালিহার নির্বাচন কেন্দ্রে এবং সংলগ্ন অঞ্চলসমূহে অনুষ্ঠিত লুণ্ঠন, গৃহদাহ, নির্যাতন, ধর্ষণাদি কার্য সম্পর্কে শ্রী চালিহা যে স্বকপোলকল্পিত বিবৃতি দিবেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। আমরা জানি কাছাড়বাসীদের মধ্যে এখনও কিছু সংখ্যক বিভীষণ বা মীরজাফর রহিয়াছে। পাকিস্তানের সহিত বা পাকিস্তানী হানাদারদের সহিত তাহাদের কিভাবে যোগাযোগ বা দহরম মহরম আছে তাহা সূক্ষদর্শীরা বা গোয়েন্দারাই জানেন। কাছাড়ের রাষ্ট্রভক্ত মুসলমান সমাজ বিভীষণদের বরদাস্ত করিবেন না।"

২৫শে জুন লামডিং রেলশহরে নিখিল আসাম বঙ্গভাষাভাষী সমিতির এক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে শাস্ত্রীজী কর্তৃক প্রস্তাবিত ভাষা-সূত্রকে আসামের সংখ্যালঘু ভাষিক গোষ্ঠীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার পরিপন্থী বলে অভিহিত করে অগ্রাহ্য করা হয এবং ৫ জুলাই বাংলা ভাষাব রাজ্যিক স্বীকৃতির জন্য 'দাবি দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অধিবেশনে গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে আন্দোলন পরিচালনার জন্য শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দকে সভাপতি ও শ্রী শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্তকে আহ্বায়ক করে এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। সর্বশ্রী রমনীকান্ত বসু, হুরমৎ আলী বড় লস্কর, ডাঃ হেমচন্দ্র দাস, অনাথ বন্ধু বসু, গণেশচন্দ্র সেন প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ এই কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদের কার্যনিবাহী সদস্য রূপে নির্বাচত হন। তাছাড়া শ্রী সুবোধচন্দ্র রায় (সাপট গ্রাম), শ্রী মোহিতমোহন দাস (করিমগঞ্জ), শ্রী সুবোধ ভৌমিক (যোরহাট), শ্রী বিনয় সরকার (ধুবড়ী), শ্রী দক্ষিণারঞ্জন দেব (করিমগঞ্জ), শ্রী সুধাংশুভূষণ সেনগুপ্ত (শিলং), শ্রী এন. বিশ্বাস (ডিগবয়) প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে আহ্বায়ক করে বিভিন্ন জেলায় সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

অধিবেশনে হাইলাকান্দিতে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিন্দা ও উদ্বেগ প্রকাশ করে রাজ্য সরকারের হীন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সজাগ ও সতর্ক থাকার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান হয়। এই সভায় এই অভিমতও ব্যক্ত করা হয় যে বাংলাকে রাজ্যভাষা করার ন্যায় সংগত ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বানচাল করার উদ্দেশ্যেই এ ধরনের ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাধানো হয় এবং এই হীন প্রচেষ্টা ব্যাপক পাকিস্তানী অনুপ্রবেশের দরুণই সম্ভবপর হয়েছে।

অপর এক গৃহীত প্রস্তাবে, এই অধিবেশন, বিগত ৩রা জুন তারিখে দমদম বিমানবন্দরে, অর্থমন্ত্রী শ্রী ফরুকদ্দীন আলী আহমেদ একটি জেলার ভাষাকে রাজ্যভাষা করা যায়না বলে যে বিবৃতি প্রদান করেছিলেন তার নিন্দা ও প্রতিবাদ করে বলা হয় যে, বাংলা শুধু কাছাড় জেলারই ভাষা নয়, এই ভাষা সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠীরও মাতৃভাষা।[৩৯]

উল্লেখ্য যে, হাইলাকান্দি হাঙ্গামার পিছনে পাকিস্তানী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের প্রংসগের কথা বারবার উত্থাপিত হয়েছে। সে সময়কার বিবিধ রিপোর্ট ও তথ্যাদি কাছাড় জেলার ব্যাপক পাকিস্তানী অনুপ্রবেশের ঘটনাবলীর সত্যতাকেই প্রমাণ করে। করিমগঞ্জ মোক্তার বার এসোসিয়েশন আয়োজিত সভায় হাইলাকান্দির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নিন্দা করে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, 'কতকগুলি পাকিস্তানী মুসলমান সহ এই জেলার বহুসংখ্যক মুসলমান কতিপয় স্বার্থান্বেষী ও দুরভিসন্ধি পরায়ণ নেতার প্ররোচনায় প্রবুদ্ধ হইয়া ভারতের সংহতির মূলে কুঠারাঘাত করার মানসে সেই সাম্প্রদায়িক গুণ্ডামীর অনুষ্ঠান করিয়াছিল।' এই সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে আসামে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করা এবং একটি উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিশন নিয়োগ করে এই দাঙ্গার কারণ নির্ণয় ও মন্ত্রী শ্রী মঈনূল হক চৌধুরী ও আই. জি হায়দার হোসেনের এই ব্যাপারে কোন অবাঞ্ছিত ভূমিকা ছিল কি না তা বিচার করে দেখার জন্যে রাষ্ট্রপতির নিকট দাবি করা হয়।

২ ও ৩ জুলাই তারিখে দিল্লীতে কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধি দলের সংগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে আসাম সরকারের ভূমিকার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে বিভিন্ন সময়ে এই রাজ্যে সংঘটিত সন্ত্রাস, ৬০ সালের ভয়াবহ পরিকল্পিত দাঙ্গা গণহত্যা এবং রাজ্যভাষাকে কেন্দ্র করে উদ্ভুত সমস্যাবলীর প্রেক্ষিতে আসামে রাষ্ট্রপতির শাসনজারী করে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনকে একবছরের জন্য স্থগিত রাখার দাবি জানিয়ে প্রতিনিধি দল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট এক স্মারকপত্র প্রদান করেন। ভাষা সমস্যার সমাধান কল্পে সংখ্যালঘু অনসমীয়া ভাষিক গোষ্ঠীর ন্যায্য অধিকারকে সুরক্ষিত করা মণিপুরী কাছাড়ী বড়ো ভাষার মর্যাদা দান বাংলা ভাষাকে অসমীয়া ভাষার সংগে রাজ্যভাষা রূপে স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যও এই স্মারকপত্রে দাবি করা হয়।

বাংলাভাষীদের প্রতি আসাম সরকারের বৈরী মনোভাব, সীমান্ত অঞ্চলের নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা, ব্যাপক হারে পাকিস্তানী অনুপ্রবেশ সমস্যার মোকাবিলায় নির্লিপ্ত উদাসীনতা এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রতিনিধিদল শাস্ত্রীজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রদত্ত স্মারকপত্রে হাইলাকান্দির দাঙ্গায় সরকারের প্রদত্ত বিবৃতিতে ক্ষোভ ব্যক্ত করে অভিযোগ করা হয় যে, "during every trouble affecting the interest of the Bengalees and other non-assamese people in the State Sri Chaliha, Sri Fakaruddiu Ali Ahmed and this time Sri Mainul Haque Choudhury come out with statements justifying the actions of the mob. This was done during Brahmaputra Valley holocaust and the same thing has been repeated to explain away the Hailakand disturbances. Shri Haque Choudhury and other Minister invented the story of provocation in support of the mob action. Significantly enough they were silent on the wanton killing of peaceful and non-violent satyagrahis at Silchar."[৪০]

এদিকে কাছাড় জেলা কংগ্রেস কমিটির এক প্রতিনিধিদল ও দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী ও

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সংগে ভাষা সমস্যাব সমাধানের দাবি নিয়ে উপস্থিত হন। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন সর্বশ্রী রণেন্দ্রমোহন দাস, নন্দকিশোর সিংহ, মৌলানা আব্দুল জলিল চৌধুরী, আলতাফ হোসেন মজুমদার ও মন্মথকুমার দত্ত প্রমুখ কংগ্রেস দলীয় নেতৃবৃন্দ।

প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সংগে দীর্ঘ আলোচনাব পর কাছাড় জেলা গণসংগ্রাম পবিষদ ও কাছাড় জেলা কংগ্রেস এব প্রতিনিধিদল শাস্ত্রী-সূত্রেব পূর্ণ প্রয়োগেব সুযোগ সৃষ্টি করে দেবার উদ্দেশ্যে ভাষা আন্দোলন আপাতত স্থগিত বাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অবশ্য কাছাড় কংগ্রেস ও সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ শাস্ত্রী-সূত্রের কোন কোন অংশেব সংশোধন চেয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই সংশোধিত প্রস্তাবগুলি ছিল এই যে, কাছাড় জেলার জন্য যাবতীয় বিল, বিজ্ঞপ্তি, গেজেট প্রভৃতি বাংলায় প্রচার করতে হবে। রাজ্য সরকারের সংগে সবধরনের সংযোগ সাধনের ভাষা হতে হবে বাংলা।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংগ্রাম পরিষদ ও কংগ্রেস কমিটির প্রতিনিধিদল কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগ ও দাবি দাওয়াগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিয়ে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করে বলেন যে, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সূত্র এবং দক্ষিণাঞ্চল পরিষদ কর্তৃক গৃহীত নীতির পরিপ্রেক্ষিতে আরো আলোচনা এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নীতি নির্ধারণের পূর্ব পর্যন্ত সংগ্রাম পরিষদকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। বাংলা ভাষাকে রাজধানীর সংগে কাছাড় জেলার যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে মেনে নেবার দাবি সম্পর্কে শাস্ত্রীজী সুস্পষ্ট ভাষায় জানান যে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী চালিহা এ ধরনের কোন দাবি মেনে নিতে রাজি নন। তাছাড়া ১৯৫৬ সালের 'মেমোরেণ্ডাম' অনুযায়ী একাধিক রাজ্য নিয়ে পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাংলা ভাষার প্রয়োগ, সচিবালয়ে বাংলাব ব্যবহার ইত্যাদি প্রসংগে ও আলোচনায় কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব হয়নি।

কার্যত আসাম সরকার ও উগ্র অসমীয়া সম্প্রসাবণবাদীদেব বিরোধিতা এবং কাছাড় জেলার অভ্যন্তরে সেই শক্তিশালী চক্রের ষড়যন্ত্রের ফলে উদ্ভুত প্রতিকূল পরিস্থিতি এমন এক অগ্নিগর্ভ বাতাবরণ তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিল যার ফলে প্রাক ১৯শে জুন পর্বের মত কোন সংহত গণআন্দোলন পরিচালনা করা সম্ভব ছিলনা। স্বভাবতই দিল্লী আলোচনায় কার্যত : রাজ্যের সংখ্যালঘুর অধিকার রক্ষা কিংবা ভাষা সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধানে পৌছানো কোন কিছুই ফলপ্রসূ হয়নি। কাছাড়বাসী বাঙালীর মাতৃভাষার মর্যাদা আদায় হলেও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার লক্ষ লক্ষ বাঙালী ও অন্যান্য অনসমীয়া জাতিগোষ্ঠীর সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘিত হল। লিখিল আসাম বঙ্গ ভাষাভাষী সমিতি ও শাস্ত্রীজীর অনুরোধে তাঁদের প্রস্তাবিত 'দাবি দিবস' পালনের কার্যসূচী তুলে নিলেন।

দিল্লী আলোচনা কার্যত ব্যর্থ হলে সমগ্র বরাক উপত্যকার জনমানসে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। যদিও আলোচনা বৈঠকে স্থির হয় সংশোধিত শাস্ত্রী সূত্র যদি নায্য দাবি পূরণে ব্যর্থ হয় তাহলে পুনরায় সংগ্রাম পরিষদ আন্দোলনের পথে পা বাড়াবেন। সংগ্রামী জনমানস এ ধরনের সিদ্ধান্তকে আত্মঘাতী ও হঠকারী বলে বিবেচনা করে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। দিল্লী থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে সংহতি দিবস উদযাপন উপলক্ষে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ আয়োজিত এক জনসভায় গণসংগ্রাম পরিষদের নেতা শ্রী রথীন্দ্রনাথ সেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন যে, "দিল্লীতে কিছুই পাই নাই, দাবিও ছাড়ি নাই। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তাদের

প্রতিশ্রুতি পূরণের পূর্ণ সুযোগ দেবার জন্য সাময়িকভাবে আন্দোলন স্থগিত করা হল।"

গণসংগ্রাম পরিষদ ও কাছাড় কংগ্রেস এর প্রতিনিধিদলের সংগে ভাষা সমস্যার সমাধান কল্পে আলাপ আলোচনার উদ্যোগ আয়োজন যখন চলছে তখন আসাম সরকার অসমীয়া নেতৃবৃন্দ, অসম সাহিত্যসভা ও সংবাদপত্র এক প্রবল বিরোধিতায় তৎপর ছিল। রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অসমীয়া সাংসদ, জনপ্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট মহল অন্যান্যরা বাংলাভাষা আন্দোলন সম্বন্ধে নানা বিভ্রান্তিকর প্রচার চালিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নেতাদের বিশেষত দিল্লীর বিভিন্ন মহলে এই বলেও ধারণা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয় যে, এই আন্দোলন বিদেশী রাষ্ট্রদ্রোহীদের একটি পরিকল্পিত চক্রান্ত। দিল্লীর প্রভাবশালী সংবাদপত্র Hindustan Times এর ৪ঠা জুলাই সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধে বিকৃত তথ্য পরিবেশন করে প্রতিনিধিদলকে 'Militant Minority' বলে অভিহিত করা হল। এর ফলে নেতৃবৃন্দকে দিল্লীতে বসেই ভ্রান্তি নিরসনের জন্য 'Some common misconceptions about Assam–a clarification' শীর্ষক প্রতিবেদন লিখে বিবৃতি প্রদান করতে হয়। প্রকৃত সত্য হল এই যে, সেসময় আসামের সংখ্যালঘুদের সমস্যাগুলিকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যথাযথ ভাবে উপস্থিত করা কিংবা দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত কোন যথার্থ নেতা রাজ্যসভা ও লোকসভায় ছিলেন না। আসলে আসাম যে একটি বহুভাষিক রাজ্য এবং বাঙালী ও অন্যান্য উপজাতীয়দের সম্মিলিত জনসংখ্যা যে অসমীয়াদের চেয়ে কম নয়, আসামের অধিকাংশ বাঙালীই যে এ রাজ্যের স্থায়ী অধিবাসী–এই সত্যটি বিশেষ কারোরই জ্ঞাত ছিল না।

এ দিকে ২রা জুলাই তারিখে সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃ সম্মেলন তুরায় এক অধিবেশন আহ্বান করে স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবিতে, ২৪শে অক্টোবর তারিখ থেকে অসহযোগ আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ঐ দিন পার্বত্য অঞ্চলের এম. এল. এ ও এম. পি. দেরও পদত্যাগ করার আহ্বান জানান হয়। অপর এক প্রস্তাবে সম্মেলন আসাম বিধানসভা ও সংসদের আগামী নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

দিল্লি বৈঠকে কাছাড় জেলার অহিংস গণতান্ত্রিক ভাষা আন্দোলনকে শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী না কি ১৯২১ সালের মহাত্মা গান্ধীজীর সংগঠিত আন্দোলনের সংগে তুলনা করে উচ্ছ্বসিত ভাবে প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে শান্তির প্রয়াস অব্যাহত রাখতে আন্দোলন স্থগিত হবার সংগে সংগেই কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদের কার্যালয়গুলির খানা তল্লাসী সুরু হয়ে গেল। রাজ্য সরকার ভাষা আন্দোলনের গৌরবময় চরিত্রকে কলংকিত করে তাকে সন্ত্রাসী আন্দোলন রূপে চিহ্নিত করার জন্য এক অভিনব কৌশলের আশ্রয় নিল। বিস্ফোরক দ্রব্য ও আপত্তিকর নথিপত্র রাখার অভিযোগ তুলে জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশী ধরপাকড় ও হয়রানী আরম্ভ হল। ১৯শে জুলাই শিলচর শহরে হঠাৎই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে ২৪ ঘণ্টার কার্ফ্যু জারী করে পরদিনই আবার তুলে নেওয়া হয়। হাইলাকান্দিতে সংগ্রাম পরিষদের কার্যালয় ও নেতৃবৃন্দের অনেকের ঘর তল্লাশী করা হয় কিন্তু কোথাও আপত্তিকর কিছু পাওয়া যায়নি।

২০ জুলাই সন্ধ্যা ৭টায় করিমগঞ্জ বাজারের পার্শ্ববর্তী 'আজমল হোটেলে'র সামনে পাইপ জাতীয় একটি বস্তু পড়ে থাকা অবস্থায় রয়েছে খবর পেয়ে সেখানে দ্রুত সাড়ে দশটা নাগাদ হোটেলের পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রায় শতাধিক দোকান ও বাসগৃহে খানা

তল্লাসী চালানো হয় এবং সন্দেহ বশে চার ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। অবশ্য কোথাও আপত্তিকর কিছু পাওয়া যায়নি। এদিন বিকাল থেকে ৭ দিনের জন্য শহরে সান্ধ্যআইন জারী করা হয়। আকস্মিক এই ঘোষণায় শহরবাসী বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। সংবাদে প্রকাশ যে, ঘটনার আগের দিন অর্থাৎ ১৯ জুলাই তারিখে নাকি বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ বলে অভিহিত জনৈক অসমীয়া পুলিশ ইন্সপেক্টর হঠাৎই করিমগঞ্জ এসে উপস্থিত হন। ২০ জুলাই তারিখে সন্ধ্যার পর আজমল হোটেলের সামনে পড়ে থাকা পাইপ জাতীয় বস্তুটিকে পরীক্ষা করে এই বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি মারাত্মক শক্তিশালী বিস্ফোরক (বোমা জাতীয়) বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। এই রহস্য সান্ধ্য আইনের নিকষ নিরেট নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে ভেদ করা শহরবাসীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে প্রচার মাধ্যমে যে ভাবে কাছাড়জেলার পরিস্থিতিকে ভয়াবহ করে তোলা হয়েছে তাতে ভারতের জনসাধারণের নিকট ক্রমে এই অসত্যই সত্য বলে প্রমাণ করা সহজ হতে লাগল যে, কাছাড় জেলার বাঙালীর মাতৃভাষার আন্দোলন—'Militant Minority' দেরই সন্ত্রাস, এ আন্দোলন বিদেশী পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এক ষড়যন্ত্র মাত্র।

গণসংগ্রাম পরিষদের বিশিষ্ট নেতা ও 'যুগশক্তি' পত্রিকার সম্পাদক শ্রী বিধুভূষণ চৌধুরী করিমগঞ্জ শহরে প্রবর্তিত সান্ধ্য আইন ও কর্তৃপক্ষের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে এক বলিষ্ঠ সম্পাদকীয় নিবন্ধে এই ঘটনাকে 'সরকারী প্রতিহিংসা' বলে অভিহিত করে ক্ষুব্ধ জনমানষের মনোভাবটিকেই তুলে ধরেছেন। হোটেলের সামনে পড়ে থাকা বিস্ফোরক (?) দ্রব্যটি থেকে কর্তৃপক্ষের মনে নাকি আশংকা ও বিশ্বাস জেগেছে যে এ ধরনের ঘটনা ব্যাপকভাবে সংঘটিত হতে পারে এবং জনসাধারণের সম্প্রীতি ও নিরাপত্তা বিপন্ন হতে পারে। সান্ধ্য আইন জারীর পিছনে সরকারী কর্তৃপক্ষ যে কার্যকারণ ও যে ভাষায় তা ঘোষণা করেছেন তা অত্যন্ত আপত্তিকর বলেই শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের মনে হয়েছে। শ্রী চৌধুরী এর প্রতিবাদ জানিয়ে লেখেন, "উহার ইঙ্গিত সুস্পষ্টভাবেই প্ররোচনামূলক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির হানিকর।"

প্রসংগক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, হাইলাকান্দির উত্তেজনা জেলার সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সম্মিলিত প্রয়াসে প্রতিহত করা হয় এবং করিমগঞ্জ মহকুমার মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ও সম্প্রীতি কোথায়ও এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। এই শান্ত পরিস্থিতিতে জনৈক মুসলমান ব্যক্তির হোটেলের সামনে সরকারী কর্তৃপক্ষ কথিত মারাত্মক বিস্ফোরক-পদার্থের আবিষ্কার ও জনসাধারণের মধ্যে আতংক ও ভীতি সঞ্চার করে সন্দেহের তীরটি কোন সম্প্রদায়ের দিকে লক্ষ্য করে ছোড়ার অপচেষ্টা করা হয়েছে সে কথা সচেতন শহরবাসী সহজেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে ভাষা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ ও লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে বিধানসভার সদস্যপদ ত্যাগ করায় ক্ষুব্ধ আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি কাছাড়ের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতাদের দল থেকে সাসপেণ্ড করেন। তাছাড়া শৃঙ্খলা ভংগের অভিযোগ এনে কেন করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি ও শিলচর জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলি বাতিল করা হবেনা এর কারণ দর্শাতে ও বলা হয়েছে। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী সিদ্ধিনাথ শর্মা। নিলম্বিত কংগ্রেসী নেতারা হলেন সর্বশ্রী নন্দকিশোর সিংহ, রণেন্দ্রমোহন দাস, জ্যোৎস্না চন্দ। এক নোটিশে শ্রী আব্দুর রহমান চৌধুরীকেও কংগ্রেস দল থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং অপর

তেরোজন সদস্যকে দলবিরোধী কার্যকলাপের জন্য কেন কৈফিয়ৎ তলব করা হবে না তার কারণ দর্শাতে বলা হয়। আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক গৃহীত এই সিদ্ধান্ত মূলত অসমীয়া নেতৃত্বের জাতিবিদ্বেষী চরিত্রের আক্রোশেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, এ ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কাছাড়ের কংগ্রেসী নেতারা দৃঢ় প্রতিবাদে সোচ্চার না হয়ে বরঞ্চ চিন্তিত ও কাতর হয়ে পড়লেন। ১৪ জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত জেলা কংগ্রেস কমিটির এক সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হল যে, শিলচরে গুলিবর্ষণের পর একাদশ শহীদের মৃত্যুতে বিক্ষুব্ধ জনমতের কথা ভেবেই বিধানসভার সদস্যপদে নেতৃবৃন্দ পদত্যাগ করেন। ভাষা সমস্যা তাদের পদত্যাগের কারণ নয় যদিও কাছাড় জেলার কংগ্রেস নেতাদের প্রবল বিরোধিতাকে উপেক্ষা করেই ভাষা আইন পাশ করা হয়েছে। শাস্ত্রী-সূত্র রূপায়ণের জন্য যখন এই নেতারা ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রত রয়েছেন এই অবস্থায় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির এই সিদ্ধান্ত গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে এই মর্মে সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

১৫ জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত কাছাড় জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলির যৌথ অধিবেশনে মন্ত্রী মঈনুল হক চৌধুরীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অভিযোগ উত্থাপন করে কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের নিকট উপযুক্ত তদন্ত ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়। এই প্রস্তাবের উত্থাপক ছিলেন বিধানসভা সদস্য শ্রী রামপ্রসাদ চৌবে। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কাছাড় কেশরী শ্রী সনৎকুমার দাস। অধিবেশনে গৃহীত এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, "আসামের মন্ত্রী মিষ্টার মঈনুল হক চৌধুরীর ২৭ শে জুনের সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবৃতি পর্যালোচনার পর নিতান্ত দুঃখের সহিত জানানো যাইতেছে যে তিনটি জেলা কংগ্রেস কমিটি এবং ইহাদের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ভাবে দায়িত্বহীন ও গুরুতর অভিযোগ ইহাতে আনা হইয়াছে। তাহা যে কেবল অসত্য তাহাই নহে পরন্তু ভ্রান্তিপূর্ণ। মিঃ চৌধুরী কংগ্রেস সংস্থার সম্মানের হানি করিয়া ক্ষান্ত হন নাই তিনি সম্প্রতি-প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস বিরোধী ও দলীয় সংস্থা যথা শান্তি পরিষদ ও কাছাড় কল্যাণ সমিতির মত সংস্থাগুলিকে নূতন করিয়া কংগ্রেস বিরোধিতায় প্রেরণা যোগাইয়াছেন এবং এই সংস্থাগুলিও মিঃ চৌধুরীর বিবৃতি উদ্ধৃত করিয়া কংগ্রেসকে নস্যাৎ করিয়া পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। মিঃ চৌধুরী কংগ্রেসের স্থান পূর্ণ করার জন্য এই সংস্থাগুলির উপযোগিতার কথা বলিয়াছেন। এই সভার মতে কংগ্রেসের মত বিরাট সংস্থার স্বার্থে মিঃ চৌধুরীর এই সকল কার্যকলাপ সম্পর্কে কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের তদন্ত করিয়া যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন।"

আসামে বাংলাকে অন্যতম রাজ্যভাষা করার দাবি এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ভাষা সমস্যার সমাধান রূপে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সূত্রের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ২২ ও ২৩শে জুলাই লামডিং শহরে বিপুল উদ্দীপনা ও উৎসাহের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হল নিখিল আসাম ছাত্র সম্মেলন। ন্যাশনাল হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন করিমগঞ্জ কলেজ ছাত্র সংসদের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও বিশিষ্ট ছাত্র নেতা শ্রী সমীরকান্তি দাস। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় তিন শতাধিক ছাত্র প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। আসাম সরকারের বিভেদ নীতি, 'ভাষা আন্দোলন' দমনে গুণ্ডামী, শিলচরে গুলিবর্ষণ, সংখ্যালঘুর অধিকার হরণ, দাঙ্গা হাঙ্গামায়

প্ররোচনা দান ছাত্র সমাজের প্রতি হুমকি ইত্যাদির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ছাত্রসমাজের নানাবিধ অভাব অভিযোগের আশু প্রতিকারের দাবিতে সর্বসম্মত ভাবে সম্মেলনে যে কটি প্রস্তাব গৃহীত হয় সে গুলো ছিল এরকম : মাতৃভাষার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে ডি. পি. আইর নির্দেশ চলবে না, ইউ. পি. এস. সি সার্কুলার তুলে নিতে হবে এবং মাতৃভাষায় পরীক্ষা দানের সুযোগ দিতে হবে, কারিগরী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে, প্রতিটি মানুষকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের অধিকার দিতে হবে, উদ্বাস্তু ছাত্রদের শিক্ষার জন্য সাহায্যদান করতে হবে, নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রয়াস চাই, গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম. এ ক্লাশ খোলার জন্য গৃহীত সরকারী প্রস্তাবকে অবিলম্বে কার্যকরী করতে হবে। এই প্রস্তাবগুলি যে সকল ছাত্র নেতা উত্থাপন করে তাঁরা হলেন সর্বশ্রী বিজয় সিংহ ও নমিতা ব্যানার্জী (লামডিং), বিজন শংকর রায় (শিলচর), কিশোরী নাথ ও বিভাস পুরকায়স্থ (হাইলাকান্দি), সাধনা ভট্টাচার্য (হোজাই), রথীন্দ্র চৌধুরী (ধুবড়ী), অমলেন্দু মজুমদার (ডিব্রুগড়)।

২৩শে জুলাই প্রতিনিধি সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রথম প্রস্তাবে বাংলাকে আসামের অন্যতম রাজ্যভাষা রূপে স্বীকৃতি দানের জন্য দাবি করা হয়। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন ছাত্রনেতা শ্রী বাসুদেব ভট্টাচার্য (পাণ্ডু)। দ্বিতীয় প্রস্তাবে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ভাষা সমস্যার স্থায়ী সমাধান কল্পে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যে ভাষা-সূত্র প্রদান করেছেন তার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানানো হয়। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন করিমগঞ্জের ছাত্র নেতা শ্রী সতু রায়। প্রথম প্রস্তাবের সমর্থক ছিলেন শ্রী বিমলেন্দু গোস্বামী (শিলং) এবং দ্বিতীয়টির শ্রী বাণীপ্রসন্ন মিশ্র (করিমগঞ্জ)।

এদিন বিকেলে লামডিং শহীদ ময়দানে প্রকাশ্য অধিবেশন হবার কথা ছিল, কিন্তু পুলিশী হয়রানির ফলে শেষ পর্যন্ত কালীবাড়ী প্রাঙ্গণে তা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রী শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে করিমগঞ্জের যুবনেতা শ্রী নৃপতিরঞ্জন চৌধুরী, লামডিং এর জননেতা শ্রী বিনয় সরকার ও কালীপ্রসন্ন দাস সহ অনেক বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ভাষণ দান করেন।

পরদিন লামডিং শহরে পুলিশ ব্যাপক ধরপাকড় ও খানাতল্লাসী সুরু করে। এর প্রতিবাদে হোজাই ও লামডিং এর ক্ষুব্ধ জনতা হরতাল পালন করেন।

ছাত্র সম্মেলনে গৃহীত মূল দুটি প্রস্তাবের বয়ান ছিল এরকম :

"১। আসাম রাজ্যের ছাত্রসমাজের এই মহতী সম্মেলন পুংখানুপুংখরূপে আসাম রাজ্যভাষা আইনের ধারাগুলি বিশ্লেষণ পূর্বক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে এই আইন প্রণয়নের ফলে আসামের দুই তৃতীয়াংশ অধিবাসীদের ন্যায়সংগত সাংবিধানিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। অসমীয়াকে আসামের একমাত্র রাজ্য ভাষা করিয়া আইন প্রণয়নের ফলে স্বভাবতঃই সমগ্র রাজ্যের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের মধ্যে এক অভূতপূর্ব গণবিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলা ভাষাভাষী জন সাধারণের সংগে অন্যান্য ভাষাভাষীরাও আন্দোলনের প্রস্তুতি চালাইতেছেন। কাছাড় জেলার জনসাধারণ অন্যতম রাজ্যভাষা রূপে বাংলার স্বীকৃতি এবং সকল জাতির ভাষার সমমর্যাদার দাবীতে ব্যাপক গণ আন্দোলনের মাধ্যমে আসামের ভাষা সমস্যাকে সারা ভারতের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে সক্ষম হইয়াছেন। সুতরাং ১৯৬০ ইংরাজীর আসাম রাজ্যভাষা আইনের অযৌক্তিকতা এবং

বাংলা ও অন্যান্য ভাষাভাষীদের দাবীর যৌক্তিকতা সম্পর্কে বিতর্কের কোন অবকাশ নাই। তাই এই সম্মেলন আসাম রাজ্যভাষা আইন সংশোধন করিয়া সংবিধানের ৩৪৭ ধারা অনুসারে অবিলম্বে বাংলাকে আসামের অন্যতম রাজ্যভাষা রূপে স্বীকৃতি দানের এবং অন্যান্য ভাষাভাষীর ভাষার যোগ্য মর্যাদা প্রদানের যথাযথ ব্যবস্থাবলম্বনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছে। দাবী পূরণ না হইলে এই সম্মেলন প্রয়োজন বোধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে বাধ্য হইবে।

২। ভাষার প্রশ্নে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য আজ এক গণবিক্ষোভের সম্মুখীন হইয়াছে। আসামে এই বিক্ষোভ চরম আকার ধারণ করিয়াছে। বিভিন্ন ভাষাভাষীরা তাহাদের ন্যায় সংগত অধিকার রক্ষায় বদ্ধ পরিকর হওয়ায় এবং প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকার কর্তৃক তাহাদের দাবীর যৌক্তিকতা অস্বীকৃত হওয়ায় সর্বভারতীয় সংহতি আজ এক চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রত্যেক ভাষা গোষ্ঠীর ভাষাগত এবং সংস্কৃতিগত অধিকার রক্ষা করিয়া সর্বভারতীয় ঐক্য রক্ষায় প্রয়াসী হইয়া মোট জনসংখ্যার শতকরা পাঁচভাগ বা ততোধিক সংখ্যক ভাষাভাষী সংখ্যালঘুর ভাষাকে রাজ্যভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার যে প্রস্তাব করিয়াছেন ইহাই সর্বভারতীয় সংহতি রক্ষার খাতিরে ভাষা সমস্যা সমাধানের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা বলিয়া এই সম্মেলন মনে করে। এই প্রস্তাব কার্যকরী হইলে রাজ্যের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের স্বার্থহানি ঘটিবে না এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে ও আস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। আসাম রাজ্যের ছাত্র সমাজের এই মহতী সম্মিলনী অবিলম্বে এই প্রস্তাব গ্রহণ ও কার্যকরী করার জন্য কেন্দ্রীয় এবং প্রতিটি রাজ্যসরকারের নিকট আবেদন জানাইতেছে।"

২৩ জুলাই তারিখে আবদুর রহমান চৌধুরীর সভাপতিত্বে করিমগঞ্জ শহরে কাছাড় জেলা গণসংগ্রাম পরিষদ এক সভায় উদ্ভূত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ২ ও ৩ জুলাই তারিখের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি অনুমোদন করে এবং আসন্ন সংসদ অধিবেশনের আগে এক প্রতিনিধিদল প্রেরণের প্রস্তাব গ্রহণ করে। সভায় জেলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বিবিধ কার্যসূচী ও গ্রহণ করা হয়। দিল্লীতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর সংগে আলোচনা কালে সংগ্রামপরিষদের নেতা শ্রী পরিতোষ পালচৌধুরী, শ্রী নৃপতিরঞ্জন চৌধুরী ও সদস্য শ্রী দক্ষিণারঞ্জন দেবের বিধিবহির্ভূত আচরণ ও বক্তব্যের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করে সভায় তাদের নিকট লিখিতভাবে এর উপযুক্ত কারণ দর্শাতে নির্দেশ দানের জন্য ও এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। দেখা গেল যে, শাস্ত্রীজীর মীমাংসা সূত্র, গণসংগ্রাম পরিষদের অবস্থান, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কূটচাল, বিশেষতঃ রাজ্যসরকারের গৃহীত সন্ত্রাস, দমননীতি ও সাম্প্রদায়িক বিভাজনের ষড়যন্ত্র, প্রচারমাধ্যমের উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার, কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ কোন্দল, রাজনীতিকদের ন্যস্ত স্বার্থ—সবকিছু মিলিয়ে সমগ্র বরাকর উপত্যকার জনমানসে ভ্রান্তি ও উত্তেজনা প্রবল হয়ে উঠেছে। শাস্ত্রীজীর সূত্রকে মেনে নিয়ে নিখিল আসাম বঙ্গভাষাভাষী সমিতি আন্দোলনের কার্যসূচী সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করে নেবার ফলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সংখ্যালঘু বঙ্গভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ও ক্ষোভ ও হতাশা দেখা দেয়। ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ যুবমানস উপযুক্ত প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষে সাতদফা দাবীর ভিত্তিতে

কাছাড় জেলায় এক যুবকনভেনশন আহ্বান করে। অপরদিকে বিধান পরিষদের আসন্ন অধিবেশনে মহকুমাপরিষদ বিধি বাতিল করে কাছাড় জেলার জন্য সরকারী ভাষারূপে বাংলার বিধান রেখে রাজ্যভাষা আইন সংশোধনী বিল উত্থাপনের ঘোষণা সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অসমীয়া জনগোষ্ঠীকে ক্ষিপ্ত করে তুললো যার ফলে সংখ্যালঘু বঙ্গভাষাভাষী গোষ্ঠির মধ্যে আবার আতংক ছড়িয়ে পড়ে। উদ্ভুত পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে গণসংগ্রাম পরিষদ, ১ অক্টোবর করিমগঞ্জ শহরে শ্রীপরেশচন্দ্র চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক জরুরী সভা আহ্বান করে, এই সভায় প্রস্তাবিত সংশোধনী বিলকে বিগত ৬ জুন '৬১ তারিখে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিমলাপ্রসাদ চালিহা কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন ও সমগ্র আসামের সংখ্যালঘু বঙ্গভাষাভাষীর সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার পরিপন্থী বলে ঘোষণা করা হয় এবং সমগ্র রাজ্যব্যাপী ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ২৪ ডিসেম্বর করিমগঞ্জ শহরে পরিষদের সদস্য ও সমর্থকদের নিয়ে জনসম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব গৃহীত হয়। অপর এক প্রস্তাবে পরিষদ শাস্ত্রী সূত্রকে অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করে সমগ্র আসামে সরকারীভাষা রূপে অসমীয়ার সংগে বাংলাভাষাকে ও স্বীকার করে নিতে পুনরায় দাবী উত্থাপন করে। শুধুমাত্র কাছাড় জেলার জন্য বাংলাভাষার স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে যে কৌশল অর্থাৎ মহকুমা পরিষদ বিধি বাতিলের যে প্রস্তাব, তা ভবিষ্যৎ অসমীয়া করণের প্রক্রিয়াকে আরো সজহতর করে তুলবে বলে অভিমত ব্যক্ত করে প্রস্তাবে বলা হয় যে, " The path of infiltration of Assamese Language in Cachar has been made more Smoothened by replacing the word 'Notwithstanding anything contained in section 3' by the words 'without pıejudice to the provisions of section3."

প্রস্তাবে আরো বলা হয় যে, শাস্ত্রীজীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য গণআন্দোলন তিনমাসের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছিল কিন্তু এরমধ্যে কেন্দ্র কিংবা রাজ্য কোন তরফেই রাজ্যভাষা সংক্রান্ত জটিলতার সমাধান কল্পে গ্রহণযোগ্য কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি ফলে গণ সংগ্রাম পরিষদের সামনে বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। সভায় গৃহীত তৃতীয় প্রস্তাবে রাজ্যসরকারের প্রস্তাবিত সংশোধনী ভাষাবিলের আইনগত সংস্থান খতিয়ে দেখে তার বিরুদ্ধে প্রত্যাহ্বান জানিয়ে উচ্চ আদালতে মামলা দায়ের করার উদ্দেশ্যে সর্বশ্রী আবদুর রহমান চৌধুরী, রথীন্দ্রনাথ সেন, নলিনী কান্ত দাস (আহ্বায়ক), কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, দিগীন্দ্রনাথ দেব, পরেশচন্দ্র চৌধুরী, দ্বীপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তিদের নিয়ে সাত সদস্য বিশিষ্ট এক উপসমিতি গঠন করা হয়। ১৪ অক্টোবর তারিখে যথারীতি রাজধানী শিলংয়ে আসাম বিধান পরিষদে সংশোধনী ভাষাবিল উত্থাপিত হয় এবং বাদানুবাদের পর তা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হয়।

অপরদিকে নিখিল আসাম বঙ্গভাষাভাষী সমিতি বিগত ৫ জুলাই তারিখে শাস্ত্রীজীর সূত্রকে প্রত্যাখ্যান করে সমগ্র রাজ্যব্যাপী বাংলাকে অসমীয়া ভাষার সংগে রাজ্যভাষার স্বীকৃতিদানের লক্ষে 'দাবীদিবস' উদযাপন করে। উল্লেখ্য যে, সমিতি কর্তৃক আহূত ৪ জুন তারিখের প্রস্তাবিত 'দাবীদিবস' পালনের কার্যসূচী শ্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর অনুরোধে স্থগিত রাখা হয়েছিল। লক্ষ্যনীয় যে ৫ জুলাইর পর থেকে কার্যকরী সমিতির সদস্যদের অধিকাংশের অনুপস্থিতির জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষে কোনো সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল। দেখা যায়, যে ১ ও ২ অক্টোবর তারিখের কার্যকরী সমিতির সভায় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়সূচী ছিল—(১) সদস্যদের অনুপস্থিতি জনিত সমস্যা (২) আসন্ন ৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনের নীতিকৌশল নির্ধারণ। এই সভাটি ছিল কার্যকরী সমিতির ষষ্ঠ সভা। উপযুক্ত সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতি না থাকায় এই সভা ও পরবর্তী ৪ ও ৫ নভেম্বর পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়। নভেম্বরে অনুষ্ঠিত সভায় সমিতির খসড়া সংবিধান ও বিধি আলোচনা ক্রমে গৃহীত হয়। ইতিমধ্যে সভাপতি পদে শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দ পদত্যাগ করায় সমিতির মধ্যে তীব্র সংকট দেখা দেয়। ২ ও ৩ ডিসেম্বব, বঙ্গাইগাঁও শহরে এক জরুরী সভা আহ্বান করে শ্রীমতী চন্দের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করে শ্রী রমণীকান্ত বসুকে সভাপতি পদে নির্বাচিত করা হয়। এই সভায় সদস্যগণ সমিতির পক্ষ থেকে নির্বাচনে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে ভাষা সংগ্রামকে নির্বাচনী সংগ্রামে পরিণত করে তাঁদের 'ইশ্‌তেহার'-এর খসড়া প্রস্তুত করেন।

এদিকে কাছাড় জেলায় ও 'বুলেটের জবাব ব্যালটে দিন' শ্লোগান তুলে সংগ্রামী গণ চেতনাকে গণতন্ত্রের ভোটবাক্সে বন্দী করে দেওয়া হল। নির্বাচন পরবর্তী কালে কিছুদিন আন্দোলনেব জিগীর ছিল তারপর যথানিয়মে তাও স্তব্ধ হয়ে গেল। রাজ্যভাষার প্রশ্নে শাস্ত্রী সূত্রের উপর ভিত্তি করে গৃহীত সংশোধনী আইনে কাছাড় জেলায় বাংলাভাষা ব্যবহারের অধিকার স্বীকার করে নেবার পরই কার্যত সংগ্রামের অবসান ঘটে। শহীদের রক্তস্রোতকে ন্যস্ত স্বার্থের নোংরা নর্দমায় টেনে নামিয়ে ধুরন্ধর রাজনীতিকেরা তখন ভাষা সংগ্রামের গৌরবকেই শুধু অপমান করেননি বিবিধ জাতি ও সম্প্রদায়কে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ জনগণের যে ভিত্তি গড়ে উঠেছিল তা ও পরিকল্পিত ভাবে ধ্বংস করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিলেন। এর অনিবার্য পরিণাম প্রত্যক্ষ করতে কাছাড় জেলা তথা সমগ্র আসাম রাজ্যের ভাষিক সংখ্যালঘু মুখ্যতঃ বাঙালিদের খুব বেশীদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। ক্রমে স্বাধীন স্বদেশে কাছাড় জেলা তথা আজকের বরাক উপত্যকা এক নয়া উপনিবেশের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হল—সে আরেক ইতিহাস।

তথ্যসূত্র

১. Assam Legislative Council proceedings, April 6, 1938.
২. তদেব
৩. কর সুবীর : আধুনিক বাংলা গদ্যের আদিপর্বে অসমীয়া লেখদের অবদান, সময় প্রবাহ, গুয়াহাটি। ৭ ফেব্রু. ১৯৯৩।
৪. হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন : আসাম বুরঞ্জি, সম্পা. শ্রী যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, মোক্ষদা পুস্তকালয়, গৌহাটী, আসাম, ১৩৬৯।
৫. আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের পরিচয় : সম্পা. ডঃ লীলা গগৈ, ডিব্রুগড়, ১৯৯০।
৬. দ্রষ্টব্য. সুরমোপত্যকা সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ, শ্রীভূমি, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৩।
৭. Bhattacharjee J. B. : Sylhet : Myth of a Referendum, Indo-British Review, London, 1986.
[বঙ্গানুবাদ : যুগশক্তি, করিমগঞ্জ]

৮. The Assam Tribune, 20th July, 1947
৯. The Assam Tribune, 22nd July, 1947.
১০. Speech of the Governor of Assam in the Assam Assembly, 5th Nov, 1947 {Shillong Times}
১১. Assam Assembly Proceedings, 1948, p. 585.
১২. Assam Assembly Procedings, 1948, P. 1323.
১৩. Census of India, 1951, Vol. XIII, Pt. 1.A, P. 413-414.
১৪. Starred Question No 21 (a) (i) (ii) by Santosh Kr. Barua at the Aug-Sept. Session of Assam Assembly, 1953.
১৫. Capt. R. Boileau Pemberton : Report on the Eastern Frontier of British India, Second Impression, Ed. 1966, P. 69, 70, 74, 75, 81.
১৬. Memorandum submitted to the State Re-organisation Commission by the State Re-organisation Committee, Karimganj, Cachar, Assam, April, 1954. P. 5.
১৭. তদেব, পৃ : ১৯
১৮. The Statesman, Feb. 13, 1954.
১৯. Memorendum Submitted to the State Re-organisation Commission by the State Re-organisation Committee Karimganj, Cachar, Assam, April 1954, P.6.
২০. দ্রষ্টব্য. Extract of the Memorandum on the Creation of a New State in the North-East Border Region of India, submitted to the State Re-organisation Commission by the Cachar State Re-organisation Committee, Silchar, April 1954.
২১. State Re-organisation Commission Report, P. 211, Sec. 733, 1955.
২২. তদেব
২৩. দ্রষ্টব্য. Procedings of South-East Regional Economy Convention, 12 June, 1960.
২৪. দ্রষ্টব্য. নিখিল আসাম বাঙ্গালা ভাষা সম্মেলন—এর সভাপতি শ্রী চপলাকান্ত ভট্টাচার্যের অভিভাষণ, ২, জুলাই ১৯৬০।
২৫. আবার বঙ্গাল খেদা : সাপ্তাহিক 'যুগবাণী', ১৮ আষাঢ় ১৩৬৭, কলিকাতা [সম্পা. দেবজ্যোতি বর্মণ]
২৬. দ্রষ্টব্য. A Memorandum on behalf of the three District Congress Committees [Silchar, Karimganj and Hailakandi] of Cachar District to the delegation of Members of Parliament to make assessment etc. regarding the recent distrubances in

Assam, dated, 18th Aug. 1960.

২৭. দ্রষ্টব্য. Assam's Official Language–The pamphlet contains the text of speech of the Chief Minister Shri B.P. Chaliha while introducing the Assam Official Language Bill, 1960, in the Assam Legislative Assembly on 10th October. 1960.

২৮. দ্রষ্টব্য. আসাম বিধান পরিষদে শ্রী নন্দকিশোর সিংহের ভাষণ।

২৯. দ্রষ্টব্য. Speech of Shri Ranendra Mohan Das, MLA (Congress) from Cachar (Karimganj) on 24.10.60.

৩০. পত্রগুলির প্রত্যয়িত নকলের কপি লেখকের সংগ্রহে রক্ষিত।

৩১. দ্রষ্টব্য. কাছাড় জেলাকংগ্রেস কনভেনশনের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী, ১৫ জানুয়ারী, ১৯৬১।

৩২. দ্রষ্টব্য. কাছাড় জেলা জনসম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ।

৩৩. কাছাড় জেলা সর্ব্বোদয় মণ্ডল এর বিবৃতি

৩৪. হুরমত আলীবড় লস্কর : শিলচরে রক্ত রঞ্জিত প্রথম দিন, যুগান্তর, ৩০ মে ১৯৬১

৩৫. শহীদ পরিচিতি

৩৬. দ্রষ্টব্য. Assam's Official Language–statement of Shri LalBahadur Shastri, Union Home Minister. Statement of Shri B.P. Chaliha, Chief Minister, Assam. Safeguards for Linguistic Minorities as proposed by Ministy of Home Affairs, Govt. of India.
–Published and issued by the Directorate of Information and Publicity, Govt. of Assam, Shillong, June 6, 1961.

৩৭. প্রতিবেদনের বঙ্গানুবাদ : শ্রী তীর্থংকর চন্দ ও শ্রী সিদ্ধার্থ মৈত্র [প্রতিস্রোত—এর সৌজন্যে]

৩৮. নিবেদন : আব্দুর রহমান চৌধুরী

৩৯. দ্রষ্টব্য. Proceedings of the Fifth Working Committee Meeting of the NIKHIL ASSAM BANGA BHASHA BHASHI SAMITI held at Lumding on 24th and 25th June, 1961.

৪০. দ্রষ্টব্য. Memorandum submitted to the Home Minister at New Delhi on 2nd July. 1961.

পরিশিষ্ট

সুরমোপত্যকা সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ

ভূবন মোহন দেবশর্ম্মা

সারদং শারদং বন্দে মহালক্ষ্মীস্বরূপিণীং।
ভারতীং ভারতীং বন্দে বন্দে ভাঁরতভারতীং ॥

বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বেশ্বর, জনসমাজরূপী বিরাটপুরুষ এবং জননীজন্মভূমির নাম স্মরণ করিয়া, আসুন আমরা মাতৃভাষার অর্চনায় অগ্রসর হই।

আমরা বাঙ্গালী। বঙ্গভাষা আমাদের ভাষা। বঙ্গীয় সমাজ আমাদের সমাজ। আমাদের দেহে দেহে বাঙ্গালীর রক্ত প্রবাহিত। আমাদের মস্তিষ্কে মস্তিষ্কে বাঙ্গালীর চিন্তাস্রোতঃ! বঙ্গ -ভারতি! তোমার বিজয়শঙ্খ পতিত সমাজের পাপ-তাপ দূর করুক।

আজি বড় শুভদিন। যশোহরে বঙ্গবাণীর অর্চনার শঙ্খ বাজিতেছে। আমাদের জ্ঞানজ্যেষ্ঠ পুরোহিতগণ সেখানে সম্মিলিত হইয়া, বঙ্গভারতীর অর্চনা করিতেছেন। সেই পূণ্যসত্রের উদ্দেশে নমস্কার করি।

ব্রহ্মবাণী বাগ্‌দেবী। সাহিত্য বাগ্‌দেবীর জ্যেষ্ঠ সন্তান—ভাষাজগতের বিশ্বকর্ম্মা। সাহিত্যসম্মেলন অবসর কালের আমোদ নহে, ইহা দেবসত্র। যাঁহারা দেবজ্ঞানে ইহার উপাসনা করিবেন, এ কথা কেন বলিলাম, বলিতেছি—আশাকরি কেহ আমার অপরাধ লইবেন না।

কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন,—এই শ্রেণীর সভাসমিতির আবশ্যকতা কি? কতিপয় প্রবন্ধপাঠ ব্যতীত এইরূপ অনুষ্ঠানে সাহিত্যের কোন উপকার সিদ্ধ হইতেছে? প্রবন্ধগুলি মাসিকের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইয়া দিলেইত এ কাজ অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারে। এইরূপ অকিঞ্চিৎকর উদ্দেশ্যসাধনের জন্য, এ হেন দুর্দ্দিনে, রাশি রাশি অর্থের অপব্যয় এবং অযথা পথশ্রম সহ্য করার প্রয়োজন কি?

সাহিত্যসম্মিলনীর প্রতি যাঁহারা উক্তরূপ সংশয়ের ভাব পোষণ করেন, সাহিত্যসম্মেলন তাঁহাদের পক্ষে অবসরের আমোদ ; কিন্তু যাঁহারা দেবসত্র জ্ঞানে ইহাতে উপাসনা করেন তাহারা বলিবেন—বৈষ্ণবকে কীর্ত্তন বন্ধ করিতে বলা যে কথা, সাহিত্যসেবককে সাহিত্য সম্মেলন বন্ধ করিতে বলাও সেই কথা। 'ভাবের গান' গুলি কেতাবে ছাপা হইয়াই আছে তবে আর কীর্ত্তনের প্রয়োজন কি? হাজার হাজার লোক জড় হইয়া রাশি রাশি প্রসাদনৈবেদ্য উদরস্থ করিয়া, হুঙ্কারে ঝঙ্কারে রজনী কাটাইয়া অর্থের অপব্যয় কেন করা হয়, তাহার সংবাদ যাহারা এই রসের রসিক, তাঁহারাই বলিতে পারেন কিন্তু, আমরা সর্ব্বত্র কারণনির্ণয়ে সমর্থ না হইলেও এতটুকু বুঝিতে পারি, এই শ্রেণীর ভাবোৎসবের মধ্যে এমন "একটা কিছু" আছে, যাহাতে ভাবুকের মন গলিয়া যায়।

সাহিত্যসম্মিলনী সমগ্র বঙ্গভূমিতে অধিকার বিস্তার করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ কর্ণধারগণ, বঙ্গের পুণ্যশ্লোক ভূস্বামিসম্প্রদায় এ যজ্ঞের আহুতি যোগাইতেছেন। ইহা আপাতদৃষ্টিতে যাহাই হউক, অসার আমোদ নহে। আমার বিশ্বাস সাহিত্যসেবকের চক্ষুতে

ইহা প্রকৃতই দেবপর্ব।

দেবার্চনার মুখ্যাধিকারী যোগী ; মধ্যমাধিকারী আচারবান পণ্ডিত ; অধমাধিকারী জিজ্ঞাসু শিষ্য—তিনটির একটিতেও এই অধমাধমের অস্তিত্ব নাই।

উত্তমাধিকারীর অসম্ভাব ঘটিলে অর্চনা তুলিয়া দেও' এমন কথা কেহই বলিতে পারেন না, তাহা হইলে ভক্তের অভাবে ভগবানও লৌকিক দৃষ্টিতে জগৎছাড়া হইয়া পড়েন। যতকাল উত্তমাধিকারী না মিলে, মুর্খ পুরোহিত দ্বারাই দেবপর্বের মর্য্যাদা রক্ষা করা হয়। এই কারণেই বোধহয় আপনারা, আমার মত অকিঞ্চনের প্রতিও করুণা প্রকাশ করিয়াছেন —সুতরাং আশা করি আমার অক্ষমতার অপরাধ মার্জনা করিবেন।

সাহিত্য কাহাকে বলে সেকথার আলোচনা অনাবশ্যক সাহিত্য যাহাই হউক, উহা ভাষার সাকার ও শক্তিমান্ বিগ্রহ। ভাষাই সাহিত্যের আশ্রয়।—সুতরাং আমার অভিভাষণে আমাদের ভাষার কথাই প্রধানতঃ আলোচনা করিব।

আমাদের ভাষা দ্বিধা বিভক্তা। (১) লেখ্যভাষা (২) কথ্য ভাষা। সাহিত্যে উভয়বিধ ভাষারই দেশ-কালপাত্রভেদে ব্যবহার আছে। নাটকাদিতেই কথ্য ভাষার সমধিক ব্যবহার দেখা যায়।

সাধারণতঃ লেখ্যভাষাই সাহিত্যিক ভাষা এবং বঙ্গভাষা বলিলে সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালার লেখ্য ভাষাই বুঝায়।

অখণ্ড বঙ্গভূমির লেখ্যভাষাও অখণ্ড ; কিন্তু কথ্য ভাষার নানা স্থানে নানা কারণে কিয়ৎপরিমাণে প্রকারভেদ ঘটিয়াছে। লেখ্যভাষার ভেদবিভেদ ভাষার মৌলিক অবস্থায় ছিলনা। মগধ, মিথিলা, শ্রীহট্ট ও উড়িষ্যায় একদা বাগ্‌বীণার একটিমাত্র তার বাজিত। কিরূপে তাহার ব্যত্যয় ঘটিয়াছে, আমাদের সুরমা উপত্যকার কথ্যভাষার দিকে লক্ষ্য করিলে, তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়।

ভাষাই সাহিত্যের জনয়িতা। প্রাদেশিক সাহিত্যসম্মেলনে প্রাদেশিকসাহিত্যের গতিপথ নির্ণয় করিয়া তাহা অখণ্ড বঙ্গসাহিত্যে সম্মিলিত করা কর্ত্তব্য। আমার বিশ্বাস, প্রাদেশিকভাষা ও প্রাদেশিকসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি না ঘটিলে, আমাদের বাগ্‌ব্যবধান ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া জাতীয় অধঃপাত ডাকিয়া আনিবে।

সাহিত্যের সমগ্র শক্তি একমাত্র উহার কেন্দ্রস্থলে আবদ্ধ থাকিলে দেশের সর্ব্বত্র সত্বর উহার অভ্যুত্থান ঘটিবে না ; আমাদের বিরাট্ জাতীয়ভাষা ও জাতীয়সাহিত্যের সৃষ্টি হইবে না। অনেকের বিশ্বাস ভারতে জাতীয় ভাষার সৃষ্টিসম্ভাবনা নাই। আমার হৃদয় এই কথায় সম্মতি দিতে চাহে না। একদা সংস্কৃত ভাষা ভারতের জাতীয় ভাষা রূপে পরিগণিত ছিল। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, আবার এমন দিন আসিবে যখন মার্হাটী গুজ্‌রাটী গুরুমুখী বাঙ্গালা, উড়িয়া হিন্দি ও আসামীর সম্মেলনসম্ভাবনা ঘনাইয়া আসিবে। এই গুরুতর কার্য্যসাধনের ভার আমাদের সাহিত্যসেবকগণের স্কন্ধে বিন্যস্ত। প্রাদেশিক কথ্য ভাষাগুলির অত্যাবশ্যকঅংশ বিরাট্ জাতীয়ভাষার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে হইবে। তজ্জন্য প্রত্যেক প্রাদেশিকসাহিত্য-সম্মেলনে প্রাদেশিক ভাষা ও প্রাদেশিক সাহিত্যের সমধিক আলোচনা আবশ্যক এবং প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মেলন সমূহ পল্লীতে পল্লীতে সাহিত্যের পল্লী-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার যত্ন করিবেন ; জাতীয়ভাষা ও সর্ব্বতঃপ্রসারণী প্রবাহের সৃষ্টি করিবেন ; বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ এই কারণেই জেলায় জেলায় সাহিত্যশাখার বিস্তার করিতেছেন।

শ্রীহট্টকাছাড়ে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের শাখা বিস্তৃত হইতে পারে কিনা তদ্বিষয়ে ১৩১৬ বঙ্গাব্দে স্বর্গগত ব্যোমকেশ মুস্তোফী মহাশয়ের সহিত আমার পত্রব্যবহার চলিয়াছিল। তিনি এজন্য স্বয়ং শ্রীহট্টে আসিতে ইচ্ছা করিয়া আমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। নানা কারণে শ্রীহট্টকাছাড়ের তৎসময়ের অবস্থা সাহিত্য-সাধনার অনুকূল ছিলনা। আমি আমাদের অনুপযুক্ততার কথা জানাইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আমার আশা ছিল শ্রীহট্টকাছাড়ের সাহিত্যশক্তি কিয়ৎপরিমাণে আশাপ্রদ হইলে ব্যোমকেশ বাবুকে আহ্বান করিয়া পরিহার প্রার্থনা করিব। বিধাতা আমাদের সে আশা পূর্ণ করিলেন না। অত্যল্পদিন পূর্ব্বে এই অক্লান্তকর্ম্মাসাহিত্যভক্ত স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। বঙ্গবাণীর শাশ্বতমন্দিরে বোমকেশ বাবু চিরশান্তির আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন ; কিন্তু বঙ্গবাসী বঙ্গ ভাষী আমরা, আমাদের সাহিত্য-সাধনার একজন আদর্শ পুরুষ হারাইয়াছি।

আগে ভাষা, পশ্চাৎ সাহিত্য। দুঃখের বিষয়, আমাদের ভাষা ও সাহিত্য লইয়া কিছুদিন পূর্ব্বে একটা সন্দেহবাত্যা বহিয়া গিয়াছে। কোন কোন পাশ্চাত্য লেখকের লেখনীমুখে প্রকাশিত হইয়াছিল,—শ্রীহট্টের বাগ্‌ব্যবহার বঙ্গভাষা হইতে স্বতন্ত্র এবং শ্রীহট্টের নিজের কোন-'সাহিত্য' (Literature) নাই। মাননীয় স্যার এডোয়ার্ড গেইট্ ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে যে আদমসুমারির রিপোর্ট সম্পাদন করেন, তাহাতে প্রকাশ,—

"Had Sylhet ever acquired a literature we might have been entitled to speak of the vernacular of that district as a district tongue; as we do of Assamese; but it has no Literature of its own ; its literary standard is that of Nadia and thereby its distinctiveness is lost."

"অর্থাৎ শ্রীহট্টের যদি কোনকালের একটা সাহিত্য ভাণ্ডার থাকিত, তাহা হইলে, আমরা নিশ্চয়ই বলিতে পারিতাম শ্রীহট্টের ভাষা বঙ্গভাষা নহে, উহা অসমিয়ার মত অপর একটা স্বতন্ত্রভাষা। শ্রীহট্টের নিজের 'সাহিত্য' নাই। ইহার সাহিত্যিক আদর্শ নদীয়ার ভাষা লইয়া গঠিত। এই কারণে শ্রীহট্ট নিজের সাহিত্যিক বিশেষত্ব হারাইয়াছে।"

শ্রীহট্টের লেখ্যভাষা (Literary standard) নদীয়ার আদর্শে নিয়মিত হইলে, তাহাতে শ্রীহট্টবাসীর অগৌরবের বিষয় কি আছে, আমরা বুঝিতে অসমর্থ। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর নদীয়ার ভাব, ভাষা ও ধর্ম্ম প্রবাহের উপরি শ্রীহট্টের যৎকিঞ্চিৎ দাবী আছে। গেইট সাহেব সম্ভবতঃ এদিকের সন্ধান গ্রহণ করেন নাই। পাশ্চাত্য লেখকগণ যদি শ্রীহট্টের লেখা বা সাহিত্যিক ভাষাকে নদীয়ার গণ্ডীতেই বরাবর সীমাবদ্ধ রাখিতেন এবং এতৎ সম্পর্কে নানা ভাবের বিরুদ্ধ উক্তি নানা স্থানে দেখা না দিত, আমাদের বিস্ময়ের হেতু থাকিত না। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের আদম সুমারির বিপোর্টে আমাদের লেখ্যভাষা সম্পর্কে কোন কথা নাই, কিন্তু কথ্যভাষা 'পূর্ব্ব বঙ্গের" পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। উক্ত রিপোর্টে প্রকাশ—

"The characteristic signs of Eastern Bengali are First noticeable in the districts of Khulna and Jessore and are found all over the Eastern half of the Gangetic delta. It then extends in a north-easterly direction following the valleys of the Megna and its affluents over the districts of Tippera, Dacca, Mymensing, Sylhet and Cachar."

তৎপর ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের "ইম্পিরিয়েল গেজেটিয়ারে" প্রকাশ—

"Though the local dialect known as "Sylheti" differs materially from the language spoken in Bengal proper."

অর্থাৎ "শ্রীহট্টের কথ্যভাষা" "বেঙ্গল প্রপার" বা পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া প্রভৃতি জেলা হইতে স্বতন্ত্র"।

শ্রদ্ধাস্পদ সভ্যমহোদয়গণ, আপনারা জানেন বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলার শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সমাজের কথোপকথনের ভাষা সর্ব্বাংশে একরূপ নহে। নদীয়ার ডোমবাগ্দীর ভাষা এবং কৃষ্ণনগরের রাজপরিবারের কথ্যভাষা সর্ব্বাংশে একরূপ নহে। প্রত্যেক জেলার উচ্চশ্রেণী বা শিক্ষিত সমাজের কথ্যভাষা বঙ্গের আদর্শ ভাষার অনুরূপ ; কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর কথ্যভাষা জেলায় জেলায় কিয়ৎ পরিমাণে বিভিন্ন ছাঁচে গঠিত ; শব্দ প্রয়োগ অপেক্ষা উচ্চারণগত বৈচিত্র্যই অনেকত্র পরস্পরের ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। অশিক্ষিত লোকের কথ্যভাষা হইতে আদর্শ গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বকথিত পাশ্চাত্য মনীষিগণের অবলম্বিত প্রণালীতে সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিলে বলিতে পারা যায়, বঙ্গের প্রত্যেক জেলায় এমন কি, একই জেলার বিভিন্ন অংশে ভাষার বিভিন্ন আদর্শ প্রচলিত। যাঁহারা Linguistic survey of India নামধেয় পুস্তক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা, আমাদের মাতৃভাষার এই "অনন্তশয্যা" অস্বীকার করেন না। কিন্তু 'অনন্তের' উপরি শয়ন করিয়াও নারায়ণ অখণ্ড। বিভিন্ন জেলায় নিম্নশ্রেণীর কথ্যভাষার বৈচিত্র্য বিদ্যমান থাকিলেও উহারা মূলতঃ অভিন্ন এবং অখণ্ড বঙ্গভূমির সাহিত্যিক ভাষার একই গতিপথ চিরকাল নিয়মিত রহিয়াছে। জেলায় জেলায় স্বতন্ত্র সাহিত্য ভাণ্ডার (Its own literature) গেইট প্রমুক মনীষিগণ কি কারণে কামনা করেন, বলতে পারিনা।

ভাষা ও সাহিত্যের সহিত জাতীয়তার একটা দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ হরিয়াছে। এই সম্বন্ধটুকু ছিন্নভিন্ন হইতে কেহই সম্মতি দিতে পারেন না। অখণ্ড বঙ্গভাষা শতখণ্ডে বিভক্তা হইলে বঙ্গ সাহিত্যের সম্প্রসার খর্ব্বীকৃত হইবে এবং সাহিত্য সাধনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আমাদের সাহিত্যের ভাষা বাঙ্গালা। উহার ঢাকাই-রঙ্গপুরী, শ্রীহট্ট-যশোহরী সংস্করণ নাই সাহিত্য হইতে সর্বপ্রকার প্রাদেশিকতা সরাইয়া ফেলিয়া অখণ্ড বঙ্গভাষার উপাসনাকরাই বঙ্গসাহিত্যসেবকের ধ্রুব লক্ষ্য। বঙ্গভাষার উপাসনায় আমাদিগকে নিম্নলিখিত পাশ্চাত্য মন্ত্রটি স্মরণ রাখিতে হইবে—

"There is neither Greek nor Jew but Christ is all"

অর্থাৎ খ্রীষ্টভক্তের গ্রীক্ বা য়ীহুদী নাই—সব খ্রীষ্টান!

বঙ্গভাষারও 'শ্রীহট্টনদীয়া' নাই—অখণ্ডবঙ্গভূমি জুড়িয়া সব বাঙ্গালা।

পার্বত্যজাতির পুঞ্জী বা পল্লীতে পল্লীতে যাঁহারা পবিভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, তত্তদঞ্চলে ১০/১৫ টি পরিবারের জন্যও এক একটা স্বতন্ত্র বাগ্‌ধারার সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। রক্তগত দেশগত বা ধর্মগত প্রভেদ বিদ্যমান না থাকিলে এই শ্রেণীর বাগ্‌বৈচিত্র্য জাতীয়তার বন্ধন শ্লথ করিয়া অবশেষে, গৃহে গৃহে ঘৃণা ও অবিশ্বাসের বীজ ছড়াইয়া দেয়। এইরূপ বাগ্‌বৈচিত্র্য বর্বরতার নিদর্শন। পাশ্চাত্য ভাষায় এবিষয়ে একটি বহুমূল্য প্রবচনের প্রচলন আছে।—

"Barbarism creates languages civilization destroys them"

অসভ্যতাই 'খণ্ডিত' বা উপভাষার সৃষ্টি করে, সভ্যতা সকল উপভাষা সম্মিলিত করিয়া বিরাট জাতীয় ভাষার গঠন করে।

ভারতের যেকোন ভাষা অধুনা বঙ্গভাষার মত ঐশ্বর্য্যশালিনী নহে। আমাদের আচার্য্যগণকে অধুনা এমনভাবে বঙ্গভাষার সংস্কারের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, যেন তাহা কালে ভারতের জাতীয়ভাষার অভাব মোচন করিতে পারে।

উড়িয়া, মাগধী, মৈথিলী, আসামী, প্রভৃতি ভাষা পুরাতন "গৌড়ীয় ভাষার" সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সংসৃষ্ট। সাহিত্যের একদেশদর্শিতা এই সকল ভাষার পরস্পরের মধ্যে গুরুতর ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছে। বঙ্গভাষা এইরূপ ব্যবধান, যতদূর সম্ভাবনা, পরিহার করিবেন, আমাদের ইহাই প্রার্থনীয়। এই শ্রেণীর বাগ্‌বৈচিত্র্য বঙ্গভাষার অঙ্গ সৌষ্ঠব সম্পাদনে যতদূরই সমর্থ হউক, বিরাট জাতীয় ভাষাসৃষ্টির অন্তরায় হইয়া উঠিতেছে ; অপিচ স্থানবিশেষের কথ্য ভাষায় সাহিত্যের সম্প্রসার ঘটিলে, বিভিন্ন স্থানের বাগ্ব্যবহারগত বিচিত্রতা বঙ্গবাণীর অঙ্গচ্ছেদের শঙ্কা জাগাইয়া তুলে। আমরা শ্রীহট্টা কাছাড়ের কথ্যভাষা হইতেই এবিষয়ের তথ্যসংগ্রহ করিতে পারি।

সকলেই জানেন শ্রীহট্টকাছাড়ের ভাষা বঙ্গভাষা ; কিন্তু একদিকে পশ্চিমবঙ্গের বাগ্ব্যবহার ও উহার সাহিত্যমন্দাকিনীর পবিত্র ধারা, 'পুরাতন খাত' পরিত্যাগ করিয়া ক্রমেই নতুন পথে সরিয়া যাইতেছে, অপর দিকে শ্রীহট্টকাছাড়ের কথ্যভাষা সেই পুরাতন পথেই প্রবাহিত হইতেছে। ফলে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি পাইয়া, শ্রীহট্টকাছাড়ের নিম্নশ্রেণীর কথ্যভাষা বঙ্গভাষা কি না, পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণের মনে তদ্বিষয়ে সন্দেহ সঞ্চার করিয়াছে। শ্রীহট্টকাছাড়বাসীর সাহিত্যিক ভাষা নহে, কথ্যভাষা, এমন কি, নিম্নশ্রেণীর কথ্যভাষাও যে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষা তাহারই আলোচনা করিতেছি।

বঙ্গভাষার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহাকে প্রধানতঃ তিনস্তরে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) গৌড়ীয়যুগ।

(২) নদীয়াযুগ।

(৩) কলিকাতা যুগ।

রাজনৈতিক বিবর্ত্তনে গৌড়ীয়যুগের ভাষা নদীয়াযুগে কথঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। আবার নদীয়া-যুগের ভাষা কলিকাতা যুগে আর এক পথে সরিয়া যাইতেছে। বলা অনাবশ্যক যে, "গৌড়ীয় যুগের ভাষাই একদা সমগ্র বঙ্গভূমির আদর্শ সাহিত্যিক ভাষা ছিল। সমগ্র পূর্ববঙ্গের কথ্যভাষাতেও এই "গৌড়ীয়যুগের" অপ্রতিহত প্রভাব রহিয়াছে। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর এডাম্ সাহেব গবর্ণমেণ্ট দপ্তরে যে শিক্ষাসংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করেন, তাহাতে ঢাকা জেলার কথ্যভাষাসম্পর্কে লিখিয়াছিলেন,—

"The Gaur or Bengalee language is spoken with the greatest purity in this district, but the men of rank becoming ashamed of their peculiar accent, endeavour, it is said, to imitate the less correct pronunciation of Calcutta the modern metropolis"

অর্থাৎ "ঢাকা জেলায় বিশুদ্ধ গৌড়ীয়ভাষা প্রচলিত, কিন্তু শোনা যায়, উচ্চশ্রেণীর

লোকে ক্রমেই তাঁহাদের শব্দোচ্চারণগত বিশেষত্বের জন্য লজ্জিত হইতেছে এবং কলিকাতার অপেক্ষাকৃত অবিশুদ্ধ উচ্চারণের অনুকরণের চেষ্টা করিতেছে।”

শ্রদ্ধাস্পদ সভ্যমহোদয়গণ কলিকাতার কথ্যভাষায় উচ্চারণের বিশুদ্ধি নাই, এমন কথা আমরা বলিতে পারি না—বরং কলিকাতাই বঙ্গভাষার “নব-নবদ্বীপ ;” বাঙ্গালার আট কোটী নরনারীর নমস্য ভূমি। গৌড়ীয় ভাষাই যে পূর্ব্ব পশ্চিমের পুরাপ্রচলিত আদর্শ বঙ্গ ভাষা, উদ্ধৃত মন্তব্য হইতে তাহাই বলিতে আমি প্রয়াস পাইয়াছি।

গৌড়ীয় যুগে গৌড়রাজ্য সমগ্রবঙ্গের আদর্শ ভূমি ছিল এবং নদীয়াযুগে নবদ্বীপ ধর্ম্ম ও শাস্ত্রতরঙ্গে বঙ্গদেশ তীর্থস্নাত করিয়াছিল। বর্ত্তমান কালে কলিকাতাও সেই কারণে, আমাদের আদর্শ ভূমি। কিন্তু ইহাও বলিব,—আমরা অখণ্ড বঙ্গভাষার অভ্যন্তরে কলিকাতার অপভ্রষ্টতা বাঞ্ছা করিনা। প্রাদেশিকতাবর্জ্জিত ভাষাই আমাদের মতে আদর্শ বঙ্গভাষা।

শ্রীহট্ট-কাছাড়ের সাহিত্যিক ভাষা পশ্চিমবঙ্গের অনুরূপ, এবং কোনকালে, শ্রীহট্ট সাহিত্যসম্পদে একান্ত বঞ্চিত ছিল না। গেইট প্রমুখ মনীষিগণের এ তত্ত্ব অজ্ঞাত হইলেও আমাদের পক্ষে একথা স্বপ্নশ্রুত নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বঙ্গভাষার তিনযুগ। গৌড়ীয় যুগ, নদীয়াযুগ এবং কলিকাতাযুগ। বিদ্যাপতি, ঘনরাম মুকুন্দরাম, কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাস, কাশীদাস প্রভৃতি অল্পাধিক পরিমাণে গৌড়ীয়যুগের সাহিত্যাচার্য্য। শ্রীচৈতন্য মহাপুরুষের পার্ষদ ও ভক্তগণের যাঁহারা বঙ্গ ভারতীর অর্চ্চনা করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা নদীয়াযুগের সাহিত্যাচার্য্য। কৃষ্ণনগরের পুণ্যশ্লোক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত নদীয়াযুগ বিদ্যমান ছিল। রাজীবলোচনের “কৃষ্ণচন্দ্র-চরিতে”ও এই যুগের কথঞ্চিৎ ইঙ্গিত রহিয়াছে।

বঙ্গভাষার গৌড়ীয়যুগে শ্রীহট্ট সাহিত্য-রসে বঞ্চিত ছিলনা, অপিচ এই যুগের মার্জ্জিত ভাষাই অদ্যাপি শ্রীহট্টকাছাড়ের জিহ্বাযন্ত্র পরিচালন করিতেছে। ত্রিপুরারাজমালা, সঞ্জয়ের মহাভারত, অনন্তরামের রামায়ণ প্রভৃতির তথ্যরাশি যথাযথভাবে আবিষ্কৃত হইলে আমরা দেখিতে পাইব, বাঙ্গলাভাষার গৌড়ীয়যুগে শ্রীহট্টের সাহিত্যশক্তি সুষুপ্ত ছিল না।

নদীয়াযুগে প্রধানতঃ শ্রীহট্টের ভাবেই নদীয়ার ভাবরাশি বিকশিত হইয়াছিল। “নাড়া বুড়া” অর্থাৎ অদ্বৈতাচার্য্যের হুঙ্কার নবদ্বীপের নহে, “শ্রীহট্টের আহ্বান”। আমরা বলিতে গৌরবান্বিত হই, একমাত্র জগন্নাথ-পরিবার নহে, শ্রীহট্টের বহুপরিবার তৎকালে নবদ্বীপে আশ্রয় লইয়া গঙ্গাপ্রবাহের সহিত ‘শ্রীহট্টীয় প্রেমপ্রবাহ” মিশাইয়া দিয়াছিলেন এবং সেই প্রবাহবেগে পুরুষোত্তম কাণ্ডারী হইয়া সমগ্র বঙ্গ এবং উড়িষ্যার নর-নৌকার অনায়াসগতির উপায় করিয়া গিয়াছেন। ঈশান নাগরের ‘অদ্বৈত প্রকাশ’ লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের রত্নাবলীর অনুবাদ, “অদ্বৈত বাল্যলীলা সূত্র” প্রভৃতি এই যুগের শ্রীহট্টীয় সাহিত্য। যদিও উক্ত গ্রন্থগুলির প্রচার প্রকাশ শ্রীহট্টে হয় নাই, তথাপি, গ্রন্থকর্ত্তৃগণের রক্তের উপর শ্রীহট্টের দাবী পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। অপিচ এই সকল গ্রন্থের ভাষাতেও শ্রীহট্টের জিহ্বাযন্ত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। গোপীনাথ দত্তের লিখিত এই যুগের “চক্রদত্তের বংশ বিবরণ” শ্রীহট্টবাসীর সাহিত্যসেবার আর একটি উদাহরণ।

বৈষ্ণব-যুগ ছাড়িয়া দিলে, পদ্মাপুরাণের কবি রামানন্দ মিশ্র প্রভৃতি শ্রীহট্টের এই যুগের সাহিত্যসেবক, শ্রীহট্টের ভট্টকবিগণের কবিতা সমস্ত বঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ। পরবর্ত্তীকালে যদুনাথ দাস ও শ্যামকিশোর অধিকারীর পদাবলী, রাধানাথ চৌধরীর পদ্মাপুরাণ, মুন্সী জয়গোপাল

রায়ের বিদ্যোদয় প্রভৃতি এবং নানা প্রকার সঙ্গীত, খণ্ডকবিতা ও ছড়া শ্রীহট্টীয় সাহিত্য। শিলচরের অনুসন্ধানসমিতি শ্রীহট্টের গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের নাম-সূচী প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহা হইতে শ্রীহট্টের পুরাতন ও আধুনিক সাহিত্যেব অবস্থা আমরা কিয়ৎপরিমাণে অবগত হইতে পারিব। এইহেতু বিস্তৃতভাবে এ বিষয়ের উল্লেখ করিতে বিরত রহিলাম।

এক্ষণে শ্রীহট্ট-কাছাড়ের কথ্যভাষার কথঞ্চিৎ আলোচনা করিব। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, শ্রীহট্টের কথ্যভাষা পুরাতন গৌড়ীয় বঙ্গভাষারই প্রতিকৃতি। পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সামাজিক অবস্থা প্রভৃতির সংস্কারসংগঠন ও পরিবর্ত্তনে ভাষার দ্রুতগতিতে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। শ্রীহট্টে তেমন ভাবে সংস্কারের স্রোতঃ বহে নাই আমাদের কথ্যভাষার প্রবাহ অদ্যাপি বহুলাংশে সেই গৌড়ীয় খাতেই প্রবাহিত হইতেছে।

শ্রীহট্টের কথ্যভাষায় যে সকল শব্দের ব্যবহার চলিতেছে, তাহাদের অধিকাংশ পুরাতন বঙ্গসাহিত্যে সচরাচর ব্যবহৃত হইত। অনেক শব্দ সংস্কৃত বা হিন্দি ভাষার অনুরূপ। বিভক্তিব্যত্যয় বর্ণাগম, বর্ণলোপ, বর্ণবিকার, বর্ণবিপর্য্যয় প্রভৃতির বিভেদ দর্শন করিয়া যদি এক ভাষাকে অপর ভাষা হইতে পৃথক বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে বৈদিক সময় হইতে কালিদাসের কাব্যযুগ পর্য্যন্ত এক সংস্কৃতভাষার মধ্যে অসংখ্য ভাষা আবিষ্কৃত হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বৈদিক ভাষা ও লৌকিক ভাষায় যতটুকু প্রভেদ, প্রাচীন বঙ্গ ভাষা ও অধুনাতন বঙ্গভাষায় তদপেক্ষা স্বল্পতর প্রভেদ বিদ্যমান।

শ্রীহট্টের কথ্যভাষা যে পুরাতন গৌড়ীয় প্রতিকৃতি তাহার কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি।

শ্রীহট্টের কথ্যভাষায় "ছেলে" অর্থে "পোলা" বা "পোয়া" শব্দের ব্যবহার আছে। "রামর পোয়া" বা "রামের পোলা" বলিলে অল্পদর্শিগণ মনে করিতে পারেন, এটা "শ্রীহট্টীয় বাঙ্গালা"—বস্তুগত তাহা নহে, "রামের পোলা" বলিতে প্রচলিত বঙ্গভাষার সহিত দুই দিকে ব্যত্যয় ঘটে। একটি বিভক্তিঘটিত—অপরটি শব্দ ঘটিত। "রামের" স্থলে "রামর" বলিলে ষষ্ঠী বিভক্তির "এর" স্থলে "র" মাত্র উচ্চারিত হয়। এরূপ ব্যবহার পুরাপ্রচলিত বঙ্গভাষারই বিধানসিদ্ধ। ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"বড়র পীরিতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ ॥"

এখানে "বড়র" "বড় লোকের" অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই কি? অকারান্ত শব্দ ষষ্ঠান্ত হইলে, শ্রীহট্টের কথ্য ভাষায় কখন "এর" এবং কখন বা "র" বিভক্তি মাত্র প্রযুক্ত হয়।

কৃত্তিবাসের—

"দশরথ রাজা এড়ে পাশুপত শর।
হাতেগলে বন্ধন গোহর কলেবর ॥"

বলাবাহুল্য যে "গোহর", গুহক চণ্ডালের।

পুন ঃ—

মহেশ পূজিতে ইন্দ্র হইলা আগুয়ান।
জয়ন্তরে ডাকিয়া দিলেন গুয়াপান ॥

কবিকঙ্কণ।

বিষম কুশব বন দেখি করি ভয়।
নানা অমঙ্গল দেখি জীবন সংশয় ॥

কৃত্তিবাস।

কুশর অর্থাৎ কুশতৃণের।

"ছেলে" অর্থে "পোলা" বা "পোয়া" শব্দের ব্যবহার এককালেও পশ্চিমবঙ্গে বিরল নহে। "পোয়াতী" গর্ভবতী স্ত্রীলোকের অভিধানরূপে অদ্যাপি সুপ্রচলতি।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন—

"হাড়ি মুচি যুগী জোলা কত বা সেকের পোলা
জাঁকে জাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে চলে।
ঠেলাঠেলি চুলোচুলি কাঁকে কাঁকে ঝুলোঝুলি
লোকারণ্য জলে আর স্থলে।

কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—

কৌশল্যা কহেন শুন কেকয়ীনন্দন,
মায়ে পোয়ে রাজ্য কর ভরত এখন ॥

কবিকঙ্কণ লিখিয়াছেন—

পোয়ের পো হইল নাতিনের হইল ঝি।
পাকতৈলে চুল পাকিল বয়েস বটে কি ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পূর্ব্ববঙ্গের কথ্যভাষার অনুকরণ করিয়া বিদ্রূপ করিতেন বলিয়া বৈষ্ণবশাস্ত্রে নির্দেশ আছে ; কিন্তু তদীয় ভক্ত সাহিত্যিকগণ "যাইব" "খাইব" বা "যাব" প্রভৃতি স্থলে "যাইমু" "খাইমু" প্রভৃতি ক্রিয়াপদ শ্রীমুখেও বিন্যস্ত করিয়াছেন, যথা ঃ—

প্রভুবলে তোমরা সকলে যাহ ঘরে,
মুঞি আর না যাইমু সংসার ভিতরে।

চৈতনা ভাগবত।

নদী অর্থে 'গাং' বধু অর্থে 'বউরী', নাড়ে অর্থে 'লাড়ে', কেন অর্থে 'কেনে', হাঁ অর্থে হয়, কর্ম অর্থে কাম শুনিয়া যাঁহারা শ্রীহট্টের ভাষাকে বঙ্গভাষা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন তাঁহারা পুরাতন বঙ্গসাহিত্যের নিম্নোক্ত প্রয়োগগুলির প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন,—

[নদী অর্থে "গাং"]

এ দাঁতে বিশ্বাস কিছু নাহি করি আর।
ভাংগন ধরিলে গাঙে রাখে সাধ্য কার ॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

[বধু অর্থে "বউরী"]

ঝিউরী বউরী আর কতশত নারী।
দশহাজার সতিনী সহিত মন্দোদরী ॥

কৃত্তিবাস।

[নাড়ে অর্থে "লাড়ে"]

সে সব হস্তীর ভাই শুন কই কথা।
ভূমি কম্পমান যবে তারা লাড়ে মাথা ॥

কৃত্তিবাস।

[কেন অর্থে "কেনে"]

পিতামাতাগুরু-সখা ভাব কেনে নহে।
'প্রেমা'র স্বভাব দাসভাব যে করায়ে ॥

চৈতন্যচরিতামৃত।

চীইয়া উত্তর দেহ রতিরে সংহতি লেহ
পাশরিলে পূরব পীরিতি।
তুমি যাহ যথাতথা, আগে আমি যাই তথা,
এবে কেনে কৈলে বিপরীত ॥

কবিকঙ্কণ।

রাই এমন কেনে বা হইল।
গুরু দুরজন ভয় নাহি মন
কোথা বা কি দেবে পাইল ॥

চণ্ডীদাস

অগ্নি বলে, আমার এ স্তুতি কর কেনে।
আপনা সম্বর বলি বলে দেবগণে ॥

কাশীরাম দাস।

[হাঁ অর্থে 'হয়']

আমাদের বাক্যে যদি না হয় প্রত্যয়।
প্রাচীরে উঠিয়া দেখ হয় কিনা হয় ॥

কৃত্তিবাস।

আচার্য্য-কল্পিত অর্থ পণ্ডিত যে শুনে।
মুখে হয় হয় করে, হৃদয়ে না মানে ॥

চরিতামৃত।

চোর বলে নাম বাপ, আইলাম ঘর।
প্রভু বলে, হয় হয় নামাও সত্বর।

চৈতন্যভাগবত।।

শ্রীহট্টজিলার কোন কোন স্থানে হাঁ অর্থে হাইন্ বলে। ইহা হাঞ্' হইতে উৎপন্ন।

[কর্ম অর্থে কাম]

কেহ বলে হইল দানব অধিষ্ঠান।
কেহ বলে হেন বুঝি ডাকিনীর কাম ॥

বৃন্দাবন দাস।

মোর যত কার্য্যকাম সব কৈল নাশ।
কি তোমার হৃদয়ে আছে, কহ মোর পাশ ৷৷
চরিতামৃত।।

শ্রীহট্টের কথ্যভাষায় পা অর্থে 'পাও' নৌকা অর্থে 'নাও' ডুবাইল অর্থে 'বুড়াইল', মুড়্কি অর্থে 'উখড়া' মারিলা অর্থে 'মাইলা', থালা অর্থে 'থালি' প্রভৃতির ব্যবহার কি বঙ্গভাষার বিরুদ্ধ? যদি তাহাই হয়, বঙ্গভাষার আদিকবিগণের নিবার্সনের ব্যবস্থা না করিলে চলিবে না। ক্রমে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি--

[পা অর্থে পাও]

ক্ষণে ক্ষণে আকাশের তারাচন্দ্রগণ।
হাত পাও আছাড়িয়া করয়ে ক্রন্দন।।
-চৈতন্যমঙ্গল।

হাত পাও কাঁপে বুড়ী, কথায় বড়াই বুড়ি
প্রবোধবচন নাহি শুনে।
কবিকঙ্কণ।

[নৌকা অর্থে নাও]

ওহে শ্রীনিবাস, কিছু মনে ভয় পাও।
শুনি তোমা ধরিতে আইসে রাজ নাও ৷৷
চরিতামৃত।

[ডুবাইল অর্থে 'বুড়াইল']

ঐছন প্রেমের রঙ্গে, অঙ্গ বুড়াইল সঙ্গে।
পাশরিল পুরুষের তাপ।
চৈতন্যমঙ্গল।

[মুড়ক্ি অর্থে 'উখড়া']

তিনি পাকে উখ্ড়া কইল কর্পূরাদি দিয়া।
চরিতামৃত।

[মারিলা অর্থে 'মাইলা']

কৃষ্ণ কহ বলি প্রভু জল ফেলি মাইলা।
চরিতামৃত।

[থালা অর্থে 'থালি']

থালিতে করিয়া আনিল ভরিয়া
উপরে বসন দিয়া।
মিছামিছি করি ফিরে বাড়ী বাড়ী
ভানুর দুয়ারে গিয়া ৷৷
চণ্ডীদাস।

এমন দৃষ্টান্ত কত দেখাইব? অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি শ্রীহট্টের কথ্যভাষায় প্রচলিত প্রায় যাবতীয় শব্দ বঙ্গভাষার পুরাতনস্তরের সজীব সাক্ষ্য। সাহস করিয়া বলিতেছি, কেহ এবিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করিতে ইচ্ছা করিলে, সেই আপত্তিভঞ্জনের জন্য, আমরা

সর্বক্ষণ প্রস্তুত রহিয়াছি।

শব্দের দৃষ্টান্ত কিয়ৎপরিমাণে প্রদর্শন করিয়াছি, আপাততঃ কয়েকটি বাক্যের উদাহরণ দিতেছি--

লইয়া যাইবেন, এই অর্থে শ্রীহট্টের কোন কোন অঞ্চলের কথ্যভাষায়--"লই যাইবা গি" ; "করগিয়া" অর্থে 'কবগি' অর্থাৎ 'ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমপিকা ক্রিয়ার 'ই' প্রত্যয়ান্ত রূপে প্রচলন রহিয়াছে। এইরূপ প্রচলন প্রাচীনবঙ্গসাহিত্যেরই নিদর্শন ; যথা,--

(যাইয়া অর্থে 'যাই')

এ কথা শুনিয়া বাহির হইয়া
কহে সখী এক ধাই।
মোদের ঘরে রোগী আছে জ্বরে
একবার দেখ যাই ॥

(লইয়া অর্থে 'লই')

আর একজনে সাধ করি মনে
লইল সোণার সূচ।
লই চলি যায়, বেতন না দেয়--

চণ্ডীদাস

ইহাবলি সেই শ্বানসূত লই
চলিলা আপন ঘরে।
দড়ি গলে দিয়া নিজ ঘরে লঞা
বান্ধিল পীড়ার উপরে ॥

লোচনদাস।

চুরির সময় এবে বুঝিয়া আপনে।
সর্ব্ব পূজাসজ্জ লই নামিলা তখনে ॥

চৈতন্যভাগবত।

(যাইবে অর্থে 'যাইবা')

"আই বলে বাপ তুমি সর্ব্বদা থাকিবা।
ছাড়িয়া উহার সঙ্গ কোথা না যাইবা।।

চেতন্যভাগবত।

(গিয়া অর্থে 'গি' যা "গা")

মোর ব্রতে বিশাই তুমি কর অবধান।
মহাবীরের ঘর বাড়ী করগি নির্ম্মাণ।।

কবিকঙ্কণ।

নিজ ঘবে যাহ শ্বানসূত লেহ
মা বাপে দেহ গা ডালি ॥

লোচনদাস।

শ্রদ্ধাস্পদ সভ্যসদ্গণ। এক্ষণে বলুন দেখি, শ্রীহট্টের কথ্যভাষার "লই যাইবা গি" বঙ্গ ভাষা অথবা বাঙ্গালা সাহিত্যের বহির্ভূত বাক্য কিনা?

"আমার কথা ঠেলিহনা, দিনরাইত মাই মাই কর্য়া মার নাম লৈয়্য ভবর পাড়ি তর্য়া যাইবা"—এই বাক্যটির

(১) আমার কথা ঠেলিহ না।

(২) রাইত

(৩) মাই

(৪) ভবর

(৫) তর্য়া

এই পাঁচটি কথা অধুনা প্রচলিত 'কলিকাতা-যুগের সাহিত্যিক' ভাষা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেও বাক্যগুলি বঙ্গভাষার নদীয়াযুগের আদর্শভাষা, যথা,—

"এতেক কহি যে আমি শুন মোর বোল।
কহয়ে লোচন কথা না ঠেলিহ মোর ॥"

লোচনদাস।

(রাইত)

ধৈরজ ধরণ নহে, ঝুরি দিন রাইতে।
হিয়ায় পুতুলি কাঁদে তোমার পীরিতে ॥

কবিকঙ্কণ।

(মাই)

তোমার চরণ বিনি, আর কিছু নাহি জানি
আমারে ফেলাহ কার ঠাঁই।
ধর্ম্মভয় নাহি তোরা শচীবৃদ্ধা আধমরা
কেমনে ছাড়িবে তেন মাই ॥

(ভবর) 'গুহর' 'কুশর' প্রভৃতি স্মরণ করুণ।

(তর্য়া) 'রয়্যা' 'ফুরায়্যা' 'ভাব্যা' প্রভৃতি বঙ্গভাষার আদিবৈয়াকরণ রাম মোহন রায়ের রচনাতেও বিরল নহে, যথা ঃ—

"শুনতো ভ্রান্ত অশান্ত মন, দিনত মিছাগেল বয়্যা।
ইন্দ্রিয় দশ, হতেছে অবশ ক্রমেতে নিশ্বাস যায় ফুরায়্যা ॥
কিন্তু মনে দেখ ভাবো, কেহ সঙ্গে নাহি যাবে,
অবশ্য ত্যজিতে হবে কিছু দিনান্তর ॥"

শ্রদ্ধাস্পদ সভ্যমহোদয়গণ!

"আমার কথা ঠেলিহ না দিনারাইত মাই মাই কর্য়া মায়ের নাম লৈহ, ভবর পাড়ি তর্য়া যাইবা" বলিলে, বাক্যটি "শ্রীহট্টীয় ভাষা" বলিয়া নিদের্শ করা যাইতে পারে কি?

শ্রীহট্টবাসী নিম্নশ্রেণীর কথ্যভাষায় "ইতালাগি" "কিতালাগি" শুনিয়া ইদানীং যাহাদের দন্তপংক্তি বিকশিত হইতেছে, তাঁহারা কৃপাপূর্বক—

অখিল লোচন তমতাপবিমোচন
উদয়তি আনন্দ-কন্দে।
এক নলিন মুখ মলিন করয়ে জানি,
ইথে লাগি নিন্দহ চন্দে?"

বিদ্যাপতিঠাকুরের এই সুমধুর পদসঙ্গীতটি স্মরণ করিবেন কি?

"কিতালাগি"--কিহেতু, ইহাও গৌড়ীয়বঙ্গভাষার বিশুদ্ধপ্রয়োগ, স্থানান্তরে উল্লেখ করিব।

আমাদেরই কোন বিশিষ্টলেখক, গ্রাম অর্থে 'গাম' শব্দের প্রচলন দেখিয়া ভাষার উপব কটাক্ষ করিয়া ছিলেন, কিন্তু পালী ভাষায় গ্রাম অর্থে গাম শব্দের ভুরি প্রচলন দেখা যায। বিশেযতঃ বিদ্যাপতির--

"নাম গান কহ কুল অবলম্বন
ব্রজে আগমন কিয়ে কাজা।
সুখময়ী গাম মথুরাপুর, যদুকুল
গুণিজনে পীড়য়ি রাজা ॥"

গোবিন্দদাসের ঃ—

গোপী গোপগরিম গুণ গোপক
গোকুল গাম বিহারী।

প্রভৃতি মনে পড়িলে 'গাম' লইয়া কাহারও নাসিকাকুঞ্চনের অবসর থাকে না। ভারতের প্রাদেশিক কথ্যভাষার পাশ্চাত্য আচার্য্য সুপ্রসিদ্ধ গ্রিয়ারসন সাহেব তদীয় Linguistic survey of India নামক পুস্তকে শ্রীহট্টের গ্রাম্যভাষার যে আদর্শ দিযাছেন তাহা হইতে কয়েক পংক্তির উদ্ধার করিতেছি—

(১) ঘরতনে ভাগছে হুন্‌লাম কথা হাঁচা নি?

(২) কিতা গো ভাত বানাইল হইল না।

উদ্ধৃত বাক্যগুলি (১) ঘরতনে (২) হুন্‌লাম (৩) হাঁচা (৪) নি (৫) কিতা (৬) বানাইল্ এই কয়েকটি শব্দের পরিবর্তে ঘর হইতে ভাগিয়াছে শুনিলাম। কথা সত্যকি গো, ভাত প্রস্তুত হইলনা?" বলিলে, প্রচলিত আদর্শবাঙ্গালার সহিত বাক্য দুইটি সর্বাংশে মিলিয়া যায়; কিন্তু শ্রীহট্টীয় নিম্নশ্রেণীর কথ্যভাষার উপরিধৃত শব্দগুলিও পুরাতন গৌড়ীয়বঙ্গ ভাষারই প্রতিকৃতি। দৃষ্টান্ত যথা--[ঘরতনে]

বঙ্গভাষার আদিমযুগে, পঞ্চমীর 'হইতে' বিভক্তি হন্তে হনে তন্তে তনে' রূপে বহুস্থানে প্রযুক্ত হইত। পরবর্তিকালে হন্তের পরিবর্তে হইতে এবং তন্তে ও তনের পরিবর্তে ত বা তে মাত্র ব্যবহৃত হইতেছে।

(হুন্‌লাম্) শকার হকারে পরিণত হইয়াছে। ইহা উচ্চারণগতদোষ ; কিন্তু এ দোষের উদাহরণ প্রাচীনসাহিত্যে বিরল নহে। এইরূপ শকারের হকারে পরিবর্তন নদীয়াপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েও বঙ্গসাহিত্যে স্থান পাইয়াছিল। যথা ঃ-

যত আশা ভরসা সকল হইল মিছা।
এখন দেখাও ভয়, জুজু হাপা বিছা ॥

ভারতচন্দ্র।

বলা অন্যবশ্যক যে এই "হাপা" সাপ্পা অর্থাৎ সর্প।

অন্যত্র ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন ঃ—

এইমত শত শত ভাবে কত তাপ।
নতশীর যেন ধীর হরপীর সাপ ॥

হরপীর সর্পীর অর্থাৎ বেদিয়ার।

(হাঁচা) এখানেও সকার হকারবৎ উচ্চারিত। ভারতচন্দ্রের কবিতায় 'সাঁচা' শব্দের প্রয়োগ আছে। বাক্যটি কিঞ্চিৎ রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া উদ্ধার করিলাম না। হিন্দি 'সাচ্চি' সব্দের ভূরিব্যবহার আপনাদের সুবিজ্ঞাত। রামেশ্বর কৃত সত্যনারায়ণের পাঁচালীতে আছে--

বিশ্বনাথ বিশ্বাস বুঝিয়া বলে বাছা।
দুনিয়াতে অ্যাইসাহি লোক রহে সাঁচা ॥

বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন--

বিদ্যাপতি কহে বুঝহ সাঁচ।
ফলহু না মিঠয়ি হোয়ত কাচ ॥

(নি) প্রশ্নার্থক "নি" অব্যয় সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে সুপ্রচলিত। দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাই বারিক' নামক প্রহসনের,--

"আর 'নি' আছে?"

স্মরণ করুন। "নি" এই প্রশ্নার্থক অব্যয়টীর মূল সংস্কৃত প্রশ্নার্থক অব্যয় "নু"।

(কিতা) ইহা সংস্কৃত 'কতি'র কিঞ্চিৎ অর্থগত পরিবর্জিত সংস্করণ। বিদ্যাপতির--

সখি হাম জিউম কতি লাগি?
যা বিনু তিল এক, রহিব না পারিয়ে'
সো ভেল পর অনুরাগী ॥

"কতিলাগি" শ্রীহট্টের কথ্যভাষায় "কিতালাগি"। কতি = কিতা।

(বানাইল) 'বানাইল' লকারের স্বরবর্ণটি উচ্চারণ কালে পরিত্যক্ত হইয়াছে। এভেদ শব্দগত নহে, উচ্চারণগত। নির্ম্মাণ করা অর্থে 'বানান' অপপ্রয়োগ নহে। বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন--

"হেন কারিগর বানাইল ঘর
দেখিতে নারিলু তারে।
দেখিতে পাইতুঁ শিরোপা করিতুঁ
এমতি মন যে করে।"

আর দৃষ্টান্তবাহুল্যে প্রয়োজন নাই। শ্রীহট্টের কথ্যভাষা সমগ্র বঙ্গভাষার আদিম প্রকৃতি। মৈথিলভাব তরঙ্গ শ্রীহট্টের পথে নবদ্বীপে প্রবিষ্ট হইয়া বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা প্রেমের বন্যায় ভাসাইয়া দিয়াছিল। মৈথিল-গৌড়ীয় ভাষাস্রোতও তেমনই বৈষ্ণব-সাহিত্যের আশ্রয়ে আদিম বঙ্গভাষার অভিষেক করিয়া উহার সঞ্জীবন সংস্কার করিয়াছিল।

পুরাকালে মিথিলা হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত একই ভাষা প্রচলিত ছিল। বাঙ্গালা, অসমিয়া, ঔড্র, মৈথিল একই ভাষার বিভিন্ন শাখা। নিবন্ধটি দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে বলিয়া সে প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিলাম। আমাদের সাহিত্যিকগণের স্বেচ্ছাচারেই প্রধানতঃ ভারতের জাতীয় ভাষা খণ্ডখণ্ডিত হইয়া জেলায় জেলায় নবভাষার সৃষ্টি করিতেছে।

অদ্যাপি মালদহ হইতে চট্টগ্রামপর্য্যন্ত নিম্নশ্রেণীর কথ্যভাষাতে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য বিদ্যামান রহিয়াছে। আমাদের প্রাদেশিক সাহিত্যসভাগুলি প্রত্যেক প্রদেশের বিভিন্নাংশের ভাষা ও সাহিত্যগত "সাদৃশ্য এবং ব্যবধান" আমাদের সাহিত্যাচার্য্যগণের গোচর করিয়া যাহাতে সমগ্রভারতে "অখণ্ডবঙ্গভাষার" সৃষ্টি হইতে পারে, তদর্থে প্রয়াস করুন। ভাষার

এইরূপ বিচ্ছেদ দূর করাই সাহিত্য-পরিষদ্ সাহিত্য সম্মেলন এবং এবংবিধ অন্যান্য সাহিত্যসঙেঘর একতম মুখ্য উদ্দেশ্য।

ঢাকার সহিত চট্টগ্রামের, কলিকাতার সহিত শ্রীহট্টের সাহিত্য ও ভাষাগত বিচ্ছেদ প্রকৃতই মর্ম্মন্তুদ। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে কলিকাতার গ্রাম্যভাষা অধিক-পরিমাণে প্রবিষ্ট হইতেছে এবং সময় সময় দূরতর-স্থানের কথ্যভাষার উপরি কদাচিৎ, কটাক্ষও চলিতেছে। আমরা যে ভাষায় মাতৃস্তন্য পান করিয়াছি, তাহা অবিশুদ্ধ ভাবিতে পারি না বরং শ্রীহট্টের কথ্যভাষা বঙ্গভাষার "বৈদিকযুগের" নিদর্শন।

বঙ্গভাষা ও বঙ্গীয় সাহিত্যের দিকে শ্রীহট্টবাসীর ঔদাসীন্য ঘটিলে, একমাত্র ভাষার হিসাবে নহে, দিনে দিনে জাতীয়তার দিকেও শ্রীহট্টীয়সমাজ বঙ্গীয়সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন এবং হেয় হইয়া পড়িবে। পরিতাপের বিষয়, শ্রীহট্টের আধুনিক সাহিত্যসেবিগণের অবস্থা, নৈরাশ্যবঞ্জক না হইলেও বঙ্গের অনেক জেলার তুলনায় পশ্চাৎপদ। শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণ, মৌলবী আবদুল করিম, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ শ্রীহট্টের ক্ষণজম্মা সাহিত্যিকগণ আমাদের প্রাদেশিক সাহিত্য শক্তির পরিপোষণে কৃপাদৃষ্টি করুন। শ্রীযুক্ত ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস এম, বি, মহাশয়কে আমরা শ্রীহট্টীয় সাহিত্যের সেবায় সাহায্যকারীরূপে পাইতেছি। তাঁহাকে এজন্য অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। শ্রীহট্টের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ সমগ্র বঙ্গের সাহিত্যশক্তির পরিপোষণ করিয়া সাহিত্য সাম্রাজ্যে উচ্চাসন অধিকার করিলে, আমরা গৌরবান্বিত হই ইহা সত্য, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতায় মেট্রোপলিটানের মত একটা প্রথম শ্রেণীর কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াও 'বীরসিংহ গ্রামে একটি উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সুরমা উপত্যকার সাহিত্যের দিকে শ্রীহট্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণের অনুরাগ না জাগিলে আমাদিগকে আরও বহুকাল সাহিত্যের নিম্নসোপানে পড়িয়া থাকিতে হইবে।

রঘুনাথশিরোমণি হইতে 'বিজয়া' নামক সুবিখ্যাতমাসিকের পরিচালক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চৌধুরী পর্য্যন্ত শ্রীহট্টের বহুসংখ্যক কৃতিপুরুষ দূরে থাকিয়া শ্রীহট্টবাসীর নাম উজ্জ্বল করিয়াছেন ; কিন্তু হীরক তুলিয়া লইলে আকরে অন্ধকার পড়িয়া থাকে, বরাবর ইহাই প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমি যেসকল মহাত্মার নাম করিলাম, তাঁহাদের কেহ কেহ যৌবনের প্রারম্ভে শ্রীহট্টের সাহিত্যপুষ্টির যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ণিমার চাঁদ পশ্চিমগগনে হেলিয়া পড়িলে, পূর্ব্বাকাশে ঊষার কুজ্ঝটিকা দেখা দেয়। আপনারা সুরমা-উপত্যকার সাহিত্যশক্তির দিকে একবার লক্ষ্য করুন-তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, আমরা বঙ্গের অন্যান্য জেলা হইতে কত দূরদূরান্তরে পড়িয়া রহিয়াছি। আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার ভেদবিভেদ প্রভৃতি ব্যক্তিগত স্বার্থ ভুলিয়া, প্রাদেশিক সাহিত্যশক্তির পরিপোষণ করিতে হইবে। আমরা নিরাশ নহি। সুরমা উপত্যকায় সাহিত্যসম্মিলনী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অপর কিছু না হউক, শ্রীহট্টকাছাড়ে একটা সাহিত্যিক আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের একখানি মাসিক, একখানি সাপ্তাহিক যথাসাধ্য সাহিত্যসেবা করিতেছে। "শ্রীভূমি" প্রকাশিত হওয়ার পর অনেক পুরাতন এবং নূতন লেখক আমাদের প্রাদেশিক সাহিত্যের পুষ্টিপরিণতির যত্ন করিতেছেন। যাহাদের যত্নে 'শ্রীভূমি' বাঁচিয়া রহিয়াছে তাঁহাদিগকে প্রাণের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

'শ্রীভূমির' পরিচালক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দেব বি এল, মহাশয়ের "নীতিসন্দর্ভ" সুরমা-

উপত্যকার মধ্যছাত্রবৃত্তিশ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে পরিগণিত হইয়াছে। শ্রীহট্টবাসী গ্রন্থকারের লিখিত সাহিত্যপুস্তক বঙ্গবিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর পাঠ্যরূপ এই প্রথম নির্দ্দিষ্ট হইল। আমাদিগের পক্ষে ইহা সুসংবাদ। আমরা শিক্ষাকর্তৃপক্ষকে এজন্য ধন্যবাদ প্রদান করি। সতীশবাবুর "রামকৃষ্ণ" একখানি উচ্চশ্রেণীর চরিত গ্রন্থরূপে আদৃত হইয়াছে। চরিতলেখকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দে মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত রজনী কান্তরায় দস্তিদার মহাশয়ের মনোবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসম্পর্কিত গ্রন্থগুলি প্রকৃতই সাহিত্যের হিসাবে মূল্যবান। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার কর মুন্সেফ্ মহাশয় কাব্যসৌন্দর্য্যের বিশ্লেষে চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতেছেন। আমার বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত রজনীরঞ্জন দত্ত কাব্যরঞ্জনের সাহিত্যসেবা এই উপত্যকার শক্তিবৃদ্ধি করিতেছে। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার শর্মা, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ কাব্যসাংখ্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত মাহেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ সাংখ্যার্ণব আমাদের ধন্যবাদভাজন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী বি এ মহাশয়ের নামও এতৎক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কাব্য ও কবিতার শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য এবং উদীয়মান কবি শ্রীযুক্ত হরনারায়ণ সেন ও শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র দে বি এ আমাদের আশাভরসার স্থল। অর্থনীতি-সম্পর্কে শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র পুরকায়স্থ এম, এ, পুরাবৃত্তসম্পর্কে শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দেব বি, এ কৃতার্থকর্ম্মা। অধ্যাত্মবিজ্ঞানসম্পর্কে শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র চৌধুরী বি, এ মহাশয় প্রকৃতই শক্তিসম্পন্ন। প্রাদেশিকসাহিত্যের পরিপোষণে ইহার অক্লান্তশ্রমের কথা উল্লেখ না করিলে আমাদিগকে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে। প্রত্নতত্ত্বসম্পর্কে শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ বিং এ, আমাদের দীনসাহিত্যভাণ্ডারে উপাদান যোগাইতেছেন।

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্তমহাশয় শ্রীহট্টের সাহিত্যপুষ্টির জন্য স্বয়ং লেখনীধারণ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা প্রকৃতই আশ্বস্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্, এ, মহাশয়ের নাম আমার হৃদয়ে শ্রদ্ধার ভাব জাগাইতেছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস মহাশয়ের বিদূষী কন্যা শ্রীযুক্তা ভক্তিউষা দাস মহাশয়ার নাম আমি সসম্মানে উল্লেখ করিতেছি। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার শ্যামের কবিতা প্রশংসালাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী রায়চৌধুরী বি, এল মহাশয় নাগাজাতির বিবরণ প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রি মহাশয় বহুকাল পূর্ব্বে মাসিকে কতকগুলি উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ লিখিয়াছিলেন, আপনাদের অনেকে সে কথা অবগত নহেন। ইদানীং ব্রাহ্মণপরিষদের সভাপতিরূপে তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা তাঁহার সেই পুরাতনসাহিত্যপ্রতিভার পরিচয় আবার পাইয়াছি। ভূতবিজ্ঞানসম্পর্কে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার দাস ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গবেষণা করিতেছেন। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার ধর, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত বি, এল, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদবিহারী গুপ্ত, শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রকুমার সেন, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদবিহারী সোম বি, এ, শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাস বি, এল্, শ্রীযুক্ত করুণাকুমার চৌধুরী শ্রীযুক্ত লাবণ্যকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সাহিত্য সরস্বতী শ্রীযুক্ত রামদয়াল দাস এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রজনীরঞ্জন দেব বি, এ, মহাশয় স্বগুণে সুপরিচিত।

আমাদের সুরমা সাহিত্য সম্মিলনীর ভূতপূর্ব্ব সভাপতি যুগল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী,

বি, এ, এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বসরস্বতী মহাশয় আমাদের কর্ণধার। তাঁহাদের নিকট আমরা যে কৃতজ্ঞ, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রথিতযশা শ্রীযুক্ত অচ্যুৎ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় অশেষ ধন্যবাদের পাত্র। মৌলবী বাজাবের বযোবৃদ্ধ সাহিত্য সেবক শ্রীযুক্ত হরিকিংকর দাস এবং শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়েব নাম আমি শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিতেছি। আমি সর্ব্বত্র গুণানুসারে নামের পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষা করিতে পাবি নাই, আশাকরি আপনারা আমার অপরাধ মার্জনা করিবেন। আমার উদ্দেশ্য, বর্তমান কালের আমাদের প্রাদেশিক সাহিত্যসম্পদের আভাস প্রদর্শন মাত্র।

আমাদের ভাবের কথা বলিলাম। অধুনা অভাবের বিষয়কে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। প্রত্যেক জাতীয়সদনুষ্ঠানে তিনটি বস্তু আবশ্যক। জ্ঞান, প্রাণ এবং ধন।

আমাদের সাহিত্যিক জ্ঞানের কিঞ্চিৎ অভাব দিয়াছি। যাঁহাদের সাহিত্যসেবার উপযোগী প্রাণ আছে, আমাদের তেমন লোকের সংখ্যাও একান্ত অল্প নহে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা ধনের হিসাবে একান্তই দুর্দ্দশাগ্রস্ত। বঙ্গের ধনকুবেরগণ সাহিত্যের দিকে যে ভাবে কৃপাদৃষ্টি করিতেছেন, আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে সুরমা উপত্যকায় সাহিত্যের তেমন অভিভাবক জুটিতেছে না। আপনারা অনেকেই অবগত আছেন, বর্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর, কাশীমবাজারাধিপতি মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, নাটোরের রাজা জগদীন্দ্রনাথ প্রমুখ বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতির জন্য মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন।

আমাদের সুরমা উপত্যকায় রাজামহারাজের সংখ্যা বিরল হইলেও এই • ক্ষুদ্র গণ্ডীর সাহিত্য সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি সাধন অনেকেই করিতে পারেন। দুর্ভাগ্যক্রমে করিমগঞ্জের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার মাননীয় শ্রীযুক্ত রমণীমোহন দাস মহাশয় ব্যতীত জমিদার বা ধনবান শ্রেণীর অপর কেহই এদিকে তেমনভাবে সাহায্য প্রদান করিতেছেন না। এখানে পথ্যের অভাবে সাহিত্যরোগী মরিতেছে। আমাদের সাহিত্যের পুষ্টিপরিণতি দূরে থাকুক, আরব্ধ অনুষ্ঠানগুলিও ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। ধনপুষ্ট পশ্চিমবঙ্গের উন্নত সাহিত্যের দিকে লক্ষ্য করিলে আমাদের গৃহদেবতা রক্ষা পাইবেন না। কলিকাতার মাসিকের মত মাসিক, কলিকাতার সাপ্তাহিকের মত সাপ্তাহিক, কলিকাতার সুচিত্রিত সুমুদ্রিত গ্রন্থের মত গ্রন্থ, আমাদের সাহিত্যসেবকগণ কোথা হইতে যোগাইবেন? তেমন কাগজ, তেমন ছবি, তেমন লেখা যোগাইতে যে বহু ধনের প্রয়োজন। আমাদের জমিদার ও ধনশালিগণ সুরমা উপত্যকার সাহিত্যদেহের রুধিরের অভাব ঘুচাইয়া দেখুন, আমাদের সাহিত্যও হেয় বলিয়া উপেক্ষিত হইবে না। আমাদের লেখকগণের প্রতিভা অন্নাভাবে লুপ্ত হইয়া পড়িতেছে। আমাদের গ্রন্থকারগণের গ্রন্থ "মুদ্রাযন্ত্রের" তাগাদার ভয়ে মুদ্রিত হইতেছে না। আমাদের মাসিক সাপ্তাহিক গ্রাহকপাঠকের উপেক্ষায় রুগ্ন—মুমূর্যু! এদেশের ধনকুবের ও জমিদারগণ এদিকে দৃষ্টিপাত না করিলে, শ্রীহট্ট-কাছাড়ের সাহিত্যের বর্তমান প্রবাহ অচিরেই শুকাইয়া যাইবে ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়।

ভাবিয়া দেখুন, আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টায়, যেসকল লেখক বঙ্গভাষার মোটেই ধার ধারিতেন না তাঁহারাও, ইদানীং সাহিত্যসেবায় কৃপাদৃষ্টি করিয়াছেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চন্দ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সদয়াচরণ দাস প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের ইংরেজী

সাহিত্যভক্তগণও বঙ্গভাষার সেবায় ইদানীং উৎসাহপ্রদর্শন করিতেছেন। আমাদের মুসলমানভ্রাতৃগণ বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় পুস্তক লিখিতেছেন। সৈয়দ আব্দুল আজফর, মৌলবী মোজাহেদ আলি, বি, এ, অন্ধকবি আর্জ্জমন্দ আলি, মৌলবী শরাফত আলি প্রভৃতি যেকোন অঞ্চলের প্রাদেশিক সাহিত্যমঞ্চে গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত হইতে পারেন। শ্রীযুক্ত মশাহেদ উদ্দিন চৌধুরী, শ্রীযুক্ত আব্দুল মালিক চৌধুরী, শেখ আব্দুর রহিম প্রভৃতি উদীয়মান মুসলমান সাহিত্যিকগণ উৎসাহ পাইলে কালে উচ্চশ্রেণীর লেখক বলিয়া প্রথিত হইতে পারেন, আমার হৃদয়ে এরূপ ভরসা রহিয়াছে। মুসলমানসমাজের বর্ত্তমান দানবীর মৌলবী আবদুল করিম বি, এ, মহাশয়ের নাম লইতে আমার নেত্র অশ্রুসিক্ত হইতেছে। তিনি প্রকৃতই পুণ্যশ্লোক।

করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা শ্রীহট্টের বঙ্গবাণীর শুভ তরুটী উপেক্ষায় অঙ্কুরে বিনষ্ট করিবেন না। মনে রাখিবেন, প্রত্যেক দেশের সভ্যতা ও সম্মান সেই সেই দেশের সাহিত্যের উপরি বহুলাংশে প্রতিষ্ঠিত। সাহিত্য শুধু ভাষার প্রাণ নহে, সমাজের ও প্রাণের অভিব্যক্তি। যে সমাজে বাণীর বীণা বাজেনা, সে সমাজ সমাজ নহে, অসভ্যতা ও মূর্খতার লীলাভূমি।

উপসংহারে অভ্যর্থনাকমিটির সভাপতি এবং মৌলবী বাজারের সাহিত্যযজ্ঞের কর্ণধার, স্বেচ্ছাসেবক এবং জনসাধারণকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিতেছি। শ্রীহট্টকাছাড়ের সাহিত্যসম্পদ অক্ষয় হউক, ভগবচ্চরণে ইহাই আমার কামনা।

❒ Extract of the Memorandum on the creation of a New State in the North-East Border Region of India Submitted to the State Re-organisation Commission by the cachar state - Re-organisation Committee Silchar, April 1954

(a) A Mid-summer excursion into "Sovereignty" to create an Assamese Pakistan.

With the elation of new-found powers, the Assamese educated class, at one bound, skipped over the broad nationalism of the Indian National Congress and re-acted as mere Assamese not averse to dallying with the idea of an exclusive independence. The idea started immediately before the Partition and was fed by the success in sending the formidable Bengalee-speaking rival district of Sylhet out of Assam to Pakistan. The truth which was being felt from before came out when, after the referendum, the *Assam Tribune* remarked : "the Assamese public seem to feel relieved of a burden." And the climax was reached with the desire for an independent sovereign State in Assam and the composition and currency of a separate 'National' song.

To be 'relieved' of all non-Assamese elements they sacrificed the 12 'thanas' of Sylhet which the Radcliffe award might be interpreted to have given to India, and were very much against accepting even the four 'thanas' clearly made over to India by the award. The Assam Provincial Congress Committee took the Chief Minister, the late, Sri G. N. Bardoloi, severely to task for not protesting against the inclusion of these four 'thanas' in Assam, i. e., in the territory of the Indian Dominion. They were in such a hurry to get rid of the district that they forgot to claim Rs. 17 lakhs which would be India's share in the value of certain buildings in Sylhet.[1]

(ii) Economically–by with holding land from "non-indigenous" part of the population.

The following extract from latter No. R.S. 195/47/188, dated Shillong, the 4th May, 1948 from S.J. Duncan, Esq., Secretary to the Government of Assam, Revenue Department, to the Deputy Commissioners of Goalpara, Kamrup, Darrang, Nowgong, Sibsagar, Lakhimpur, and Cachar will show that the Census question No. 13 arose out of a settled policy secretly pursued from before, as implied by the word reiterate.

"In view of the emergency created by the influx of refugees into the Province from Pakistan territories and in order to preserve peace, tranquillity and social equilibrium in the towns and villages, Government reiterate their policy that *settlement of land should in no circumstances be made with persons who are not indigenous to the Porvince. The non-indigenous inhabitants of the Province should include, for the purpose of land settlement during the present emergency, persons who are non-Assamese settlers in Assam though they already have lands and houses of their own and have made Assam their home to all intents and purposes.*

"Subdivisional Officers, Sub-Deputy Collectors and the whole Land Records staff should be made fully acquainted with the implication and importance of this order and they should be strictly enjoined to follow it to the letter. If any officer be found to have violated those instructions his name should be reported to Government at once for disciplinary action."

With this sword of Damocles hung over their head, how rigorously these circulars were applied by the officers and what effect they had

[1] Sri Bishnuram Medhi, Chief Minister of Assam, in a speech in the Assam Assembly, 31st March, 1954, had to admit this fact at long last.

on the fortunes of the non Assamese people in Assam can be seen from the following judgment in a Court of Law :–

"Order dated 14th July, 1948
Revenue Department.
In the Court of Sub-Deputy Collector, Sonai, Cachar.
Mutation Case No. 272/47-48
Mahal Lalang, Touzi No. 105.

Order : Applicant originally belonged to Dacca, but they are residing here for more than 70 years. He is asked to produce his domiciled certificate on the next date for hearing. Fix 13. 8. 1948.

Sd. B. Majumder, S. D. C."

So even residence with holding of land for three-scores years and ten–the maximum span of human life according to the Bible–is not enough for being "indigenous" in Assam. It requires a domicile certificate which would not willingly be issued because of secret circulars to that effect. [vide *Shillong Times,* 8th August, 1947.] Advantage was taken of the so-called "emergency" to disable even old settlers by declaring them "non-indigenous"–"though they already have lands and houses of their own and have made Assam their home to all intents and purposes." Who, then, were 'indigenous'? Only the Assamese and none else.

The inevitable happened. All these people–lakhs and lakhs–were made to say that they could speak Assamese and were Assamese, on pain of losing all that they may have acquired by their labours of half a century or 70 years. The same thing must have happened to a large proportion of the plains-tribals, reducing their number appreciably in the Cencus Report of 1951 and inflating the number of Assamese-speaking people. As soon as these inflated figures came out, an enthusiastic M.L.A tabled a resolution in the Budget session of 1954 to make Assamese the States language of the province and the Assam Tribune came out with an editorial to support it on 2nd March, 1954, on the ground that Assamese was now the language of the majority of the people in this State (Vide Appendix II).

(iii) Culturally

[A] BY FORCING ASSAMESE AS MEDIUM OF INSTRUCTION AND [B] BY INFILTRATION METHOD ON OTHER THINGS.

Apart from this kind of coercion and manipulation of figures in favour of the Assamese language in the Assam Valley and the plains-

tribal areas, deliberate and determined efforts started with a view to ousting the other languages from their own regions outside and Assam Valley by all possible means. Almost immediatelv after independence, the Chief Minister, the late Sri G. N. Bordoloi, announced in the Assam Assembly that "for the homogeneity of the provience, they (i.e., non-Assamese) should adopt the Assamese language." He further added : "it is not the intention of the Government to make Assam a bi-lingual State"–(Assam Assembly Proceedings, 1948, page 585).

(a) The first victim of this steam-roller policy was the Bengali-speaking district of Goalpara, where the Local Board stopped grants to the Primary Schools that refused to adopt the Assamese language as medium of instruction. Then came the Garos and the plains-tribals An M.L.A. from Goapara, Sri Nazmul Haque, bought a cut motion to the education Budget on this issue and cited instances of this sort of unconstitutional suppression of the mothertongue of the children from Primary Schools, in favour of Assamese, by Government officials like Deputy Inspectors and Sub-Inspectors of schools. In reply, a prominent member of the Assam Congress Assembly Party, Sri Nilmani Phookan, echoed the Chief Minister and amplified the policy thus :–

"Regarding our language, Assamese must be the State language of the Province. There can be no gain-saying of it even if the Government stand or fall by it...............All the languages of different communities and their culture will be absorbed in Assamese culture............I speak with rather authority in this matter regarding the mind of our people that..........this State cannot nourish any other language in this Provicne" (Assam Assembly Proceedings, 1948, P. 585).

For the edification of the Hill-districts members, the speaker said– "When all State affairs will be conducted in Assamese it will stand in good stead for the Hill people to transact their business in Assam with their Assamese brethren." (Ibid p. 589).

The Secretary to the American Baptist Mission Primary Schools in the Garo Hills applied for an increase of grant for his schools. The following was the reply, date 1.3.49 from the Secretary, Provincial Primary Education Board :–

"With reference to your petition dated 10.2. 49 to the Hon'ble Education Minister, I have the honour to request you to let me know if you are agreeable to introduce Assamese as the medium of instruction in your schools and abide by the rules in this behalf which

govern other schools of the province now under the direct responsibility of the Government........."

(Assam Assembly Proceedings, 1952, p. 631).

The reply of the Mission is not known. What is known is that 100% of the pupils in the schools were Garos, and the Garo language is recognised up to the Matriculation standard by the University of Gauhati. Loud protests were made against this policy in the Assembly and outside, but they all fell on deaf ears (Ibid, 1948, p. 581, p. 283 ; 1952, p. 631).

How the Hill people have re-acted to this method will be found from the statements of their leaders and organisations made from time to time.

Meanwhile, this remming of a new language down the throats of youngsters who had their own recognised mother tongues and have to learn Assamese almost to no purpose in life has become an oppressive and wasteful burden on their. immature brains. Yet how ruthlessly it is being pursued will be evident from the following Table :-

Starred Question No. 21 (a) (i) (ii) by Sri Santosh Kumar Barua at the August-September session of the Assam Assembly, 1953.

Statement showing the number of Primary Schools in Dhubri Subdivision with languages as media.

Year	Total No. of Lower Primary Schools with ASSAMESE as medium of instruction	Expenditure	Total No. of Lower Primary Schools with BENGALI as medium of instruction.	Expenditure
1947-1948	348	Rs. 96,135/-	250	Rs. 66,000/-
1948-1949	582	Rs. 2,11,470/-	130	Rs. 48,360/-
1949-1950	773	Rs. 3,84,063/-	45	Rs. 22,236/-
1950-1951	833	Rs. 3,58,990/-	3	Rs. 4,674/-

Where are the Bengali Schools and their pupils gone?

Page 18a.

The Latest Imposition!

[The School referred to below is in the District of Cachar, a Bengali-speaking area, ane *has not a single Assamese-speaking pupil* out of its total rollstrength of nearly 600].

To
The Head Master,
Government Victoria Memorial High School,
Hailakandi.

Dear Sir,
Would you let me know if Assamese is an additional subject in Class IV of your School and that all boys of that class are bound to take it up since 1953.

Yours Faithfully
S/d H. S. CHAKRAVARTY
Secy Bar Association, Hailakandi.
12.4.54.

[REPLY]

The subject has been introduced as additional subject in classes IV and V, under orders of Inspector of Schools, Lower Assam Circle. *As it is not an optional subject, all the boys are studying it.* For further clarification you may kindly correspond with the Inspector of Schools, I A Circla, Gauhati.

Sd/ U. C. BHATTACHARJEE
Head Master Hailakandi.
12.4. 54.

So out of 250 Primary Schools for Bengali boys in the Dhubri Sub-Division of Goalpara district, 247 had been forced to accept Assamese as the medium of instruction within three years of Independence. Only three schools yet remained, perhaps to bear witness to our "Fundamental Rights in Assam."

The latest instance of such high-handedness has been the introduction of Assamese as the medium of instruction, instead of the so-long prevalent Bengali language and inspite of the fact that most of

the pupils are Bengalispeaking, in the Dhubri Government High School of the Goalpara district in 1954. Aided High Schools in the non-Assamese regions are indirectly forced to provide for teahing the Assamese language by thrusting grants for Assamese-language teachers, even though there are no Assamese-speaking pupils. [Vide Assistant D. P. I. Assam, Memo No. 19011-15G, dated 17. 3. 54, para (v) : "This additional grant is sanctioned for maintenance of a qualified Assamese teacher in the school."] This creation of sinecures for unemployed Assamese young men throughout the Province is a clever device no doubt. But in a State where even 20 years ago (1931) 5,87,234 persons spoke Hindi, and perhaps double the number does the same in 1951 by increase and immigragion, and now when Hindi is the Rastra-Bhasa, the grant for Hindi was Rs. 9,000/- for Aided Schools and Rs. 5,600/- for a Hindi Training Centre in the whole State. (Assam Assembly Proceedings, 1951–p 179).

(b) The following extract from a resolution passed by the members of the District Bar Association, Cachar, Silchar, dated the 23rd February, 1954, will show the present position and the indirect method of infiltration pursued throughout the State.

3. The members of the Silchar District Bar Association record their protest against imposition of Assamese language in the district of Cachar by the Assam Government. Though officially Cachar is admitted to be a Bengali-speaking district, the Government publish printed forms like *Kacha patta, Jamabandi* records, summons, Notices, etc, in Assamese, to the great disavantage and inconvenience of the public. Such move is considered by the members as a part of the sinister move of Assamising the State by taking advantage of the name of the State. The meeting requests the representatives in the Assembly from Cachar to oppose all steps and move in this connection so that the attempt may be nipped in the bud."

A representation from the President, Union of Posts and Telegraph Workers, Cachar Division, dated 9.2.54 complains to the Prime Minister of India about thrusting the Assamese language by the back-door on non-Assamese in All-India service examinations as of the Postal Department, and even in regions where Assamese is not spoken. The same story is being repeated in recruiting employees for the Railways here.

But this is only the less subtle aspect of the method. The names of Railway stations were changed to Assamese in the non-Assamese regions erasing the names in the local languages. This was reversed after a good deal of agitation, as the fillowing extract from letter No./

AR 153-PG, dated 19.8.50, from the Chief Administrative Officer, Assam Railway, Pandu to the Chairman, Local Board, Silchar, will show : "Instructions have been issued that station names etc. in Bengali language should not be removed in Cachar District. Wherever removed, they will be restored." Time-Tables were issued only in Assamese; Government circulars to office were printed in Assamese alone; and appeals for National Savings and all other similar State efforts are advertised only in the Assamese language, though the larger part of the province does not understand it. 'Grow More Food' pamphlets, for instance, which are meant for cultivators, are also printed in Assamese and circulated to people, a vast number of whom does not follow that language at all. These Government efforts thus defeat the very purpose for which they are meant. Even part of the Assam Gazette is printed in the Assamese language though it is not yet recognised as the official State language. And instructions for Middle Schools examinees are printed in Assamese for the entire province, irrespective of the medium of instruction and examination of the children which is their respective mother-tongues in diffrent regions.

The Gauhati or Shillong Radio stations do not broadcast any news in Bengali. The University of Gauhati does not have a course for the study of M.A. in Bengali, though it has one in Assamese from its creation in 1948. Assamese festivals like Bihu, and tithis (auspicious days) have been raised to the status of national festivals and sought to be imposed on non-Assamese by declaring them as holidays for the whole State in the Gazette. Such instances could be multiplied ad infinitum.

(iv) Educationally–by withholding even merit scholarships from non-Assamese students

But the unkindest cut of all is the treatment meted out to promising boys and girls who are denied their wellearned merit scholarships for the sin of being non-Assamese in origin, though living in Assam for generations. This is being done in accordance with the policy adopted by Circular Latter No. 27868-933, dated 10. 9. 48. of D. P. I., Assams, to the Heads of all Government and affiliated institutions. The circular stated : "Government of Assam have decided that they would not henceforth be responsible for the payment of any scholarship in any institution to those students who do not have their domicile in Assam, as constituted after the transfer of a portion of Sylhet to East Bental....." The first step under this policy was to stop the scholarships of all students of Sylhet who were reading, with Assam Government assistance, in different institutions in India *and*

abroad. Their sin was that they belonged to Sylhet (Assam) when they had left for their studies, and Sylhet had afterwards gone out of Assam. How stranded these scholars must have felt at the time, far a away from home, and what agonies they and their guardians had to go through for no fault of their own, can better be imagined than described. The same policy has now been widened and applied to all non-Assamese students even inside Assam.

To take only one recent instantance, Shri Ranjan Prasad Sen Gupta who stood 10th in the University of Gauhati in the 1953 Matriculation Examination (Roll. Dib. No. 398) from the Tinsukia Bengali High School and is now reading in a College in Assam has been refused a merit scholarship. His father Shri Saurindra Prasad Sen Gupta is a railway official at Tinsukia having his paternal home and landed property in North Lumding (District Nowgong in the Assam Valley). Though living here for three generations with landed property and speaking the Assamese language fluently, he and his family have not been considered as 'domiciled.'[1]

[1] A Girl-student, Sabita Dam, Roll. Gau. No. f-7, found eligible for a scholarship on merits among girls, was refused the scholarship, though her father owns a house at Gauhati and is an Advccate of the Hitgh Court there. He is a permanent ressident of Assam Valley as certified by Deputy Commissioner. The following letter will point to the reasons :–

No. 1895 dated 14. 11. 53.

PANBAZAR GIRLS' HIGH SCHOOL.

Sir,

I beg to request you kindly to furnish the following information in connection with your daughter Sabita Dam, who passed the Matric. Examination, 1953.

1. Community and native district.
2. Whether domiciled in the State; if so, state the number of years.
3. Whether the father is capable of speaking in any of the tribal languages of Assam or in the language of the district where her father resides.

Yours faithfully,
Sd. Illegible,
for Head Mistress, Panbazar Girls'
High School, Gauhati, Kamrup.

The same was the fate of three other girls, Miss Sabita Sinha, Chitra Ghosh and Bela Choudhuri, who are reugees from East Bengal, and now citizens of India in Assam (Silchar). They were deprived of scholarships earned by merit from Silchar Govt. Aided Girl' High School on the ground of "domicile."

Thus 'indigenous' has now been reinforced by 'domiciled', and the two have been the halters with which to strangle the non-Assamese people of Assam by depriving them of their lands, their jobs, their earned scholarships and what not. We have seen the definition of 'indigenous' (p.13 ante); let us now see what 'domicile' means.

According to a statement made by the late Sj. Bordoloi, Chief Minister of Assam, in a Assembly on 20.3.48 :

"A non-Assamese must have the following qualifications in order to acquire the domicile :–

1. Homestead in the district where he should live continuously at least for 10 years.

2. Desire to live there till his death.

3. Non-possession of any landed property in his native district.

4. Absence of frequent visits to his native place or district.

5. Absence of interest or connection whatsoever with his native people" (Vide also Rule 307, clause 2 of the Assam Executive Mannual).

It is to be noted that the Constitution of India with all its Fundamental Rights has not been treated any better than a mere scrap of paper by Assam. Not to speak of holding any property in his original home district, even any "connection whatsoever with his native people" will disqualify a person for domicile in Assam. But throughout the civilised world, a citizen of a State can hold property anywhere else and have connection with any body and visit any place any number of times without losing his citizenship. But, to repeat the compliment paid by the Supreme Court, the State of Assam appears as "a bold, brave despot which knows no law but its own."

6. With Assamisation, the second prong of attack is Economic strangulation–including 'refugees'.

Along with the process of Assamisation, there is also the pressure for exclusion–whichever succeeds. And the pressure works through economic strangulation by which people of non-Assamese origin living in Assam are sought to be suffocated and squeezed out It is interesting to know how many of the foreign scholarships since independence were granted to inhabitants of Assam outside of the five Assamese districts, leading to high salaried appointments; how many Gazetted posts since independence have gone to any one outside of these five districts, and how many of the executive posts in the University of Gauhati and other bodies receiving handsome grants from public funds. Apart from such

white-collared jobs, even contracts for P.W.D. works or lease of the ferry boats require a certificate of 'domicile' which, as has been seen, is not to be issued except on almost impossible conditions. (Vide Assam Gazette, dated 5. 4. 50–Press Note No. 77 dated Shillong, the 29th March, 1950). The result has been the gradual squeezing out of all the people from all avenues of employment who cannot call themselves either 'indigenous (native) or 'domiciled' according to the definitions quoted above. Every notification for posts issued by the Assam Public Service Commission contains the restrictive direction :–"Applications are invited from native or domiciled candidates of Assam for the post of...........". It is against this kind of discrimination that certain fair-minded officer in Assam put up a stiff fight, and if the truth why Chief Secretary Mr. Pandit, I. C. S. had to leave ever comes out, that will show up many a skeleton from inside the cup-boards of the Assam Government.[1]

---

[1] One such skeleton was discovered by the Division Bench of the Supreme Court consisting of Mr. Justic Mahajan, Mr. Justice Bose and Mr. Justic Jagannath Das. (Civil Appeal No. 176 of 1952–A. I. R., June 1953 Supreme Court 309). In dismissing an appeal by the State of Assam against Keshab Prasad Singh and another on the 14th of April, 1953, Bose J. delivered the judgment of the Court :

"This is a curious case in which the State Government of Assam, having granted the first respondent a lease, later cancelled its grant and re-granted it to another party and now contends that it is not bound by the laws and regulations which ordinarily govern such transactions."

A fishery was leased out to the respondent and the contract was complete. But the lessee was an "up-country" inhabitant of Tezpur (Dt. Darrange). And a Fishermen's Society sprangup immediately, consisting of "bona-fide Assamese fishermen." In order to "encourage them to compete with the other fishermen coming from outside Assam," and because "indigenous fishermen cannot compete with up-country people in open auction," the State of Assam betrayed "a cynical disregard for accuracy on a par only with the Assam Government's cynical disregard for its pledged world," and resettled the fishery with the "indigeneous" people.

Bose J. remarked : "According to all notions of contract current in civilised countries, that would have constituted a binding engagement from which one of the parties to it could not resile at will....But the State Government did not feel itself hampered by any such old fashioned notions regarding the sanctity of engagements'.–Yet, "inspite of the efforts of the Government to appear as a bold brave despot which knows no laws but its own, we are constrained, remarked the the Judge, to "dismiss the appeal with costs payable to the first respondent."

–So here also it is the same story of "indigenous" and "non-indigenous" and the same "cynical disregard for accuracy." But how many people can continue the fight upto the Supreme Court? Even the 400 discharged India-opting Assam Govt. Servants could not.

7. The Lost Tribe who found no refuge.

Even the the refugees have not been spared in this crusade against the non-indigenous. Circular No. RS. 195/47/108 dated 4th May, 1948, said :-

"I am to explain that thic Government cannot allow mass infiltration of the refugees, which in effect is likely to upset the recial equilibrium in the province. Transfer (of land) should not be recognised and the principle laid down should be strictly enforced in your district."

So it is the 'race' again, the race of the *herrenvolk*, the educated Assamese of the five districts of the Assam Valley, who must enjoy all the milk and honey of the land and rule over the other two-thirds of the territory inhabited by *forigners* as if that were a colony of this 'ruling race'. A year later, in Press Note dated 6th May, 1949, the Govt. of Assam reiterated the same policy, this time publicly, but without mentioning the 'race':

"It is necessary to state the question of settlement of refugees on Govt. lands which have recently been surveyed and have been found insufficient to settle landless people of the province is out of question altogether".

It is no wonder that Shri Mohanlal Saxena, in a report to the Prime Minister of India in 1950, said :-

"The refugees who have got into the State of Assam are there inspite of the unhelpful attitude of the State Government."

He may be able to say what other secret circulars he came to know of, regarding refugee fishermen, motor drivers and others, and why he felt compelled to take over rehabilitation work in Cachar into the Centre's hand.[1] But the story of non-co-operation with the Government of India officers in this work in Cachar, by withholding grant of land which is the State Government's jurisdiction and by other means, is only too recent to recount. Even in the permanently settled areas of Goalpara district Zamindars were warned by the Deputy Commissioners against settling lands with refugees coming from outside the province. Even transfer by purchase was not to be permitted as the circular indicates. [Vide Assembly Proceedings, 1948, p. 355.] The Government of India had to give in to this obduracy and at last give up. Yet Assam has 18 million acres of current fallow and cultivable waste lying uncultivated for want of hands.

[1] For the period 1st May, 1950 to 14th February, 1953 the administration of Relief and Rehabilitation in Cachar was in the hands of the Central Government.

8. Who Pays and who Profits in Assam?

But there is no reluctance to receive grants from the Government of India in the name of these refugees whose number is shown as large or small according to convenience.[1]

(i) Money for the Refugees.

Sri Motiram Bora, Finance Minister of Assam, said :

"We do not allot any money (for the refugees). All the expenditure is borne by the Government of India. They provide all the money. In the matter of acquisition of land etc., we acquire the land but the money is paid by the Government of India for the acquisition of land etc., through loans. As a matter of fact we have no complaint. The Govenment of India is providing us with necessary funds." (Assam Assembly Proceedings 1953, p. 1027). How is this land acquired with the Government of India's money disposed of? The regugees are apparently to have little. The following table will show how Assamese employees of the Government of Assam have been given homestead lands in Shillong while there are none available for the refugees :

			1950-51	1952
No. of petitions received for settlement of land.			559	535
Settled with	Assamese.	...	72	129
" "	Bengalees.	...	4	14
" "	Khasis.	...	2	1
" "	Nepalis.	...	...	1
" "	Beharis.	...	...	1
" "	Punjabis.	...	1	...

Vide Assembly Proceedings, 1953, p. 301.

[1] (1) "About 55,000 'old' and 2,28,000 'new' displaced persons are in the district of Cachar". Sri M. Bora, Finance Minister of Assam, in his Budget speech date 9.3.51. p. 25. The total in Cachar thus compes up to 2,83,000.

(2) "At present the refugee population may approximately be estimated at about 3,40,000 person". (Sri M. Bora, Finance Minister of Assam, in his Budget speech, March 1951.)

N.B. It will appear that out of the total number of 3,40,000 refugees in Assam in 1954, at least 2,83,000 were in Cachar from 1951, without counting the subsequent pass-port refugees of 1952 who are included in the 1954 total of 3.40 lakhs for the whole State. That leaves a maximum of 57,000 refugees for the rest of Assam, outside the Cachar district. So it looks as if Cachar, the Bengali speaking district, has been made the dumping ground of refugees, keeping the rest of the State as clear of them as possible.

But, in fairness to the Hon'ble Minister, pointed out it may be that his estimate of the all-Assam number in 1951 from registration figures was

Even Assamese M.L.A's and M.P.'s had a piece or two of land thrown in for themeselves or their relations, in towns and villages, in fairly big plots. (Assembly Proceedings, 1952, p. 187). But the desetted refugee colonies of the Cachar district alone will hold the plight of these unfortunate people vividly before any visitor after the administration has ben taken over by the Govenment of Assam. Those in the Ghungur colony who were rehabilitated by the Government of India have now been served with notices of eviction! Such evictions have taken place in the past years also from 1948 onwards (Assembly Proceedings of 1948, p. 940; 1953, p. 289). Verily, for the refugees in Assam, it is 'fallow, fallow, everywhere, not an inch to plough'!

(ii) Money for the Five year Plan.

In other economic spheres also it is the same tale of having the lion's share for the chosen people out of money received from the Govenment of India, including the grants-in-aid for promoting the welfare of the Scheduled Tribes of the State under article 275 of the Constitution. Nearly Rs. 20 crores have been allotted to be spent under the First Five Year Plan in Assam–Rs. 1823.46 lakhs for Development schemes and the balance for Community Projects. Out of this total, 'resources to the extent of Rs. 1.5 crore should be found by the State Government and the balance by the Government of India'. (Vide, Government of Assam–*First Five Year Plan–A Broad Outline, 1953.* Introduction, para6). How much of it this Government has been or will be able to spend fruitfully is another matter. The remark of a Central Government Minister, regarding specialisation by Assam in the art of wasting public money, is not yet a completely forgotten story. But most of the grants has been allotted to the five districts of the Assam Valley. The Hill districts and Cachar have almost all been cut out with a shilling each. To take only one instance, all the large and expensive educational institutions under the Development schemes have been located in the five Assam Valley districts to the exclusion of Goalpara–not to speak of Cachar and the Hill districts :–

1. The University of Gauhati in the district of Kamrup. Estimated cost, Rs. 186 lakhs.

5,25,000, *plus* a 'very considerable number' not registered, but 'finding shelter with their relatives and friends'. This would bring the estimated total around 6 lakhs for Assam with 2.83 lakhs *plus* pass-port refugees in Cachar. (Budget speech, 1951, pp. 48-49.) Why the figure is reduced in 1954 is not clear.

[Why not at Shillong-the capital town of the State? Because Gauhati is being developed as the future capital of Assam?]

2. Medical College in the district of Lakhimpur at Dibrugarh–Rs. 131.36 lakhs; and Ayurvedic College at Gauhati–Rs. 3 8 lakhs.

3. Agricultural College at Jorhat in the district of Sibsagar; and the Agricultural Training School at Khanapara (district Kamrup)–Rs. 16.34 lakhs.

4. Engineering College at Jorhat, in the district of Sibsarag–Rs 10 lakhs.

5. Assam Veterinary College at Gauhati–Rs. 4.861 lakhs.

6. Assam Forest School and Sericultural Research Station at Gauhati–Rs.2.5 lakhs + Rs. 4.42 lakhs.

Similarly, the Umtru Hydro-Electric Project, at an estimated cost of Rs. 157.59 lakhs to be loaned by the Government of India, has been designed to benefit Kamrup and Nowgong while the Barak Project in Cachar has been dropped, though the whole district is flooded very frequently, almost every year,[1] and sometimes twice in a year, rendering people homeless and destroying their crops. The Barak scheme was given 'important' priority after the Khosla report years ago,[2] but has been completely forgotten. Even a bridge over the river Barak at Silchar is taking years to start, though it is a daily felt need

[1] There wer 12 floods in the last ten years. An idea of the amount of damage caused in Cachar by these floods was given by a Cachar M.L.A., Sri Hem Chandra Chakrabarty, President of the District Congress Committee, in the following terms in the Assembly :–

"I am citing figures from the Agricultural Department.

(1) Total are of the district (Cachar)–29,29,650 acres.

(2) Area under crop–6,05,733 acres.

(3) Ratio of sown area to total area of the district--20.5% approximately.

(4) 25% of the sown area usually affected by each flood on an average, i.e., nearly 1,51,425 acres.

(5) Taking loss of crops at 15 maunds per acre, total loss per flood is 22,27,360 maunds.

(6) Money-value of destroyed crops @Rs.8/- per maund, Rs. 1,81,70,880/-.

All these show, Sir, what serious damage is done by Barak floods." (Assembly Proceedings, 1953, p.484).

[2] "Two surveys have been made by Mr. Khosla and Mr. Man Singh. I may tell for the information of the house that the schemes have been most enthusiastically received by the Government of India. The Hon'ble Mr. Gadgil has written to the (Assam) Government that he would give an important priority to these projects." (The late Sri Bordoloi in the Assam Assembly.–Proceedings, 1948, page 1609.) One of the two surveys concerned the river Barak.

and should have been taken up from the Revenue Budget. But the work for the protection of Dibrugarh town at a cost of one crore has already been taken up.

In Agriculture and industry also the story is the same. Out of a total of Rs. 1,43,200/- given upto 31.7.52. as industrial loan, not a pice was paid to Cachar but everything to those five districts. (Assam Assembly Procedings, 1953, page 1228). The crumb of a Community Project Area or perhaps of a Development Block has been thrown about here and there for the other seven districts of Assam. To take another instance, all the nationalised Road Transport schemes costing Rs. 31.9 lakhs have fallen within the Assam Valley districts. And out of the total estimated expenditure of nearly 20 crores under the Five Year Plan (1951-56) the district of Cachar is actually receiving about 5 lakhs in all–just for a Community Project Area.[1] The same is the fate of the Hill districts, barring earmarked money granted by the Government of India under section 275 of the Constitution. The result has been that Cachar is–even in the matter of food–one of the most expensive places in India.

In a discussion in the Assam Assembly on the 13th March, 1954, on the Budget, Mr. Mainul Haque Choudhury, a Congress M. L. A. from Cachar, supported nearly all that has been said above :–

"He bitterly criticised the Government for not practically giving anything to Cachar in the Five Year Plan and that under the head Civil Works (Ordinary Roads) not a single road project had been undertaken for that district, while Nowgong district was allotted nearly Rs. 11 lakhs and Kamrup district nearly Rs. 15 lakhs, apart from other road projects undertaken. In the procurement, petrol tax Motor Tax projects also, Cachar only received Rs. 6,000/-. He asked the Government to remove these inequities and not to adopt their usual plea of lack of men and materials only in respect of Cachar district." (Quoted from *The Statesman*, Calcutta).

The same member lamented in 1953 :

"Sir, coming to my own district, in my last year's Budget speech I referred to the various grievances of the district and from the side of authorities I was given assurance that these matters would be looked

[1] Out of the allotment of Rs. 69,600/- for 1952-53 only Rs. 7,196/- could be spent; and out of the allotted Rs. 10,34,300/- for 1953–54, only Rs. 1,76,545/- was spent upto February, 1954. [Answer No. 54 to Sri Nanda Kishore Singh, M.L.A., dated 18th March, 1954, in the Assam Assembly.] Can the balance of even Rs. 5 lakhs be spent in the remaining period?

into. But after going through this year's Budget I find practically nothing has been done...........Under the Five Year Plan nothing has been provided for in the district of Cachar." [Assembly Proceedings, 1953, p. 493]

(iii) Money from the State Revenues.

There is nothing new in this. Immediately after the War, the entire Post-War Development Fund was appropriated for the Assam Valley. The policy of starving Cachar continued year after year and unavailing protests also were made in the Assembly year after year (Ibid 1949, p. 115; 1950, p. 160). It became a hardy annual till the last straw on the camel's back was placed in 1951 when all the Cachar M.L.A's in the Assembly boycotted the Budget session in protest. Sri Vidyapati Singh (Congress M. L. A–Manipuri) made the following statement before the walk-out :

"On behalf of members of the Legislative Assembly from Cachar I congratulate the Hon'ble Finance Minister for preparing the Budget with such pains and presenting the same to the House. It has been quite nice for all parts of the State except Cachar in which there is complete black-out of the boons that have found place in the Budget. So we Cachar members think that no useful purpose will be served by our taking part in the Budget debate or discussion which is not meant for us and, as a protest, we Cachar members refrain from taking part in the debate". (Assam Assembly Proceedings, 1951, page 248)

9. Cachar under Assam, and Tripura under the Centre —a contrast.

There is no gainsaying the fact that the district of Cachar with a population of 11.15 lakhs has been the worst victim of this kind of discrimination, while neighbouring Tripura, with a population of 6.39 lakhs, is taking long strides on the way to development under the Government of India with a handsome grant of about Rs. 2.25 crores for the First Five Year Plan. Nearly a crore and a half is proposed to be spent for road-making there–and a newly established college has secured a grant of no less than Rs.22 lakhs for developing itself. And every Indian citizen has equal rights of admission there whether as a student or teacher.

But look at Cachar. With nearly double the population, there is no Government College and no scope for higher studies in Science and not even a Government Girl's High School though over one hundred girls take the Matriculation examination from Silchar alone. Cachar

has no Inspector of Schools and no District Judge, but only Assistants in both cases, and has been tagged on to Jorhat, one of those five lucky district–2 days' journey from Silchar. In fact, drawing and disbuising officers in most departments are placed beyond the North Cachar Hills so that, even administratively, Cachar is hanging with Assam by a mere thread. The Cotton College at Gauhati, the only Government College in the State, with a roll-strength of nearly 1500, has a budget of Rs.7,11,000/- in 1954-55 (the recurring expenditure being over Rs. 5 lakhs every year); but the premier college of Cachar district with a roll-strength of over 800 and its good second at Karimganj with 500 students have an annual Government grant-in-aid of Rs. 30,000/- each, or less. Two other colleges in Cachar are on the point of abolition for want of grants. But admission to the only Govenment Degree College of Assam–and to the other Technical and Professional Colleges which are all in the Assam Valley, though built out of Govt. of India grants or loans–is restricted virtually to the Assamese student.[1] Others, though belonging to the State of Assam, can be admitted only an exceptions, as in the matter of scholarships already shown.

(a) [1] Quoted from the Form of Application for admission to B. Sc. classes, Cotton College, Gauhati : "Applicants claiming domicile must produce a certificate from the Deputy Commissioner of their districts to the effect that they are domiciled in the Assam Valley and are within the definition laid down as qualifying for service in the Executive Branch of the Provincial Civil Service.

"In the case of a native of the Province but not of the Assam Valley, his application must be accompanied by a certificate from the Deputy Commissioner of his district in the following form :–

"Certified that..............who is a native of this province but is not a native of the Assam Valley is a permanent resident of the Assam Valley."

(b) From latter to the Hindusthan Standard of Calcutta, dated 14th August, 1953 :

"The Government of Assam have recently asked Deputy Commissioners of all districts in a Circular to issue certificates of eligibility for admission into Government educational institutions only to those students whose parents have been living on self-owned land in this State for at least ten years. Another condition precedent to the issue of such certificate is that every parent must have working knowledge of the Assamese language. And to prove that he has such knowledge, he is to appear before the Deputy Commissioner concerned. Unless these two conditions are satisfied, no non-Assamese citizen of Assam will be entitled to get his children admitted to Government educational institutions.........

Be is noted that this has not been contradicted so far.

WANTED–AN ASSAMESE PAKISTAN

A. Sovereignty.

When the district of Sylhet had been transferred to Pakistan as a result of the referendum in July, 1947, the *Assam Tribune,* the only daily newspaper in Assam and the mouth-piece of the Ahom Jatiya Mahasabha and now of the governing classes of Assam, receiving subsidy and industrial loans from that Government, remarked : "The Assamese public seem to feel relieved of a burden."

When the Radcliffe Boundary Commission had giving their decision awarding four 'thanas' of Sylhet to Assam (August '47), a letter was published in the *Shillong Times* signed by four Jatiya Mahasabha leaders. It said among other things : "With Sylhet joining Pakistan, Assam has grown smaller in area, but attained greater homogeneity which has *prompted Assam to be Free and Sovereign.* From the days of antiquity, Assam was not only free but also indomitable in power. She can surely develop herself into a happy prosperous land to the envy of many. When the Congress and public agitated against grouping of Assam with Bengal, it was Mahatma Gandhi himself who said that Assam should resist this against the whole world. *But now she is grouped with rest of India, a mightier force than the other."*

"*Assam's sovereignty was a fact of ages ago and it should be of future.* There are many sovereign States in the world with lesser areas, population and potential resources. Assam is the home of brave martial races and tribes, whom the world has not seen in their full strength. In these days of national interdependence no State or country, however small or big, can have any reason for fear for her defence and *Assam can perhaps be one of the strongest little States in the whole East."*

On the 4th January, 1948, the Assam Tribune reported : "A meeting of the Ahom Jatiya Mahasabha, Kamrup branch, was held on the 1st January in the Church Field to discuss the development in the country in all aspects. *The Prsident expressed the view that Assam should come out of the Indian Union and become an independent country like Burma or any other country."*

For this purpose, the Jatiya Mahasabha tried to enlist the support of the Nagas to use them as tools to create disruption. It is well known that the Nagas refused to come within the fold of the Indian Dominion and wanted to become independent. The Mahasabha at once came out with a message of sympathy for this common cause. The Assam Tribune reported on the 3rd January, 1948 : "Sj. Ambica Giri Roy Choudhury, General Secretary, Ahom Jatiya Mahasabha, has

this morning sent a telegram from Jorhat to Mr. Aliba Inti, President, Naga National Council, Kohima. Sj. Roy Choudhury in the wire informed the National Council President *that the Assam Jatiya Mahasabha workers assembled at Jorhat have expressed their fullest sympathy with their Naga brothers' stand for self-determination."*

Infurtherance of the above cause the *Assam Tribune* wrote in its editorial of the 19th April, 1948 : *"Assam does not desire unity."* The paper abused West Bengal for "advocating a strong Centre" and for "talking about Indian Nationalism." Then it abused the Calcutta Press for advocating the cause of the refugees whom it called "floaters."

On the 1st April, 1948, the same paper in its editorial said : "Pandit Nehru has denounced what he calls provincialism. Many do not hesitate to denounce provincialism, and in the same breath argue to make their own language *lingua franca* or the State Language of India."

B. HOMOGENETY.

To what length of narrow parochialism the vocal section of the Assamese had gone at that time will be evident from the following quotations. They show that the leaders of that section would not hesitate to drive out more Indian territories to pakistan–though non-Moslem majority areas–in order that the Assamese might be more 'homogeneous' and the exclusive owners of this part of India and carve out a Hindu Pakistan for themselves.

Srijut Ambica Giri Roy Chowdhury wrote in the Assam *Tribune* on 22nd July, 1947: "It is our definite opinion that whatever sense there has been in retaining Sylhet as a whole in Assam, there is no justification whatsoever in these Cachar and Sylhet leaders trying to retain a few Hindu majority 'thanas' of the district within Assam. Nor can the Boundary Commission, in our opinion, grant this demand. *There is little cause in trying to retain the junior partner of Sylhet–the Cachar plains, at any rate Hailakandi Subdivision, in Assam."*

Next came the remarks of *Assam Tribune* made on the 23rd July, 1947: "There seems to be no justification in retaining a few 'thanas' of Sylhet district and *Hailakandi Subdivision of the cachar district* within the province of Assam. Mr. A. G. Roy Chowdhury's warning to the Assam Provincial Congress Committee is, therefore, timely and appropriate." Again, on the 29th July, the same paper said : "The case for the Assamese people is clear; they do not want to retain any part of Sylhet district. The proposal to demand a few 'thanas' seems quite uncalled for."

Fortunately, Sir Cyrill Radcliffe allowed a portion of Sylhet and the plains portion of Cachar to remain in India. Any decision to the contrary would have isolated Tripura State which is also a non-Assamese area and would force it to revise its already taken decision in favour of India to one in favour of Pakistan.

The declaration of June 3rd. left with the Boundary Commission the duty of ascertaining the Muslim majority areas which were to be transferred to East Bengal. It is regrettable that, though the Assam Government withdrew from the entire district of Sylhet before the decision of the Commission was made known, they subsequently re-occupied only a portion of the twelve 'thanas'. And this act of omission gave occasion for the Patharia Hill dispute, an area rich in oil, and caused the loss to India of 115 tea gardens, a fine Air-field at Shamshernagar, and rich forests and fisheries and rice-producing lands.

The Jatiya Mahasabha wanted to separate Assam from India by cutting off the connecting link between the two. They slyly took a move to leave out a portion of the Goalpara district which connects Assam with India. Here is the suggestion published in the *Assam Tribune* of 17th July, 1947:

"Southern part of Dhubri Subdivision might properly be detached and transferred (to East Pakistan). The area is covered by four 'thanas' of Dhubri Subdivision, viz, Dhubri, Bilasipara, South Salmara and Manikerchar. This area has a total population of 31/2 lakhs, almost entirely Bengali speaking." So, Hindu or Moslem, all Bengalis must be driven away to Pakistan. Fortunately for the people of this area the Boundary Commission ruled that their terms of reference did not include Goalpara. Otherwise Assam would have been cut off from the Indian Union and, on that plea, clamour for independence from India.

But the Bengalees were not the only targets. They wanted to keep out of Assam as far as practicable every non-Assamese. On the 24th July, 1947, Sri A. G. Roy Chowdhury wrote in the *Assam Tribune* : "The Assam Provincial Congress Committee, it is understood, has been faced with a proposal, sponsored by the Bengal Provincial Congress Commitee, of amalgamation of Chittagong Hill tracts with Assam in the new adjustment of Bengal territories between East and West. This predominently non-Muslim area (Muslims being less than 3%) with a population of about 2,40,000(all Tribal) can have no place in West Bengal being an isolated place in the east, contiguous to Assam via Lushai Hills. With the greatest sympathy for this area the

Assamese prople, I think, do not favour inclusion of unwieldy patches of land within Assam. She does not desire expansion farther east in quest of barren and unwieldy hills. *The Assamese people most certainly like to leave out even the Lushai Hills for creation of a frontier Autonomous Unit along with Tripura and Manipur."*

SOUTH EAST REGIONAL ECONOMY CONVENTION.

Silchar, Cachar.
Dated 12th June, 1960.

Resolution No.1.

This South East Regional Economic Convention covering an area of over 26,000 Sq. miles with a population of 3.6 millions comprising of the Union territories of Manipur and Tripura, the District of Cachar, and the autonomous Hills Districts of Mizo Hills and North Cachar Hills,

Considering its dislocation from the normal and natural outlet to the port of Calcutta owing to creation of East Pakistan as a result of the partition of the country and the circuitous and uncertain course of the All-India land routes connecting this region with the other parts of the country resulting in heavy increase in the cost of transport,

Considering the geographical and strategic position of this region bounded on the East by Burma, on the South and West by Pakistan and almost virtually isolated from the rest of the Country by inaccessible Hilly and mountainous ranges,

Considering the strategic importance of this area owing to constant unwanted disturbances by hostile Nagas from N.H.T.A. and repeated recurrance of border troubles and firing from East Pakistan,

Considering the necessity for a well-developed and regular inter-transport system by Roads, Rails, Water and Air connecting all the Units of this region in order to obtain a balanced and decentralised industrial and commercial development,

Considering the backward and fast deteriorating economic condition of the region on account of its being cut-off from its traditional economic links due to partition of the country and also consequential continuous influx of refugee in innumerable numbers,

Considering the virtual absence of any efforts being taken for

power supply in spite of potentialities even at the fag end of Second Plan without which no industrial development is feasible,

Considering the sufferings of the people due to repeated floods at quick succession and the existing famine condition in the Mizo-Hill and near famine condition in the North Cachar Hills due to large scale damage of food crops in which situation adequate and timely supply of relief and food-stuff became impossible for want of proper communication system even after more than twelve years of Independence,

Considering the extreme backwardness of the region and absence of any integrated Plan for its development keeping this region perennially under-developed,

Considering the flight of existing foreign capital from this region and fast deteriorating condition of the solitary existing industry viz Tea,

Considering unusually high cost of living and quick fluctuation of prices and gradual shrinkage of employment potentialities,

Bearing in mind lack of adequate facility for vocational, technical, cultural as well as Post-Graduate education (University) and Research centres within this zone,

Bearing in mind vast potentiality of development due to richness of this region in forest products, mineral and other natural resources.

Bearing in mind vast power potentiality if only its river system be properly barnesed with the additional benefit of controlling the repeated floods which is further depressing its economy,

Bearing in mind the tragic sense of frustration prevailing amongst the people of this region who are unable to get the benefit of market for the rich cash crops such as oranges, zinger, pin-apple, sugarcane, cotton, jute etc. which are grown and can be grown in abundance in this region and also due to influx of refugees and rapid growth of population who cannot be absorbed in gainful employment in already deteriorated economy,

Recalling the Recommendations of the States Reorganisation Commission for setting up Development Boards for various regions and consequent special provision in Article 371 of the Constitution,

Recalling the Report of the Congress Planning Sub-Committee recognising the necessity of balancing the needs of economy and needs of diversification and better regional balance and recommending a degree of preference in favour of under-developed regions in the country,

Recalling the Resolution of Assam Pradesh Congress Committee (in their Resolution No. 10) in the Annual Session held at Silchar in 1958 within whose jurisdiction the entire region is situated, accepting and recommending the formation of seperate economic zone with this region and urging the planning commission to draw up a Plan for its integrated and co-ordinated economic development,

Recalling the recommendation of the Development Commissioner, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, on the industrial development potentialities in Cachar and contiguous areas pointing out vast possibilities of the untapped resources, recognising the needs for an integrated economy of this region,

Recalling further the latest recommendation of the National Development Council made at its meeting held in March 1960, outlying the objective of the Third Plan as one of more even distribution of economic power and reduction of inequalities and recommending removal of Regional disparity,

Realising the supreme need of the hour for paying immediate attention for quick development of the most under-developed and backward pockets of India situated on the border in one of the most strategic position now in a state of ferment almost in the verge of explosion and also nothing the Government of India's policy of giving special consideration for the problems of the border people,

Recognising the need for an integrated economic plan and progamme, treating this whole region as one unit for the same purpose without in any way adversely affecting the financial assistance which the different units of the region is getting either on account of accepted Plan for development or under the provision of Article 275 of the Constitution,

1. Draws one attention of the Government of India and the Government of Assam for accepting the region as an economic unit designated as South-East Frontier Area. (S.E.F.A.)

2. (a) Emphasises the need for mitigating acute unemployment by rapid Industrial Development by taping the aboundantly available natural resources in view of the limitation of employment in Agriculture.

(b) the need for power, technical personnel and efficient means of communication being prime requisites.

(i) Powers should be generated from the perennial rivers in the region.

(c) need for an immediate action programmed to be drawn for and prospecting and tapping the mineral resources.

(i) Petroleum

(ii) Coal

(iii) Copper

(iv) Iron-ores

(v) Nickel

(vi) Lime-Stones

(d) Emphasies the needs for quick development of Railway system linking up different parts of Tripura, Manipur, Mizo Hills, North Cachar Hills and Cachar with the rest of India

(e) Extending all weather Road system linking up

(i) Silchar - Jowai-Shillong

(ii) Shillong - Haflong-Silchar

(iii) Silchar-Aijal-Lungleh

(iv) Silchar-Imphal

(v) Silchar-Agartola

(f) Improvement of Kumbhirgram Air Field making it fit for Sky Master and Viscount landing.

(g) Improving the waterways in this zone by dredging of rivers.

3. Urges the Union Government

(a) to advise the Planning Commission to draw up a Plan for integrated and co-ordinated economic development of this region and its incorporation in Third Five Year Plan.

(b) to recognise the urgency of taking adequate measure for development of this region by giving weightage and providing special allocation of funds for reaching a stage of development at per with the rest of the country.

(c) to set up proper machinery and to take such other actions as may be necessary for implementing the Plans of development.

Proposed by :
Sri S.C.Deb, M.P.
Seconded by :
Sri D.N.Tewari, M.P.

সভাপতির অভিভাষণ

নিখিল আসাম বাঙ্গলা ভাষা সম্মেলন
শ্রী চপলাকান্ত ভট্টাচার্য এম পি
২ ও ৩ জুলাই, ১৯৬০

বন্ধুগণ,

যে সম্মেলন আপনারা আহ্বান করিয়াছেন এবং যে সময়ে ও অবস্থায় আহ্বান করিয়াছেন, এই সময় ও অবস্থায় এইরূপ সম্মেলন আহুত হইলে এই মন্তব্য করিয়াই আরম্ভ করা হয় যে, অত্যন্ত এক গুরুতর সঙ্কটের সময় সম্মেলন আহুত হইয়াছে। আমি যদি সেই কথা বলিয়াই ভাষণ আরম্ভ করি তাহা মাত্র মামুলী উক্তি হইবে না। সত্য সত্যই এক সঙ্কটের সময় সম্মেলন আহুত হইয়াছে। তবে সে সঙ্কট কেবল বাঙ্গালাভাষী সমাজের নহে, উহা সমগ্র আসাম রাজ্যেরই সঙ্কট ; অসমীয়াভাষী সমাজের ইহা বুঝিতে কিছু বিলম্ব হইবে। দুঃখের কথা এ সঙ্কট তাঁহারই ঘনাইয়া তুলিতেছেন।

নিখিল আসাম বাঙ্গালা ভাষা সম্মেলনে আমরা সমবেত হইয়াছি। এরূপ অবস্থায় সম্মেলন বোধ হয় এই প্রথম। এমন একটা পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে যাহাতে একথা প্রামাণিকভাবে নির্ধারণ ও ঘোষণা করা প্রয়োজন, আসাম রাজ্যে বাঙ্গালাভাষী সমাজের ভাষা কি অধিকারে ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। সম্মেলনকে সেই কাজই করিতে হইবে। অসমীয়া ভাষাকে আসামের একমাত্র সরকারী ভাষা ঘোষণা করিবার উদ্যম হইতেছে। তাহারই সঙ্গে সঙ্গে এবং তাহাতেই উৎসাহিত হইয়া অসমীয়া সমাজের একাংশ এমন আচরণে লিপ্ত হইয়াছেন যাহাতে মনে হয়, এক আঘাতে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালাভাষী সমাজকে আসাম হইতে উচ্ছেদ করিতে তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ। এই সঙ্কটের সম্মুখে বাঙ্গলাভাষী সমাজের করণীয় কি সম্মেলনকে তাহা নির্দেশ করিতে হইবে।

আসাম রাজ্যের সরকারী ভাষা কি হইবে ইহাই মূল প্রশ্ন। এই প্রশ্নে আলোচনা করিতে সমগ্র আসামে এমন অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছে কেন? যাঁহারা অসমীয়া সমাজভুক্ত নহেন তাঁহাদের জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হইতেছে কেন? নিরাপত্তার অভাব এতখানি দেখা দিয়াছে যে, আসামে ভারত সরকারের যে সকল কাজ হয় তাহাও নিয়মিত করা সম্ভব হইতেছে না। সরকারের কার্যে নিযুক্ত কর্মচারীরা একবার কলিকাতার কাছে একবার দিল্লীর কাছে আপনাদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আবেদন করিতেছেন। এই অবস্থা ভারত সরকারকে উদ্বিগ্ন করিয়াছে এবং আসাম সরকারকেও নিশ্চয়ই বিব্রত করিয়াছে। অসমীয়া সমাজের নিকট আমার প্রশ্ন, তাঁহারা কেন আপনাদিগের এমন অবস্থায় উপনীত করিয়াছেন যে, সরকারী ভাষা নির্ধারণের সমস্যাটা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করিতে পারিতেছেন না? তাঁহাদের ধারণা অসমীয়া সমাজই আসামে প্রধান। ইহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অসমীয়া ভাষাকে সরকারী ভাষারূপে স্থাপনের সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে তাঁহারা অন্য ভাষাভাষীদের মাথার উপরে দণ্ড উত্তোলন করিয়াছেন কেন? তাঁহাদের এই স্নায়বিক অস্থিরতা কি ইহাই প্রমাণ করে না যে, সমগ্রভাবে আসাম রাজ্যে যে প্রাধান্য তাঁহার দাবী করেন সে প্রাধান্য তাঁহাদের নাই। সেই দুর্বলতাকে চাপা দিবার জন্যই অসমীয়া ভাষার সমর্থনে তাঁহাদিগকে লাঠি ধরিতে হয়। ইহা কেবল আজ নহে, পূর্বেও

ঘটিয়াছে ; একবার নহে, বহুবার ঘটিয়াছে ; বস্তুতঃ ইহা আসাম রাজ্যের এবং অসমীয়া সমাজের একটা অভ্যাসগত ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এইখানে তাঁহাদিগকে সতর্ক করিতে চাহি এবং একটু স্থির হইয়া চিন্তা করিতে বলি। লাঠি উঁচাইয়া আর যাহাই করা যাক, লোককে তাহার নিজের ভাষা বর্জন করিতে অথবা অন্য ভাষা গ্রহণ করিতে বাধ্য করা যায় না। পৃথিবীতে কোথাও ইহা সম্ভব হয় নাই, এখানেও হইবে না। মানুষের ভাষা স্বাভাবিক ভাবে গড়িয়া ওঠে, উপর হইতে জোর করিয়া চাপানো যায় না। ভারতের সংবিধানের দ্বারা সুরক্ষিত, ভারত সরকারের প্রভূত সাহায্য ও সমর্থনে পরিপুষ্ট এবং ভারতের বিশাল হিন্দীভাষী সমাজের দ্বারা একযোগে সমর্থিত হওয়া সত্ত্বেও হিন্দীভাষা ভারতের সর্ব অঞ্চলে সরকারী ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত ও গৃহীত হইতে পারিতেছে না। নিখিল ভারতীয় ক্ষেত্রে হিন্দীর পক্ষে যাহা সম্ভব হয় নাই আসামের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে অসমীয়াভাষার পক্ষে তাহা সম্ভব হইবে না। জনমতের অপেক্ষা করিতে হইবে, জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইতে হইবে, লোকের স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত আকর্ষণ যে ভাষাকে সমর্থন করে তাহাকেই স্বীকৃতি দিতে হইবে।

ভারত সরকার ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন। সেই জন্য রাষ্ট্রপতির নিযুক্ত ভাষা কমিশনের সুপারিশ হিন্দীর অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর অধিনায়কতায় গঠিত পার্লামেণ্টারী কমিটি সে সুপারিশ গ্রহণ করিতে সতর্ক হইয়াছেন। ভারতের অহিন্দীভাষী লোকেরা যতদিন চাহিবে ততদিন ইংরাজি ভারতের বিকল্প সরকারী ভাষা হিসাবে প্রচলিত থাকিবে। হিন্দীর এত সমর্থনের পরেও ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে যে এই ঘোষণা করিতে হইয়াছে, ইহার প্রতি আসাম সরকার ও অসমীয়া সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও ভারত সরকার জনমতের প্রতি যে শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিয়াছেন আসাম সরকার সেই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন না কেন?

আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা মহাশয় ঘোষণা করিয়াছেন অসমীয়া ভাষাকে সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃতি দিবার জন্য তিনি বিধানসভায় প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন। এই প্রস্তাব উত্থাপনের ভূমিকাটি খুব সুখজনক নহে। ঘটনাপরম্পরার প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছি, ইহার পূর্বেই অসমীয়া ভাষাকে সরকারী ভাষারূপে প্রবর্তনের দাবীর সমর্থনে উপদ্রবমূলক অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কিছুদিন এইরূপ অনুষ্ঠান চলিবার পর অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা প্রকাশিত হইয়াছে এবং মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর উপদ্রব আরও বাড়িয়াছে, আরও ব্যাপক হইয়াছে, আরও প্রবল হইয়াছে। আমার মনে হয়, এই ভূমিকায় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এরূপ ঘোষণা না করিলেই ভালো হইত। সমগ্র রাজ্যের মুখপাত্ররূপে তাঁহার পক্ষে এই ঘোষণাই সঙ্গত এবং শোভন হইত যে, এইরূপ উপদ্রবের আবহাওয়ায় ভাষার প্রশ্ন মীমাংসা করা যায় না। তাহার জন্য চাই স্থিরতা ও ধীর বিবেচনা, সকল পক্ষের সুবিধা ও অসুবিধা বুঝিবার প্রবৃত্তি এবং অসুবিধা প্রতিকারে আগ্রহ। শ্রীযুত চালিহা যদি পূর্ব হইতে সতর্ক হইতেন তাহা হইলে পরিস্থিতি এইরূপ আকার ধারণ করিত না।

আসাম রাজ্যের সরকারী ভাষা কি হইবে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে বাঙ্গালা ভাষার স্থান কোথায় এই প্রশ্নটি আলোচনায় তিন দিক হইতে অগ্রসর হইব—ভারতবাসী হিসাবে, কংগ্রেস-সেবক হিসাবে এবং বাঙ্গালী হিসাবে। ভারতবাসী হিসাবে এই প্রশ্নের বিবেচনা

করিতে স্বভাবতঃই লক্ষ্য করিতে হইবে সরকারী ভাষা নির্ধারণে ভারত সরকার কি নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, ভারত সরকারের মুখপাত্রগণ এই নীতির ঘোষণায় কি বলিয়াছেন এবং ভারতের সংবিধানে কি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভারত সরকারের নীতি এবং সরকারী মুখপাত্রগণের ঘোষণার কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। একথাও বলিয়াছি যে, ইহাই রাজ্যসমূহকে সরকারী ভাষা নির্ণয়ের অধিকার দিয়াছে অপর দিকে সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছে, যেন কোন ভাষার উপরে জবরদস্তি না হয়। সংবিধানের ভাষাসম্বন্ধীয় বিভিন্ন অনুচ্ছেদ একত্রে লইয়া বিবেচনা করিলেই ইহা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি হইবে। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়, যে অনুচ্ছেদে রাজ্যসমূহকে আপন আপন প্রয়োজন অনুযায়ী সরকারী ভাষা নির্ধাবণ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে সেই অনুচ্ছেদে পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে, এক বা একাধিক ভাষাকে সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করা চলিবে। ইহারই বলে পার্লামেণ্ট দ্বিভাষী বোম্বাই রাজ্য গঠন অনুমোদন করিয়াছিলেন। এখনও পাঞ্জাব রাজ্যে হিন্দী ও পাঞ্জাবী এই দুইটিকেই সরকারী ভাষারূপে গ্রহণের প্রস্তাব চলিতেছে।

সংবিধানের পূর্বোক্ত ব্যবস্থা অনুয়ায়ী আসাম রাজ্যের অবশ্যই নিজস্ব সবকারী ভাষা নির্ধারণ করিয়া লইবার অধিকার আছে। কিন্তু সে ভাষা কি হইবে এবং একাধিক হইবে কি না? আসামের ভাষাগত অবস্থাটা কি, এই মূল প্রশ্নটার মীমাংসার উপর আসাম রাজ্যের সরকারী ভাষা নির্ভর করিবে ; উপদ্রব উৎপীড়নের দ্বারা উহার মীমাংসা হইবে না, তাহাতে অবস্থার জটিলতা বাড়িবে। সমগ্রভাবে আসাম রাজ্যের অধিবাসীদিগকে ভাষা ও সমাজের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ করিলে দেখা যায়, জনসমাজ তিনভাগে বিভক্ত— অসমীয়াভাষী সমাজ, বাঙ্গালাভাষী সমাজ এবং পার্বত্য উপজাতি সমূহ। এই পার্বত্য উপজাতি সমূহ বহু গোষ্ঠিতে বিভক্ত এবং ইহারা বহুভাষী। এই সামাজিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে বলিতে হয়, আসাম রাজ্যের সমাজকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ধরিয়াই সরকারী ভাষার কথা বিবেচনা করিতে হইবে। জনসমাজের এই তিন অংশ প্রায় পরস্পব সমান অনুপাতে সন্নিবদ্ধ। ইহাদের মধ্যে বাঙ্গালাভাষী সমাজের অংশ যে অন্ততঃ শতকরা ৩৩ তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা যায়। বিশেষভাবে হিসাব করিলে এই অনুপাত বরং আরও কিছু বাড়িবে কিন্তু কমিবে না। জনসমাজের এই বৃহৎ অংশের যে ভাষা, সরকারী ভাষা নির্ণয়ে তাহার নিশ্চয়ই একটা স্থান আছে। পার্বত্য উপজাতিসমূহের ভাষার কথা এই সম্মেলনের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নহে ; সেই জন্য সরকারী ভাষা হিসাবে তাহাদের প্রয়োজন ও দাবী কি সে প্রসঙ্গ এখানে উঠাইতেছি না। সংবাদে দেখিয়াছি—তাহা নির্ণয়ের জন্য একটী স্বতন্ত্র সম্মেলন আহুত হইয়াছে। আমার বক্তব্য এই,—আসামরাজ্যের সরকারী ভাষা নির্ধারণে বাঙ্গালা ভাষাকে অগ্রাহ্য করিবার কোনও উপায় নাই। এখানে মেজরিটি ভাষা বা মাইনরিটি ভাষা বলিয়া কোন কথা উঠিতে পারে না। আসাম রাজ্যের সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া অসমীয়া ও বাঙ্গালা দুইটিকেই রাজ্যের প্রধান ভাষা (Major Language) বলিয়া স্বীকৃতি দিতে হইবে। সে স্বীকৃতি প্রাপ্য হইলে বাঙ্গালা ভাষা স্বভাবতই সরকারী ভাষার পর্যায়ে আসিয়া পড়ে।

কংগ্রেসের নীতির দিক হইতে বিষয়টি বিবেচনা করিয়া দেখিতেছি। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে শ্রীহট্ট ও কাছাড় আগাগোড়াই বাঙ্গালাভাষী বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছে। এইজন্যই শ্রীহট্ট ও কাছাড় সরকারীভাবে আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইলেও কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে

বরাবরই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির অন্তর্ভুক্ত ছিল। গঠনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত এই নীতি কংগ্রেস কখনও ত্যাগ করে নাই। দেশখণ্ডনের পর ১৯৪৮ সালে নভেম্বর মাসে কংগ্রেসের জয়পুর অধিবেশনের প্রাক্কালে ওয়ার্কিং কমিটির সভায় এই বিষয় পুনরায় বিবেচিত হয় এবং পুনরায় ধার্য হয় যে, কাছাড় (শ্রীহট্ট তখন পাকিস্থানভুক্ত হইয়া গিয়াছে) ও ত্রিপুরার ভাষা বাঙ্গালা ভাষাই থাকিবে। ইহার উপর রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের রিপোর্টে দেখিতে পাই, তাঁহারাও মানিয়া লইয়াছেন যে কাছাড়ের ভাষা বাঙ্গালা। এই প্রসঙ্গে কমিশন যে নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা উল্লেখযোগ্য। কমিশনের মতে কোন্ জেলার ভাষা কি তাহা নির্ভর করিবে সেই জেলার জনসংখ্যার [illegible] ভাগ লোক যে ভাষা বলে সেই ভাষার উপর।

অসমীয়া সমাজের কোনো কোনো অংশে বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে এইরূপ অপপ্রচার হইয়া থাকে যে, বাঙ্গালীরা বহিরাগত সেই জন্য তাহাদের ভাষা আসামের ভাষা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। অপপ্রচার কতখানি ভিত্তিহীন তাহা কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের উল্লিখিত নীতির প্রতি লক্ষ্য করিলেই উপলব্ধি হইবে। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে যে সকল অঞ্চলকে মূলতঃ বাঙ্গালাভাষী বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে সেই সকল অঞ্চল যতদিন আসামের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে তত দিন বাঙ্গালাভাষী সমাজ আসামে বহিরাগত নহে, বাঙ্গলাভাষাও বহিরাগতের ভাষা নহে। অসমীয়া সমাজ এবং অসমীয়া ভাষা যেমন আসামের নিজস্ব বাঙ্গালাভাষী সমাজ এবং বাঙ্গালা ভাষা ও তেমনি নিজস্ব। উভয়েই মূল সমাজের অঙ্গীভূত, পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধে জড়িত। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রকে যেমন বিচ্ছিন্ন করা যায় না তেমনি আসাম রাজ্যে বাঙ্গালাভাষী সমাজকে মূল সমাজদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার উপায় নাই। অসমীয়াভাষী সমাজ এবং বাঙ্গালাভাষী সমাজ উভয়েই আসামের জনজীবনে সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, সমান সুযোগের অধিকারী।

আমার যুক্তির তৃতীয় অংশ এবারে উল্লেখ করিব। বর্তমান ভারতে বাঙ্গালী হিসাবেও আমাদের কিছু বলিবার অধিকার আছে বৈকি। ভাষা হিসাবে বাঙ্গালার মর্যাদা আসামে স্বীকৃত হইলে তাহাতে আসাম রাজ্যের গৌরব বাড়িবে বৈ কমিবে না। বিশেষতঃ বাঙ্গালা ভাষা ও অসমীয়া ভাষা উভয়ের মধ্যে বাহিরের সাদৃশ্য এবং অন্তর্নিহিত যোগ অত্যন্ত গভীর এবং দুই ভাষাই এক লিপিতে লিখিত হইয়া থাকে ; এক্ষেত্রে এক ভাষাভাষীর পক্ষে অপর ভাষাভাষীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার কোন কারণ দেখিতে পাই না। বিশ্বসংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে বাঙ্গলা ভাষার ধারক ও বাহকেরা অগ্রদূতের যে কার্য করিয়া গিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে এই ভাষাকে ভারতের সর্বত্র গৌরবের স্থান দেওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথকে রাষ্ট্রীয় কবিরূপে মর্যাদা দেওয়া হইবে, রবীন্দ্রনাথের রচিত সঙ্গীত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইবে অথচ যে ভাষায় কবি আপনার মর্মবাণী গ্রথিত করিয়াছেন সেই ভাষা মর্যাদা পাইবে না এমনতর একটা ঐতিহাসিক ট্রাজেডি ঘটিতে দেওয়া উচিত নহে। অত্যন্ত সম্প্রতি কেরল সরকার বাঙ্গলা ভাষাকে তাঁহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। দূরে থাকিয়া কেরল সরকার যাহা পারিলেন বাঙ্গলার পাশে থাকিয়া এবং বাঙ্গালার সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া একাত্ম হইয়া আসাম যদি তাহা না পারে আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে তাহা গভীর পরিতাপের বিষয় হইবে।

সরকারী ভাষা স্থির করিবার প্রস্তাব হইতে বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব এক অভূতপূর্ব ঘটনা। আসামের এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, না করিয়া উপায় ছিল না। ভৌগোলিক দৃষ্টিতে এবং কূটনীতি ও দেশরক্ষার দিক হইতে বিচারে আসামের যে অবস্থান তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে বাধ্য। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মাত্র নির্দেশ দিয়া কর্তব্য শেষ করিলে চলিবে না। পূর্বাঞ্চলের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কেন্দ্রীয় সরকার মণিপুর ও ত্রিপুরা রাজ্যকে প্রথম হইতেই আপনার শাসনে রাখিয়াছেন ; আসামের "নেফা" অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল এবং নাগাপাহাড়—তুয়েনসাং অঞ্চল আপনাদের হাতে লইয়াছেন। আসামরাজ্যে পুনঃপুনঃ যেরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইতেছে তাহাতে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় সরকার আরও বৃহত্তর অঞ্চল আপনাদের হাতে লইতে বাধ্য হইবেন। অন্ততঃ পররাষ্ট্রের সীমান্তের সহিত সংলগ্ন সমগ্র অঞ্চলকেই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে লইতে হইবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আসাম সরকারকে এবং অসমীয়া সমাজকে তাঁহাদের বিশেষ দায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। আসাম সীমান্তবর্তী রাজ্য। যে সীমান্তে ইহা অবস্থিত সে সীমান্ত এখন বাহিরের ও ভিতরের বিরুদ্ধ শক্তির উপদ্রবে নানা দিক দিয়া বিপর্যস্ত। এই সময়ে অন্ততঃ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও সামাজিক সম্প্রীতি বিঘ্নিত না হয় ইহা সকলেরই বিশেষ কর্তব্য এবং তাঁহাদেরও। আমাদের সৌভাগ্যের কথা এই, আসামের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বাঙ্গালাভাষী কাছাড় হইতে নির্বাচিত এবং কাছাড়ের প্রতিনিধি। তাঁহার নিকট হইতে আমার আশা করি, সরকারী ভাষা নির্ধারণের সময়ে বাঙ্গালা ভাষাও যাহাতে সে তালিকায় স্থান পায় সে ব্যবস্থা তিনি করিবেন। আসামের মুখ্যমন্ত্রী কেবল অসমীয়াভাষী সমাজের মুখপাত্র নহেন, বাঙ্গালাভাষী সমাজেরও মুখপাত্র। আসামে ভাষাগত অশান্তি দূর করিবার একমাত্র উপায় বাঙ্গালা ভাষাকে স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা। এই উদ্যোগে অগ্রণী হইতে এবং নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে তাঁহার প্রতি অনুরোধ জানাইতেছি।

আসামের বাঙ্গালাভাষী সমাজ সহসা যে অবস্থার মধ্যে পড়িয়াছেন তাহাতে দেশব্যাপী উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। আসামের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য অসমীয়া সমাজ যাহা করিয়াছেন বাঙ্গালাভাষী সমাজ তাহা হইতে কম করেন নাই, অনেক ক্ষেত্রে বাঙ্গালাভাষী সমাজের দানই বেশী। কেবল আসামের বাঙ্গালাভাষী সমাজ নহে, রাজ্যের বাহিরের বাঙ্গালী সমাজ বারবার রাজনৈতিক সঙ্কটে আসামের সহায়তায় অগ্রসর হইয়াছে, আসামকে রক্ষা করিয়াছে। তাহার জন্য কোনো কৃতজ্ঞতার প্রতিদান বাঙ্গালী সমাজ চাহে না। কিন্তু আবহমানকাল রাজ্যের ও সমাজের সেবা করিয়া আসাম রাজ্যের বাঙ্গালাভাষী সমাজ অসহায় জীবন যাপন করিবে ইহা সহনীয় হইতে পারে না। এই অবস্থার প্রতিকার প্রয়োজন। স্মরণ রাখিতে হইবে আসাম রাজ্যের উপরে অসমীয়া সমাজের দাবী যতখানি স্থানীয় বাঙ্গালাভাষী সমাজের দাবী তাহা হইতে কিছুমাত্র কম নহে।

বন্ধুগণ, অবস্থা যাহাই হউক, ঘটনা যাহাই ঘটুক, আপনাদিগকে উত্তেজিত হইতে নিষেধ করিব। মহাত্মা গান্ধীর নীতি ও কর্মপন্থা আমি গভীরভাবে অনুশীলন করিয়াছি। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, উত্তেজনা পরাজয় ডাকিয়া আনে। যাহারা উত্তেজিত হয় তাহারা সহজেই আচরণের সীমা লঙ্ঘন করে এবং সেই লঙ্ঘনই তাহাদের পরাজয় ঘটায়। ধৈর্যেই জয় হয়,

অস্থিরতায় নহে ; দৃঢ়তায় জয় হয়, বিক্ষিপ্ততায় নহে—ইহাই ভারতের চিরন্তন শিক্ষা। যে বিরুদ্ধবুদ্ধির আঘাত আজ আপনাদের উপর পড়িতেছে, নিশ্চিত জানিয়া রাখুন, ইহা আপনার অসংযমেই আপনাকে ক্ষয় করিয়া ফেলিবে। আসামের বাঙ্গালাভাষী সমাজ ও তাঁহাদের মাতৃভাষা পরিপূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

❒ A Memorandum on behalf of three District Congress Committees (Silchar, Karimganj and Hailakandi) of Cachar District to delegation of Members of Parliament to make assessment etc. regarding the recent disturbances in Assam.

1. We are very much grateful for your kind visit to this District of Cachar which is not affected by the so called language riot in Assam and which has become the asylum of the ten thousand riot victims. You have visited many worst affected areas in the Brahmaputra Valley, heard tales of woes and sufferings of thousands of refugees in that valley and have seen with your own eyes the ruins of the tragic happenings of riot-torn Brahmaputra Valley. We do not like to tax your patience by repeating all those pathetic stories which, we feel, you are quite aware of, during your valuable tour in different parts of the Brahmaputra Valley.

2. In Cachar more than ten thousand new type of non-Assamese speaking refugees have migrated from the different Districts of the Brahmaputra Valley to take shelter in this District of these more than eight thousand are in camps and others are either with their relatives or acquintences.

Although Cachar a District of Assam is not directly affected by language riots indirectly it is very badly affected because of these atrocious riotings. Some young men of this District were brutally murdered in the Brahmaputra Valley, many people of this District serving there on different vocations were assaulted, about three hundred students studying in University, Technical and other educational institutions are afraid of going back to their respective institutions after the tragic incident and high tensions prevailing there uptil now. Although this District has already more than three lakhs of East Bangal refugees and most of them are yet to be rehabilitated this new type of refugees from Brahmaputra Valley is another burden on this District. We desire that these refugees should be rehabilitated in their homes, giving them full safety and security so as to enable them to live there honourably with all their rights and previleges.

3. Even inspite of all those worst type of happenings in Brahmaputra Valley where even women and children were not spared, the Cachar people, generally, on the whole, have been maintaining peace, unity, law and order.

4. By the name "Assam State" one may be led to believe that Assam is an unilingual state with Assamese as the only language to be given the official status. The formation of the Assam state at different stages and the different census figures will clearly show that the actual position is otherwise.

5. Cachar was never a part of Assam before 1872, when the Province of Assam was formed by the British as a Chief Commissioner's Province. Sylhet, Cachar, Goalpara and the Hill Districts were then merged in the province to make it viable.

6. The present Assam State can be divided into two parts - (a) Brahamputra Valley consisting of the Districts – Lakhimpur, Sibsagar, Darrang, Nowgong, Kamrup and Goalpara. The total area of this valley is about 20,000 square miles with a population of 6.7 millions out of which not more than 3 millions speak Assames at home, and rest are non-Assamese. In 1951 census this figure was inflated from 3 to 5 millions showing a total increase of Assamese population by over 180 percent in twenty years – a probability biologically impossible.

(b) Non Assamese speaking Districts consist of the four Hill Districts - Garo, K. & J Hills, North Cachar and Mikir Hills and Mizo Districts and the plain District of Cachar. Cachar and Hill Districts are inhabitated by persons whose mother tongue is other than Assamese. This area covers an area of 64,000 square miles with a population of nearly 3 millions entirely non-Assamese speaking.

7. Assam as a multilingual State the people of afore-said six Districts of non-Assamese speaking population vehemently protested against imposition of Assamese as the State Language for the whole state. What are the cause for over enthusiasm of the Assamese speaking people for imposing Assamese as the State language all over Assam by legislation.

(i) The Assamese language-fanatics know that Assamese population in 1951 census is defective and inflated.

(ii) There will be census again in 1961 and that census figure will disprove the inflated Assamese speaking population of the state which is being challenged by all high-thinking men.

(iii) By the political changes in near future, Assam may be a bigger state.

(iv) Lack of amity and solidarity amongst the leaders in power and their supporters.

Due to the above factors the Assamese language-fanatics considered this to be opportune moment to make Assamese as the State language all over the state by law.

8. The non-Assamese speaking people of the other six districts unanimously protested against the move for Assamese as the State language on the following grounds :–

(i) The name of the State is a misnomer and the formation of the state is not based on language.

(ii) By comparing the census figures of different stages, it is clear that Assamese-speaking population are not the single linguistic majority group in Assam. Even if the census figures of 1951 is taken as correct the Assamese population in the whole of Assam State comes upto only 57% percent. This percentage cannot claim declaration of Assamese as the State language according to the recommendations of the State Re-organisation Commission. Minimum 70% or more is required for declaration of an unilingual state.

(iii) The language issue cannot and should not be decided by the majority or minority votes. Therefore, our suggestion regarding language (because of the multilingual character of Assam State) is (a) the status quo should be maintained until English is replaced by Hindi. (b) That Assam should be declared as a multilingual state with three state languages - Assamese, Bengali and Hindi and learning of any two language will be compulsory. (c) That we welcome the suggestion made by the Prime Minister and the Congress High Command for an agreed solution to be arrived at in a round table Conference with the representatives of all linguistic groups of the State.

9. It is said that the language is the cause for the disturbances in the Brahmaputra Valley. We feel that it is nothing but a plea. It may be one of many other factors.

In 1954 a non official resolution was moved by Shri D.Basumatari in the Assam Legislative Assembly for declaration of Assamese as the State language. This matter was discussed at length in the Congress Parliamentary Party Meeting and considering the various problems that may crop up in the same, they said resolution was not moved in the House after the then Chief Minister explaining the position clearly. There was no disturbance at that time in the Brahmaputra Valley. But this time the resolution in favour of Assamese as State language was adopted by the Assam Pradesh Congress Committee.

The Chief Minister made a statement for bringing a language Bill. Then why this tragic drama? Therefore, must be some other factors behind this move.

10. In the past, anti-Bengali riots took place in May 1948 at Gauhati. The police had to open fire. The official report of the incident was – one dead, 40 injured, 3 houses set on fire, 22 houses looted, 11 houses pulled down, 2 medicine shops destroyed. And then in 1950 about 2 lakhs Bengalees of Goalpara District of Brahmaputra Valley were driven out but they were afterwards rehabilitated when the Bengalies agreed to record Assamese as their mother tongue being demoralised as an immediate effect of that riot. Then again in 1955 at the time of the S.R.C., anti-Bengali riots on large scale broke out in the same District. Many houses were burnt and looted and many Bengali people were tortured. This time in 1960 the Brahmaputra Valley riots have surpassed the Noakhali riot and the great Calcutta killing of 1946 and 1947 respectively.

We are not repeating here what has happend in this 1960 riot in the Brahmaputra Valley. According to Official record in the last language riots 40 persons were killed and several times that number injured, about 10,000 houses were burnt and 50,000 people were driven out of their hearth and home.

About 10,000 refugees have come to this District from the Brahmaputra Valley. More than 8,000 are in camps. The victims of the present language riots are reluctant to go back to their homes for more reasons then one. At present the number of victims are increasing in Cachar at the rate of 100 to 125 per day even now. The people of Cachar are anxious that influx of victims to this District must not only be stopped but those already have reached here be taken back to their original respective places of residents and settle there. Education of our children is suffering immensely and if the schools be not re-open immediately antisocial elements may in no time take upper hand. The process of rehabilitation is likely to take time but educational institutions cannot be kept closed indefinitely. Camps should therefore, be built here to shift the victims pending their dis-posal to their respective places.

To sum up we are of opinion that the atmosphere in the Brahmaputra Valley is still surcharged with insecurity and the outward peace condition is only superficial. The activities of the neighbours are still hostile in the most of the affected pockets. Threats, abusive languages and pinpricks are still continuing. Even our boys are finding it impossible to prosecute their studies in Assam Valley

Colleges and the University.

The Steps suggested for rehabilitation :-

(i) Arrest and punishment of all real leaders of riots.

(ii) All the assames neighbours to be made collectively responsible for the safety of the resettled evacuees.

(iii) Full compensation and no loan for loss of life and property.

(iv) Reorganisation of Administration in the Districts with non-Assamese and Non-Bengali District Officers and the Assam police is to be reorganised as a cosmpolitan force.

(v) Assurances of Security are to be given in full to non-Assamese students reading in educational institutions of the Brhamaputra Valley including the Gauhati University.

And in fine we are of considered opinion that an Enquiry Commission with a Judge of the Supreme Court is to be set up immediately by the President of India (a) for the assessment of the causes of disturbances, (b) extent of damages (c) Losses of lives and (d) spoting out the leaders of the disturbances and to suggest ways and means for ensuring present and future security.

(1) Sd/- N.K. Sinha,
President,
Silchar District Congress Committee.

(2) Sd/- R.M.Das,
President,
Karimganj District Congress Committee.

(3) Sd/- S.K. Roy,
President,
Hailakandi District Congress Committee.

Date, Silchar,
the 18th August, 1960.

❐ THE CHIEF MINISTER, SHRI B. P. CHALIHA'S SPEECH WHILE INTRODUCING THE ASSAM OFFICIAL LANGUAGE BILL, 1960 IN THE ASSAM LEGISLATIVE ASSEMBLY ON THE 10TH OCTOBER, 1960

The question of Official Language for the State of Assam has been engaging the minds of the people for a number of years past. Several times it was raised on the floor of the Assembly and has been widely and frequently discussed in the Press and on the platform. During the last few years, several States in India have decided upon their

respective Official Languages and therefore this question naturally has assumed some urgency and importance in Assam also. In view of pre-occupation in various developmental programmes and other urgent matters it was not so long possible for the Government of Assam to take up this question. But meanwhile, public opinion grew in intensity and volume and the matter was again raised in all seriousness in the last Budget Session of the Assembly. At that time, I stated on the floor of the House that the Government would prefer to wait till the demand for making Assamese as the official Language of the State comes also from the non-Assamese speaking districts. By that I never meant any veto power to be given to the non-Assamese speaking communities in this matter. What I desired was the largest possible measure of agreement among different linguistic communities. I believed, and do still believe, that was a rational and correct democratic approach towards this question.

There was, however, a mixed reception to my statement and some amount of misunderstanding also took place in some quarters. Subsequently, the Assam Pradesh Congress Committee made a recommendation to the Government in which it was made absolutely clear that although Assamese was to be made the Official Language of the State there should be no imposition whatsoever on the non-Assamese speaking districts and that there must be adequate safeguards in the matter of employment, etc., for the linguistic minorities. I did not think that the A.P.C.C. recommendation was in any way contrary to the spirit of the statement that I earlier made on the floor of the House, and therefore, on 23rd June, 1960, I made an announcement that the Official Language Bill would be introduced in this session of the Assembly more or less on the basis of the recommendation of the Assam Pradesh Congress Committee. This statement again received a mixed reception. While the people of Brahmaputra Valley generally welcomed the statement, the people of Cachar and some of the autonomus hill districts resented it. So far our State is concerned diversity is her beauty and again diversity is her difficulty.

On the other hand, I am sure that the members of this House will agree with me that in the situation prevailing in the State today it is no longer desirable to postpone a decision on this question. Emotions have been roused and sentiments played up and the State has passed through some unfortunate and tragic happenings. We deeply regret the incidents which have brought shame and disgrace to the fair name of this State. It should be very clearly understood by all

concerned that problems are not solved but made more complicated by the kind of agitation that has taken place recently in this State and in a democracy questions are not decided by means other than democratic and parliamentary. Such violent agitations and lawlessness will not be tolerated in future and Government is determined to put down with a firm hand violence in any form and to maintain law and order at any cost. I hope and trust that the people have learned enough by now and realised what an amount of damage these disturbance have caused to us socially, economically and, in fact, in all aspects of our public life. Even the cause of language has thereby suffered a severe set-back. In the sphere of development progress has been held up and I do not know how long it will take us to make up the great loss we have all suffered. Let me hope that nobody will do anything hereforward either directly or indirectly that might help to create a situation of violence once again. I would appeal most earnestly to everybody, the public and the Press, the parties and their leaders to do everything possible to see that law and order is maintained and amity and fellow feeling between the various communities is speedily restored.

I do realise that the question of the Official Language continues to agitate the minds of the people. It appears as if all attention has been diverted towards that question only and as a result all other work continues to suffer. This State has embarked upon an ambitious programe of industrial and economic development. All our projects under the Second Five Year Plan have to be completed soon as we have to strive hard for making greater and more vigorous efforts to make the Third Five Year Plan a success. A backward State like Assam must give the highest importance and most of its attention to the question of development. We can hardly waste our time and energy in other matters. But if this question of Official Language continues to engage the attention of the people, the way it is doing now; I am afraid in the long run we shall be the worst sufferers. Therefore, I would very much like that this question is decided in this very session of the Assembly. Delay or postponement will only keep the people in a state of uncertainty and suspense and therefore, will not only be undesirable but also extremely harmful to the State as a whole.

At the same time it must be realised that rapid development of the State largely depends upon the willing, active and intelligent co-operation and participation of the people. It becomes difficult, rather impossible, if the administrative affairs are conducted in a language not understood by the overwhelming majority of the people. Unless

the administration moves closer to the people which is facilitated to a large extent only if the administration speaks the language understood by the people not only developmental programmes suffer but democracy itself fails to achieve full growth and acquire its true meaning. It has, therefore, become highly necessary and a matter of urgency that steps be taken to introduce people's language for purpose of official use.

It is, of course, true that in the course of the last few months, divergent views have been expressed on this question of Official Language. Even within the same category of views, there are various shades. The Government, however, has all the time been anxious to see that this question is decided on the basis of all agreed solution or a formula most acceptable to all sections of the people of Assam. It is with that end in view that I made the statement in the Budget Session and the A.P.C.C. resolution also put conditions of no imposition and adequate safeguards. I am glad that other political parties in the State have also approached this question in that spirit and have given their views. In our sincere desire to arrive at agreed solution I, in my capacity as the Chief Minister and as one of the members of the Negotiating Committee appointed by the A.P.C.C. started a series of discussions with representatives of various parties, groups and linguistic communities. I am, however, sorry that in spite of many requests from many quarters for want of time we could not comply with all the requests. I convey my apology to all those whom we could not meet. It will not be wholly true to say that these talks and discussions failed. In the course of these discussions, could appreciate the views, the difficulties, problems apprehensions and also suspesions. We strained all our nerves and left no stone unturned in our effort to evolve a reasonable formula for all sections of the people of Assam. I am glad to say that almost everybody showed a spirit of accommodation and keenness to arrived at an agreed formula even by making whatever adjustment was necessary to his or their original stand. The proposal arrived at after long discussions and talks and most sympathetic consideration of all points of view expressed on this question embodies the widest possible measure of agreement among various sections of people and also signifies the spirit of utmost accommodation that has been possible under the circumstances. The series of discussions and negotiations and the proposal now placed before you will also make it absolutely plain that the Government was all the time guided by the principle that there should be no imposition of the majority-will on the minority.

I would be failing in my duty if I do not express our grateful thanks to our Union Home Minister, Shri Govind Ballabh Pant, who in compliance to my request spared a few days and came to our State to guide us with the vast experience behind him in solving this rather complicated problem for our State. We are indeed very thankful to him.

In course of our discussions with the various representatives we received various suggestions. To mention a few, there were proposals for :–

(1) Postponment of this issue.

(2) Declaring only 'Hindi' as the Official Language for the State.

(3) Declaring Assamese, Bengali and Hindi as the Official Languages for the State.

(4) Declaring only Assamese as the Official Language for the State with safeguards for the non-Assamese speaking districts.

(5) Formation of a Separate Hills State consisting of the hill districts of Assam. Etc.

We gave all these proposals our very serious consideration. There are two ways of arriving at a decision–one is to go alone by majority views ignoring the minority views and face the consequences whatever they may be and the other is as far as possible by understanding, appreciation and adjustment of all views. We felt that in a matter like this it would be good for the State and the people and it would pay in the long run if the latter course is adopted. With this approach in our mind we have come to the conclusions in the circumstances prevailing to-day that :–

(1) Assamese and English, to be replaced by Hindi, should be declared the Official Languages for the State, have Assamese for district administration in the Brahmapurta Valley, Bengali for Cachar and leave the option of selecting whatever language the respective District and Regional Councils chose for district administration in their respective districts, continue English in the Secretariat and Heads of Departments office and the Bill that is to be introduced presently in this House contains these proposals.

I however, do not claim this to be an ideal proposal, but I could not think of a better proposal than this taking into consideration the hard realities in which we are living today.

I would also make it quite clear that we do not have a closed mind and I would gladly consider any improvement that may be suggested on these proposals by this august House.

I would appeal to all to consider this Bill in the spirit in which it

has been placed before this House. As I said before members of this House are certainly free to make whatever suggestions they may have to further improve this Bill and make it more agreeable and more acceptable to all sections of the people of Assam.

In the 1951 Census 120 languages were recorded as mother tongue in Assam. But is obvious that it is not possible to make every language spoken in this State the Official Language for practical reasons. Therefore, the people of Assam have to choose one or more languages for administration purposes and how to do it. Before India attained independence, the question of national language for free India was discussed and the languages spoken in India and of them at least 14 languages have been accepted as major and developed languages. But it was plain that it would not be convenient and practicable to adopt even all these 14 languages for the administrative purposes at the Centre. In deciding this question Gandhiji tried to find if any particular liguistic group was in absolute majority and there was none. Then Gandhiji adopted the principle that the language spoken and understood by the single majority group should be accepted as the national language of India and that is how Hindi was finally selected. The number of people whose mother tongue is Hindi will not be more than 6 to 7 crores and the number of people who have accepted Hindi as spoken language will be about 15 to 16 crores today. In a country of 40 crores, therefore, it is clear that the Hindi speaking population does not constitute an absolute majority, but forms the single majority linguistic group. In Assam also when this question is approached on the basis of the same principle a case for the Assamess language is made out.

Furthermore, Assamese is one of the 14 languages named in the Constitution of India. The very purpose of the Eighth Schedule of the Constitution wherein the languages have been listed it obviously to make each one of these languages the official language in their respective States or Regions. The map of India has also been recently revised on the basis of language. That has further amphasised the claim of each regional language enumerated in the Constitution to become the official language of the region concerned. If, therefore, Assamese has to become the Official Language in any part of India, where else can it so become if not in Assam?

From these two points of view, therefore, the choice of Assamese as the Official Language is inevitable and quite reasonable.

And what is this Assamese language? Any one who is acquainted with the origin and the history of development of Assamese language

will clearly see that this language in the course of its development has drawn quite extensively upon the various tribal languages or dialects spoken in this part of the country. Hundreds of words have been taken in and even in some case expressions have been borrowed by the Assamese language from the tribal languages spoken in the hills and plains. In phonetics and morphology the Assamese language is so much soaked with and so deeply rooted in the tribal languages that it is impossible to conceive of the form and character of this language if it is completely stripped off the historical tribal influence. Although from the points of view of origin and grammar, Assamese language is undoubtedly a branch of Sanskrit and Prakrit, in the course of its development it was to large extent influenced and shaped by the local tribal languages. Its present form, therefore, can be rightly considered as the resultant of the long process of intermixture of the original Prakrit with the languages spoken by various sections of tribal people in this region. The fact that Assamese has long served as some sort of a lingua franca even among the tribal people speaking different languages not only in the plains but also in several hills including practically the whole of North-East Frontier Agency is highly significant and amply substantiates my contention and its historical claim to be the common language of this eastern region.

We should also realise that Garo, Khasi, Mizo, Mikir and all other languages spoken in the State are as much our own language as we consider the standard Assamese to be and each one of the tribal languages has its distinct feature. I have no doubt that as the Assamese language further grows, it will be more and more influenced by these tribal language that are themselves growing. Assamese language will fail to develop further if the other tribal languages are not helped and also allowed to develop. Similarly, the tribal languages will grow and develop at a faster speed if they are helped by the Assamese language also. So it is clear that mutual relation historical and is bound to continue to play its historical role for all the time to come. If we realise this historical truth, it will be the duty of everybody in this State, whether in the plains or in the hills, to help this process of mutual growth and enrichment and bring the languages closer instead of creating walls between them on grounds of sentiments and emotions. In order to help this process, it is as much necessary for the plains people to learn the languages of the hills as it is also necessary for the hill people to try to learn the language of the plains. I am of the opinion that every man and woman in the plains should learn atleast one language of the hills. It

must also be noted that whatever we may do we cannot alter the facts of geography. The hills and the plains of Assam must exist side by side till eternity unless, of course, some kind of cosmetic revolution or upheaval total changes the face of this part of the globe. The socio-economic relationship between the hills and the plains, therefore, is bound to continue and grow and can never be snapped. This relationship itself, if not anything else, will make unavoidable, rather highly desirable, for the plains and the hills to learn each others languages. If anybody refuses to learn, his own economic interests alone will suffer and I do not believe that the common people in the hills and the plains will ever allow their vital economic interests to suffer thereby.

But at the same time, we cannot overlook the fact that quite a large number of hill people cannot speak or write standard or literary Assamese today. The British Administration kept the hills separate from the plains and the mutual relationship that existed before the advent of the British was snapped during the hundred years and more of British rule. If Assamese becomes the sole Official Language of the State the people of the hills in particular will suffer from serious handicaps and large number of officers from the hills will overnight become illiterate and disabled. It has, therefore, been provided in the Bill that English to be replaced by Hindi be also made the Official Language so that the non-Assamese speaking people are not put into a serious disadvantage. I would like to make it clear that it is mainly to meet the difficulties and apprechensions of particularly the hill people that this provision has been made in the Bill. English is a foreign language and it has to go in due course. It is with a view to ultimately replace English that this Bill has been brought before this House. But when English is completely removed from official use it will be replaced by not only Assamese but also by Hindi. In any case, Hindi has to be learnt by everybody as a national language and to the people of the plains it will not cause any difficulty at all if Hindi remains side by side with Assamese as the Official Language. For the hill people it will be a great relief and advantage. They would be relieved to a large extent from the compulsion of learning too many languages. They will thereby be provided with near equal opportunities with the people of the plains. Let learning of language be left to the free choice and out of unfettered realisation of their own interests. There must not be any compulsion about it an certainly not an official compulsion. I am sure that the Assamese speaking people will realise and appreciate that while they will be in an

advantageous position to have their own language as the sole Official Language in the Brahmaputra Valley and as one of the two Official Languages at the Secretariat level, in due course is their duty and responsibility to see that the disadvantage of the non-Assamese speaking people is lessened and minimised. This provision, therefore, makes it absolutely clear that the Government do not want to impose the Assamese language on the non-Assamese speaking people, particularly the people of the hills. As long as necessary English will naturally continue to be used in the Secretariate and the Heads of Departments, and therefore nobody will be put to any kind of immediate disadvantage or inconvenience. Apart from everything else, practical considerations make it just impossible to remove English immediately from the Secretariat and the Heads of Departments.

So far as the administration in the hill districts is concerned the Bill provides that the District and Regional Councils will decide for themselves what language each district or Regional Council would like to use for official purposes within their respective jurisdictions. Similarly the people of Cachar have been allowed to use Bengali language for the purpose of administration upto the district level. With these provisions in the Bill, it becomes absolutely clear that no citizen of Assam will suffer from any inconvenience whatsoever on account of the declaration of Assamese and Hindi as the official language. As regards the Bengali I may add only this much that it is a highly developed language and literature which need no special care or encouragement for development, and this language is for all practical purposes already an Official Language of one of the most important states in India. Bengali language and literature have always enjoyed a place of honour and pride in the whole country. Notwithstanding this advantage of he Bengalis their language has been recognised for official use in the Bengali majority district of Cachar and they will also have the advantage of using, if they so choose, the national language that is, Hindi, at the Secretariat level as an alternative to Assamese. In the Brahmaputra Vally Assamese will naturally be the sole Official Language.

There seems to be some amount of confusion and misunderstanding about what is meant by an Official Language. The Official Language is only for administrative purposes. It has nothing to do with the medium of instruction. The medium of instruction for any citizen is guaranteed by the Constitution, and therefore, nobody should be under any apprehension that the declaration of the Official Language will make it impossible for him to take his education in his

mother tongue. It is also the policy of this government to help the growth and development of the tribal languages so that each one of those languages can become the medium of instruction at higher stages of education. Some hill languages have already reached a high stage, but some are still not quite developed. But I am sure that with whatever assistance the Government can give and with the efforts of the people themselves each one of these languages will develop.

The suggestion for dismemberment of Assam is, in my opinion, no solution to the problem of the official language. Let us, therefore, think not in terms of disunity and disintegration but in terms of greater harmony, stronger bonds of unity and generation of a powerful process of integration. Maintenance of peace and order, creation of an atmosphere of mutual good-will, trust and fellow-feeling among the various communities, rapid social progress and economic development of the entire State and, above all, strengthening the forces of integration as against those of disintegration are the supreme task and reponsibilities to which the people of this State must address them selves in all solemnity and earnestness. Failure to discharge this historic responsibility will be only at our peril. The government have been making and will continue to make all efforts in this direction and I appeal to all sections of people of Assam to lend their hands of ernest co-operation. Government alone cannot fulfil these tasks without the active co-operation and willing and constructive participation of the people. Emotions and sentiments have been displayed in abundance. May I now in all humility ask for a more vigorous play of reason? Let emotions be directed into creative changes and regulated by a rational outlook and intelligent approach. People wanted their languages to be recognised and given due official status and this Bill gives it is the full. They asked for no imposition of any language on anybody and the Bill steers clear of that too and removes completely all fears and apprehensions on that body of the Bill itself for the linguistic minorities in the matter of Government employment and contracts as well as of education. Everybody has been given a free choice and the viewpoints of all sections of people have been duly respected and accommodated. I do not think that under the circumstances and consistent with overall consideration of unity and integrity there can be any other proposal more reasonable, more rational and more democratic than the one contained in this Bill. I hope and believe that with the passing of this Bill we shall be able to march forward towards building a strong, united and much more firmly integrated Assam.

❒ **আসাম বিধান পরিষদে ভাষা-বিল বিতর্কে অংশগ্রহণকারী সদস্য শ্রীনন্দকিশোর সিংহের ভাষণের সারাংশ।**

Sri Nanda Kishore Singh : -- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আসামের রাজ্য ভাষা গত ১৯৪৭ ইং হইতে এই ১৩ বছর সারা বাজ্যে জল্পনা কল্পনার বিষয় হইয়া আছে কিন্তু এবার গত মার্চ মাস থেকে এই অক্টোবর পর্য্যন্ত এই কয়েক মাস সমস্ত প্রদেশে আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে এবং এই ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গত জুন-জুলাই মাসে যে অমানুষিক ঘটনা বিশেষভাবে আসাম উপত্যকায় যাহা হইয়া গেল তাহাতে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা এক কলঙ্ক রেখেছি।

আমার বিশ্বাস এই সংসদের সব সদস্যই অবগত আছেন গত ১৯৪৮ ইংরাজীতে কাছাড়কে কেন্দ্র করে পূর্ব্বাচল প্রদেশ গঠনের আন্দোলন যখন হয়েছিল তখন আমরা তার বিরুদ্ধে আসামের integrity রক্ষার জন্য দাঁড়িয়ে কৃতকার্য্য হয়েছিলাম। আমরা ঐক্য ও ঐতিহ্য রাখার পক্ষপাতী।

গত মার্চ-মাসে যখন এই সংসদে ভাষার প্রস্তাব উঠে বহু বিবেচনায় A.P.C.C র বিবেচনার্থে তা পাঠান হয় কিন্তু ২২শে এপ্রিল প্রদেশ কংগ্রেস যখন একমাত্র অসমিয়া ভাষাকে রাজ্যিক ভাষা করার প্রস্তাব নিল তখন হইতে সারা আসামে এক তীব্র আন্দোলনের ভাব দেখা দিল। কাছাড় জেলায়ও একমাত্র অসমিয়াকে রাজ্যিক ভাষা করার বিরুদ্ধে প্রবল উত্তেজনার লক্ষণ দেখা দেয়। কাছাড় বাসীকে আসাম প্রদেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, বহু ভাষা ভাষীদের বাস বিবেচনায় বলিয়াছিলাম যে অসমীয়া হিন্দী ও বাংলা এই তিন ভাষাকে রাজ্যিক ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিলেই সমস্যা সমাধান সম্ভব। এই অভিমতে প্রতিনিধি হিসাবে আমরা বরাবরই দাবি পেশ করিয়া আসিতেছি। গত জুলাই মাসে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে যে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল তখন আমরা কাছাড়ের নেতৃবৃন্দ নিখিল ভারত কংগ্রেস সভাপতি, প্রধান মন্ত্রী, Union Home Minister প্রভৃতি ভারতীয় জননেতাদের সহিতও দিল্লীতে সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়াছিলাম যে ভাষার প্রশ্নে আসামকে টুকরা করার পক্ষপাতী আমরা নই এবং ভাষার প্রশ্নে সকলের মেলা মেশার মাধ্যমে এক মীমাংসায় পৌছানো উচিত। তখনই এক Round Table Conference-এর কথা উঠে। আমরাও স্বীকৃতি দিয়েছিলাম। আমরা খুবই আশা করেছিলাম এক সুমীমাংসায় পৌছব। বহুবার নানা ভাবে মিলিত হইয়াছি। শেষ পর্যন্ত শিলংএ ৫ ও ৬ অক্টোবর Union Home Minister পন্থজীর সঙ্গে দুবার দেখা করেছি। আসামের মুখ্যমন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া কাছাড়ের প্রতিনিধিদের সকলকে তিনি নানাভাবে বুঝিয়ে বলেছেন এবং তার Formula পত্রিকাদিতে বাহিরও হইয়াছে। আমরা পন্থজীকে আশ্বাস দিয়াছিলাম Hill State এর দাবিকে উপেক্ষা করিলে কাছাড় বাসীকে সেই Formula গ্রহণ করার জন্যে সর্ব্ব প্রকারের চেষ্টা করব কারণ আমরা আসামের integrity চাই এই বিশ্বাস নিয়াই আসামের নেতাদের আমরা পন্থ Suggestion গ্রহনের অনুরোধ করি। কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় A.P.C.C ১৫ই অক্টোবরের সভায় যে Resolution আনিয়াছেন উহাতে পার্ব্বত্য জেলা সমুহকে পৃথক করার অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রস্তাব আমরা কাছাড় প্রতিনিধিরা মানিনা। ইহাতে আসামকে খণ্ডিত করাই হইবে।

তদুপরি আরও দুঃখের বিষয় আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত সতীকান্ত দাস তাদের বক্তৃতায় কেবল কাছাড় জেলায় Mahakuma Parishad এর এক অনুচ্ছেদ যোগ করাব প্রস্তাব ও করিয়াছিল। Mahakuma Parishad কি কাছাড় জেলা ছাড়া আসামের অন্যান্য জেলায় নেই এই তারতম্যের উদ্দেশ্যই বা কি? এই পৃথক মনোভাব বাস্তবিকই অতি নিন্দনীয়, আমবা বার বার বলিয়াছি এবং কাছাড়ের সব প্রতিনিধিরা তাদের ভাষণে স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন আমরা চাই আসামে অসমীয়া ভাষার একটা সম্মান জনকস্থান থাকা উচিত। কিন্তু চাওয়া এমনই ভাবে থাকবে যাতে করে আমাদেব কোন অঞ্চলের সম্মান ক্ষুণ্ণ না হয় আর আসাম প্রদেশের ঐক্য ও ঐতিহ্য নষ্ট না হয়। এখনও সময় আছে। ধীর স্থিরভাবে আমরা যেন চিন্তা করি ভাবাবেগে কিছুই করা উচিত হইবে না। সংখ্যা গরিষ্ঠ সবাইকে সন্তুষ্ট রাখতে হইলে আমি Mr. Borbora মহাশয়ের প্রস্তাব সমর্থন করি অর্থাৎ তিনি অসমিয়া, বাংলা ও হিন্দিকেই রাজ্যিক ভাষা করার কথা বলিয়াছেন। এই তিন ভাষাকেই যেন Assam Official language হিসাবে গ্রহণ করিয়া আসামের integrity রক্ষার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর হই।

[শ্রী নন্দকিশোর সিংহের নিজহাতে লেখা এই বক্তব্য হুবহু প্রকাশ করা হল।]

SPEECH OF SHRI R.M. DAS, M.L.A (CONGRESS) FROM CACHAR (KARIMGANJ) ON 24-10-60.

Shri Ranendra Mohan Das – Mr. Speaker, Sir, with your kind permission I want to make a statement on behalf of the Cachar members about the language controversy which is going on in the country. Sir, we the members from Cachar, from the very beginning...

Shri Gourisankar Battacharjee–Do you mean all members?

Shri Ranendra Mohan Das – Yes.

Shri Gourisankar Bhattacharjee – He has no right, Sir, to speak for the Comunist member from Cachar.

Shri Ranendra Mohan das-All right. I will leave out the Communist member. But so far as the other members are concerned, at least all the Congress Members, form Cachar ; from the very beginning, we opposed to the very principals of the Bill. some of our friends have taken part and stated their views. Sir, Assam is a multilingual State. There are 3 linguistic groups. One group is Assamese speaking, the second group is Bengali speaking and the 3rd group consists of Tribal people. There are many languages amongst the Tribal people and English is their medium of expression. The Hill people therefore demanded Hindi as their State language. Accordingly, we also demanded that there should be 3 State Languages - viz. Assamese,

Bengali and Hindi in order to satisfy all groups.

Sir, when I rise to speak I see thousands of eyes of the Bengalees and other non-Assamese people, eagerly staring at me, if I am properly placing their case before this august House. It is such a vital matter of far reaching importance that we should be very cautious in our deliberations, and we must on no account, be swayed by the tremendous waves of sentiments on the either side of the House.

I have therefore decided to be guided upon the facts which ar before us in the present moment.

Sir, I have read very carefully some of the speeches made by diferent members including the Chief Minister about the question of Official Language in the State. I am sure nobody would deny that the Assamese should be one of the State Language of Assam. But the question before us is, whether Assamese should be sole official language of the State or the State should be declared a Multilingual one; it naturally depends upon the nature of the population of the State. In putting arguements for and against the Bill one should condsider the Geographical and as well as historical position of the State as it stands now.

In the year 1911 after partition of Bengal was ammulled three districts of Bengal namely Goalpara, Sylhet and Cachar with more than 90% of the Bengali speaking people, five other districts of the Brahmaputra Valley and some of the Hills areas were taken together and the present State of Assam was formed.

Shri Ramnath Sarma – Mr. Speaker, Sir, on a point of order. If the statement that in Goalpara there are 90% Bengali speaking people is not correct should he be accepted?

Shri Ranendra Mohon Das– That may be contradicted by him later, Sir.

In order to make the State of Assam viable, these areas from Bengal with Bengali speaking people were taken over and tagged to Assam. For economic necessity the Govt. of India at that time gave these areas to Assam and the Bengali leaders of these areas did not raise any objection to it. These Bengali speaking people who are in Assam are as good Assamese of the Brahmaputra Valley.

Upto 1947 even through various difficulties the equilibrium of the State was maintained between Surma Valley and Brahmaputra Valley with Hills in the middle. Real trouble arose after transfer of the district of Sylhet to East pakistan in 1947 as the weighing scale became heavier on one side with the numerical majority of the Brahmaputra Valley alone.

From a Historical point of view Assam seems to have been intended by nature to be meeting place of many Tribes and races Right through its History, there had been imigration into and settlement in the State from various sources with the result that till comperatively very recent times, say, upto 1931 when linguistic tabulation was last undertaken, Assamese was not in fact a language spoken by a majority of the inhabitants of the State.

Not only geographically but also racially, linguistically and culturally Assam is divided into various groups. Inspite of all attempts, legal and illegal by the Government and the people for assimilation and Assamisation about which the minorities in Assam have raised their voice of protest, the heterogenious character of Assam has so far been substantially preserved and we cannot ignore this fact.

The memebrs of the States Reorganisation Commission remarked "Linguistic complextion of the existing State establishes very carefully its composits character, inspite of the very interesting post – 1931 spread of Assamese according to the Census figures". "It is not surprising that the rapid increase in past two decades in the number of persons speaking Assamese has been disputed and the varacity of the 1961 census figures have been quesioned in certain quarters......Inspite of this rapid increase the Assamese speaking population still constitutes only about 55 p.c. of the population of the States.

Sir, no where in the human world you will find an increase of population by 200 p.c. in twenty years–it is biologically impossible. These figures have been inflated to provide justification for introduction of the Assamese as the State Language. & Shri Ajit Prasad Jain Commission also made an adverse remark upon the Govt. The report states–" We have tried to seek an explanation for this extraordinary increase, which is not warranted by trends of naturally growth of population, from the Assam Govt. We were told that all the Muslim Bengali of the Brahmaputra Valley who has formerly registered themselves as Bengali speaking had in 1951 voluntarily declared themselves as Assamese speaking. We are not altogether satisfied with this explanation" Without any comment I shall show you with documentary evedences as to how this word "Voluntarily" was used by the Govt. One Ex-Minister of Assam Shri Abdul Matin Chowdhury and another member of this House Syed abdur Rouf made a statement on this subject in 1938 which have been published as a Govt. document. They stated "The spurious character of opposition to imigrants, on economic grounds, is evident from the

persistancy with which it is urged that the East Bengal immigrants must ; assimilate with the Assamese by 'adopting their language and culture'. The word 'assimilation' hardly admits of precise defination. To ask a Bengali to give-up his mother tongue and inheritted culture of which he is as much proud, as an Assamese of his own, in exchange for a patch of land to which he is as much entitled as an Assamese - is to ask him, to barter away his birth right for mere mess of pottage. This attempt to convert the Bengali immigrants into an Assamese, under the duress of economic pressure is foredoomed to failure..........Systematic attemps are being made to impose Assamese as medium of instructions even in Primary Schools.......Grants from Local Boards are refused to Primary Schools which use Bengali as medium of instruction. There ought to be limit to which even blatant aggressive Jinguism can go. "It is unnecessary for me, Sir, to make any comment, I can only add for the information of the House that three years after partition of the country the number of the Bengali Schools in the Goalpara District was reduced from 250 to 3. The same story had repeated itself in other districts, of course "Voluntraily" in the term of the Government. Shri Ranendra Mohon Das (Contd.)

Sir, if the Census figure of 1951 are found incorrect and disputed wherefrom should we get the figures about the different linguistic groups in the State? I have tried my best to present some other documents for your consideration. In a meeting at Nalbari Shri Motiram Bora, the then Finance Minister of Assam, said in April 28, 1953–"Out of 96 lakhs of Assam's population only 30 lakhs were pure Assamese"– it was reported in the Assam Tribune of 5th May, 1953. Further, I beg to state that Shri Bishnuram Medhi, the then Chief Minister of Assam, spoke about the subject at Silchar in April, 1956. He said that various minority communities in Assam constitute 66% of the population. The statement was published in the Statesman of the 15th April, 1955. In absence of any contradiction from any quarter, we can safely accept this figures as authentic Government figures, that Assamese speaking people constitute roughly only one-third of the total population of the State.

Now, Sir, is it fair and wise to impose the language of the one-third upon the rest of the population against their wishes? In the above context I am firmly of opinion that the Bengali sepaking population in the State including up-to-date influx of refugees would not be less than 30 lakhs or so.

Considering all these factors the then Chief Minister, Shri Bishnu Ram Medhi, who wanted that integrity of the State should not be

disturbed, like a wise stateman made it clear to the members of the State Re-organisation Commission in 1955, that Government had no intention to bring forward any legislation to make Assamese the States Language. He further stated that the problem of language would only be settled with the concurrence of the minorities. This fact was brought to our notice by Dr. Kunjru and Mr. Pannikar, two members of the S.R.C. in their speaches delivered in the Rayya Sabha on 7.9.60. Mr. Pannikar further stated that the position with regard to Assams has been noticed by the S.R.C., is that, it is multilingual State in which no language has a prominent and predominant position which can enable it to be considered the State language. The Jain Commission also stated that "Assam is a polyglot State where virtue of a linguistic formula will depend more upon its acceptibility by linguistic groups than on any other consideration, and our affort should be directed to that end."

If we analyse the language resolution adopted in the meeting of the Working Committee of the A.I.C.C. held in 29th July. 1960, we would find very clearly that Assamese language has to be encouraged and progressively used by the people whose mother tongue it is. So, even in the Brahmaputra Valley, people having different mother tongues should not be disturbed by imposition of Assamese language upon them. They further stated that many areas of India are bilingual or multilingual and each of the languages in use has to be protected and encouraged. The question of language in Assam is one that should be settled co-operatively by representatives of various parts of Assam State.

Sir, here, I would be failing if I do not mention about the statement of our Chief Minister, Shri Chaliha, made in this House on the 3rd March, 1960. The most important portion of the statement runs like this – "Government would prefer to wait till they get the same demand from the non-Assamese speaking population for declaration of Assamese as State Language. Government feel that this question should be judged more from the view of appreciation and acceptance than from the point of view of majority or minority. If this issue is decided only on the basis of majority or minority the Government is afraid, that its object would be defeated."

It is most unfortunate for us that the same Chief Minister within a very short time changed his entire policy and issued another statement on the 23rd June, 1960 declaring that Government have now decided to introduce a Bill on Official Language for the State more or less on the basis of the recommendation of the resolution of

the Assam Pradesh Congress Committee...with Assamese as the sole Official language of the State.

Is it not a reversal of the stand taken by him on the floor of the Assembly on 3rd March, 1960? We are afraid the liberal policies of the Govrnment in dealing with the minorities were now being reversed under pressure from the opinion in the Brahmaputra Valley. I want to know from the Chief Minister in clear terms, if he has changed his earlier policy under pressure, or he has changed his own conviction about the language policy or the State? As a true follower of Mahatma Gandhi, was it not his duty to stand alone with the principle and policy which he considered to be right, just and honest even when the whole country goes against him?

During the discussion of the Assam trouble in the Parliament, the whole House including the Prime Minister have spoken very highly of our Chief Minister, for which we are certainly proud of. The Prime Minister rightly stated in the Parliament-" In the Assam State Shri Chaliha has had a very special position, not only in the mind and heart of the Assamese but in Cachar among the Bengali speaking people and in the Hill areas too. So he has been a treamendous clmenting factor in this complex and problem State."

Sir, today, after passing of the Language Bill by the majority in the House, will the Chief Minister claim the same position in the minds and hearts of the minorities, namely, Bengalees and the Hill people? Shri Chaliha is certainly a good man but History is as crueal as anything; two very important happenings in the History of Assam will associate with the Chaliha Ministry, Viz. one of the greatest human tragedies that has taken place in Assam, the magnitude and intencity of it was so tremendous that the whole foundation of our country has been shaken. Secondly, the language controversy which is going to be decided here today, only on the basis of the numerical strength with least regard for the wishes and aspiration of the minorities, will certainly sow the seeds for disintigration of the State of Assam in the immediate future. The people of Hills have clearly stated that their intention for separate administration rather than to accept Assamese as their State Language. The case of Cachar will be a natural consequence, if Hill State is conceided. Already I have received a demand from various Congress people of Cachar to disasociate from the Assam Pradesh Congress Committee identity. I am afraid there will be no force in the country which can stop this disintigration of Assam. History will not allow Chaliha Ministry to escape from this position.

It has been argued by the Chief Minister while introducing the Language Bill that the map of India has been recently revised on the basis of Language. That has further amphasised the claim of Assamese Language to become the Official Language of Assam I like to comment on this statement. Position of the State of Assam is completely different in the whole country. If Assam was formed on linguistic basis like other States then, the Districts of Goalpara, Cachar, Hill areas and major portion of Nowgang....

(Noise...............)

The Speaker : Order, Order.

Shri Ranendra Mohan Das; (Contd)....which are predominently Non-Assamese speaking areas ought to have been transferred from Assam, and there was similar demands to the S.R.C. in 1955. It is due to these factors, mainly to maintain the inegrity of the State the then Chief Minister, Mr. Medhi ruled out the question of State Language and Lingustic Province in Assam.

It is more partinent to consider the recommendations of the S.R.C. on this regard. According to them, a State should be treated as unilingual only when one language group constitutes about 70% or more of its population. Where a substantial majority speak other language the State should be bilingual or multilingual as the case may be.

The Prime Minister also on various occasions stated that Assam is a multilingual State and it would be improper for the Assamese to impose Assamese Language on the non-Assamese speaking people in the Assam State, more specially Cachar and the Hill areas. Not only from the statement of the Prime Minister, the district of Cachar got a definite recognition of its Bengali Language even by the Congress Working Committee as early as in 1948. But unfortunate as we are, a cunning provision giving powers to the Mahakuma parishads, have been incerted there, only in Cachar with the motive of imposing Assamese Language in the district in the future by winning over the Mahakuma Parishad by the mighty resources of the State. If it is not so, then, Sir, may I ask why similar provisions were not kept in the Assam Valley Districts? These unlawful discriminatory provisions create bitterness and resentment, perpetuate racial antagonism and are impediments to the growth of friendly relations between two races.

It is unfortunate for us all that the language fanatics in Assam armed with majority votes, decided not to pay any heed to all these unquestionable arguments, suggestions and advice from eminent persons and leaders of the country. It is silly, they speak of the

integration of the State, but all their actions move towards disintegration.

In the New State that. ....

Shri Ranendra Mohon Das (Contd); ... Sir, in the New State that have been created in Andhra, in Madras, in Kerela, in Maharastra, new Gujrat in all these areas minorities who speak other language live confortably without any sense of fear and hasitation. Their language and culture are adequately safe-guarded. But this is not the position in Assam, as will be evident from the great killings that took place in Assam, in the name of Language. Here, minorities are afraid of the process of assimilation and Assamisation which is said to be 'Voluntary' by the Govt. and there by there is genuine fear of the minority language and the culture being crushed. Both the then Governor and the Chief Minister of Assam just after the partition of the country in 1947 declared the policy of the Govt. that–"the native of Assam are now masters of their own house, they have a Government which is both responsible and responsive to them." The doctrine of the "sons of the soil" was also announced by them. Mahatma Gandhi repudiated it in strongest possible term....then who is Indian. The Bengali s not considered a native for this purpose. The policy of the Government as anunciated from time to time is to assimilate all non-Assamese people by imposition of Assamese language and culture. The people of Assam Valley rightly or wrongly, feel that the State belongs to them, that they are sons of the soil, and the others who are only settlers, should be satified with second class citizenship,– with whatever rights and privileges as the natives of Assam are prepared to give, It is for this short sighted and parochial policy, the linguistic minorities in Assam are afraid of their language and culture and this is why they demand a recognition of their language like that of Assamese language.

Sir, it has been said that Bengalees so long ruled over Assam and Assam has to repay it. People say that Bengalees are cliquish race with a superior feeling, yet, nobody has ever denied education in his own language in Calcutta. There are Gujrati schools, Hindi Schools, and schools of all kind. The Khasi language has long been recognised in their University, but what do we find in Assam. Not to speak of recognition Khashi, Bengali languages for higher studies as in Gujrati University, the Government has determined to wipe out the Bengali Schools as I have stated earlier.

I would like to remind the Assamese friends with a quotation from Shri Gokhale, President of the Benaras Congress in 1905 about

partition of Bengal; he says–" Gentlemen, I have carefully gone through all the papers which have been published by the Govt. on the subject of partition. Three things have struck me, forcibly- determination to dismember Bengal at all cost, anxiety to promote the interest of Assam at the cost of Bengal and the desire to suit everything to the necessities and convenient to the Civil Service. "This is the evidence of one of the greatest personalities of India, that interest of Assam was enheanced at the cost of Bengal Of course, there is no greatfulness in the world. What shall I say about it here? If Kerala Govt. could show respect to the Bengali Language in recognising it in their University, the Assam Govt. could not do it here where Bengali population is the second major linguistic group in Assam. You are preparing for centinary celebration of Rabindranath, you are translating his writings, you are recognising him as the greatest poet of the country but the tragedy lies that you won't recognise the language of the poet himself.

Sir, it is said that the extreme exponants of the Claim of Assamese Language were prepared for disintegration of Assam rather than moderate their linguistic aspiration. Today, I don't find a single man here and in the Assam Valley who is prepared to fight this extreme view. So, be frank and simple and don't speak of integration while all your actions pave the way for disintegration. It has been further said, when none of the linguistic minorities could be satisfied, then why there should be a liberal language policy? You pass the Language Bill today by a majority but do not think for a moment that the problem is solved by it. The obvious result is separation of some areas from Assam. The matter would not rest there too. The Non-Assamese people of the Assam Valley districts particularly from Goalpara and Nowgong who have been silenced by the reign of terror will certainly open their mind and raise their voice for protection of their language and culture– some of them even today have done so before shri Govinda Ballav Pant, Union Home Minister. I would also remind, in this connection, to the linguistic fanatics that the years of the German Rule failed to compel the people of Alsas and Lorraine to adopt German Language and Culture. Where mightest forces in other parts of the world have failed, the protagonists of Assamese Language and culture are not likely to succeed. Acharyya Kripalani, then Congress President has rightly said that "Assamese are living on a Volcanoe, they do not do it, they will suffer, the Province will suffer and India will suffer".

So, as a humble citizen of the State I would tell you to read the

writtings on the wall. For heaven's sake don't do any thing which would embitter our feelings more, and make disintegration of the State a settled fact.

I would therefore, with utmost humility request you to give up this short sighted and parochial policy, and look to the path showed not only by the eminent persons of the country but also by the Govt. of India and Congress High Command – the path of emotional integration and cultivation of feelings of mutual respect and tolerance for the language and culture of other – and this is the only way to save Assam and its people in this critical period of History.

Sir, I am sure all the members of the Cachar would share with me the feelings I have stated.

With this words I request my collagues from Cachar to dissociate with the Bill completely and not to participate in any discussion whatsoever.

Thanking you Sir,

Sd/- Ranendra Mohan Das,
24-10-60
11.30 A.M.

(After the statement all the members from the United Cachar District, excepting the C.P.I.M.L.A., Shri Gopesh Namasudra walked out of the House with Ranendra Mohan Das, showing full respect to the Speaker and the House.

As secretly agreed upon, Shri Mainul Hoque Choudhury, Minister, left the House a few minutes before my statement was complete.)

Sd/- Ranendra Mohan Das

❒ ১৫ই জানুয়ারী করিমগঞ্জে অনুষ্ঠিত কাছাড় জেলার কংগ্রেস কনভেনসনের সংক্ষিপ্ত কার্য্য বিবরণী

সম্মেলনের নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীশীলভদ্র যাজী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতিকে মাল্যদানের পর—"আ মরি বাংলাভাষা" উদ্বোধন সংগীত গীত হওয়ার পর সম্মেলনের কার্যসূচী আরম্ভ হয়।

সম্মেলনের আহ্বায়ক করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীরণেন্দ্রমোহন দাস সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারী প্রতিনিধিবর্গকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং এই

সম্মেলন আহ্বানের অতীত ইতিহাস ব্যক্ত করেন। অসমীয়া ভাষাকে একমাত্র রাজ্য ভাষা ঘোষণা কবিয়া যে আইন, কাছাড় জেলার কংগ্রেসী বিধান সভার সদস্যবর্গের সুদৃঢ় প্রতিবাদ সত্ত্বেও, পাশ করা হইয়াছে, তাহাতে এই রকম এক সম্মেলন আহ্বান করা আশু কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। সেই উদ্দেশ্যে কাছাড় জেলার তিন জেলা কংগ্রেস কার্য্যকরী কমিটি শ্রীদাসকে আহ্বায়ক করিয়া এই সম্মেলন আহ্বান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শ্রীদাস আরও বলেন যে, এই সংকট মুহূর্ত্তে আমাদিগকে ঐক্যবদ্ধ হইয়া সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিতে হইবে—কেননা আমরা আমাদের কার্য্যকলাপ দ্বারা ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের নিকট দায়ী থাকিব।

নিম্নলিখিত নেতৃবৃন্দের নিকট হইতে প্রাপ্ত বার্ত্তা সভায় পঠিত হয়।

শ্রীসাহ্ নওয়াজ খান—কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী
শ্রীমইনুল হক্ চৌধুরী—মন্ত্রী আসাম
শ্রীপরেশচন্দ্র চাটার্জ্জি—কলিকাতা
শ্রীএস্, সি, দত্ত ”
শ্রীরামপ্রসাদ চৌবে—এম্ এল্ এ শিলচর
শ্রীসতীন্দ্রমোহন দেব—চেয়ারম্যান শিলচর মিউনিসিপালিটি
শ্রীবি, মুখার্জি—ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী শিলং
শ্রীএস, এন, থাওসেন—হাফলং

আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা দিল্লীতে কার্য্যান্তরে ব্যস্ত থাকায় সম্মেলনে যোগদান করিতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করেন।

সভাপতি শ্রীশীলভদ্র যাজী উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে আসাম কংগ্রেস হইতে পৃথক হইয়া ভিন্ন কংগ্রেস সংস্থা গঠনের উদ্দেশ্যে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের পন্থা অবলম্বন করিতে উপদেশ দেন। তিনি আরও বলেন যে বর্ত্তমান সময়ে কোন আন্দোলন ভিন্ন উদ্দেশ্য সফল হওয়া সম্ভবপর নয়। পৃথক সংস্থা গঠন করিয়া এই জেলার কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিতে না পারিলে, কাছাড়ের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিবে। তিনি ত্রিপুরা ও মণিপুর ভ্রমণ করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহাও সম্মেলনে ব্যক্ত করেন। তিনি এই সম্মেলনে যে উৎসাহ ও একতার ভাব লক্ষ্য করেন তাহার প্রশংসা করেন।

এই সম্মেলন এক শোকসূচক প্রস্তাব সহ দশটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

প্রথম প্রস্তাব—

(ক) কাছাড় জেলার কংগ্রেস প্রতিনিধিগণ এই কনভেনসনে মিলিত হইয়া নিম্নোক্ত, স্বাধীনতার সৈনিকদের বেদনাদায়ক ও অকাল জীবনাবসানে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন

(১) শ্রীফিরোজ গান্ধী এম, পি
(২) করিমগঞ্জের শ্রীশৈলজামোহন দাস
(৩) হাইলাকান্দির শ্রীহিলাল উদ্দিন চৌধুরী।

(খ) অধুনা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ভাষা সমস্যার উন্মত্ততার বেদীমূলে যাহারা প্রাণ দান

করিয়াছেন তাহাদের এই বিয়োগে কন্‌ভেনসন গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন।
সভাপতি দ্বারা উপস্থাপিত এবং উপস্থিত সদস্যবর্গ দণ্ডায়মান হইয়া গৃহীত।

দ্বিতীয় প্রস্তাব–

দেশ বিভাগের পূর্বে শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলার কংগ্রেস, ভাষা ভিত্তিতে, এই দুই জেলা আসাম প্রাদেশিক শাসনভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অন্তর্ভুক্ত ছিল। দেশ বিভাগের পর শ্রীহট্ট জেলার এক অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, আঞ্চলিক ভাষা বাংলার ভিত্তিতে কাছাড় ও ত্রিপুরা এবং মণিপুরি ভাষার ভিত্তিতে মণিপুর এই তিন জেলা নিয়া কংগ্রেস কার্য্যকরী কমিটির ৮।৯।৪৮ ইং তারিখের সভায় এক পৃথক কংগ্রেস প্রদেশ গঠিত হয়। কংগ্রেস কার্য্যকরী কমিটির ১০।১১।৪৮ ইং এর এক প্রস্তাবে উপরোক্ত প্রস্তাব বাতিলক্রমে, কাছাড় জেলার বাংলা ভাষাকে রক্ষাকবচ সমন্বিত করিয়া, কাছাড় লু শাই পাহাড় এবং ত্রিপুরাকে আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এই কন্‌ভেনশন অতীব যত্নের সহিত কাছাড় জেলার, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধীন থাকা অবস্থার সহিত আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত থাকার, অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন। আসাম প্রদেশে সবচেয়ে বেশি ঘন বসতিপূর্ণ এই জেলার অর্থনৈতিক অবস্থা আসাম গবর্ণমেণ্টের দ্বারা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং আসাম কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কাছাড় জেলার বক্তব্য আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের প্রভাবশালী সংখ্যাগুরু সদস্যদের দ্বারা উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কোনই চিহ্ন কাছাড় জেলার মানচিত্রে পরিলক্ষিত হইবে না। কাছাড় জেলার জনমত অদ্যপিও অনুধাবন করা হয় নাই পক্ষান্তরে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কংগ্রেস নেতৃত্ব কাছাড়ের জনমতের প্রতিকূল ব্যাখ্যাই করিয়া আসিয়াছেন।

অন-অসমীয়া ভাষীদের দৃঢ় প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া আসামের গৃহীত ভাষা আইন– যাহার পূর্ব্বে আসামে ভয়াবহ রকমের দাঙ্গার অনুষ্ঠান হইয়া গেল, ইহা হইতেই কাছাড়ের পৃথক সংস্থার জোরদার দাবি সমর্থিত হইতেছে।

এই কন্‌ভেনশন নিখিল ভারত কংগ্রেস কার্য্যকরী কমিটির নিকট কাছাড় জেলার জনমতের নির্দ্দেশে কাছাড় জেলার কংগ্রেস কর্ম্মীদের, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সহিত সরাসরি যুক্ত হইবার ঐকান্তিক দাবি মানিয়া লইতে অনুরোধ করিতেছে। অন্যথায় এই কনভেনসন, আশঙ্কা করেন যে কাছাড়ের জনগণের মনে, বিদ্বেষভাব ক্রমশ বর্দ্ধিত হইবে এবং কাছাড়ের কংগ্রেস সংস্থার উপর গভীর প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে।

প্রস্তাবক–শ্রীনন্দকিশোর সিংহ, সভাপতি শিলচর জেলা কংগ্রেস কমিটি

অনুমোদক–শ্রীসন্তোষ রায়, সভাপতি হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেস কমিটি

শ্রীরণেন্দ্রমোহন দাস - সভাপতি করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

তৃতীয় প্রস্তাব–

চাকুরী নিয়োগ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সুযোগদান সম্পর্কে কাছাড় জেলা ও তাহার জনগণের প্রতি আসাম গবর্ণমেন্ট যে বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে

সর্ব্বক্ষেত্রে এই জেলার অগ্রগতি ব্যাহত হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত অধিকতর যোগ্যতা সত্ত্বেও বেকার সমস্যাজনিত নৈরাশ্যের ছাপ এই জেলার যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিলক্ষিত হইতেছে। কাছাড় জেলার জনগণের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে যে তাহারা এই প্রদেশে দ্বিতীয় শ্রেণীব নাগনিক ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ইহা আরও অস্বীকার কবা যায় না যে ভাষা-আইন ও আসামের সাম্প্রতিক দাঙ্গা সম্পর্কে কংগ্রেস সংস্থা অথবা প্রশাসনিক নেতৃত্ব, যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনে ব্যর্থ হইয়াছেন। বর্তমানে অথবা সুদূর ভবিষ্যতে আসামের সর্ব্ব শ্রেণীব জনগণ এবং সর্ব্বাঞ্চলে ন্যায় বিচারেব কোনই সম্ভাবনা নাই।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক হইতে বিচারে উপবোক্ত বিষয়গুলি সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিয়া, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার রাজনৈতিক নেতৃবর্গ ভাষাবিল গ্রহণের আচবণেব মধ্যে যে আক্রমণাত্মক প্রতিশোধমূলক ও পরস্পর বিরোধী মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, এই সম্মেলন এই অনিবার্য্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই জেলার জনগণেব বর্তমানের ন্যায় আসাম সরকারের শাসনাধীন থাকা আর সম্ভবপব নহে। তাহারা এই সুদৃঢ় দাবি জানাইতেছে যে, তাহারা এই মহান ভারতের অন্যান্য নাগরিকের ন্যায় সমান অধিকার ও সুযোগ ভোগ করিতে চায়।

এই সম্মেলন এই সীমান্তবর্ত্তী জেলার জনগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষার ন্যায়সঙ্গত দাবি পূরণের জন্য অবিলম্বে ভাবত সরকারকে এক পৃথক শাসনতান্ত্রিক সংস্থা সংগঠনের জন্য দাবি জানাইতেছে।

প্রস্তাবক— শ্রীদ্বারিকানাথ তেওয়ারী, এম, পি
অনুমোদক— শ্রীহুরমত আলী বড় লস্কর
" শ্রীআবদুল হামিদ মজুমদার

সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

চতুর্থ প্রস্তাব—

২য় ও ৩য় প্রস্তাবে উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহ কার্য্যকরী করার নিমিত্ত নিম্নোক্ত সদস্যবর্গের দ্বারা "ইমপ্লিমেণ্টেশন কমিটি (রূপায়ণ কমিটি)" নামে এক কমিটি গঠন করা হইল। প্রয়োজনবোধে এই কমিটি আরও সদস্য গ্রহণ করিতে পারিবেন। আগমী ৩১শে মার্চ্চ মধ্যে এই কমিটি, কাছাড়ের তিনটি জেলা কংগ্রেস কমিটির যুক্ত অধিবেশনের বিবেচনার জন্য, তাহাদের প্রচেষ্টার ফলাফল সম্পর্কে এবং আবশ্যক বিবেচনায় উপরোক্ত উদ্দেশ্য সফল করার নিমিত্ত নিরুপদ্রব আন্দোলনের কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত তাহার এক কর্ম্মসূচী পেশ করিবেন। উপরোক্ত রূপায়ণ কমিটিকে এই সম্পর্কে প্রয়োজন অনুসারে সময় সময় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতাও অর্পণ করা হইল।

(১) নন্দকিশোর সিংহ—এম, এল, এ প্রেসিডেণ্ট ডি, সি, সি শিলচর
(২) নিবারণচন্দ্র লস্কর—এম, পি "
(৩) দ্বারিকানাথ তেওয়ারী - এম, পি "
(৪) সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস - ভূতপূর্ব্ব এম, এল, এ, সদস্য ডি, সি, সি "
(৫) শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দ—এম, এল, এ সদস্য ডি, সি, সি "
(৬) সনৎকুমার দাস—ভূতপূর্ব্ব এম, এল, সি প্রেসিডেণ্ট মহকুমা পরিষদ "

(৭) রামপ্রসাদ চৌবে--এম, এল, এ শিলচর
(৮) হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী--এম, এল, এ, ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট ডি, সি, সি "
(৯) হুরমত আলী বড়লস্কর--সদস্য ডি, সি, সি
(১০) প্রফেসর শরৎচন্দ্র নাথ--ভূতপূর্ব্ব সদস্য এ, পি, সি, সি, সদস্য ডি, সি, সি "
(১১) হবিশ রায়--সেক্রেটারী, মার-মঙ্গোলিয়ান ফেডারেশন "
(১২) তজমুল আলী বড় লস্কর--এম, এল, এ "
(১৩) সজ্জাদ রজা মজুমদার--প্রেসিডেন্ট বাম এম, সি, সি "
(১৪) ননীগোপাল বর্মন--প্রেসিডেন্ট আঞ্চলিক পঞ্চায়েৎ "
(১৫) গৌর সিং--ভূতপূর্ব্ব সদস্য এ, পি, সি, সি "
(১৬) রণেন্দ্রমোহন দাস--এম, এল, এ, প্রেসিডেন্ট, ডি, সি, সি ও প্রেসিডেন্ট মহকুমা পরিষদ করিমগঞ্জ
(১৭) শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব--এম, পি, "
(১৮) আবদুল হামিদ চৌধুরী--ভূতপূর্ব এম, এল, এ ভাইস প্রেসিডেন্ট ডি, সি, সি "
(১৯) মৌলানা আবদুল জলিল চৌধুরী--ভূতপূর্ব এম, এল, এ, মেম্বার এ, পি সি সি "
(২০) অরবিন্দ চৌধুরী--চেয়ারম্যান, স্কুলবোর্ড, মেম্বার ডি, সি, সি "
(২১) মন্মথনাথ দত্ত--সেক্রেটারী ডি, সি, সি "
(২২) মুণীন্দ্রকুমার দাস--ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ডি, সি, সি, মেম্বার এ, পি, সি, সি "
(২৩) লাছিরাণী রায়--মেম্বার ডি, সি, সি "
(২৪) যামিনীমোহন দাস--মেম্বার ডি, সি, সি "
(২৫) রবীন্দ্রনাথ আদিত্য--ভূতপূর্ব এম, এল, এ ও ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট ডি, সি সি "
(২৬) বৈদ্যনাথ মুখার্জ্জি--ভূতপূর্ব মন্ত্রী, মেম্বার এ, পি, সি, সি "
(২৭) গোলাপ সিংহ--মেম্বার ডি, সি, সি, ভাইস প্রেসিডেন্ট আঞ্চলিক পঞ্চায়েৎ "
(২৮) সন্তোষকুমার রায়--প্রেসিডেন্ট ডি, সি, সি, হাইলাকান্দি
(২৯) গৌরীশংকর রায়--এম, এল, এ "
(৩০) আবদুল রসিদ লস্কর--মেম্বার ডি, সি, সি "
(৩১) ব্রজবাসী নাথ--মেম্বার ডি, সি, সি "
(৩২) প্রহ্লাদচন্দ্র রায় ভুইয়া--মেম্বার ডি, সি, সি "
(৩৩) হরিসাধন চক্রবর্তী--সেক্রেটারী ডি, সি, সি "
(৩৪) শচিন্দ্র রায়চৌধুরী--মেম্বার ডি, সি, সি "

প্রস্তাবক--শ্রীহুরমত আলী বড় লস্কর
অনুমোদক--শ্রীজিতেন্দ্রমোহন দাস

সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

পঞ্চম প্রস্তাব--

ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং লোকসভা ও রাজ্যসভার বিশিষ্ট সদস্যবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎক্রমে উপরোক্ত ৩নং প্রস্তাবে বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ কার্য্যকরী

করার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত সদস্যবর্গ দ্বারা এক প্রতিনিধিদল গঠিত হইল।

২য় প্রস্তাবে বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ কার্য্যকরী করার উদ্দেশ্যে নিখিল ভারত কংগ্রেস সভাপতি এবং কংগ্রেসেব কার্য্যকরী কমিটির অন্যান্য সভ্যবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎকার করাব জন্য প্রতিনিধিদলকে ক্ষমতা অর্পণ করা হইল।

(১) কাছাড জেলার তিন জন এম পি
(২) শিলচর, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেসের তিনজন সভাপতি
(৩) শ্রীবৈদ্যনাথ মুখার্জি
(৪) শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দ
(৫) শ্রীআবদুল হামিদ চৌধুরী
(৬) মৌলানা আবদুল জলীল চৌধুরী

প্রস্তাবক—শ্রীমুনীন্দ্রকুমার দাস
অনুমোদক—শ্রীহরিসাধন চক্রবর্ত্তী

সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

ষষ্ঠ প্রস্তাব—

স্বাধীনতা লাভের পর অদ্যাবধি কাছাড় জেলার পবিস্থিতি সম্পর্কে সমুদয় তথ্যপূর্ণ এক পুস্তিকা প্রণযন ও প্রকাশ করার নিমিত্ত নিম্নোক্ত সদস্যবর্গ দ্বারা এক কমিটি গঠন করা হইল। উক্ত কমিটি প্রয়োজনবোধে যে কোন নির্ভরযোগ্য স্থল হইতে তাহাদেব কাজের জন্য সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১। শ্রীহুরমত আলী বড়লস্কর (কন্‌ভেনার) ২। শ্রীনীবেন্দ্রনাথ দেব সম্পাদক জনশক্তি ৩। শ্রীহরিপদ দত্ত ৪। শ্রীপ্রভাস সেনমজুমদার ৫। শ্রীবৈদ্যনাথ নাথ সম্পাদক, যুগশঙ্খ ৬। শ্রীরবীন্দ্রকুমার সেন। ৭। শ্রীহরিসাধন চক্রবর্ত্তী ৮। শ্রীমুনীন্দ্রকুমার দাস। ৯। শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র সেন।

প্রস্তাবক—শ্রীশরৎচন্দ্র নাথ
অনুমোদক—শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দ

সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

সপ্তম প্রস্তাব—

এই কনভেনশন কাছাড় জেলার কংগ্রেস সংস্থা সমূহের সমুদয় নেতা ও কর্মীদিগের নিকট এই মর্ম্মে আবেদন করিতেছেন যে তাহারা যেন নিজেদের মধ্যে বিভেদ ভুলিয়া বর্তমান সংকটপূর্ণ মুহূর্তে ঐক্যবদ্ধ হন এবং যে কোন ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকেন। কনভেনশন এই আশা পোষণ করেন যে কংগ্রেসের নেতারা বিধানসভার ভিতরই হউন অথবা অন্য কোন ক্ষমতাপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিতই হউন তাহাদের মনোভাব ও কর্ম সম্বন্ধে কোন দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিবেন না এবং জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য যে কোন স্বার্থত্যাগ করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। বর্তমান মুহূর্তে ক্ষুদ্র স্বার্থ ও উচ্চাভিমানের উর্দ্ধে থাকিয়া জনসাধারণকে সজাগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। এবম্বিধ কার্য্যে অতীতে কংগ্রেস সর্বদাই নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে। কনভেনসন আশা করেন যে বর্তমান সমস্যায় কাছাড়ের

কংগ্রেস সেবীগণ পশ্চাদপদ হইবেন না।

প্রস্তাবক—শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব, এম, পি, করিমগঞ্জ
সমর্থক—শ্রীসনৎকুমার দাস, শিলচর

সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

অষ্টম প্রস্তাব—

ভাষা সমস্যা সম্পর্কে কাছাড়ের কোন কোন নেতা সময় সময় পরস্পর বিরোধী এবং কংগ্রেসের গৃহীত নীতিবিরুদ্ধ বিবৃতি প্রকাশ করায় এই কনভেনশন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছেন। দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের এবম্বিধ বিবৃতি কাছাড়ের স্বার্থ ব্যাহত করিয়াছে এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার নেতাদিগকে উর্দ্ধতন কংগ্রেস সংস্থা ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট ভাষা সম্পর্কে কাছাড় কংগ্রেসের মনোভাবের কদর্থ করার সুযোগ দিয়াছে।

এই কনভেনশন পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করিতেছে যে উপরোক্ত ব্যক্তিবিশেষের বিবৃতি, তিনি যে পদেই অধিষ্ঠিত হউন না কেন কাছাড়ের জনগণের মনোভাব ব্যক্ত করে না। কনভেনশন বিধানসভা ও পার্লামেণ্টের সদস্য, রাজ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবর্গকে অনুরোধ জানাইতেছে যে, তাহারা যেন ভবিষ্যতে ব্যক্তিগতভাবে কনভেনশনে গৃহীত ২য় ও ৩য় প্রস্তাবে ব্যক্ত অভিমতের পরিপন্থী কোনও বিবৃতি প্রকাশ করেন না।

প্রস্তাবক —শ্রীকৃষ্ণকুমার নাথ, শিলচর
অনুমোদক—শ্রীগোলাম সবীর খাঁন, শিলচর

সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

নবম প্রস্তাব—

ভাষা আইন পাশ হইবার সময় শ্রীআবদুল মতলিব মজুমদার এম, এল, এ, বিধান সভায় যেরূপ আচরণ করিয়াছেন তজ্জন্য কনভেনশন গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছে এবং তাহার নিকট এই দাবি করিতেছে যে তিনি যেন অচিরেই অতীতের আচরণ ভুলিয়া কাছাড় জেলা হইতে নির্বাচিত বিধানসভার সদস্যবৃন্দের এক যোগে কাজ করিতে অগ্রসর হন।

প্রস্তাবক—শ্রীরবীন্দ্রকুমার সেন, হাইলাকান্দি
অনুমোদক—শ্রীদীনেশচন্দ্র সিংহ ”

সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

দশম প্রস্তাব—

কনভেনশনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহের প্রতিলিপি সংশ্লিষ্ট মহলে প্রেরণ করার জন্য রূপায়ণ কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হইল।

প্রস্তাবক—শ্রীহরিপদ দত্ত, করিমগঞ্জ
অনুমোদক—শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, করিমগঞ্জ

সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

❒ কাছাড় জেলা জন-সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ

পরম শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়, সম্মানিত জনপ্রতিনিধিবর্গ, মাননীয় অতিথিবৃন্দ ও প্রীতিভাজন ভ্রাতা-ভগিনীগণ!

আসাম রাজ্য বিধানসভায় অসমীয়া ভাষাভাষী সদস্যের সংখ্যাধিক্যের সুযোগে একমাত্র অসমীয়া ভাষাকে রাজ্যভাষার মর্যাদা দিয়ে যে আসাম সবকারী ভাষা-বিল গৃহীত হয়েছিল, সেই বহুনিন্দিত ও বিতর্কিত ভাষা-বিলে, এই রাজ্যের বাংলা ও অন্যান্য ভাষাভাষীর ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদ সত্ত্বেও আসামের রাজ্যপালের সম্মতি দ্বারা উহা আইনে পরিণত হওয়ায়, আসামের বাংলা ও অন্যান্য ভাষাভাষীর, বিশেষভাবে বাংলা ভাষাভাষী অধ্যুষিত কাছাড় জেলার অধিবাসীগণের ভাষা, সংস্কৃতি তথা নাগরিক সত্তা সঙ্কটের সম্মুখীন এবং তজ্জন্য সৃষ্ট উদ্বেগজনক পরিস্থিতির প্রতিবিধান ও প্রতিরোধ সঙ্কল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আপনারা, আজ কাছাড় জেলা জনসম্মেলনের এই করিমগঞ্জ অধিবেশনে যোগদান কবেছেন। আমি অভ্যর্থনা সমিতি তথা করিমগঞ্জ মহকুমাবাসীর পক্ষ থেকে আপনাদিগকে আমার সাদর সম্ভাষণ ও সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন করছি। আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে আমরা সচেতন—আপনাদের যোগ্য মর্যাদাদানে আমাদের অক্ষমতা ও দৈন্য সম্পর্কে আমরা অবহিত, তবু আমরা আপনাদের এখানে আহ্বানে সাহসী হয়েছি এই জন্যে যে, সম্মেলনের উদ্দেশ্যের গুরুত্ব বিবেচনায় আপনাদের মত মহানুভব ও দেশকল্যাণকামীদের কাছে আমাদের অক্ষমতা ত্রুটি বিচ্যুতির অপরাধ ক্ষমার্হই বিবেচিত হবে। আমরা জানি সম্মেলনের উদ্দেশ্যের প্রতি আপনাদের আন্তরিকতা—ক্ষমতামদমত্ত কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতাসৃষ্ট দারুণ সঙ্কটের জন্য আপনাদের উদ্বেগই আপনাদিগকে জনসম্মেলনের এই অধিবেশনে আকর্ষণ করে নিয়ে এসেছে। আপনাদের উপস্থিতিতে, আপনাদের সাহচর্যে আমরা ধন্য, আমরা গৌরবান্বিত, আমরা কৃতার্থ। আপনাদের শুভাগমন সার্থক হউক, আপনাদের উদ্দেশ্য জয়যুক্ত হউক, পুনরায় আপনাদের আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করছি।

স্বাধীনতা লাভের পর ১৩ বৎসরের ইতিহাস আমাদের পক্ষে গৌরবজনক নহে। আসাম রাজ্যে আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও অধিকার পদে পদে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। অহম শব্দ থেকে আসাম নামের উৎপত্তি, কি অসম অর্থাৎ অসমতল ভূমি বলেই প্রদেশের নাম আসাম—এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রশ্ন তুলবার প্রয়োজন আছে আমি মনে করি না। পার্বত্য জেলাসমূহ, বাংলা ভাষাভাষী কাছাড় ও গোয়ালপাড়া জেলা এবং ৫টি অসমীয়া ভাষাভাষী জেলার সমন্বয়ে বর্তমান আসাম রাজ্য গঠিত। এই কারণে এই রাজ্য বহু ভাষা, বহু কৃষ্টি ও বহু ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। এই বিভিন্ন রূপকে আশ্রয় করেই—এই বিচিত্র প্রকৃতিকে স্বীকৃতি দান করেই আসামের উৎপত্তি, আসামের অগ্রগতি, আসামের শ্রীবৃদ্ধি। বন্ধুগণ, গভীর পরিতাপের সঙ্গে উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি যে এই সত্যকে অস্বীকার করে এক শ্রেণীর সঙ্কীর্ণমনা, প্রাদেশিকতাবাদী ও দূরদৃষ্টিহীন লোক এই রাজ্যে বিরোধ ও বিভেদ সৃষ্টি করে আসছেন। আসামরাজ্য যেন শুধু অসমীয়া ভাষাভাষীর—অন্য ভাষাভাষীরা যেন এই রাজ্যে অনভিপ্রেত ও অবাঞ্ছিত। তাঁহাদের এই মনোভাব অদ্ভুত, অযৌক্তিক এবং দেশের স্বার্থের পরিপন্থী। আসাম বলতে তাঁরা সমগ্র আসামের ভৌগোলিক সীমানা স্বীকার করেন—কিন্তু আসাম রাজ্যের অধিবাসী বলতে

তাঁরা শুধু অসমীয়া ভাষাভাষীকেই গণ্য করেন! বাংলা ও অন্যান্য অনসমীয়া ভাষাভাষীদের এই রাজ্যে যেন ভারতীয় সংবিধানপ্রদত্ত অধিকার নাই। অসমীয়া ভাষাভাষীকে প্রভুরূপে প্রাধান্য দিয়ে, অনসমীয়া ভাষাভাষীগণ সমস্ত ন্যায়সঙ্গত অধিকার বর্জন করে, এই রাজ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে থাকুক এবম্বিধ অপপ্রয়াসের পরিচয় স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। স্বাধীনতার ফল ভোগ, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণ, আর্থিক উন্নতি, ভাষা কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের মর্যাদা রক্ষার অধিকার থেকে বাংলা ও অন্যান্য অনসমীয়া ভাষাভাষীগণ বঞ্চিত। অসমীয়া ভাষাগোষ্ঠীর এই জঘন্য মনোভাব সর্বশ্রেণীর অনসমীয়া ভাষাগোষ্ঠীকে শিক্ষা, চাকুরী এবং ভারতীয় নাগরিকের সর্ববিধ মৌলিক অধিকার থেকে সুপরিকল্পিত ভাবে বঞ্চনা, আমাদের আশা আকাঙক্ষা ও উন্নতির সম্ভাবনাকে অতল জলে ডুবিয়ে দিচ্ছে। শাসনক্ষমতাসীন অসমীয়া কর্তৃপক্ষও এই ঘৃণ্য ও হীন মনোভাবের উর্ধ্বে না উঠে রাজ্যের প্রশাসনে পদে পদে ব্যর্থতার পরিচয় দান করায় এই রাজ্যের অনসমীয়া নাগরিকের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ও ক্ষোভ বিরাজিত। পাকিস্তান হতে আগত উদ্বাস্তু পুনর্বাসন আসামরাজ্যে নির্মম ও সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির জন্য ব্যর্থ হয়েছে। আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য দুইজন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীয় উক্তি উল্লেখ করছি। শ্রীমোহনলাল সক্সেনা আসাম সম্পর্কে বলেছেন—"The whole atmosphere is surcharged with politics."—শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ বলেছেন—"In Assam the question of rehabilitation developed into a political and linguistic issue."

দেশকল্যাণকামী বন্ধুগণ, আমাদের চরম দুর্ভাগ্য যে, বার বার এইসব অনাচার ও বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কোন প্রতিকার ত পাইই নাই—বরং কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলনীতি অসমীয়া গোষ্ঠী ও আসাম সরকারকে উৎসাহিত করেছে তাদের স্বেচ্ছাচারিতায় ও অপকার্যে।

আসাম রাজ্যের উপরোক্ত অকল্যাণকর পটভূমিকায় এই বাংলা ভাষাভাষী অধ্যুষিত কাছাড় জেলা সর্বদিকে উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত। এই জেলায় শিক্ষার বিধানে, স্বাস্থ্যের ব্যবস্থায়, সুপেয় পানীয় জলের বন্দোবস্তে, নতুন শিল্পস্থাপনে, এই অঞ্চলবাসীর নতুন নতুন পথে ধন বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় কর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছাকৃত নির্বিকার। অদূর ভবিষ্যতেও এই অন্যায়ের প্রতিকারের কোন লক্ষণই দেখতে পাই না। স্বাধীন ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সৌভাগ্য ও সুযোগ কাছাড় জেলায় কতটুকু ঘটেছে, তাহা শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্রসাহায্যে অনুধাবনযোগ্য। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সুযোগে নানাদিকে উন্নতিশীল আসামরাজ্যে কাছাড় জেলা চন্দ্রের কলঙ্কের মত বিদ্যমান। উচ্চ আদর্শবিঘোষিত স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ স্থাপনের পক্ষে এই জাতীয়বৈষম্য ও উপেক্ষা শুধু মারাত্মক নহে, অসহনীয়। রাষ্ট্রীয় মহান আদর্শের সুযোগ সুবিধা কি এই রাজ্যে শুধু অসমীয়াগণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে? অসমীয়া ভাষী নই এই অপরাধে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে আমাদের কি সুযোগ সুবিধা পাবার অধিকার নেই?—স্বাধীন ভারতে প্রাদেশিকতার এই বীভৎসরূপ আমাদের কল্পনার বাইরে ছিল। আমাদের মানস চক্ষে স্বাধীন ভারতের কল্পিত যে কল্যাণকর রূপ ছিল, তাতে দেখেছি মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় দূর করবার আগ্রহ—দেখেছি রাষ্ট্রীয়তন্ত্রে মানুষের শৃঙ্খল মোচন—

দেখেছি মানুষকে স্বার্থের লোভে দুর্নীতিপূর্ণ বাণিজ্যের পণ্যে ব্যবহার না করার আদর্শ। পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত স্বাধীন ভারতকে ঘিরে কত কল্পনাই না আমাদের মনের নিভৃতকোণে পোষণ করেছিলাম--চরিত্রের উন্নতি ও হৃদয়ের ঔদার্য আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্নকে সুষমামণ্ডিত করেছিল--করেছিল আমাদের স্বপ্নকে মধুর ও উজ্জ্বল, আশা ছিল, স্বাধীন ভারতে, দেশ ও জাতি কল্যাণময় নবসৃষ্টির নতুন মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে--নৈরাশ্য ও ব্যর্থতার বেদনার মধ্যে কাউকে জীবন কাটাতে হ'বে না--দেশের সমৃদ্ধি ও সম্পদ থেকে কেউ বঞ্চিত হ'বে না--পরিপূর্ণতা লাভের সুযোগ সকলে সমানভাবে ভোগ করতে পারবে--কেউ বঞ্চিত থাকবে না। সত্য শিব ও সুন্দরের উপর ভিত্তি স্থাপন করে রাষ্ট্র সুপরিচালিত হবে। দুর্নীতি ও অসাধুতা দূরীভূত হবে--সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার সূত্রে সারা ভারতকে গ্রথিত করে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু সেই মনোহর কল্পনা আজ যেন সুদক্ষ শিল্পীর হাতে পর্বতের মুষিক প্রসবের রূপ ধারণ করেছে।

দেশ বিভাগের পর শ্রীহট্ট জেলার সরকারী কর্মচারীগণ যাঁরা ভারতে থাকতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, তাঁদের দুর্ভোগ আপনারা সম্যক অবগত আছেন। বাংলাভাষী এই কারণে তাঁদের গ্রহণ করতে আসাম সরকার অস্বীকার করে যে অমানুষিক আচরণ করেছিলেন, তা হয়ত আপনাদের মনে আছে। এজন্য প্রত্যাখ্যাতদের মধ্যে কেহ কেহ হাইকোর্টের সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত আবেদনকারীদেব অনুকূলে হয়েছিল। এতৎসম্পর্কে সুপ্রীমকোর্টের শ্লেষপূর্ণ মন্তব্য উল্লেখযোগ্য--"প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে আসাম সরকারের বিবেকে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় নাই।" তৎকালীন অর্থমন্ত্রী শ্রীবিষ্ণুরাম মেধীর "১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয় দিব, তবু সিলেটের কর্মচারীদের আসাম সরকারের অধীনে নিয়োগ করব না"--বাঙালী বিদ্বেষপূর্ণ এবম্বিধ দাম্ভিক উক্তি আমরা ভুলি নাই। পরীক্ষায় উচ্চস্থানাধিকারী মেধাবী বাঙালী ছাত্রদের বৃত্তিদানে অস্বীকার, শ্রীহট্টপরিত্যক্ত বাঙালীগণকে ভারতীয় নাগরিক স্বীকারে অন্তবায় সৃষ্টি প্রভৃতি অবিচার ও নির্লজ্জতার সুবিদিত কাহিনী বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি না। এই জেলায় একটি মেডিকেল কলেজ ও ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের দাবি এখনও উপেক্ষিত। আসাম সরকারের এই জেলার প্রতি উপেক্ষার মনোভাবের জন্যই বরাক নদীর উপর পরিকল্পিত সেতু অসমাপ্ত। প্রতিযোগিতার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বাঙালী ও অন্যান্য অনসমীয়া ছাত্র ও যুবকদের ভারতের অভ্যন্তরে কি বিদেশে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণের জন্য বৃত্তিলাভের সুযোগ ঘটে না। প্রশাসনিক উচ্চ পদে যোগ্যতাসম্পন্ন বাঙালী নিয়োগে কার্পণ্য। সরকারী চাকুরীতে বাঙালীদের প্রতি সুবিচার প্রাপ্তির সুযোগের জন্য, স্বাধীনতালাভের পর হতে আজ পর্যন্ত এই জেলার কোন বাঙালীকে পাবলিক সার্ভিস কমিশনে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হয় নাই--ইহা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। ত্রিশ লক্ষাধিক বাঙালী থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববন্দিত বাংলাভাষাকে আসাম রাজ্যের গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আজও মর্যাদা দিতে অস্বীকৃতি বাঙালী ও বাংলাভাষার প্রতি আক্রোশ ও বিদ্বেষের জ্বলন্ত নিদর্শন। পাকিস্তান কর্তৃক সীমান্ত আক্রমণে বিধ্বস্ত কাছাড় সীমান্তের অধিবাসিগণকে ক্ষতিপূরণ দানে সরকারী কার্পণ্য ন্যায়বিচারের পরিচায়ক নহে। ক্রমাগত অবজ্ঞা ও উপেক্ষা হেতু এই জেলার অধিবাসীদের মধ্যে বেকার সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেছে।

আজ এই রাজ্যে আমাদের যে চরম বিপর্যয় ও দারুণ সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে, ভাষা

আন্দোলনকে অবলম্বন করে তারই ন্যক্কারজনক বীভৎস রূপ আমরা সম্প্রতি প্রত্যক্ষ করেছি। গত জুন জুলাই মাসে অসমীয়া ভাষা-সাম্রাজ্যবাদী দুস্যদল কবলিত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলি স্মরণ করুন--প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভূষিত আসামে, শঙ্কর দেব, মাধব দেব প্রমুখ মহাপুরুষদের পূত লীলাক্ষেত্র আসামে চলে নরপশুর তাণ্ডব নৃত্য। অসমীয়া রাজ্যভাষা আন্দোলনের সঙ্গে যে হিংসা ও রক্তপাতের ইতিহাস জড়িত হয়ে রইল তা অসমীয়া সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে চিরদিনের জন্য কলঙ্কিত করে রাখল। ভাষা ও সংস্কৃতির নামে এরূপ অবারিত অত্যাচার, লুণ্ঠন, অগ্নিদাহ, নরহত্যা, শিশুহত্যা, নারীধর্ষণ প্রভৃতি নিষ্ঠুরতা ও পশুপ্রবৃত্তির নগ্ন প্রকাশ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতাকে পাপ বলে বর্জনের কল্যাণকর প্রচেষ্টার পাশাপাশি সম্প্রদায়, ভাষা ও জাতিগত বিদ্বেষের পাষাণ প্রাচীর উঁচু হয়ে কল্যাণকে পদে পদে প্রতিহত করছে। আমরা এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মধ্যে আশার আলোক দেখতে পাচ্ছি না। সুখ শান্তির কোন আভাষ আমাদের সামনে নেই, অনিশ্চয়তা ও সংশয়ে আমাদের চিত্ত ভারাক্রান্ত এই জন্যে যে, বর্তমান সরকারী শাসনপদ্ধতিতে, রাজনীতির দলীয় চক্রান্তে অত্যাচারী পাচ্ছে প্রশ্রয়--অত্যাচারিত হচ্ছে নিরাশ্রয়। ভারতের রাজনীতির অবনতি--জাতীয় চরিত্রের পতন আসন্ন সঙ্কটের পরিচায়ক।

গত দাঙ্গার রঙ্গমঞ্চে আসাম সরকারের রহস্যপূর্ণ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা আমাদিগকে সন্ত্রস্ত করেছে। বার বার সতর্ক করা সত্ত্বেও পূর্ব পরিকল্পিত অরাজকতা দমনে রাজ্যসরকারের নিশ্চেষ্টতা তাৎপর্যপূর্ণ। দাঙ্গার পরবর্তী আচরণ--সত্যপ্রকাশে পদে পদে অন্তরায় সৃষ্টি আমাদের আশঙ্কাকে আরও দৃঢ়মূল করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রতিশ্রুতি দান সত্ত্বেও দাঙ্গাপীড়িত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে চরম ব্যর্থতা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। দাঙ্গার কারণ নির্ধারণের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্তের ন্যায়সঙ্গত দাবিকে উত্তেজনা বৃদ্ধির অজুহাতে বাধা দান--কিন্তু দাঙ্গার মধ্যেই গৌহাটি গুলিবর্ষণের জন্য অসমীয়াদের দাবির কাছে নতিস্বীকার করে বিচার বিভাগীয় তদন্তের ঘোষণাকে আমরা নিরপেক্ষতার পরিচায়ক মনে করতে পারি না। অসমীয়া ভাষার দাবিতে আসাম রাজ্যে যে অরাজকতার সৃষ্টি হল--তার বিচার বিভাগীয় তদন্তে রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পথ বিঘ্নিত হয়, অথচ শুধু অসমীয়াদের ভোটে এবং অনসমীয়াদের প্রবল প্রতিবাদ উপেক্ষা করে এমন কি কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে কুখ্যাত ভাষাবিল রাজ্য বিধান সভায় উত্থাপনে ও গ্রহণে কোন বাধা হয় নাই। রাজ্যের সর্বশ্রেণীর অধিবাসীর প্রতি আসাম সরকারের সমদর্শিতার ইহাই তো নমুনা।

অকারণে বাঙালী ও অনসমীয়াগণ আসামে কিরূপ নির্যাতিত হয় তার প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করতে পারি আসাম তৈল শোধনাগারের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীএস, কে, মল্লিক আই, সি, এস, ও তাঁর অনসমীয়া সহকর্মীগণের প্রতি অসমীয়া গুণ্ডাগণের লাঞ্ছনা ও নির্যাতন। তৈলশোধনাগার সমূহের তৎকালীন চেয়ারম্যান পরলোকগত মিঃ ফিরোজ গান্ধী অসমীয়াগণের এই বিদ্বেষমূলক মনোভাবের ও সমাজবিরোধী আচরণের তীব্র নিন্দা করেছিলেন। কিন্তু আসাম সরকার এই লজ্জাজনক ঘটনার কার্যকরী প্রতিকারে চিরন্তন ঔদাসীন্যই অবলম্বন করেন।

সমবেত বন্ধুগণ, অসমীয়াগণ দাবি করে থাকেন যে আসাম রাজ্যে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

১৯৫১ ইং লোক গণনার সংখ্যাকে দাবির প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করা হয়। উক্ত লোকগণনার কারচুপি সর্বজনবিদিত। কোন চিন্তাশীল সদ্বিবেচক ব্যক্তি ইহাকে সবল মনে গ্রহণ করতে পারেন নাই। রাজ্য সীমানা নির্ধারক কমিশনও (State Reorganisation Commission) ১৯৫১ ইং লোক গণনার সংখ্যাকে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ বলে বিবেচনা করেন নাই। অথচ এই ভুয়া দাবির উপর নির্ভর করেই সর্বনাশা ভাষার আন্দোলন সৃষ্টি করা হয়। আসামের প্রাক্তন রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীমতিরাম বরা স্বীকার করেছিলেন আসামে বিশুদ্ধ অসমীয়া, রাজ্যের লোকসংখ্যার অনুপাতে এক তৃতীয়াংশের বেশি নহে। অসমীয়াগণও ইহা জানেন যে তাঁদের এই দাবি অন্যায় ও অযৌক্তিক তাই 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলনের পথে রাজ্যের বাঙালী বিতাড়নক্রমে সংখ্যাগবিষ্ঠতা লাভের অপপ্রয়াসই রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টির কারণ। স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই আসামে বাঙালীর সংখ্যা হ্রাসের উদ্দেশ্যে 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলনের একটা স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। ইদানীং এই স্রোতের গতিবেগ সর্বগ্রাসী রূপধারণ করেছে। রাজ্য সরকারের এবং অসমীয়া নেতৃবৃন্দের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রশ্রয় ভিন্ন এই স্রোতগতি এতদিন সচল থেকে এই সর্বনাশা রূপ ধারণ করতে পারে না। বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে আসন্ন লোকগণনা আসামে বাঙালী ও অন্যান্য অনসমীয়া ভাষী সম্পর্কে নিরপেক্ষ ও নির্ভুল ভাবে সম্পাদিত হবে না সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রয়েছে।

বাংলা ও অন্যান্য অনসমীয়া ভাষার ন্যায্য দাবিতে গত জুলাই মাসের প্রথম ভাগে শিলচর সহরে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, ইতিপূর্বে ও পরবর্তী কালে কাছাড় জেলায় এমন সর্বদলীয় প্রতিনিধিমূলক সম্মেলনের কথা আমরা জানি না। সম্মেলনে অপূর্ব উৎসাহ উদ্দীপনা দৃষ্ট হয়েছিল। সমগ্র আসাম প্রদেশের বাঙালী ও অনসমীয়া প্রতিনিধিগণ সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন—কাছাড় জেলার গ্রামাঞ্চলের প্রতিনিধিবর্গও সম্মেলন উপস্থিত হয়ে সম্মেলনের উদ্দেশ্যের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন। কিন্তু রাজ্যসরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত তথা জনমতের উপর কোন গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

অসমীয়া ভাষা উন্নত ও সম্পদশালী হোক ইহাতে কারো আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু কোন ভাষা একচ্ছত্র অধিকার লাভ করে অন্য ভাষাকে আঘাত করবে—এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। আমাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার যারা স্বীকার করতে চায় না, আমাদের ভাষা, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের মর্যাদা যারা রক্ষা করে না, প্রাদেশিকতা ও ভাষা সাম্রাজ্যবাদের উগ্র সুরায় উন্মত্ত যারা, তাদের পদানত হয়ে থাকতে পারি না আমরা। আত্মমর্যাদা সম্পন্ন কোন জাতি বা সম্প্রদায় এই ঔদ্ধত্যের কাছে নতি স্বীকার করতে পারে না।

আসাম রাজ্যভাষা আইনের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—"সংখ্যালঘুর ভাষা ও সংস্কৃতির নিরাপত্তা রক্ষা করা হবে—বলপূর্বক একের ভাষা অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না" ইত্যাদি। এ যেন কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেওয়া। অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি, স্বাধীনতা লাভের পর গোয়ালপাড়া জেলায় কিরূপ হীন পরিকল্পনায় বাংলা ভাষাকে উৎখাত করা হয়েছে। সেখানে বাঙালীর ভাবী বংশধরগণকে বাংলাভাষায় শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। কাছাড়েও অনুরূপ চেষ্টা

চলেছে। বন্ধুগণ, আসাম সরকারের প্রতিশ্রুতি আমাদের কাছে আজ মূল্যহীন। এই প্রতিশ্রুতির মধ্যে আন্তরিকতার পরিচয় নাই, দবদের পরিচয় নাই--আছে শুধু দাম্ভিকতার, ক্ষমতালোলুপতার পরিচয়। আমাদিগকে আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে, আমাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষা করা হবে--দুষ্কৃতকারীদিগকে শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু কাজ করা হচ্ছে ঠিক বিপরীত। ঘোষিত নীতির সঙ্গে সরকাবী কার্যের সামঞ্জস্যহীনতা আমাদিগকে পদে পদে লাঞ্ছিত করছে। আকস্মিকভাবে আসামের বাঙালী চীফ সেক্রেটারী শ্রীএস, কে, দত্ত ও পুলিশের ইনস্পেক্টাব জেনারেল শ্রীএস, এম, দত্তকে স্ব স্ব পদ থেকে এক যোগে অপসারণকে আমরা কোনমতেই ন্যায় বিচার বলে গ্রহণ করতে পারছি না। গৌহাটি তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট যথাসময়ে দাখিল করা সত্ত্বেও আসাম সরকার তা সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ না করে গোপন রাখায় নানারূপ সন্দেহই মনে জাগছে।

ভারত সরকার ঐক্যের দোহাই দিয়ে নতুন ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের বিরোধিতা করেন--অথচ বহু ভাষাভাষী অধ্যুষিত রাজ্য জেনেও অনসমীয়াদের ন্যায়সঙ্গত দাবি উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করে অসমীয়া ভাষার একচ্ছত্র অধিকার স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। জুলাই মাসের চরম বিপর্যয়ে পাশবিক অত্যাচার ও উৎপীড়নের হাত থেকে ভারত সরকার বিপন্ন বাঙালীকে রক্ষা করতে পারেন নাই। ভারত সরকার যদি নীতি ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কঠোর হস্তে ভাষাভিত্তিক সঙ্কীর্ণতা ও উন্মত্ততাকে দমন করতেন, তা হলে এমন দুর্দৈব আজ সারাভারতে সংঘটিত হত না। রাজ্যসরকারের স্বেচ্ছাচারিতা ও অনাচারের বিরুদ্ধে আমরা ভারত সরকারের কাছ থেকে দারুণ বিপর্যয়েও প্রতিকার ও সুবিচার পাই নাই। আমাদের অনেকের মনেই স্বাভাবিক ভাবে এই চিন্তার উদয় হয়েছে যে আসাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকার জন্যই কাছাড় জেলার ও জেলাবাসীর কল্যাণ সর্বদিকে ব্যাহত হচ্ছে। ভাবী নিরাপত্তার জন্য আমাদের কল্যাণের পথকে সুগম করবার জন্য অচিরেই অসমীয়াগোষ্ঠীদের কবল থেকে কাছাড় জেলাকে মুক্ত করা প্রয়োজন। আশাকরি এই সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিগণ এ বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

বন্ধুগণ, আমাদের সম্মুখে আজ এক গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হয়েছে যে অন্যায়, অবিচার ও কঠিন আঘাত আমাদের উপর বার বার হানা হচ্ছে, এই আঘাতকে আমরা কি প্রতিকারহীন দুর্দৈব বলে ভীত মনে মেনে নেব? না, এই অন্যায় আঘাতের প্রতিরোধ করে, আমাদের দ্বিধা সঙ্কোচ ত্যাগ করে আমাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করব। নিশ্চয়ই, আমাদের আত্ম সচেতন হয়ে আমাদের সমস্ত শক্তিকে জাগ্রত করে এই অন্যায় অবিচারকে বীরের মত প্রতিরোধ করতে হবে। আজ যদি অন্যায়ের, স্বেচ্ছাচারের হুঙ্কারে ভীত হয়ে বলি আমরা দুর্বল—আজ যদি ক্ষুদ্র স্বার্থের মোহে অন্ধ হয়ে বলি আমরা শক্তিহীন, তবে এর কোনটাই সত্য নয়। দুর্জয় শক্তি আমাদের অন্তরে—দুর্বার বল আমাদের ইচ্ছায়। আমরা অতীতে পরাভব স্বীকার করি নাই—আজও পরাভব স্বীকার করব না। বৈদেশিক শত্রুর হাত থেকে আমরা পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করেছি—স্বাধীন ভারতে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির হাত থেকে আমাদের ভাষা, আমাদের আশা, আমাদের অধিকারকে রক্ষা করব। কোন অবস্থায়ই নতি স্বীকার করব না। সিদ্ধির পথে যে সাধনার প্রয়োজন, তাতে যদি আমরা বিমুখ হই—আমাদের দুর্বলতা যদি জনগণের ভাবী কল্যাণকে প্রতিহত করে, তবে আমাদের ভাবী বংশধরগণ আমাদের ক্ষমা

করবে না--আমাদিগকে অভিশাপ দিবে। অসমীয়া ভাষাসাম্রাজ্যবাদ আজ আমাদের সমস্ত সম্পদকে লুণ্ঠন করতে উদ্যত--অথচ আমরা নির্বাক, নির্বিকার আছি--কঠোর হস্তে প্রতিকারেব কোন চেষ্টাই কবছি না। আমাদের দুর্বলতা আমাদের ছল চাতুরী যেন জাতিকে অন্যায় ক্ষমতার পদে বিসর্জন না দেয়--কবি গুরুর সাবধান বাণী যেন আমরা স্মরণে রাখি :

"মিথ্যা দিয়ে চাতুরী দিয়ে বচিয়া গুহাবাস
পৌরুষেরে করো না পরিহাস
বাঁচাতে নিজ প্রাণ
দুর্বলেরে বলীর পদে করো না বলিদান।"

—বন্দে-মাতরম্!

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চৌধুবী
সভাপতি, অভ্যর্থনা সমিতি
কাছাড় জেলা জন-সম্মেলন, করিমগঞ্জ।

করিমগঞ্জ,
৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১ ইং।

❒ কাছাড় জেলা সর্বোদয় মণ্ডল এর বিবৃতি

কাছাড়ে অহিংস সত্যাগ্রহ

কাছাড় জেলা সর্ব্বোদয় কর্ম্মীগণের ৩রা জুন তারিখের অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী—

১। বাংলা ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্য্যায়ে শিলচরে বীর শহিদগণ কাছাড়বাসী তথা বিশ্বসমক্ষে অহিংসার যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন তাহা আন্দোলনের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির ক্ষেত্রে দিক দর্শক হইবে এবং সমগ্র দেশবাসীকে সত্য ও ন্যায়ের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে অনুপ্রাণিত করিবে। এই অভূতপুর্ব্ব আত্মবলিদানের জন্য "কাছাড় জেলা সর্ব্বোদয় কর্ম্মীগণের এই সভা" বীর শহিদগণের অমর আত্মার প্রতি সশ্রদ্ধ সম্মান প্রদর্শন করিতেছে এবং তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে ও তাঁহাদের পরিবারের গভীর শোক অপনোদনের জন্য বিশ্বনিয়ন্তার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছে।

২। কাছাড় জেলার সাম্প্রতিক বাংলা ভাষা আন্দোলনে যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে এবং গ্রামাঞ্চলের কোন কোন স্থানে যে অশান্তি সৃষ্টির উপক্রম হইয়াছে, তাহা দূরীকরণের জন্য সর্ব্বোদয় কর্ম্মীগণ সর্ব্বপ্রকার প্রযত্ন করিবেন। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সম্পূর্ণ অহিংস ও শান্তিপূর্ণ পথে পরিচালিত আন্দোলনের প্রতি সর্ব্বোদয় কর্ম্মীগণের এই সভা পূর্ণ সমর্থন জানাইতেছে।

৩। বিগত ১৯ শে মে তারিখে সমগ্র কাছাড়ের অহিংস সত্যাগ্রহীদের উপর উৎপীড়ন ও শিলচরে গুলীবর্ষণের জন্য সর্ব্বোদয় কর্ম্মীগণের এই সভা বিস্ময় ও গভীর বেদনা বোধ করিতেছে এবং সরকারের এই অন্যায় আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছে।

এইরূপ ঘটনা যে কোন স্বাধীন দেশের পক্ষে কলঙ্ক স্বরূপ।

৪। পূজ্য আচার্য বিনোবাজী সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদে দেশবাসীর মনে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল। সম্প্রতি 'সর্ব্বোদয় প্রেসসার্ভিস' (S.P.S) কলিকাতা সেই সম্পর্কে যে আলোক সম্পাত করিয়াছে ও করিতেছে, তাহাতে সেই সমস্যা দূরীভূত হইতেছে। অতএব সর্ব্বোদয় প্রেস সার্ভিসের পরিবেশিত সংবাদের প্রতি সহৃদয় দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে এবং S. P. S. এর এই সংক্রান্ত সংবাদের বহুল প্রচারের জন্য জেলা সর্ব্বোদয় মণ্ডলকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

৫। পুজ্য বিনোবাজীর কাছাড় পদযাত্রা ত্বরান্বিত করার জন্য কাছাড় সর্ব্বোদয় মণ্ডল যথাবিহিত চেষ্টা করিবেন।

৬। প্রস্তাবিত লালা সর্ব্বোদয় কর্ম্মী শিবির অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত থাকিবে। শ্রীদেবেন্দ্র বিজয় চৌধুরী যথা সময় ব্যবস্থা করিবেন।

সংবাদপত্রের প্রকাশিত আচার্য্য বিনোবাজী সম্পর্কে "সর্ব্বোদয় প্রেস সার্ভিস" পরিবেশিত তথ্য–

মিথ্যা ও বিকৃত সংবাদ প্রকাশে আচার্য্য বিনোবার মর্ম বেদনা

পুলিশের গুলিবর্ষণকে স্বাধীন দেশের কলঙ্ক বলিয়া বর্ণনা

সম্প্রতি কলিকাতা হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্রের একাংশে তাঁহার সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে ভূদান নেতা আচার্য বিনোবা ভাবে উহাকে 'মিথ্যা ও বিকৃত' বলিয়া জানাইয়াছেন। বিনোবাজী মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, উহার সত্যতা যাচাই না করিয়া সংবাদটি শুধু প্রকাশিত হয় নাই, উহার ভিত্তিতে সম্পাদকীয় প্রবন্ধও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাকে তিনি দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার রীতিবিরুদ্ধ কাজ বলিয়া মনে করেন।

সর্ব্বোদয় প্রেস সার্ভিস (এস-পি-এস) এর বিশেষ প্রতিনিধি গত ২২শে ও ২৩শে মে আসামের উত্তর লখিমপুর ও কমলা ঝরিয়ায় এই সম্পর্কে বিনোবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার বক্তব্য জানিতে চাহিলে উল্লিখিতরূপ মন্তব্য করেন। বিনোবাজী গত ৫ই মার্চ্চ হইতে আসামে পদযাত্রা করিতেছেন।

এস-পি-এস প্রতিনিধি গত ১১ই মে তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ এবং পরদিন উক্ত দুই পত্রিকায় এবং তাহারও পরে যুগান্তর ও অমৃতবাজার পত্রিকায় ঐ সংবাদের ভিত্তিতে লিখিত সম্পাদকীয় সমালোচনার কাটিং সমুহ বিনোবাজীর নিকট উপস্থাপিত করিলে বিনোবাজী ঐ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করেন।

বিনোবাজী বলেন–বিকৃত ও মিথ্যা সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তাহা অল্পকাল স্থায়ী হয়। গত দশ বৎসরে আমার সম্বন্ধে অনেক মিথ্যা ও উদ্দেশ্যমূলক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আমি কখনও উহার প্রতিবাদ করি নাই। আমি ঈশ্বরের সেবা করিয়া চলিয়াছি। তিনি অন্তর্যামী। তিনিই তো সাক্ষী আছেন। সুতরাং আমি মিথ্যা রটনায় ভয় পাই না। আমার একমাত্র প্রার্থনা 'অন্তর মম বিকশিত কর অন্তর তর হে'।

প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে তিনি বলেন–আমি দায়িত্বহীন লোক নই। সুতরাং কোন

দায়িত্বশীল লোক সম্পর্কে কোন গুরুত্বপূর্ণ খবর প্রকাশের পূর্বে তাহার নিকট হইতে উহার সত্যতা যাচাই করিয়া লওয়া উচিৎ। পশ্চিমের দায়িত্বশীল সংবাদপত্রগুলি এইরূপই করিয়া থাকে। এক্ষেত্রে সত্যতা যাচাই না করিয়া সংবাদটিই শুধু প্রকাশ করা হয় নাই, উহাকে ভিত্তি করিয়া সম্পাদকীয় প্রবন্ধও লিখিত হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত রীতিবিরুদ্ধ কাজ হইয়াছে।

বিনোবাজী অমৃতবাজার পত্রিকায় ২১শে মের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পাঠ করিয়া মর্মাহত হইয়াছেন। তিনি বলেন– 'এই সংবাদপত্রটি আমাদের দেশের একজন মহাপুরুষ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এরূপ একটি প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রে যে ভাষায় সম্পাদকীয় লেখা হইয়াছে তাহাতে বেদনা বোধ করা ছাড়া আর কি করার আছে? এই প্রবন্ধে আমার নওগাঁ ভাষণকে শিলচরের দুর্ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করা হইয়াছে, ইহাতে আমি স্তম্ভিত হইয়াছি। আমি মনে করি, উক্ত ভাষণটি আসাম যাত্রায় আমার সর্বোত্তম ভাষণ। (পূর্ণ ভাষণটি শীঘ্রই প্রকাশ করা হইবে) এই ভাষণের অর্থকে বিকৃত করা হইয়াছে এমন কি আমার 'bonafide' (সদিচ্ছা) সম্পর্কেও সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। উহার দ্বারা আসামে আমার আগমনের ফলে পুনর্বাসনের কাজে যে উন্নতি হইতেছিল তাহাতে বাধার সৃষ্টি হইল।

বিনোবাজী এই প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, 'উত্তেজনার বশে যদি এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়া থাকে তাহা হইলে আমি বলিব–Excitement is out of date' ('উত্তেজনা এযুগে অচল')

বিনোবাজী বলেন 'বাংলার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও প্রেম বাল্যাবধি। বাংলা দেশ আমাকে প্রেরণা দিয়াছে। বাংলার লোকও আমাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়াছে তাহার বহু পরিচয় আমি পাইয়াছি। সম্প্রতি বাংলায় পদযাত্রাকালে বাংলার মানুষের প্রেমে আমি অভিভূত হইয়াছি।' বিনোবাজী বলেন–'আমি কি এই মিত্রকে শত্রু করিব?' তিনি বলেন–'শত্রুকে মিত্র করার শিক্ষাই আমি গান্ধীজীর নিকট হইতে পাইয়াছি, মিত্রকে শত্রু করার নয়। দীর্ঘকাল নিরন্তর সেবার পরেও যদি লোকের মনে আমার সম্বন্ধে অবিশ্বাস জাগে, তাহা হইলে আমার আরও কঠোর তপস্যা করিতে হইবে।'

আচার্য বিনোবা ভাবে শিলচরে পুলিশের গুলীবর্ষণের ঘটনাকে 'স্বাধীন দেশের কলঙ্করূপে অভিহিত করিয়াছেন বলিয়া সর্ব্বোদয় প্রেস সার্ভিস (এস পি-এস)-এর বিশেষ প্রতিনিধি জানিতে পারিয়াছেন। প্রকাশ, বাংলা ভাষা আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ ও হতাহতের সংবাদটি বিনোবাজীকে দেওয়া হইলে তিনি অশ্রুপাত করিতে থাকেন। কিছুক্ষণ একেবারে মৌন থাকার পর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি তাঁহার শিবিরে সহযাত্রীদের বলেন যে, 'দেশ স্বাধীন হইবার পরও এতবার গুলীচালনার ঘটনা ঘটা যে কোন স্বাধীন দেশের পক্ষে কলঙ্ক।'

সম্প্রতি আসামের উত্তর লখিমপুরে উক্ত প্রতিনিধি বিনোবাজীর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে কাছাড়ের আন্দোলন সম্পর্কে তাঁহার অভিমত জানিতে চাহিলে বিনোবাজী বলেন যে, 'সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য কেহ যদি সম্পূর্ণ অহিংস ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করে তাহাতে তাঁহার আপত্তি নাই।' তিনি বলেন, 'শান্তভাবে বিচার না করিয়া দেখিলে লোক সত্য অনুধাবন করিতে পারে না; অশান্ত মন কোন যুক্তি গ্রহণ করিতে সমর্থ হন না।'

এস-পি-এস এর প্রতিনিধি উক্ত সাক্ষাৎকারের পর শিলচরে যাইতেছেন শুনিয়া বিনোবাজী তাঁহাকে শিলচরের অবস্থা পর্যবেক্ষণের ফলাফল জানাইতে অনুরোধ করেন। এস, পি, এস।

বাংলা আসামের রাজ্য ভাষা হওয়া উচিত--

আচার্য্য বিনোবাজির অভিমত

পশ্চিমবঙ্গ সর্ব্বোদয় মণ্ডলের এক অধিবেশনে সর্ব্বোদয় নেতা শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী আচার্য্য বিনোবাজীর একটি পত্রের মর্ম্ম প্রকাশ করেন। উহাতে বিনোবাজী এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে 'অসমীয়া বাংলা ও ইংরেজি এই তিনটি ভাষাই আসামে রাজ্যভাষা হওয়া উচিৎ'। 'আসামে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাজ্য ভাষারূপে স্বীকার করা কর্ত্তব্য' বলিয়া সর্ব্বোদয় নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি আরো বলেন 'এই ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত মতামত অনেকেরই জানা থাকা উচিত। কেননা গত কয়েক মাসে আমি প্রায়শই উহা প্রকাশ করিয়াছি। রাজ্যগুলি ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠিত হইয়াছে বলিয়াই প্রত্যেক রাজ্যে মাত্র একটি তথাকথিত রাজ্যভাষা থাকিবে, ইহা আমি মানি না। যেখানেই সংখ্যালঘুরা প্রচুর সংখ্যায় বসবাস করেন সেখানে তাঁহাদের ভাষাকেও রাজ্যভাষার মর্য্যাদা দেওয়া উচিত। সংখ্যালঘুরা ভাষাকে ঐরূপ স্বীকৃতি দানের ফলে হয়ত প্রশাসনিক আর্থিক অসুবিধা ঘটিবে। কিন্তু ঐ কারণে ন্যায় ও উচিত পথ হইতে পলাইয়া যাওয়া চলিতে পারে না।'

❑ শহীদ পরিচিতি

১. কুমারী কমলা ভট্টাচার্য : বাংলা ভাষা সংগ্রামের একমাত্র মহিলা শহীদ ষোল বছর বয়সের কমলা ভট্টাচার্য। মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা শেষ করেই তিনি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পিতৃহীন কমলা ভাই শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্যের সংগে শিলচর শহরের বিলপারে অবস্থিত বাসায় থাকতেন। তিন ভাই ও চার বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয় বোন। তাঁদের পরিবার ১৯৫০ সালে দেশ ভাগের বলি হয়ে সিলেট জেলা থেকে কাছাড়ে আসেন।

২. কানাইলাল নিয়োগী : পিতা প্রয়াত দ্বিজেন্দ্রলাল নিয়োগী, মায়ের নাম শ্রীযুক্তা শান্তিকণা নিয়োগী, বয়স প্রায় ৭০ বছর। কানাইলাল ছিলেন তাঁদের তিন পুত্র সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। তাঁর বয়স ৩৭ বছর। ময়মনসিং জেলার খিলদা গ্রাম ছিল তাঁর পিতৃভূমি। ১৯৪০ সালে মেট্রিক পাশ করে পরে রেলের চাকরীতে যোগদান করেন। স্ত্রী, দুই ছেলে ও দুই মেয়ে রেখে তিনি শহীদত্ব বরণ করেন।

৩. হীতেশ বিশ্বাস — পিতা প্রয়াত হরিশচন্দ্র বিশ্বাস। বাস্তু হাবা হয়ে সিলেট জেলার হবিগঞ্জের ব্রাহ্মণ বাড়িয়া থেকে ত্রিপুরায় আসেন বারো বছ্ব বয়সে খোয়াই শহরে উদ্বাস্তু কলোনীব বাসিন্দা হয়েই মা, ছোট ভাই ও একবোন নিয়ে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হন। শিলচর শহবেব অম্বিকাপট্টীতে ভগ্নীপতির বাসায় অবস্থান কালে ভাষা সংগ্রামে ঝাঁপিযে পড়ে জীবনদান করেন।

৪. চণ্ডীচরণ সূত্রধর — পিতা প্রয়াত চিন্তাহরণ সূত্রধর। বয়স বাইশ বছ্ব। ১৯৫০ সালে হবিগঞ্জের জাকরপুর গ্রাম থেকে উদ্বাস্তু হয়ে মামা সুরেন্দ্র সূত্রধরের সঙ্গে শিলচর আসেন। তিনি এম, ই পর্যন্ত পড়াশোনা করে জীবিকা হিসেবে কাঠমিস্ত্রীর কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। শিলচরেব রাঙ্গির খাড়িতে থাকাকালীন অবস্থায়ই তিনি ভাষা সংগ্রামে যোগ দিয়ে আত্মদান করেন। সে সময় কোন আত্মীয় শিলচর শহরে তাব ছিলনা, প্রতিবেশী স্বজনেরাই তাঁর শ্রাদ্ধাদি কাজ সম্পন্ন করেন।

৫. শচীন্দ্র পাল — পিতা শ্রী গোপেশ চন্দ্র পালের ছয় ছেলে ও এক কন্যা সন্তানের মধ্যে শচীন্দ্র ছিলেন দ্বিতীয় ছেলে। তিনি কাছাড় হাইস্কুল থেকে মেট্রিক পরীক্ষা দিযেছিলেন। তাঁর বয়স ছিল ১৯ বছ্র। হবিগঞ্জ মহকুমার নবীগঞ্জের সন্দনপুর গ্রাম ছিল তাঁদের পূর্বনিবাস। পরীক্ষা দিয়েই ছাত্র শচীন্দ্র মাতৃভাষার জন্যে শহীদের মৃত্যু বরণ করেন।

৬. কুমুদ দাস : — পিতা শ্রী কুঞ্জমোহন দাস মৌলভীবাজারের জুরি থেকে বাস্তুহারা হয়ে আসেন। মায়ের মৃত্যুব পর কুমুদ ৮ বছ্ব বয়সে ত্রিপুরায় মামার বাড়ীতে থেকে এম, ই পর্যন্ত পড়াশোনা করে গাড়ী-চালক হন। এই পেশায় সুবিধা করতে না পেরে তিনি শিলচরে চলে আসেন এবং তারাপুরে এক দোকানে স্টল-বয়ের কাজ করতে থাকেন। এই অবস্থায়ই তিনি তারাপুর রেলষ্টেশনে সত্যাগ্রহে অংশ গ্রহণ করে জীবন দান করেন। বৃদ্ধ পিতা, চারবোন ও এক শিশুভাইকে নিয়ে তাঁদের সংসারে তিনিই ছিলেন একমাত্র উপার্জনকারী।

৭. সত্যেন্দ্র দেব : — পিতা প্রয়াত শশীমোহন দেব। বয়স ২৪ বছ্র। উদ্বাস্তু হয়ে তাঁদের পরিবার ত্রিপুরার নূতন রাজনগর কলোনীতে বাসা বাঁধেন। সেখানে মা ও তিন বোনকে রেখে শিলচর শহরের জানীগঞ্জ বাজারে এক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন। তিনি প্রাইমারী পর্যন্ত পড়াশোনা

করেছিলেন। মাতৃভাষার আহ্বানে সাড়াদিয়ে তিনি শহীদত্ব বরণ করলেন।

৮. বীরেন্দ্র সূত্রধর : পিতা প্রয়াত নীলমণি সূত্রধর। বীরেন্দ্র শৈশবে বাস্তুহারা হয়ে নবীগঞ্জের বরহমপুর থেকে পিতা মাতার সংগে এদেশে আসেন। জীবিকার অন্বেষণে বর্তমান মিজোরামের আইজল শহরে গিয়ে কাঠমিস্ত্রীর কাজ শুরু করেন। ত্রিপুরার ধর্মনগরে বিয়ে করে মণিপুর চা বাগানের (কাছাড় জেলায় অবস্থিত) নিকট ঘরভাড়া করে বাসা বেঁধেছিলেন। ভাষাসংগ্রামে যোগ দিয়ে তিনি যে দিন শহীদ হলেন তখন তাঁর বয়স ছিল ২৪ বছর, আর ঘরে ১৮ বছরের বিধবা স্ত্রীর কোলে ছিল ১ বছরের মেয়ে রানী।

৯. সুকোমল পুরকায়স্থ : পিতা শ্রী সঞ্জীবচন্দ্র পুরকায়স্থের বাড়ী ছিল করিমগঞ্জের বাগবাড়ী গ্রামে। তিনি ডিব্রুগড় শহরে ব্যবসা করতেন। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ১৯৫৯ সালে ভাষা আন্দোলনের নামে যখন বঙ্গাল খেদা আন্দোলন সুরু হয় তখন উৎপীড়িত হয়ে সপরিবারে গ্রামে চলে আসেন। ভাষা সংগ্রামে যোগ দিয়ে সুকোমল জীবন দিয়ে মাতৃভাষার ঋণ পরিশোধ করলেন।

১০. সুনীল সরকার : পিতা শ্রী সুরেন্দ্র সরকার দেশবিভাগের বলি হয়ে ঢাকার মুন্সীবাজারের কামারপাড়া থেকে শিলচর শহরের নূতন পট্টীতে ঘর বাঁধেন। অক্লান্ত পরিশ্রমে ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। পরে শিলচর হাসপাতাল রোড়ে বসবাস শুরু করেন। তাঁর তিন মেয়ে ও চার ছেলের মধ্যে সুনীল ছিলেন সব ছোট ছেলে। সুনীল এম, ই পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন।

১১. তরণী দেবনাথ : পিতা শ্রীযোগেন্দ্র দেবনাথ ব্রাহ্মণ বাড়ীয়ার শ্যামগ্রাম থেকে দেশভাগের সময় শিলচর এসে বয়ন ব্যবসা শুরু করেন। তরণী শহীদের মৃত্যু বরণ করার প্রায় ছয়মাস আগে একটি বয়ন যন্ত্র ক্রয় করে রাঙ্গির খাড়ী অঞ্চলে জয়দুর্গা কলোনীর ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁর বয়স ছিল ২১ বছর।

[• তথ্যসূত্র 'দিনলিপি' চিরঞ্জীব সেন

• আমরা বাঙালী, শিলচর শহীদ স্মরণী সংখ্যা, জুলাই ১৯৬১ সম্পা. সুধাংশু বক্সী, কলিকাতা - ১২]

❐ Assam's Official Language

Statement of
Shri Lal Bahadur Shastri
Union Home Minister
Shillong, June 6, 1961

I have been in Assam for about six days and both in Shillong and Silchar. I met a large number of people with whom I was able to discuss the various aspects of the language question fully. This problem has created a special situation in this State and feelings have run high. It is absolutely essential that the existing misapprehensions and doubts should be dispelled. I know these could not vanish in moment. However, a new psychology has to be created and certain positive steps have to be taken to demonstrate a spirit of accommodation both by the Assamese-speaking people and others. The special situation that has arisen in regard to Cachar has to be tackled immediately. Besides the language issue, the recent firing in Cachar has further aggravated the situation. In my discussions in Cachar a number of suggestions were made and I have given full thought to them. On my return to Shillong from Silchar I discussed the various aspects of this problem both with the Chief Minister and the President of the Pradesh Congress Committee along with their colleagues. I am glad that certain proposals have emerged out of the discussions, which to my mind are satisfactory not only for Cachar but for the whole of the State. The Chief Minister is issuing an official statement covering these points.

The proposals in a nut-shell are :

1. The Assam Official Language Act may be amended to do away with the provision relating to Mahkuma Parishads.

2. Communications between State Headquarters and Cachar and the autonomous Hill Districts to continue in English until replaced by Hindi.

3. At State level English will continue to be used for the present. Later, English will continue to be used along with Assamese.

4. The linguistic minorities in the State will be accorded the safeguards contained in the Government of India's Memorandum dated September 19,1956.

5. Clarification may issue that under the provisions of Art. 348(3) of the Consitution all Acts, Bill, Ordinances, Regulations and orders, etc., will continue to be published in Official Gazette in English, even

where these are published in Assamese under the second proviso to section 3 of the Official Language Act.

6. Some arrangements to tbe considered for effective implementation of development schemes at the Disctict level.

7. The agitation in Cachar should be with drawn.

8. The Assam Government may condider the release of all prisoners detained in connection with the movement, except those charged with crimes involving violence and sabotage, as soon as they are satisfied that the movement will not be resumed.

The most ticklish question has been that of amending the Bill in order to delete the provision made about Mohkuma Parishads in the Cachar area in Section 5 of the Official Language Act. However, I am glad that it has now been agreed to by the Executive of the Provincial Congress Committee and the Government.

The other points are equally important and have been unreservedly agreed to. It is now important that these proposals should be fully implemented and at the earliest. The officers of the State Government should carry out the orders of Government in the true spirit. The respoinsibility of the officers is great and they can with proper execution restore a new confidence and a new hope in the minds of the linguistic minorities of the State. It is essential that both the non-officials and officials should fight the disintegrating forces that are at work and the provincial, regional, communal or local feelings are subordinated to the larger interest of the people of India. It has also to be remembered that we cannot govern any State or the country merely by force and we must carry the prople with us. The people have also to realise that no Government would be worth its name if it allows them or any section of the community to take the law into their own hands and become a menace to the peaceful functioning of Society. A great restraint has to be exercised by the organisations or political parties which may hold a particular view or want certain grievances to be redressed. There are always deficiencies and shortcomings in a Government and so long as society exists, there will be demands and counter-demands. What is important is that the leaders of the community and the people should adopt the right means so that a healthy influence is created. It is much more important as we are still in a nascent stage of our democracy. The kind of struggles that have been lunched in Assam during the last one year have indeed produced a very bad result. The most unfortunate part of it has been the poisoning of the minds of the people,

eradiction of which will take some time. The responsibility of public leaders is therefore obvious and I would beg of them to think coolly over the matter and try to change the very psychology of the people.

It would be an unfortunate day if in any State different communities speaking different languages could not live together in peace and amity. Every State will have its official language. It should be the duty of all the people of that State, whatever their mother tongue may be, to accept it sincerely and try to learn it quickly. It should equally be the responsibility of the Government and those who speak the official language to give all facilities for the use and growth of other languages which are used by a sizeable number of people living in the State.

Assam State has great potentiality for progress and development. It is backward in many respects no doubt; yet the next five years will bring about a considerable change in the present state of affairs in every region of this State. If regional rivalries on language and other matters will continue, they would retard the growth and progress of the people of the State.

The question of linguistic minorities concerns almost all the States in the country. I know that a little generosity in this regard mutually shown by the Southern States between themselves has created a very wholesome effect. It is only this attitude which will ultimately pay and produce the desired results. May I add a word of appeal to the citizens and the Press of Calcutta who have been deeply affected by what has happended in Cachar? My request to them is that they should lend their full support to the various steps that are now being taken by the State Government of Assam. I am sure they would fully help in restoring peace to the State. It is only mutual trust and a brotherly spirit that would help.

I do not know what the Sangram Parishad of Cachar will ultimately do. My advice to them was and even now is that they should call off their movement. They should give every opportunity for the implementation of these proposals in a calmer atmosphere. I earnestly hope that they would accept my advice. If the movement is not resumed, I am sure the State Government would consider releasing the prisoners immediately. This would undoubtedly create a healthy atmosphere in the district and help in restoring normalcy.

I must commend the spirit of the Nikhil Assam Banga Bhasa Bhasi Samiti has shown in suspending their proposed observance of "Demand Day". I have no doubt that they would call off their proposed movement without any delay as any such movement would

only have a very undesirable effect on the State as whole.

I am greateful to Shri Chaliha and his colleagues as well as to Shri Siddhinath Sarma and other Congress friends for their continued help and support in my efforts. They have been good enough to show a spirit of accommodation. It would not have been possible for me to make any progress without their unstinted co-operation.

I am thankful to the Governor also who has in his own way, been making his quiet contribution.

The journalists of this State have also been excedingly helpful and I have every hope that they will be good enough to maintain the same spirit and help in buiding up necessary public opinion in future. I go back to Delhi with the satisfaction that real and genuine efforts have been made to bring about a change in the existing atmsphere and it is now upto the political parties, various organisations, the administration, the Press and the people as a whole to translate them into action and give the right and proper lead.

❒

Statement of
Shri B.P. Chaliha
Chief Minister of Assam
Shillong, June 6, 1961

It is very unfortunate that the healthy climate of our peaceful State has been vitiated by the agitations over the Official Language issue. The great tragedy of 1960 and the recent happenings in the district of Cachar resulting in the unfortunate death of 11 persons and leading to disruption of the normal life in the district, should be an eye-opener to all sections of people about the danger of agitational approach. The controvercy over the Official Language issue has drawn the attention of no less important a person than the Prime Minister of India. His colleague, the Union Home Minister, Shri Lal Bahadur Shastri, was kind enough to come and spend several days in our State to study this problem. He met many leading men of this State and also visited the district of Cachar. As a result of his study he has placed before us various suggestions for which we are greateful to him. We also have taken note of our Prime Minister's appeal for maintaining *status quo* for one year with a view to restore a peaceful atmosphere among the different community in the State.

The Assam Official Language Act, 1960 which provides for

Assamese as the Official Language of the State, is based on two basic principles, namely, (1) Assamese will not be imposed in any of the non-Assamese speaking Districts, and (2) no non-Assamese speaking people of the State would be made to suffer any disability for employment, service, etc. because of his lack of knowledge of the Assamese Language. The Act, therefore, provides that the language in which the district administration would be run in the Autonomous districts would be decided by the District Councils of the respective Autonomous Districts and so far as the district of Cachar is concerned, Bengali Language has been provided as the language in which the district administration would be run until the Mahkuma Parishad and the Municipal Board decide by a majority of two-thirds for a change to the Official Language.

In addition to Assamese, there is provision in the Act for English, and when it is replaced, Hindi, for official purposes of the Secretariat and the Heads of the Departments.

Having taken into consideration the feeling in Cachar against the provision concerning Mahkuma Parishad in Section 5 of the Official Language Act, and the advice of the Prime Minister and the Union Home Minister, the Government have decided to sponsor an amendment to the Act deleting this provision. This should allay the apprehension in the minds of Cachar people regarding the use of Bengali Language at district level in Cachar.

According to the provision of the Assam Official Language Act, Assamese along with English (and when English is replaced, Hindi) would be used for official purposes in the Secretariat and the Heads of the Departments The official purposes for which they will be used will be prescribed by rules. The rules consistent with the basic principles of the Act will be so framed that the correspondence with Cachar and Autonomous District administrations from the Secretariate and the Heads of the Department would be in English and when replaced, in Hindi.

As regards the second proviso to Section 3 of the Assam Official Language Act, 1960 which lays down that all Ordinances, Acts, Bills, Orders, Regulations, etc., shall be published in the Official Gazette in the Assamese language, there is some misapprehensions that such publication will be done only in the Assamese language and that an English or Hindi text would not be provided. Government would like to clarify that under the provisions of Article 348(3) of the Constitution where the State Legislature has prescribed the use of a language other than English for official puposes, an English

translation shall invariably be published in the Official Gazette under the authority of the Governor. Thus the Constitution itself provides for translation in the English language of all Ordinances, Acts, Bills, etc., and a provision to this effect in the Official Language Act, 1960 was unnecessary and would only have been redundant. Government hope that this clarification will allay any apprehensions entertained in this regard.

The Government in order to acquaint the people with important pieces of legislation and information, have been distributing even now the translated version of important Acts, Notifications, etc., in some cases. Even though there is no provision in the statute for such arrangements, this will be continued in future as well.

Of the qualifications for recruitment to the Assam Civil Service and allied provincial posts, the knowledge of Assamese or Bengali or a tribal language of the State is essential. This is proposed to be continued even after the enforcement of the Assam Official Language Act . There is no intention to make the knowledge of Assamese compulsory for recruitment to service. In this connection attention to proviso (*c*) to Clause 7 of the Assam Official Language Act is also drawn.

So far as education is concerned, it has been specifically mentioned in the body of the Act that the rights of the various linguistic groups in respect of medium of instruction in educational institutions as laid down in the Constitution of Indian shall not be affected. It has also been provided in the Act that no discrimination would be made in granting aid to educational and cultural institutions on grounds of language.

Some apprehensions have been expressed in respect of the difficulties faced by the minorities. In this connection, attention is invited to the Government of India's Memorandum, dated September 19, 1956, which is contained in Appendix I in the Third Report of the Commissioner for Linguistic Minorities. The safeguards mentioned in this Memorandum were devised by the Government of India in consultation with the Chief Minister of States and have also been approved by Parliament. The Assam Government have already accepted this Memorandum and will implement the safeguards contained therein.

With regard to the proceedings of the Assam Legislative Assembly, these are governed by Article 210 of the Constitution. This Article provides for the use of the Official Language or Languages of the State, or Hindi, or English and it further empowers the Speaker to

permit any member who cannot express himself in any of the languages mentioned above, to address the House in his mother tongue.

Under Article 350 of the Constitution, petitions can be submitted in any language used in the State. Replies from the State level to petitions received in languages other than Assamese will be sent in English or Hindi.

It is clear that the implementation in actual practice of the Official Language Act will be a measure involving condiderable complexities. A scheme in some details will, therefore, have to be drawn up in such a way as to embody the basic principles enunciated above. In drawing up this scheme, we have approached sister States who have gone ahead of us in this matter to supply us with rules and regulations on their own schemes. The State Government, in the light of the above considerations will frame rules and take other relevant steps for implementing the Act.

The Union Home Minister in course of discussion with the leaders of Cachar expressed sympathy and support to help the development of the district as a handicapped and insular area due to Partition. Government would welcome the Home Minister's efforts in this regard. In this connection, Government feels that many of the districts in the State are extremely backward in the matter of development. For financial and other handicaps it has not been possible to provide for uniform development all over the State. In fact, Assam itself as compared with many parts of India, is lagging behind in respect of such development. The Government are equally anxious, as are the people of different districts to bring about progress and development as speedily as possible. It is the intention of the Government to request the Government of India to give special consideration and provide additional funds for development works for the underdeveloped districts. It is also the intention of the Government to form suitable Boards or Committees in such under-developed areas to advise the Government for undertaking developmental projects.

The Government is happy that Nikhil Assam Banga Bhasa-Bhashi Samiti had decided on the advice of the Union Home Minister to defer the observance of the "All Assam Demand Day" which was proposed for the 4th June. This is a valuable contribution to the maintenance of peace in the State and the Government are hopeful that a similar spirit will prevail amongst the people of Cachar and their leaders. The Government would appeal to them to call off the agitation and help in restoring normalcy to that District.

For their part, Government are willing to release prisoners detained in connection with the recent agitation except only those charged with crimes involving violence and sabotage. Government are prepared to take this step as soon as they are satisfied that the movement will not be resumed.

Finally, I would like to convey to the people of Assam, that our State is passing through difficult times and in this crisis, the whole of India is watching us not merely to preserve peace and tranquillity but to create and maintain conditions which may lead to development of friendship and emotional integration amongst different elements constituting the State, so that we may properly discharged the high duty of sentinel cast on us of guarding the eastern frontiers of India. I further hope that the people of Assam will accept this statement in a spirit of mutual co-operation, goodwill and toleration upon which only the difficult problem of language can be solved and democracy preserved in the country.

APPENDIX

Safeguards for Linguistic Minorities
As proposed by Ministry of Home Affairs

The safeguards proposed for the linguistic minorities *vide* Part IV of the States Reorganisation Commission's Report, have been examined carefully in consultation with the Chief Ministers of the States and it is the Government of India's intention to accept most of the Commission's recommendations. The action which has been or is proposed to be taken is indicated in the paragraphs which follow.

2. **Primary education** : Attention is invited to clause 21 of the Constitution (Ninth Amendment). Bill, providing for the addition of a new Article, namely, 350A to the Constitution regarding facilities for instruction in the mother-tongue at the primary stage of education. The directions which may be issued by the President under Article 350A of the Constitution, as it is proposed to be enacted into law, are likely to be based on the resolution accepted by the Provincial Education Ministers' Conference in August, 1949. The intention is that the arrangements which were generally accepted at this Conference should be brought into force in States and areas where they have not been adopted so far.

3. **Secondary education** : The Commission has recommended that the Government of India should, in consultation with the State

Governments, lay down a clear policy in regard to education in the mother tongue at the secondary stage and take effective steps to implement it. The Commission has expressed the view that so far as secondary education is concerned, it will have to be treated differently from education at the primary stage, and has, therefore, not recommended constitutional recognition of the right to have instruction in the mother-tongue at the secondary school stage

4. The resolution adopted by the Provincial Education Ministers' Conference in August, 1949, contemplated the following arrangements in regard to secondary education :–

(a) If the number of pupils whose mother tongue is a language other than the regional or State language is sufficient to justify a separate school in an area, the medium of instruction in such a school may be the mother-tongue of the pupils Such schools organised or established by private agencies will be recognised for the purposes of grants-in-aid from Government according to prescribed rules.

(b) Government will also provide similar facilities in all Government and district board schools, where one-third of the total number of pupils of the school desire to be instructed in their mother-tongue.

(c) Government will also required aided schools to arrange for such instruction if this is desired by one-third of the pupils, provided that there are no adequate facilities for instruction in that particular language in the area.

(d) The regional language will be a compulsory subject throughout the secondary stage.

The Central Advisory Board of Educaton, after taking into consideration the report of the Secondary Commission and the resolution on the subject passed by the All-India Council of Secondary Education, has assigned to the mother-tongue an important position in the curriculum at the secondary stage, so that pupils belonging to linguistic minorities may be enabled to study their mother-tongue optionally as one of the three languages which are proposed to be taught at the secondary school stage. The Government of India, as recommended by the Commission, propose to lay down a clear policy in regard to the use and place of he mother-tongue at the secondary stage of education in consultation with the State Governments and to take effective steps to implement it.

5. Affiliation of schools and colleges using minority languages : Connected with the proposals contained in the preceding paragraphs

in the question of the affiliation of educational institutions located in the new or re-organised States to appropriate Universities of Boards of Education. It is of course desirable that every effort should be made to evolve arrangements whereby educational institutions like schools and colleges can be affiliated. in respect of course of study in the mother-tongue, to Universities and other authorities which are situated in the same State. However, it may not always be possible to make such arrangement; and having regard to the number of institutions of this kind, it may sometime be convenient, both from the point of view of the Universities or the education authorities concerned, and from the point of view of the institutions themselves, that they should be permitted to seek affiliation to appropriate bodies located outside the State. This may be regarded in fact as a necessary corollary to the provisions contained in Article 30 of the Constitution, which give the minorities the right to establish and administer educational institutions of their choice.

6. It is, therefore, propose to advise the State Governments that in all such cases affiliation to outside bodies should be permitted without difficulty. It is also necessary that any institution which is thus affiliated should not suffer from any disabilities in regard to grant-in-aid and other facilities, merely because it cannot, from an academic point of view, be fitted into the frame work of educational administration within the State. It is, therefore, proposed that irrespective of affiliation to bodies situated within or without the State, all institutions should continue to be supported by the States in which they are located. Legislation regarding Universities or Boards of Education may, where necessary, be reconsidered from this point of view.

7. **Issue of directions by the President under Article 347 regarding the recognition of minority languages as Official languages :** Attention is invited to Article 347 of the Constitution, which prescribes that on a demand being made in that behalf, the President may if he is satisfied that a substantial proportion of the pupolation of a State desire the use of any language, to be recognised by that State, direct that such language shall be officially recognised in a portion or the whole of the State. The Commission has recommended that the Government of India should adopt, in consultation with the State Governments, a clear code to govern the use of different languages at different levels of State administration and take steps under Article 347 to ensure that this Code is followed.

8. The Commission has proposed that a State should be

recognised as unilingual only where one language group constitutes about 70 percent or more of its entire population and that where there is a substantial minority constituting 30 percent, or more of the population, the State should be recognised as bilingual for administrative purposes. The Commission has further suggested that the same principle might hold good at the district level; that is to say, if 70 percent or more of the total population of a district consists of a group which is a minority in the State as a whole, the laanguage of the minority group and not the State language should be the Official language in that district.

9. The Government of India are in agreement with those proposals and propose to advise the State Governments to adopt them.

10. The arrangements to be made for the purpose of recognising two or more official languages in a State or district which is treated as bilingual will be without prejudice to the right, which may be exercised under Article 350 of the Constitution by any one resident in the State, to submit a representation for the redress of any grievance in any of the languages used in the Union or the State.

11. The Commission has further suggested that in districts or smaller areas like municipalities and tehsils, where a linguistic minority constitutes 15 to 20 per cent of the population of that areas, it may be an advantage to get important government notices and rules published in the language of the minority, in addition to any other language, or languages in which such documents may otherwise be published in the usual course.

12. The Government of India propose to suggest that State Governments should adopt the procedure suggested, as a matter of administrative convenience.

13. **Recognition of minority languages as the media for examinations conducted for recruitment to State Services :** Attention is invited to the Commission's recommendation that candidates should have the option to elect as the media of Examination, in any examination conducted for recruitment to the State Services (not including subordinate services), English or Hindi, or the language of a minority constituting about 15 to 20 percent or more of the population of a State; a test of proficiency in the State language may in that event be held after selection and before the end of probation. The Government of India propose to advise State Governments that these suggestions should as far as possible be adopted. It is also proposed to recommend to the State Governments that where any cadre included in a subordinate service is treated as a cadre for a

district, any language which has been recognised as an official language in the district should also be recognised as a medium for the purpose of competitive examination in the districts. The last mentioned suggestion would follow as a necessary corollary to the acceptance of the the Commission's recommendations referred to in paragraph 8 of this note.

14. **Review of residence rules and requirements :** The Commission has emphasised that the domicile tests in force in certain States operate to the disavantage of minority groups and has recommended that the Government of India should undertake legislation under Article 16(3) of the Constitution in order to liberalise the requirements as to residence. The Government of India have carefully examined various suggestions which have been made from time to time with reference to the form which legislation intended to be enacted by Parliament under Article 16(3) may take. They have reached the conclusion that it is, on the whole, neither necessary nor desirable to impose at the present time any restrictions, with reference to residence, in any branch or cadre of the State services.

15. Certain exceptions may have to made to the general rule of non-discrimination in the Telangana area, and the question of making special provision in regard to employment opportunities in certain backward areas may also have to be considered. It is expected, however, that these interim arrangements will not be continued beyond a transitional period.

16. The Government of India propose to undertake legislation as soon as possible in order to clarify the position on the lines indicated. In the meantime, State Governments will be asked to review the rules relating to recruitment to State Services in the light of the position stated in paragraph 14.

17. Restriction of private rights in respect of contracts, fisheries, etc., the attention of the State Governments is being drawn to the relevant provisions in the Constitution regarding freedom of trade, commerce and intercourse and the right to equality of opportunity, and it is being suggested that the existing restrictions should be reviewed from this point of view.

18. **Recruitment of at least fifty percent of the new entrants to All India Services from outside a State :** The question has been discussed informally with the Chief Ministers of States. No rigid rules are considered to be necessary, but the recommendation made by the Commission will be kept in view in making future allotment to the all-India Services.

19. **Recruitment of one-third of the number of judges from outside a state :** The Commission's recommendations are being brought to the notice of the Chief Justic of India. There may be difficulties in some case in implementing these recommendations, but it is intended that, to the extent possible, they should be borne in mind in making future appointments.

20. **Constitution of Public Service Commission for two or more States :** The proposals that the Chairman and members of the Public Service Commissions in the States should be appointed by the President, has not been welcomed by the State Governments and it is not, therefore, being pursued. There is provision in the Constitution already for the constitution of Public Service Commissions for two or more States, vide Article 315. The procedure laid down in this Article may be followed at a later stage, in case it becomes necessary or desirable to consitute Public Service Commissions for two or more States.

21. **Agency for enforcing safeguards :** The States Reorganisation Commission had recommended that the services of the States Governors should be utilised for enforcing the safeguards for linguistic minorities. The Commission had not contemplated the vasting of any discretionary functions in the Governors, and they recommended what was regarded as a simple procedure which could be adopted within the framework of the present constitutional arrangements. In the light, however, of the views expressed both in the Joint Select Committee and in Parliament on the States Reorganisation Bill and the Constitution (Ninth Amendment) Bill, the Government of India now propose to provide for the appointment of a Minorities Commission at the Centre on the pattern of the Office of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This Officer will submit a report to the President on the working of safeguards for minor language groups at such intervals as the President may direct, and his report will laid before each House of Parliament.

22. Before concludings, the Government of India would like to endorse the observations of the States Reorganisation Commission in the following passage of its report:-

"We wish to emphasise that no guarantees can secure a minority against every kind of discriminatory policy of State Government. Governmental activity at State level affects virtually every sphere of a person's life and a democratic government must reflect the moral and political standards of the people. Therefore, if the

dominant group is hostile to the minorities, the lot of minorities is bound to become unenviable. There can be no substitute for a sense of fairplay on the part of the majority and a correspondig obligation on the part of the minorities to fit themselves in as elements vital to the integrated and ordered progress of the State."

❑ নিবেদন

কাছাড়বাসী জনসাধারণের নিকট দেশের বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং মোঃ আবদুল লতিফ গং অজ্ঞাতকুলশীল ৫ জন ব্যক্তির তারিখবিহীন বিজ্ঞপ্তিতে আমার সম্বন্ধে জনসাধারণের নিকট মিথ্যা প্রচার করিয়া আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার যে অপচেষ্টা করা হইয়াছে তাহার প্রতিবাদে এই বিজ্ঞপ্তি মারফতে প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করার প্রয়াস পাইতেছি।

আসাম ভাষা আইন পাশ হওয়ার বহুপূর্বে আসাম প্রদেশে একমাত্র অসমীয়া ভাষাকে সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে বিগত ১৯৬০ ইংরেজির প্রথমদিকে শিলচরে মিউনিসিপ্যাল হলে এক জনসভা হয় এবং এই সম্পর্কে কর্ত্তব্য নির্ধারণের জন্য বঙ্গ ভাষাভাষী সম্মেলন আহ্বানের উদ্দেশ্যে এক কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত সভায় প্রাক্তন মন্ত্রী ও বর্ত্তমান এম.এল.এ জোনাব আবদুল মতলিব মজুমদার সাহেব সভাপতিত্ব করেন। তৎপর বিগত ১৯৬০ই ২/৩ জুলাই তারিখে শিলচরে অনুষ্ঠিত নিখিল আসাম বাংলা ভাষাভাষী সম্মেলনে একমাত্র অসমীয়া ভাষাকে সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করার প্রবল বিরোধিতা করিয়া ভাষা প্রশ্নে স্থিতাবস্থা বজায় রাখিবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং উক্ত সভায় আসামের কৃষিমন্ত্রী জোনাব ময়ীনুল হক চৌধুরী ও কাছাড় হইতে নির্ব্বাচিত দিল্লীর লোকসভার কংগ্রেসী সভ্য সর্ব্বশ্রী দ্বারকানাথ তেওয়ারী, নিবারণচন্দ্র লস্কর ও রাজ্যসভা সদস্য শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব এবং কংগ্রেসী এম. এল. এ. গণ যথা সর্ব্বশ্রী গৌরীশংকর রায়, রামপ্রসাদ চৌবে, নন্দকিশোর সিংহ, রণেন্দ্রমোহন দাস, তজমূল আলী বড়লস্কর ও শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দ প্রভৃতি উপস্থিত থাকিয়া সম্মেলনের কার্য্য পরিচালনায় ও প্রস্তাবাদি রচনায় বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন।

ঐ সময়েই আসাম উপত্যকার বাঙালীদের উপর বর্ব্বরোচিত অত্যাচার চলে এবং বহুলোক হতাহত হয় ও অনুমান ৬০।৬৫ হাজার বাঙালী নরনারী পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে এবং কাছাড়ে আসিয়া আশ্রয় নেয়। উহাদের অনেককে আবার স্বস্থানে ফিরাইয়া আনিয়া পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিয়া দিতে ভারত সরকারের কয়েক কোটি টাকা খরচ হয়। দেশের অবস্থা শান্ত না থাকায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ তৎসময়ে ভাষা আইন বিবেচনা না করার নির্দ্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও আসাম সরকার তাড়াহুড়া করিয়া আসাম বিধানসভায় ভাষা-বিল আনয়ন করেন এবং সংখ্যালঘুদের রক্ষাকবচমূলক কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৫৬ ইংরাজীতে দেওয়া নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া অসমীয়া ভাষাকে একমাত্র

রাজ্যভাষারূপে গ্রহণ করতে আইন পাশ করা হয়। প্রকাশ থাকে যে উক্ত আইনে বাংলাভাষাকে কোন স্থান না দেওয়ায় কাছাড়ের কোন এম, এল, এ, উক্ত আইন পাশ হওযাব পক্ষে ভোট দেন নাই এবং মন্ত্রী জোনাব মঈনুল হক চৌধুরী গং কাছাড়ের সকল এম, এল, এ, উক্ত আইন পাশ হওয়ার সময় বিধানসভা কক্ষ ত্যাগ করেন এবং জোনাব আবদুল মতলিব মজুমদাব বিধানসভায় উপস্থিত থাকিযাও কোন পক্ষে ভোট দেন নাই। ইহারও পূর্ব্বে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভায় যখন বাংলা ভাষাকে স্থান না দিয়া একমাত্র অসমীয়া ভাষাকে সরকাবী ভাষারূপে আইন পাশ করা সম্পর্কে বিবেচনা চলিতেছিল তখন বাংলা ভাষাকে গ্রহণ না করার প্রতিবাদে আসামের কৃষিমন্ত্রী জোনাব মইনুল হক চৌধুরী সাহেব এবং কাছাড়ের কংগ্রেসী এম, এল, এ, গণ সভাকক্ষ ত্যাগ করেন।

উক্ত আইন পাশ হওয়ার পর কাছাড়বাসীর দাবি অনুযায়ী আসামের মুখ্যমন্ত্রী জোনাব শ্রীচালিহা ও কৃষিমন্ত্রী জোনাব মইনুল হক চৌধুরী সাহেব প্রভৃতি আসাম ভাষা-বিলে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি না দেওয়ায় নিজ নিজ পদ হইতে ইস্তফা দেওয়ার প্রস্তাব দিলে কংগ্রেসের উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ তাহা অনুমোদন করেন নাই।

বিগত ১৯৬১ জানুয়ারী মাসের ১৫ই তারিখে হাইলাকান্দি, শিলচর ও করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেসের এক যুক্ত অধিবেশনের ৩নং প্রস্তাবে কাছাড়কে আলাদা করিয়া এক পৃথক শাসনতান্ত্রিক সংস্থা সংগঠনের দাবি এবং ২নং প্রস্তাবে কাছাড় কংগ্রেসকে আসাম কংগ্রেস হইতে আলাদা করার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু কাছাড়ের কোন কংগ্রেসী বা জনসাধারণের পক্ষ হইতে কেহ কাছাড়কে আলাদা করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে উক্ত কংগ্রেসের সায় বাংলাভাষাকে আসামের অন্যতম রাজ্যভাষারূপে মর্য্যাদা দেওয়ার কোন প্রস্তাব নেওয়া হয় নাই। সেই হেতু আমারই সভাপতিত্বে করিমগঞ্জে অনুষ্ঠিত বিগত ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কাছাড় জেলা জনসম্মেলনের ৩য় প্রস্তাব অনুযায়ী অবিচারমূলক রাজ্যভাষা আইন প্রত্যাহার ক্রমে বাংলাভাষাকে অন্যতম রাজ্যভাষা করা এবং অন্যান্য অনসমীয়া ভাষাকেও যোগ্য মর্য্যাদাদানের ব্যবস্থা করাব দাবি জানান হয় এবং ইহাকে কার্য্যকরী করার জন্য সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়--সংগ্রাম পরিষদ কাছাড় জেলাকে আসাম হইতে বিচ্ছিন্ন করার জন্য কোন আন্দোলন করে নাই। অথচ বিশেষ কোন মহল হইতে জনসাধারণকে মিথ্যা বুঝান হইতেছে যে সংগ্রাম পরিষদ কাছাড়কে আলাদা করার জন্য আন্দোলন করিতেছে।

প্রকাশ যে, কাছাড় জেলা কংগ্রেসের কর্ম্মকর্ত্তাগন ১৯৬১ ইংরেজী ১৯শে মে তারিখে গৌহাটিতে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর সাথে দেখা করিয়া কাছাড়কে আসাম হইতে বিচ্ছিন্ন করার প্রস্তাব এক স্মারকলিপি মারফতে পেশ করেন এবং ইহাতে হাইলাকান্দি আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের সভাপতি জোনাব আবদুল লতিফ লস্কর ও সালচাপরা আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের সভাপতি জোনাব কমরুল ইসলাম লস্কর সাহেব সহ কাছাড় জেলার কয়েকটি আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের সভাপতি দস্তখত করেন। উক্ত বিষয় জনসাধারণের সমক্ষে প্রকাশ পাইলে জনসাধারণ ইহার প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করেন। কংগ্রেসের কর্ম্মকর্ত্তাগণ ইহা বুঝিতে পারিয়া বিগত ২৪শে মে তারিখে হাইলাকান্দিতে অনুষ্ঠিত জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলির সম্মিলিত সভার জন্য প্রস্তাব

অনুযায়ী কাছাড়কে আসাম হইতে পৃথক করার দাবি ত্যাগ করিতে বাংলাভাষাকেও সরকারী ভাষারূপে পরিগণিত করার দাবি জানান। কাছাড়ের কংগ্রেস এইরূপভাবে কাছাড়কে আলাদা করার দাবি ত্যাগ করিলেও উপরিউক্ত ১৯শে মে তারিখের স্মারকলিপির দস্তখতকারী কেহই (আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের সভাপতিগণ গং) অদ্য পর্য্যন্ত কাছাড়কে বিচ্ছিন্ন করার দাবির বিরুদ্ধে তাহাদের পূর্ব্বের ভ্রান্ত মত সংশোধন করে প্রকাশ্যে কোন বিবৃতি দেন নাই।

বিগত ১৭ই জুন হইতে সংগ্রাম পরিষদ সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত রাখে যেহেতু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে বুঝাপড়ার জন্য তাহাদিগকে দিল্লীতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৯শে জুন তারিখের অবাঞ্ছিত ঘটনায় হাইলাকান্দিতে ১০ জন লোক মারা যান এবং অনেক লোক জখম হন।

আমি সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি হিসাবে আমার কমিটির কয়েকজন সভ্যকে নিয়া দিল্লী যাই এবং ২রা জুলাই সকাল ও রাত্রিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিয়া বাংলা ও অন্যান্য অনসমীয়া ভাষার স্বীকৃতি সম্পর্কে আমাদের দাবি জানাই এবং ৩রা জুলাই তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে দেখা করিয়া বাংলাভাষাকেও অসমীয়া ভাষার সঙ্গে অন্যতম রাজ্যভাষা হিসাবে গ্রহনের জন্য দাবি জানাই। কেন্দ্রীয় সরকার অদূর ভবিষ্যতে এই সম্পর্কে সর্ব্বভারতীয় সিদ্ধান্তে আসিতে চেষ্টা করিবেন এবং আমাদের অভিযোগাদি দূরীকরণে যথাসাধ্য সচেষ্ট হইবেন বলিয়া আমাদের আশ্বাস দিলে আমরা আমাদের মূল দাবি অব্যাহত রাখিয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে সুযোগ দিবার জন্য আন্দোলন স্থগিত রাখিবার কথা বলিয়া আসি। এখানে ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে সংগ্রাম পরিষদ উক্ত আলাপ আলোচনায় কোথাও কাছাড়কে পৃথক করার কোন দাবি করেন নাই।

ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে পাসপোর্ট চালু হইবার বহু পূর্ব্বে আমি হাইলাকান্দিতে আইন ব্যবসা আরম্ভ করি এবং যাহারা পাশপোর্ট হওয়ার পর আমি গোপনে হাইলাকান্দিতে প্রবেশ করি বলিয়া অপপ্রচার করিয়াছেন, তাহারা পাশপোর্ট কবে হইতে চালু হইয়াছে এই সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত থাকিলে একথা বলিতে পারিতেন না। এম, এল, এ এবং এম, পি গণকে পদত্যাগ করার কু-মন্ত্রণা দেওয়ার কিংবা হাইলাকান্দিতে ১৯শে জুন তারিখে মৃত ব্যক্তিগণের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ না করা বা সরজমিতে না যাওয়ার অপবাদ আমার উপর আরোপ করা হইয়াছে। আমি দৃঢ়কণ্ঠে প্রকাশ করিতে চাই যে, যাহারা স্বেচ্ছায় এম, এল, এ, এবং এম, পি, র পদ হইতে পদত্যাগ করার কথা জনসাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করিয়া পদত্যাগ করেন নাই তাহাদের প্রতি আমার কোন শ্রদ্ধা নাই। অবশ্য তাহাদের প্রতি নির্দ্দেশ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান হইতে দেওয়া হইয়াছিল, ইহাতে আমার কোন হাত নাই। বিগত ২০শে জুন তারিখে জোনাব মইনুল হক চৌধুরী সাহেব হাইলাকান্দিতে আসার বহু পূর্ব্বে নানা অসুবিধা সত্ত্বেও আমি হাইলাকান্দির এস. ডি. ও. এবং হাইলাকান্দির লব্ধ-প্রতিষ্ঠ উকিল জোনাব মাহমুদ আলী বড়ভুইয়া সহযোগে চারজন মৃত ব্যক্তিকে আলগাপুর অঞ্চলে তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের নিকট দফন করার জন্য দিয়া আসি। ঐ দিনই জোনাব মইনুল হক সাহেব কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনার মহোদয় সহ হাইলাকান্দিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু অপর ছয়জন মৃত ব্যক্তিকে পাঠাইবার কোন ব্যবস্থা

হয় নাই। পরের দিন অর্থাৎ ২১শে জুন তাবিখে অপর চারজন মৃত ব্যক্তিকে আমি এবং জোনাব মাহমুদ আলী বড়ভূঞা বর্ণারপুর যাইয়া তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের নিকট পৌঁছাইয়া দিই। অপব দুইজন মৃত ব্যক্তিকে তাহাদের আত্মীয়স্বজন হাইলাকান্দি হাসপাতাল হইতে নিয়া সমাধিস্থ করেন। সরজমিতে আমরা গিয়াছি এবং স্থানীয় জনসাধাবণ তাহার প্রমাণ দিবেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মৃত ব্যক্তিদেব জন্য প্রয়োজনীয় নূতন কাপড় আমরা ২০।৬।৬১ ইং তারিখে হাইলাকান্দির এম এস মেহতা ব্রাদার্স হইতে কিনিয়া আনিয়া ঐ গুলিকে পর্দ্দা করিয়া পরে মৃতদেহ গাড়ীতে নিয়া স্ব স্ব স্থানে পৌঁছাইয়া দিই। তৎসময়ে দরদী নিবেদনকারীর কেহই তো অগ্রসর হইয়া আসেন নাই।

বিগত ১৯শে জুন তারিখে পাকিস্তান হইতে লোক আসিয়া হাইলাকান্দিতে হাঙ্গামা করিয়াছে—আমি কোন স্থানে কোন বিবৃতিতে উক্তরূপ কোন কথা বলি নাই। আশা কবি, জনসাধারণ জানেন যে কোন ছাপান বিবৃতিতে তাহার তারিখ এবং প্রেসেব নাম দিতে হয়। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিতে ইহার কিছুই উল্লেখ নাই। তদুপরি উক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীগণের নামে আসলে কোন লোক আছেন কিনা সে সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে।

সর্ব্বশেষে জনসাধারণের নিকট আমার নিবেদন এই যে আসাম রাজ্যভাষা আইন অনুযায়ী কাছাড়ে বাংলা ভাষায় লেখা পড়া এবং সরকারী কাজকর্ম্ম চলিবে বলিয়া ইতিপূর্ব্বেই নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আসামের অর্থমন্ত্রী জোনাব ফখরুদ্দিন সাহেব সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, কাছাড়ের ভাষা সম্পর্কে মহকুমা পরিষদ ধারাটি বিধানসভার আগামী অধিবেশনে রহিত করা হইবে। ইহা পরিতাপের বিষয় যে, আসামের কৃষিমন্ত্রী তাহার ২৭শে জুন তারিখের বিবৃতিতে আমাকে অযথা হেয় প্রতিপন্ন করিবার অপচেষ্টা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, বিগত ২৪শে মে হাইলাকান্দিতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস সম্মেলনে এম, এল, এ, এম-পিদের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি নিশ্চয়ই আমাকে হেয়জ্ঞান করিতেন না। যেহেতু ইতিপূর্ব্বে তিনি ভাষা সম্পর্কিত ব্যাপারে আমার সংগে আনুকূল্যপুর্ণ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। প্রয়োজনবোধে তৎসম্পর্কে আমি প্রমাণাদি উপস্থিত করিতে পারিব।

আশা করি আমার সম্পর্কে কাহারো মনে কোন ভ্রান্ত ধারণা উপজাত হইয়া থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারের পর তাহা সমূলে দূরীভূত হইবে। আরও আশা করি যে, জনসাধারণ এরপর হইতে এবংবিধ অপপ্রচারে কর্ণপাত না করিয়া নিজেদের শুভবুদ্ধিতে পরিচালিত হইবেন। ইতি

নিবেদক—

হাইলাকান্দি
১৫।৭।৬১ ইং

আব্দুর রহমান চৌধুরী
এম, এ.; এল. এল. বি.; সভাপতি, কাছাড় জেলা গণ-সংগ্রাম পরিষদ।

ভারতী প্রেস, করিমগঞ্জ।

NIKHIL ASSAM BANGA BHASHA-BHASHI SAMITI
HEAD OFFICE :–HOJAI : ASSAM.

Proceedings of the Fifth Working Committee Meeting of the NIKHIL ASSAM BANGA BHASHA BHASHI SAMITI held at Lumding on the 24th and 25th June, 1961 under the Presidentship of Shrimati Jyotsna Chanda, President of the Samiti.

Following Members were present besides many other special invitees :–

1.	Shri	Anath Bandhu Bose, Vice-President......	Tinsukia.
2.	"	Santi Ranjan Das Gupta, General Secretary......	Hojai.
3.	"	Subodh Roy, Jt. Secretary......	Sapatgram.
4.	"	Subodh Bhawmick, Jt. Secretary, ...	Jorhat.
5.	"	Ganesh Chandra Sen. Treasurer, ...	Gauhati.
6.	"	Benoy Sarkar, Asstt. Secretary, ...	Lumding.
7.	"	Sadhan Ranjan Sarkar, Member, ...	Hojai.
8.	"	Dakshina Ranjan Dev, Asstt. Secretary......	Karimganj.
9.	"	Swarna Kamal Datta, Member, ...	Jorhat.
10.	"	Sudhir Kumar Bhadra, Member	Hojia.
11.	"	Kalika Ranjan Roy, Member	Hojai.
12.	"	Rakhal Mazumder, Member	Doomdooma.
13.	"	Pramesh Bhattacharjee, Member	Lumding.
14.	"	Sachindra Benode Sen Gupta, Member	Shillong.
15.	"	Gopal Chandra Paul, Member	Lumding.
16.	"	Paritosh Paul Chawdhury, Member	Silchar.
17.	"	Kalipada Ghatak, Jt. Socretary	Dhubri.

1. The Proceedings of the last Working Committee Meeting hold at Shillong on 27th and 28th May 1961 were read and confirmed.

Resolution No. 2. Resolution on Sharstri Proposals

The Working Committee of the Nikhil Assam Banga Bhasha-bhashi Samiti has very carefully studied and considered the statement of Shri Lal Bahadur Shastri, Union Home Minister, made at Shillong on the 6th June 1961 on the Assam Official Language Issue containing certain proposals now known as Shastri proposals. The Committee regrets to find that the proposals betray an attempt to create a division between the people of Cachar and the Bengali speaking people of the Brahmaputra Valley and also between the Hill tribes and the Bengali speaking people of the Hill districts. The Committee also notes that the demand of the Bengali speaking people of Assam as placed by the Samiti on various occasions has not been acceded to,

but has rather been totally ignored. The Committee is surprised to find that the Union Home Minister's proposals contain even no reference to the Bengali speaking people living in the Brahmaputra Valley and in the Hill areas numbering not less than twenty lakhs. An assurance given in Clause 4 of the said proposals to the effect that the linguistic minorities in the State will be accorded the safeguards contained in the Government of India's Memorandum dated September 19,1956 does not come anywhere near the Samiti's demand.

In view of the above-stated reasons the Working Committee regretfully express its inability to accept the 'Union Home Minister's proposals as a solution of the official language issue of Assam.

Moved by ... Shri Subodh Roy.
Seconded by ... Shri Sachindra Benode Sengupta.
Passed unanimously.

Resolution No. 3.

The Memorandum submitted to the Union Minister at Shillong on 31st May 1991 by the representative of the Samiti is hereby unanimously approved.

Resolution No. 4.

The action of the General Secretary and other members deferring the observance of the Demand Day on 4th June 1961 is hereby unanimously a approved.

Resolution No. 5.

About holding of a public meeting at Lumding to-day (25.6.61) by defying Sec. 144 there was a heated and considered discussion, and the Committee unanimously resolved that in view of the call to observe a Demand day by the Samiti on the 5th July 1961 all over Assam as per resolution No. 8, the meeting is postponed.

Resolution No. 6. Resolution on the Press Statement of Shri F.A. Ahmed, Finance Minister, Assam.

This meeting of the Working Committee of the Nikhil Assam Banga Bhasha-Bhashi Samiti takes a serious note of the reported statement made by the Assam Finance Minister Shri Fakhruddin Ali Ahmed to the Press at Dum Dum Air Port on June 3, 1961 on Assam's language problem in general and on the merits or otherwise of the Bengali language being accorded the status of one of the official languages of Assam. The Assam Finance Minister was reported to have stated among other things that "Bengali would never be

recognised as the State Language since we cannot give a district language the status of State Language". Apart from the inappropriateness of the occasion of such a statement at a time when the Union Home Minister camping at Shillong was himself exploring possibilities of finding out solution of the State's language impasse, the statement itself blatant untruth, uncalled for, designed deliberately to mislead the rest of India to believe that Bengali was just a district language confined in Cachar district only. The Committee feels that the Statement coming as it did from a responsible Minister of the State vitiated the whole course of negotiation conducted by the Union Home Minister in Assam, and in a way precipitated what is now popularly known as "Shastri Formula!"

To do away with the wilful wrong impressions which might have been created by the said Minister's statement in other parts of India, this meeting feels it incumbent to assert that Bengali never was and is a district language of Assam. It is a major language in Assam spoken by millions of Bengali speaking people spread over all the districts of Brahmaputra Valley and all five other autonomous Hill districts, Desides Cachar. As such Bengali is spoken more widely than the Assamese language taking Assam as a whole. In the opinion of this Samiti three districts in the Brhamaputra Valley namely Goalpara, Nowgong and Darrang, the Bengali Speaking people are greater in number than those of Assamese speaking people.

Proposed by ... Shri S. P. Dasgupta
Seconded by ... Shri Dakshina Ranjan Deb
Adopted unanimously.

Resolution No. 7. Language Movement.

This meeting of the working Committee of Nikhil Assam Banga Bhasha-Bhashi Samiti re-iterates its determination contained in the Samiti's resolution adopted in the Working Committee meeting held at Shillong on 27th and 28th May, 1961 and calls upon all democratic persons and organisations of Assam irrespective of caste community creed and religion and particularly the entire Bengali-speaking people of Assam to extend in other areas of Assam the peaceful and non-violent Satyagraha movement which has started from Cachar for the fulfilment of the demand that Bengali should be declared an Official Language of Assam. The Committee appeals to the Bengali-speaking people of Assam to take part in the movement in all possible ways–non-violent and peaceful–and not to hesitate to undergo any kind of sacrifice and sufferings for the furtherance of the cause.

With a view to implementing the above determination the Samiti it is resolved that a Central Sangram Parisad of the Samiti be formed with the following members :–

1. Sreemati Jyotsna Chanda, Silchar, President.
2 Shri Ramani Kanta Bose, Dhubri, Vice-President.
3. Shri Hurmat Ali Barlashkar, Silchar, Vice-President.
4. Dr. Hem Chandra Das, Tezpur, Vice-President.
5. Shri Anath Bandhu Bose, Tinsukia, Vice-President.
6. Shri Ganesh Chandra Sen, Gauhati, Treasurer.
7. Shri Santi Ranjan Dasgupta, Hojai, General Secy, Convenor.

In absence of Shri Santi Ranjan Dasgupta, the convenor, the following members will function as convenor in order of priority–

8. Shri Subodh Roy, Jt. Secretary, Sapatgram.
9. Shri Mohit Mohon Das, Jt. Secretary, Karimganj.
10. Shri Subodh Bhowmik, -Do- Jorhat.
11. Shri Binoy Sarkar, Asst. Secretary, Lumding.
12. Shri Kalipada Ghatak, Asst. Secretary, Dhubri.
13. Shri Dakshina Ranjan Deb, Asst. Secretary, Dhubri.
14. Shri S. B. Sengupta, Shillong.
15. Shri N. Biswas, Digboi.

The Working Committee hereby empowers the District Committee of the Samiti to form their respective district Sangram Parisads and to chalk their own programme to be followed in their respective districts and areas for the purpose of implementing the said determination.

Resolution No. 8. Demand Day.

In view of the Nikhil Assam Banga Bhasha-Bhashi Samiti's inability to accept the Union Home Minister's proposals as solution of the Official Language question the Working Committee of the Samiti decides to observe July 5, 1961 as the All Assam Demand Day the observance of which was fixed for the 4th June, 1961 and later deferred in complience with the Union Home Minister Shri Lal Bahadur Shastri's request.

Demand Day.

The Demand Day will be observed by holding meetings and processions, defying Official Bands, if necessary, and taking the

following pledge :–

"We, the Bengali-speaking people of Assam, do take this vow to-day, the Fifth July, 1961 that we shall continue to fight non-violently and peacefully until and unless our demand for the recognition of the Bengali Language as an Official Language of Assam is fulfilled. We shall not hesitate to undergo any sacrifice and sufferings for the realization of our legitimate and constitutional demand. We declare unequivocally that our movement is not directed against any person or community. It is a great, noble and peaceful effort to get due recognition of our mother tongue the Bengali Language."

Resolution No. 9 Resolution on Hailakandi Riots.

This meeting of the Working Committee of the Nikhil Assam Banga Bhasha-Bhashi Samiti views with grave concern the mob invasion of the Hailakandi Town which was engine ered on the 19th June, 1961 resulting in the loss of human lives incendiearism and destruction of properties clearly to sabotage the democratic movement forged all communities for the recognition of Bengali as an Official Language of Assam. While watching the deliberate attempts of some designing and anti-Indian elements to plunge the whole district of Cachar in a communal conflict, the Committee holds and believes that this communal flare up in Cachar is the result of the large scale Pakistani infiltration in the State, admitted even by the Chief Minister, and the policies of the State Government towards the linguistic minorities. The Committee takes the opportunity to congratulate the leaders of all communities for maintaining their solidarity in the struggle of Official recognition of Bengali in the face of provocations. At the same the Committee records its condemnation of the activities of some of recent unhappy happenings in Cachar. The Committee demands that a judicial enquiry be held to unearth the causes and to uncover the presons responsible for the mob vandalism in Cachar.

Proposed by ... Shri Pramath Nath Dutta.
Seconded by ... Shri Binoy Sarkar.
Passed unanimously.

Sd/- (Mrs) J. Chanda
PRESIDENT
25.6.61

❐ MEMORANDUM SUBMITTED TO THE HOME MINISTER AT NEW DELHI ON THE 2ND JULY, 1961.

Following acts will prove to the necessity and justification for direct action and undertaking direct responsibility for the enforcement of the safeguards of the minorities and particularly the linguistic minorities as envisagd in 1956 Memorandum of the Govt. of India :–

1. That the present Assam Govt. cannot look beyond the interest of the Assamese (speaking) people. As a matter of fact the Assam Govt. since partition was conditioned by chauvinistic trends which ultimately expressed itself in the Brahamputra Valley holocaust last year and the present stalemate.

In August, 1947 Late Gopinath Bordoloi, the Chief Minister of Assam told a deputation that the accepted policy of the Assam Govt. was "Assam for Assamsse" (Shillong Times, August 29, 1947). The same policy being persued by the successive Govt. in Assam.

2. The manipulation of successive Census figures, the Assamisation of educational Institution, the discrimination in matters of recruitment in both Govt. and non-Govt. Institutions are continuing wrongs perpetrated on the non-Assamese people in Assam resulting in a complete lack of faith in the Assam Govt.

3. In matters of refugee rehabilitation the Assam Govt. not only bungled from top to bottom but meted out the most inhuman treatment to these helpless people. In the first part of 1960 for enchroachment of a reserved area by the refugees in the Mikir Hill the huts of the refugees were made to be trodden by elephant under orders from the Assam Govt. Shri Mohan lal Saxena on his relinquishing the charge as the Minister for rehabilitation made a report to the Prime Minister regarding the rehabilitation policy of the Assam Govt. in which he said, "the whole atmosphere is surcharged with politics".

4. In times of crisis the Assam Govt. miserably fails to tackle the problem e.g.

(a) The Chaliha Ministry could not protect the border in 1958 & also subsequently, in as much as Tukergram, Tengrakandi, Madanpur T.E., Promodenagar T.E. were forcibly occupied by Pakisthan taking advantage of the indifferent attitude by Pakisthan taking advantage of the indifferent attitude of the Assam Govt. When Tukergram was occupied for long 48 hours no action what-soever was taken by the Govt. though informed and urged repeatedly to act.

(b) Infiltration of Pakisthanis in large number into Assam has already become a problem even by Sri Chaliha's own admission. when

more drastic steps are necessary to tackle the problem sri Chaliha is thinking only in terms of fencing the border.

(c) The Assam Govt. conveniently brings in the theory of "being caught unawares" as had been done to explain away the Brahmaputra Valley holocaust inspite of the then I. G. P's note of warning submitted earlier.

5. The Assam Govt. is positively discrimanatory towards the non-Assamese & especially to the Bengali speaking people. The recent Hailakandi disturbances follows the same pattern as was envisaged during the Brahmaputra Valley holocaust. Only a High power enquiry under the auspices of the Centre can find out the complicity of the top men in the Govt. including High Officials in the engineering the whole trouble. Here also the theory of being "caught unawares" was invented by Sri Tripathi.

Strangely enough during every trouble affecting the interests of the Bengalees and other non-Assamess people in the State Sri Chaliha, Sri Fakaruddin Ali Ahmed and this time Sri Mainul Haque Choudhury come out with statements justifying the actions of the mob. This was done during Brahmaputra Valley holocaust and the same thing has been repeated to explain away the Hailakandi disturbances. Sri Haque Choudhury and other Minister invented the story of provocation in support of the mob action.

Significantly enough they were silent on the wanton killing of peaceful and non-violent Satyagrahis at Silchar. Rather, the Govt. unsuccessfully invented the theory of burning of a Truck and looting and damaging of Govt. properties etc.

6. The S.I.B., Assam is manned at the top by Assamese Officers, who it is apprehended even in reponsible quarters, do not give the real picture of the State of affairs obtaining in Assam to the Centre.

As a matter of fact the whole Administrative machinery in Assam has been demoralised and needs through overhauling.

7. We are yet to know wheather anyone has been punished who actually took part in the Brahmaputra Valley holocaust. Starting from 1948 a series of disturbances was allowed to take place but every time the wrong doors have been shielded thereby creating a sense of a security amongst the lawless elements a complete sense of insecurity among the non-Assamese. This has resulted in a "Civil War" situation in Assam in the words of the Union Law Minister.

8. The Assam Govt. have failed to implement the solemn assurance of the Prime Minister in rehabilitating the new type of refugees created by the Brahmaputra Valley holocaust. This has shaken the

foundation the ordered society in Assam.

9. The enquiry commission reports about the Goreswar tregedy and Gauhati Firing are yet to see the light of the day nor the "appropriate time" for holding a comprehensive enquiry about the preplanned Brahamaputra valley holocaust has come. All these years have been years of promises and shattered hopes.

10. This Govt. does not enjoy confidence of any section of the people, not even the Assamese as was evident at the time of negotiation last year with Late Pt. G.V.Pant. The formula proposed by Pt. Pant was accepted by Mr. Chaliha and some of his cabinet members but they did not have the authority in the State to implement it. The formula which could have solved the language tangle of Assem was rejected at the instance of the extrmist leaders of the Assam Valley.

Chaliha's shifting of grounds on several occassions on language issue - the official policies of the Assam State are not made by the present Govt. but as has been born out by the repeated shifts in policy by the Chaliha Cabinetin the past one year by extremist in the Assam Valley who are to-day in a position to extent undue pressure on the Govt.

11. In this context there seems to be no other solution but to invoke President's rule and defer the general elections atleast by a year otherwise neither the people not even the Political Parties can be restored to the mental equanimity and balance to solve Assam's multifarious problems.

Sd/- A.R. Choudhury
President,
Cachar Zilla Gana Sangram Parishad.

❒ **শিলচর হত্যাকাণ্ডে বরাক উপত্যকার বাইরে দেশে বিদেশে যে সব স্থানে প্রতিবাদ ও শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছিল :**

• উল্লেখযোগ্য বাজনৈতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান

• **ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব** :